



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
January 2018

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন জীবন্মুত হয়েছ তাই সবকিছু ভুলে যাও। এক বাবা যা শোনাচ্ছেন, তাই শোনো, আর বাবাকে স্মরণ করো, 'তোমার সঙ্গেই থাকবো আমরা'"

প্রশ্ন :- সঙ্গতি দাতা বাবা বাচ্চাদের সঙ্গতির জন্য কি শিক্ষা দেন ?

উত্তর :- বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সঙ্গতিতে যাওয়ার জন্য অশরীরী হয়ে বাবা আর চক্রকে স্মরণ করো। যোগের দ্বারাই তোমরা চিরসুস্থ এবং নিরোগী হতে পারবে। তখন তোমাদের কোনো কর্মভোগের অনুতাপ করতে হবে না।

প্রশ্ন :- যাদের ভাগ্যে স্বর্গ সুখ নেই, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর :- তারা বলবে, জ্ঞান শোনার জন্য আমাদের কাছে সময় নেই। তারা কখনোই ব্রাহ্মণ কুলের সদস্য হতে পারবে না। তারা জানতেই পারবে না, ভগবানও যে কখনো কোনো রূপে আসেন।

গীত :- তোমার ডাক শুনতে মন যে চায়

ওম্ শান্তি। ভগবান বসে এখন ভক্তদের বোঝাচ্ছেন। ভক্ত হলো ভগবানের সন্তান। সকলেই তো ভক্ত, বাবা হলেন একজন। তাই বাচ্চারা চায়, একজন্ম অন্তত বাবার সঙ্গে থেকে দেখতে। বাচ্চারা দেবতাদের সঙ্গে অনেক জন্ম কাটিয়েছে। আসুরী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও অনেক জন্ম কাটিয়েছে। এখন ভক্তদের মনে ইচ্ছে হয় -- এক জন্ম অন্তত ভগবানের হয়ে ভগবানের সঙ্গে থেকে দেখি। এখন তোমরা ভগবানের হয়েছো, তোমরা জীবন্মুত হয়েছো তাই ভগবানের সঙ্গেই থাকো। এই যে জীবন যা অমূল্য এবং অন্তিম জীবন, এই জীবনে তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গেই থাকো। এই গায়নও আছে...তোমার কাছেই থাকো, তোমার সাথেই বসবো, তোমার কথাই শুনবো। যারা জীবন্মুত হতে পারে তাদের কাছে এই জন্ম হলো বাবার সাথে থাকা। এই এক জন্মই হলো উঁচুর থেকেও উঁচু জন্ম। বাবাও এই একবারই আসেন, আর তো তিনি কখনো আসতে পারেন না। তিনি এই একবারই এসে বাচ্চাদের সর্ব কামনা পূরণ করে দেন। ভক্তিমার্গে মানুষ অনেক কামনা করে থাকে। সাধু - সন্ত, মহাত্মা, দেবী-দেবতাদের থেকে অর্ধকল্প ধরে কামনা করতেই থাকে আর দ্বিতীয় হলো জপ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদিও জন্ম - জন্ম ধরে করে আসছে। মানুষ কতো শাস্ত্রপাঠ করে। অনেক ধরনের শাস্ত্র, ম্যাগাজিন তৈরী করতেও তারা পরিশ্রান্ত হয় না। তারা ভাবে এইভাবেই বোধহয় ভগবানকে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাবা এখন নিজেই জানাচ্ছেন -- তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে যা কিছু পড়ে এসেছো, এতে কোনো বড়কিছু প্রাপ্তি হয় না। বই তো অনেকই আছে। খৃস্টানরাও তো অনেককিছু শেখে। তারা অনেক ভাষায় অনেক কিছুই লেখে। মানুষ তো পড়তেই থাকে। এখন বাবা বলছেন, যা কিছুই পড়েছো সব ভুলে যাও অথবা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে শেখো। মানুষ অনেক বই পড়ে। বইয়ে থাকে অমুকে ভগবান, অমুকে অবতার। এখন বাবা বলছেন, আমি নিজেই আসি, তাই যারা আমার হতে চায়, আমি তাদের বলি তোমরা এই সবকিছু ভুলে যাও। সারা দুনিয়ার আর তোমাদের বুদ্ধিতে যে বিষয় ছিলো না, তাই এখন আমি তোমাদের শোনাচ্ছি। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, বরাবর বাবা যা বোঝান তা কোনো শাস্ত্র আদিতে নেই। বাবা অনেক গুহ্য এবং আমোদজনক কথা শোনান

। তিনি তোমাদের এই নাটকের আদি - মধ্য - অন্ত, রচয়িতা এবং রচনার সমস্ত খবর শোনান । তাও তিনি বলেন, তোমরা যদি অনেককিছু মনে রাখতে নাও পারো, কেবল দুটো অক্ষর স্মরণ করো - মনমনাভব, মধ্যাজী ভব । এই অক্ষর তো ভক্তিমার্গের গীতার, কিন্তু বাবা এর অর্থ খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । ভগবান তো সহজ রাজযোগ শিখিয়েছেন, তিনি বলেন তোমরা কেবল "বাবাকে" স্মরণ করো । ভক্তিতেও তো তোমরা অনেক স্মরণ করতে । মানুষ এই গান গেয়েও থাকে দুঃখে সবাই স্মরণ করে তবুও কিছুই বোঝে না । তাহলে অবশ্যই সত্যযুগ আর ত্রেতায় সুখের দুনিয়া ছিলো তাই তখন কেন স্মরণ করবে ? এখন এই মায়ার রাজ্যে মানুষের দুঃখ হয় তাই বাবাকে স্মরণ করতে হয় আর সত্যযুগের অথৈ সুখও স্মরণে আসে । সেই সুখের দুনিয়ায় তারাই ছিলো যারা সংগম যুগে বাবার থেকে রাজযোগ আর জ্ঞান শিখেছিলো । বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষা নেই । তাদের জন্য তো আরো ভালো, কেননা বুদ্ধি অন্য কোথাও যাবে না । ওখানে তো কেবল চুপ করেই থাকতে হবে । মুখেও কিছু বলতে হবে না । কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তারপর আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো । এই কথা কিছু কিছু গীতাতে আছে । প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র একটাই । এই ভারতই একদিন নতুন ছিলো, এখন পুরানো হয়েছে । শাস্ত্র তো একটাই হওয়া উচিত । যেমন বাইবেল একটাই, যখন থেকে খৃস্টান ধর্ম স্থাপন হয়েছে, প্রথম থেকে শেষ অবধি একটাই শাস্ত্র । তারা ক্রাইস্টেরও অনেক মহিমা করে । তারা বলে, উনি শান্তি স্থাপন করেছিলেন । তিনি এসে তো খৃস্টান ধর্মের স্থাপন করেছিলেন, তাতে শান্তির তো কথাই নেই । যারাই আসে তাদের মহিমা করে কারণ নিজেদের মহিমা তো ভুলেই গেছে । বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি নিজের ধর্ম ছেড়ে অন্যের মহিমা করবে না । ভারতবাসীদের নিজেদের ধর্ম তো এখন নেইই । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । যখন সকলে সম্পূর্ণ নাস্তিক হয়ে যায় তখনই আবার বাবা আসেন । বাবা বোঝান, বাচ্চারা স্কুল ইত্যাদিতেও যে বই পড়ানো হয় তাতেও তো কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে । এর লাভ হলো এর থেকে অর্থ রোজগার হয় । উঁচু পদও পাওয়া যায় । বাকি শাস্ত্র ইত্যাদি যা মানুষ পড়ে, তাকে তো অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয় । পড়াকে কখনোই অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয় না । এমন নয় যে অন্ধশ্রদ্ধায় পড়ে । পড়াশোনা করেই মানুষ ব্যরিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার হয়, তাকে কিভাবে অন্ধশ্রদ্ধা বলা যাবে । এও এক পাঠশালা । এ কোনো সংসঙ্গ নয় । এখানে লেখা আছে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় । তাই বোঝা উচিত অবশ্যই ঈশ্বরের কোনো অনেক বড় বিদ্যালয় হবে । তাও এই বিশ্বের জন্য । সকলকে এই সন্দেশও জানাতে হবে যে দেহ সহিত দেহের সব ধর্ম ছেড়ে নিজের স্বধর্মে অবস্থান করো, এরপর নিজের বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মতি, সেই গতি হয়ে যাবে । নিজের চার্ট লিখতে হবে, কত সময় আমি যোগে থাকি । এমন নয় যে প্রত্যেকেই রোজ চার্ট লিখবে । না, অনেকেই ক্লান্ত হয়ে যায় । বাস্তবে কি করতে হবে ? রোজ নিজের মুখ আয়নায় দেখতে হবে তাহলেই বুঝতে পারবে, আমরা লক্ষ্মী বা সীতার তুল্য হয়েছি কি নাকি প্রজাতে চলে যাবো ? পুরুষার্থ তীর্থ করানোর জন্য চার্ট লেখার কথা বলা হয়, আর তোমরা দেখতেও পারো, আমরা কতো সময় শিববাবাকে স্মরণ করি ? সমস্ত দিনচর্যা এই চার্টে সামনে এসে যায় । যেমন ছোটবেলা থেকে আমাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা তো মনে থাকে । তাহলে একদিনের কথা মনে থাকবে না কি ? দেখতে হবে আমরা শিববাবা আর চক্রকে কতো সময় স্মরণ করি ? এমন অভ্যাস করলে রুদ্র মালার দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে বাবার গলার মালায় স্থান পাবে । এ হলো যোগের যাত্রা, যা অন্য কেউ জানে না তাহলে কিভাবে শেখাবে । তোমরা জানো যে এখন বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে । বাবার আশীর্বাদী বর্ষা হলো রাজসুখ তাই এর নাম রাখা হয়েছে রাজযোগ ।

তোমরা সকলেই রাজাঋষি । দুনিয়ায় হলো হঠযোগী ঋষি । তারাও পবিত্র থাকে । রাজস্বে তো রাজা - রানী - প্রজা সবই প্রয়োজন । সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো রাজা - রানী নেই । ওদের হলো হদের বৈরাগ্য, তোমাদের হলো বেহদের বৈরাগ্য । তারা গৃহত্যাগ করেও এই বিকারী দুনিয়াতেই থাকে । আর তোমাদের জন্য তো এই দুনিয়ার পরে স্বর্গের রাজস্ব, দৈবী বাগান । তাই ওই কথায় তোমাদের স্মরণে আসবে । এই কথা তোমরা বাচ্চারা বুদ্ধিতে রাখতে পারো । অনেকেই আছে, যারা চার্টও লিখতে পারে না । চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, নিজের কাছে নোট করো, কত সময় অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করেছো ? যেই বাবাকে স্মরণ করেই আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । রাজস্বের বর্ষা যখন নিতে হবে তখন প্রজা তো বানাতেই হবে । বাবা যখন স্বর্গের রচয়িতা তখন তাঁর থেকে কেন স্বর্গের বর্ষা পাবো না । অনেকেই আছে যারা স্বর্গের বর্ষা পেয়ে থাকে । বাকিরা শান্তি পায় । বাবা সকলকেই বলেন, বাচ্চারা, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে যাও । তোমরা অশরীরী এসেছিলে, ৮৪ জন্ম ভোগ করেছো, এখন আবার অশরীরী হও । খৃস্টান ধর্মের লোকেদেরও বলা হবে, তোমরা ক্রাইস্টের পিছনে এসেছো । তোমরাও অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে, এখানে শরীর ধারণ করে অভিনয় করেছো, এখন তোমাদের পার্টও সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । কলিযুগের অন্তিম সময় এসে গেছে । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, মুক্তিধামের অধিবাসীরা শুনে খুব খুশী হবে । তারা তো মুক্তিই চায় । তারা মনে করে জীবনমুক্তি (সুখ) পেয়ে আবার তো দুঃখেই আসতে হবে, এর থেকে তো মুক্তি ভালো । তারা এই কথা জানে না যে সুখ তো অনেক । আমরা আত্মারা পরমধামে বাবার সাথেই থাকি । কিন্তু এখন আমরা পরমধামকে ভুলে গেছি । বলা হয়, বাবা এসেই সমস্ত দেবদূতদের পার্ঠান । বাস্তবে কাউকেই পার্ঠানো হয় না । এই সম্পূর্ণ নাটক বানানোই আছে । আমরা তো এই সম্পূর্ণ নাটককে জেনেই গেছি । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে বাবা আর এই চক্র স্মরণ আছে, তাই তোমরা চক্রবর্তী রাজা অবশ্যই হবে । মানুষ তো বুঝতে পারে, এখানে দুঃখ অনেক, তাই মুক্তি চায় । এই দুটি অক্ষর 'গতি' এবং 'সঙ্গতি' তো চলেই আসছে । কিন্তু এর অর্থ কেউই জানে না । তোমরা বাচ্চারা জানো, সকলের সঙ্গতিদাতা এক বাবাই, বাকি সবাই পতিত । সম্পূর্ণ দুনিয়াই এখন পতিত । এই অক্ষর শুনেও কেউ কেউ বিগড়ে যায় । বাবা বলেন, এই শরীরকে ভুলে যাও । তোমাদের আমি অশরীরী পার্ঠিয়েছিলাম । এখনো অশরীরী হয়েই আমার সাথে যেতে হবে । একেই জ্ঞান অথবা শিক্ষা বলা হয় । এই শিক্ষার দ্বারাই সঙ্গতি হয় । যোগের দ্বারাই তোমরা চিরসুস্থ হতে পারো । তোমরা সত্যযুগে অত্যন্ত সুখী ছিলে । সেখানে কোনো জিনিসের অভাব ছিলো না । দুঃখ দেওয়ার মতো কোনো বিকারও থাকে না । মোহজীত রাজার কাহিনী শোনানো হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই যে তোমাদের কর্মদোষ ভোগ করতে হয় না । সেখানে এমন ঠান্ডাও থাকবে না । এখন তো এই পাঁচ তত্ত্বও তমোপ্রধান । কখনো বেশী গরম কখনো আবার বেশী ঠান্ডা । সেখানে এমন আবহাওয়া থাকবে না । সেখানে সর্বদাই থাকবে বসন্ত ঋতু । প্রকৃতি থাকে সতোপ্রধান । এখন এই প্রকৃতি হলো তমোপ্রধান । তাহলে ভালো মানুষ কি করে থাকবে । ভারতের অনেক বড় মানুষ, নেতারা সন্ন্যাসীদের পিছনে ঘুরতে থাকে । তাদের কাছে যখন তারা যায়, তারা বলে আমাদের সময় নেই । এতে বোঝা যায়, তাদের ভাগ্যে স্বর্গের সুখ নেই । এরা ব্রাহ্মণ কুলের সদস্য নয়, এরা জানেই না, ভগবান কিভাবে আর কখন আসেন । শিব জয়ন্তী সকলেই পালন করে কিন্তু শিবকে সকলে ভগবান বুঝতে পারে না । যদি তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা মনে করতো, তাহলে শিব জয়ন্তীকে ছুটির দিন পালন করতো । বাবা বলেন, আমার জন্মও এই এই ভারতেই হয় । শিব মন্দিরও এখানেই আছে । অবশ্যই তিনি কারোর শরীরে প্রবেশ করবেন । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ রচনা করেছিলেন । তাহলে কি তিনি এসেছিলেন ? এমনও হয় না । কৃষ্ণ তো থাকে সত্যযুগে । বাবা নিজেই

বলেন, আমাকে ব্রহ্মা মুখ দ্বারাই ব্রাহ্মণ বংশাবলী রচনা করতে হবে। এও তোমরা কাউকে বোঝাতে পারো, বাবা কতো সহজভাবে বোঝান, কেবল আমাকে স্মরণ করো। কিন্তু মায়া এতোই প্রবল যে স্মরণ করতেই দেয় না। অর্ধেক কল্পই হলো শত্রু। এই শত্রুকেই তো জয় করতে হবে। ভক্তিতে মানুষ ঠান্ডার সময় স্নানে যায়। কতো ধাক্কা খায়। কতো দুঃখ সহ্য করে। এ তো পাঠশালা, এখানে সবাই পড়তে আসে, এখানে ধাক্কা খাওয়ার কোনো কথাই নেই। এই পাঠশালায় অন্ধ বিশ্বাসের কোনো কথাই নেই। মানুষ তো অনেক অন্ধ বিশ্বাসে ফেঁসে রয়েছে। তারা কত গুরু ইত্যাদি করে। কিন্তু মানুষ তো কোনো মানুষের সঙ্গতি করতে পারে না। যারা মানুষকে গুরু বানায়, তারা তো অন্ধ বিশ্বাসে আছে। আজকাল অনেকেই ছোটো বাচ্চাদেরও গুরু বানায়। না হলে নিয়ম তো বানপ্রস্থে গুরু করার। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভীর পুরুষার্থের জন্য স্মরণের চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে। রোজ আয়নায় নিজের মুখ দেখতে হবে। চেক করতে হবে - আমি আমার অতি প্রিয় বাবাকে কত সময় স্মরণ করি।

২) যা কিছু পড়া আছে তা ভুলে, চুপ থাকতে হবে। মুখে কিছুই বলবে না। বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বরদান :- ব্রহ্মাবাবার সাথে প্রতি পদে চলে হৃদকে বেহদে এক করে নিয়ে বেহদের বাদশাহ হও

ফলো ফাদার করার অর্থ 'আমি'-কে 'তুমি' তে অন্তর্লীন করা, হৃদকে বেহদে অন্তর্লীন করা, এখন এই প্রতি পদে চলার আবশ্যিকতা আছে। সবার সংকল্প, বাণী এবং সেবার বিধি হলো বেহদের অনুভব। স্ব - পরিবর্তনের জন্য হৃদকে সর্ববংশ সহিত সমাপ্ত করো। যাকেই দেখো বা যেই তোমাদের দেখুক - বেহদের বাদশাহের নেশা যেন অনুভব হয়। সেবা হলেও বা সেন্টার হলেও হৃদের নাম - নিশান না থাকলেই তখন বিশ্বের রাজত্বের আসন প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান :- নিজের চিন্তাধারাকে রাজকীয় বানিয়ে নাও, ছোটো ছোটো বিষয়ে সময় নষ্ট হবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই জন্ম হল মরজীবা জন্ম অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ থাকা, তোমরা ঈশ্বরের কাছে বর্সা প্রাপ্ত করছ, তোমরা খুব বড় লটারি পেয়েছ, তাই অপার খুশীতে থাকতে হবে"

প্রশ্ন:- নিজেকে কোন্ কথাটি বোঝাবে যাতে চিন্তা মিটে যাবে? রাগ কমে যাবে ?

উত্তর :- আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের বাবা সম মিষ্টি মধুর হতে হবে। যেমন বাবা মিষ্টি করে বুম্বিয়ে দেন , রাগ করেন না । ঠিক তেমন ভাবে নিজের মধ্য মিষ্টি মধুর হয়ে থাকতে হবে। লবণাক্ত (লুনপানি) হবে না, কারণ তোমরা জানো, যে সেকেন্ড পার হল সেসব ড্রামাতে ছিল। কোন্ কথায় চিন্তা করবে । এমন এমন বলে নিজেকে বোঝাবে তাহলেই চিন্তাও থাকবেনা, রাগও কমে যাবে।

গীত : এই বসন্তের সময় হল জগৎকে ভুলে আনন্দে থাকার সময়....।

ওম্ শান্তি । এ হল ঈশ্বরীয় সন্তানদের খুশীর গান। তোমরা এত খুশীর গান সত্যযুগে করতে পারবে না । এখন তোমরা খাজানা প্রাপ্ত করছ। এ হল সবচেয়ে বড় লটারি। লটারি পেলে খুশী তো হয়। তোমরা আবার এই লটারি দিয়ে জন্ম জন্মান্তরের সুখ ভোগ কর। এই হল তোমাদের মরজীবা জন্ম (জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ)। যারা জীবিত অবস্থায় মরেনা তাদের মরজীবা জন্ম বলা হবেনা। তাদের খুশীর পারদও চড়বেনা। যতক্ষণ মরজীবা হবেনা অর্থাৎ বাবাকে আপন করবেনা , ততক্ষণ সম্পূর্ণ বর্সাও প্রাপ্ত হবেনা। যারা বাবার আপনজন হয় , যারা বাবাকে স্মরণ করে তাদের বাবাও স্মরণ করেন। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদের নেশা রয়েছে যে আমরা ঈশ্বর পিতার কাছে বর্সা অথবা বর প্রাপ্ত করি, যার জন্য ভক্ত জন ভক্তি মার্গে ধাক্কা খায়। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনেক চেষ্টা করে। কত বেদ , শাস্ত্র , ম্যাগাজিন ইত্যাদি পাঠ করে। কিন্তু দুনিয়া তো দিন প্রতিদিন দুঃখে ভরে যায়, এই দুনিয়াকে তমোপ্রধান হতেই হবে। এ হল বাবলা গাছ । বাবুলনাথ এসে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেন। সব বিশাল কাঁটায় পরিণত হয়েছে। খুব জোরে আঘাত করে। অনেক রকমের নাম দেওয়া হয়েছে। সত্যযুগে হয়না। বাবা বলেন -- এই হল কাঁটার দুনিয়া। একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। বাড়িতে বাচ্চারাও এমন কুপুত্র হয়ে যায় যে বলার নয়। মাতা পিতাকে অনেক দুঃখ দেয়। সবাই একরকম হয়না। সবচেয়ে বেশি দুঃখ কে দেয় ? মানুষ জানেনা। বাবা বলেন এই গুরু মুনি জন পরমাত্মার মহিমা লুপ্ত করে দিয়েছে। আমরা তো ওঁনার অনেক মহিমা করি। তিনি হলেন পরম পূজ্য পরম পিতা পরমাত্মা। শিবের চিত্র খুব সুন্দর রয়েছে। কিন্তু অনেকে এমন আছে যারা মানবেনা যে শিব এমন কোনো জ্যোতি বিন্দু নয় কারণ তারা আত্মা কে পরমাত্মা বলে দেয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম যে ব্রুকুটির মাঝখানে বিরাজিত, তাহলে পরমাত্মা এত বিশাল আকারের কিভাবে হবেন ? বিদ্বান , আচার্য জন বী. কে. দের উপহাস করেন যে পরমাত্মার এমন স্বরূপ হতে পারেনা। তিনি হলেন অখন্ড জ্যোতির্ময় তত্ত্ব হাজার সূর্যের চেয়ে তেজস্বী । বাস্তবে এইসব হল ভুল। বাবার সঠিক মহিমা বর্ণনা বাবা নিজেই বলেন। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। এই সৃষ্টি হল একটি উল্টো বৃক্ষ। সত্যযুগ, ত্রেতায় ওনাকে কেউ স্মরণ করেনা। মানুষের যখন দুঃখ হয় তখন ওঁনাকে স্মরণ করে -- হে ভগবান , হে পরম পিতা পরমাত্মা দয়া করুন। সত্যযুগ ত্রেতায় কেউ

দয়া প্রার্থনা করেন। ওই হল রচয়িতা পিতার নতুন রচনা। এই বাবার মহিমা হল অপরমঅপার। জ্ঞানের সাগর , পতিত পাবন তিনি। জ্ঞানের সাগর নিশ্চয়ই জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি হলেন সত্য, চিত্ত , আনন্দ স্বরূপ। চৈতন্য স্বরূপ। জ্ঞান তো চৈতন্য আত্মা-ই ধারণ করে। যদি আমরা দেহ ত্যাগ করি তবুও আত্মাতে জ্ঞানের সংস্কার তো আছেই। শিশু অবস্থায় সেই সংস্কার হবে , কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় ছোট থাকার দরুন বলতে পারেনা। অর্গান বড় হলে স্মরণ করানো হয় , তখন মনে পড়ে যায়। ছোট বাচ্চারাও শাস্ত্র ইত্যাদি মুখস্থ করে । এই সবই হল পূর্ব জন্মের সংস্কার। এখন বাবা আমাদের নিজের জ্ঞানের বর্সা প্রদান করেন। সম্পূর্ণ সৃষ্টির জ্ঞান ঔঁনার কাছেই আছে কারণ তিনি হলেন বীজরূপ । আমরা নিজেদের বীজরূপ বলবনা। বীজের ভিতর নিশ্চয়ই বৃক্ষের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান থাকবে তাইনা। তাই বাবা নিজেই বলেন আমি হলাম সৃষ্টির বীজরূপ। এই বৃক্ষটির বীজ উপরে অবস্থিত। তিনি পিতা সত্য চিত্ত আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান থাকবে। নয়তো কি থাকবে ? শাস্ত্রের জ্ঞান থাকবে নাকি ? সে জ্ঞান তো অনেকেরই আছে। পরমাত্মার কথা নিশ্চয়ই নতুন কিছু হবে তাইনা। যে কথা কোনো বিদ্বান লোকের জানা নেই। কাউকেও জিজ্ঞাসা করো -- এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের উৎপত্তি, পালনা , সংহার কিভাবে হয় , এর আয়ু কত , এর বৃদ্ধি হয় কিভাবে ... কেউ বোঝাতেই পারবেনা। একমাত্র গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের মধ্যে শিরোমণি, বাকি সব হল গীতার শাস্ত্রের সন্তান। যদি গীতা পাঠ করে কিছুই বোঝেনা তবে অন্য শাস্ত্র পড়ে কি লাভ ? বর্সা প্রাপ্তি তো গীতা পাঠ করেই সম্ভব। এখন বাবা সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্য বলে দিচ্ছেন। বাবা পাথরবুদ্ধি থেকে পারস বুদ্ধি করে পারস নাথ স্বরূপে পরিণত করছেন। এখন সব পাথর বুদ্ধি , পাথর নাথ হয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের বড় বড় নাম টাইটেল দিয়ে নিজেকে পারস বুদ্ধি ভেবে নিয়েছে। বাবা বলেন আমার মহিমা হল সবচেয়ে আলাদা। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর , সুখের সাগর। এমন মহিমা তোমরা দেবতাদের করতে পারোনা। ভক্তজন দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে বলে -- আপনারা সর্বগুণ সম্পন্ন । বাবার তো একটি মাত্র মহিমা। সেসব ও আমরা জানি। এখন আমরা মন্দিরে গেলে বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে যে ইনি হয়তো ৮৪ বার জন্ম নিয়েছেন । এখন আমাদের কত খুশি আছে। প্রথমে তো এইসব খেয়াল ছিলনা। এখন বুঝতে পারো যে আমাদের এইরূপ হতে হবে। বুদ্ধিতে পরিবর্তন ঘটে।

বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন -- নিজেদের মধ্যে খুব মধুর হয়ে থাকবে। লবনাক্ত হবেনা। বাবা কি কখনও রাগ করেন ? খুব মিষ্টি করে বুঝিয়ে দেন। এক সেকেন্ডও পাস করলে বলবে ড্রামাতে এই পার্টও ছিল। এর জন্যে আর কি চিন্তা । এমন করে নিজেকে বোঝাতে হবে। তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান কোনো অংশে কম নাকি। এই কথাটি তো বুঝতে পারো যে ঈশ্বরীয় সন্তানরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে থাকবে। ঈশ্বর হলেন নিরাকার ঔঁনার সন্তানও হবে নিরাকার। সেই সন্তান রাই এখানে বস্ত্র (দেহরূপী) ধারণ করে পার্ট প্লে করে। স্বর্গে হল দেবী দেবতা ধর্মের মানুষ। যদি সকলের হিসেব করা যায় তো কত মাথা ঘামাতে হবে। কিন্তু বুঝতে পারবে যে নশ্বর অনুযায়ী সময় অনুসারে কম জন্ম গ্রহণ করেছে। আগে জানত যে মানুষ কুকুর বিড়াল রূপে জন্ম নেয়। এখন বুদ্ধি তে রাত দিনের তফাৎ রয়েছে। এইসব হল বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করার কথা। সার কথা হল যে এখন ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ হয়েছে। এখন এই পুরানো দেহটি ত্যাগ করতে হবে। সকলের এই হল পুরানো জর্জরিত, তমোপ্রধান দেহ, এর প্রতি মমত্ব রাখবে না । পুরানো দেহকে আর স্মরণ করে কি হবে। এখন তো নতুন দেহের কথা স্মরণ করবে, যা সত্যযুগে প্রাপ্ত হবে। মুক্তিধাম হয়ে সত্যযুগে আসবে। আমরা জীবনমুক্তিতে যাই, অন্যরা যায় মুক্তিতে। একেই বলা হয় জয়জয়কার, হাহাকারের পরে হয়

জয়জয়কার। এত মানুষ মরবে কোনো নিমিত্ত কারণ তো থাকবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে। শুধু সমুদ্রের দ্বারা সর্ব ভূ খণ্ডের বিনাশ হবেনা। সব কিছু বিনাশ হবেই। বাকি ভারত অবিনাশী খন্ড রূপে থেকে যাবে কারণ এইটি হল শিববাবার জন্ম স্থল। সুতরাং ভারত হল সর্বোত্তম তীর্থ স্থান। বাবা সকলের সদগতি করেন , এই কথাটি কারো জানা নেই। ওঁনাকে না জানা-টাই হল ড্রামাতে নির্দিষ্ট। তবেই বাবা বলেন যে হে বাচ্চারা তোমরা কিছুই জানতেনা , আমি-ই তোমাদের রচয়িতা ও রচনার অথবা মনুষ্য সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলি। যে বিষয়ে ঋষি মুনি জন অনন্ত , অনন্ত বলে গেছেন। এই কথাটি কি বুঝেছে যে পাঁচ বিকার হল সম্পূর্ণ দুনিয়ার একমাত্র শত্রু। ভারতবাসী যে রাবণের দহন বছর বছর করেই চলেছে। তার কথা কেউ জানেনা কারণ সেই রাবণ না দৈহিক না আত্মিক। বিকারের তো কোনো রূপ নেই। মানুষ এক্ট করতে নামলে জানতে পারে যে এর ভিতরে কাম রূপী, ক্রোধ রূপী ভূত বিদ্যমান আছে। এই বিকারের স্টেজও উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ হয়। কারোর মধ্যে কাম বিকারের নেশা একেবারে তম প্রধান থাকে, কারো রজো প্রধান নেশা, কারো সত প্রধান নেশা থাকে। কেউ আবার বাল ব্রহ্মচারীও হয়। তারা ভাবে এইসব সামলানো একরকমের ঝঞ্জাট। তাদেরকেই সবচেয়ে ভাল বলা হবে। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও যারা বাল ব্রহ্মচারী হয় তাদের ভালো বলা হয়। গভর্নমেন্টের জন্যেও ভালো , জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়না। পবিত্রতার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এইসব হল গুপ্ত। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র , ছোট বাচ্চারাও পবিত্র , বানপ্রস্থি রাও পবিত্র হয়। অর্থাৎ পবিত্রতার শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাদেরও নিয়ম আছে বাচ্চাদের অমুক বয়স পর্যন্ত পবিত্র থাকতে হবে। সুতরাং সেই শক্তিও প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে সত প্রধান পবিত্র। এই শেষ জন্মে তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা সত্যযুগের স্থাপনা করবে। যে করবে সে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে।

এই হল ঈশ্বরীয় পরিবার। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা থাকি কল্পে মাত্র একবার। তারপর দেবতাদের বংশে তো অনেকবার জন্ম হয়। এই একটি জন্ম-ই দুর্লভ জন্ম। এই ঈশ্বরীয় কুল হল অতি উত্তম , সর্বোত্তম । ব্রাহ্মণ কুল সবচেয়ে উঁচু শিখরে। সবচেয়ে নীচের কুল থেকে আমরা সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে পৌঁছে যাই। শিববাবা যখন ব্রহ্মা রচনা করেন তখন ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। কত খুশী অনুভব হয় , যারা বাবার সার্ভিসে থাকে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান রূপে ঈশ্বরের শ্রীমৎ অনুসারে চলি। নিজের চাল চলন দ্বারা ওঁনার নাম উঁচু করি। বাবা বলেন তারা হল অসুরী গুণ ধারী , তোমরা দিব্য গুণধারী হও। যখন তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তোমাদের চলন ভালো হবে। বাবা বলবেন এই হল দিব্য গুণ ধারী , নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। অসুরী গুণ যুক্ত মানুষও আছে ক্রম অনুযায়ী। বাল ব্রহ্মচারীও আছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকেন সে তো ভালো কথা। কিন্তু তাঁরা কারো সদগতি করতে পারেননা। যদি কোনো গুরু সদগতি করতেন তবে সঙ্গে নিয়ে যেতেন , কিন্তু তাঁরা নিজেরাই ছেড়ে চলে যান। এখানে বাবা বলেন আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি এসেছি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। তাঁরা নিয়ে যাবেনা। নিজেরাই গৃহস্থে জন্ম গ্রহণ করেন। সংস্কার বশতঃ সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেন। নাম রূপ তো প্রতিটি জন্মে বদলায়। এইসব এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্যযুগে এখানকার পুরুষার্থ অনুসারে পদমর্যাদা প্রাপ্ত হবে। সেখানে এইসব জানা থাকবেনা যে আমরা এই পদ লাভ কিভাবে করি। এইসব জ্ঞান তো এখন আছে যে কল্প পূর্বে যে যেরকম পুরুষার্থ করেছে , সেরকম এখনও করবে। বাচ্চাদেরও সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে যে সেখানে বিবাহ ইত্যাদি কিভাবে হবে। বিশাল ময়দান , বাগান ইত্যাদি থাকবে। এখন তো ভারতেই কোটি কোটি জনসংখ্যা রয়েছে। সেখানে তো কিছু লক্ষ জন থাকবে। সেখানে এত লম্বা এত উঁচু বাড়ি কি আর

থাকবে । এইসব এখনই আছে কারণ জায়গার অভাব । সেখানে এত শীত হবেনা। সেখানে দুঃখের কোনো চিহ্নই থাকবেনা। গরমও এত হবেনা যে হিল স্টেশন যেতে হবে। নাম ই হল স্বর্গ। এই সময়ে মানুষ কাঁটার জঙ্গলে বাস করছে। যত সুখের আশা করে ততই দুঃখ বাড়তে থাকে। এবারে খুব দুঃখ দেখবে। যুদ্ধ হলে রক্তের নদী বইবে। আচ্ছা।

এই মুরলি সব বাচ্চাদের সামনে শোনানো হচ্ছে। সামনে শোনা এক নম্বর , টেপ রেকর্ডে শোনা দুই নম্বর , মুরলি পড়া তিন নম্বর। সত্যপ্রধান , সত্য এবং রজো। তম বলা হবেনা। টেপ রেকর্ডে হবছ শোনা যায়। আচ্ছা।

বাপদাদা এবং মিষ্টি মায়ের হারানিধি বাচ্চাদের স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের চাল চলন এবং দিব্য গুণের দ্বারা বাবার নাম উঁচু করতে হবে। অসুরী অবগুণ গুলি ত্যাগ করতে হবে।

২) এই পুরানো জর্জরিভূত দেহে মমত্ব না রেখে নতুন সত্যযুগী দেহকে স্মরণ করতে হবে। পবিত্রতা দ্বারা গুপ্ত সহযোগ করতে হবে।

বরদান :- বাবার প্রতিটি নির্দেশ বা নিয়ম দ্বারা লাভ প্রাপ্তকারী মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব ।

ব্যাখ্যা: বলা হয় -- যত কায়দা তত ফায়দা অর্থাৎ যত নিয়ম তত লাভ , তাই অমৃতবেলা থেকে যত নিয়ম আছে সেসব পালন করবে, অবহেলা করবেনা। পড়াশোনা, অমৃতবেলা , সেবা ইত্যাদি যা কিছু রুটিন নির্দিষ্ট আছে, তাতে মন না থাকলেও রুটিন মিস করবে না । যেমন ভক্তজন নিয়মের পালন অবশ্যই করেন, মন্দিরে যাওয়ার মন না থাকলেও যান । তোমরা তো নিজেরাই হলে ল' মেকার্স অর্থাৎ নিয়মের রচয়িতা, এই অনুভূতি দ্বারা প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করো তাহলে মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে।

স্লোগান - যার কাছে সন্তুষ্টতার বিশেষ গুণ আছে তার কাছে সর্ব গুণ স্বতঃই থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বুদ্ধিকে যদি লাগাতার বাবার সাথে যোগযুক্ত রাখো, তবেই তুমি তোমার লম্বা যাত্রা-পথের লক্ষ্যকে কত সহজেই পার করতে পারবে।

প্রশ্ন :- কি এমন স্বভাব ত্যাগ করা অবশ্যই দরকার, বাবার প্রকৃত অনুগত হওয়ার লক্ষ্যে ?

উত্তর :- দেহ-অভিমান। যখনই তোমার মধ্যে দেহ-অভিমান এলো, তখনই তোমার সবকিছুই শেষ হয়ে গেলো। এতদিনের ব্যাভিচারী স্বভাব থাকার কারণেই তা ত্যাগ করতে গিয়ে বাচ্চাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তবে, এখন যেখানে তা ত্যাগ করেছে, অতএব কেবল সেই একের স্মরণেই থাকো। একমাত্র ওঁনার প্রতিই সম্পূর্ণ অনুগত্য ও আঞ্জাকারী হতে হবে। ওঁনার শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে।

গীত :- ওহে, নিশীথ রাত্রির পখিক, ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না যেন, তোমার লক্ষ্যের নব-অরুণোদয় হতে আর দেরী নেই ।

ওঁ শান্তি! ভগবান উবাচঃ - ভগবান নিজের বাচ্চাদেরকে রাজযোগ এবং জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন। ইনি কোনও মনুষ্য নন। গীতায় লেখা আছে যে, কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো আর সমগ্র দুনিয়াকে মায়ামুক্ত করতে পারবে না। আর তা কখনই সম্ভবও নয়। একমাত্র এই নিরাকার বাবা এসেই তা করতে পারেন। এটাই বাবা বোঝাচ্ছেন ওঁনার বাচ্চাদেরকে, যারা এই বাবাকে আপন করে নিয়ে তার সম্মুখে বসে এই পাঠ ধারণ করছেন। কৃষ্ণকে কোনওমতেই বাবা বলে মেনে নেওয়া যায় না। বাবা একমাত্র তাকেই বলা যায়-যিনি পরমপিতা। পরমধামে যার বাস। আত্মারা তাদের এই শরীরের (ইন্দ্রিয়) দ্বারাই ভগবানকে স্মরণ করে। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন যে, "আমিই তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা পরমাত্মা, পরমধাম নিবাসী বাবা। সব আত্মাদেরই বাবা একমাত্র আমি-ই। গত কল্পেও ঠিক এভাবেই এসে আমার বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদেরকে এই বুদ্ধিযোগই শিখিয়েছিলাম। কিভাবে তা দ্বারা তোমরা আমার সাথে অর্থাৎ পরমপিতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারো। পরমাত্মার এই বার্তালাপ চলছে আত্মাদের সাথে। আত্মা যতক্ষণ না পর্যন্ত শরীরে প্রবেশ করে, চোখ দিয়ে ততক্ষণ কিছু দেখতে পায় না, কানের দ্বারা কিছু শুনতে পায় না। কারণ আত্মা বিহীন শরীর কেবলমাত্র একটা জড় পদার্থ। এই আত্মাই চৈতন্য স্বরূপ। মাতৃ-গর্ভে যে বাচ্চা থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাতে আত্মার প্রবেশ ঘটে, ততক্ষণ সেই গর্ভস্থ শিশু নাড়াচাড়াও করতে পারে না। অতএব বুঝতেই পারছো, এমনই চৈতন্য আত্মা তোমরা, যাদের সাথে তোমাদের এই পরমাত্মা বাবা বার্তালাপ করছে। যিনি নিজেও আবার অন্যের শরীরকে আধার করে অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করছেন। বাবা জানাচ্ছেন - উঁনি আসেন সব আত্মাদেরকে তাদের স্বগৃহে (পরমধামে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এই সময়কালে যেসব আত্মারা ওনার সম্মুখে হাজির হয়, তাদেরকে উনি রাজযোগও শিখিয়ে দেন। এই রাজযোগ কিন্তু সমগ্র দুনিয়ার বাচ্চারা শেখে না- শেখে একমাত্র তারাই, যারা যারা গত কল্পেও এই রাজযোগই শিখেছিলো।

এবার বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- অস্তিম সময় পর্যন্ত বাবার সাথে তোমার বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে রাখতে হবে। তা যেন কোনও কারণেই বিচ্ছিন্ন না হয়। যেমন, স্বামী-স্ত্রী শুরুতে আগে থেকেই একে অপরের বিষয়ে কিছু না জেনে, তবুও একে অন্যের সাথে বিবাহ সূত্রে বন্ধন হয়, তারপর তারা একত্রে

৬০-৭০ বছর একত্রেও থাকে অর্থাৎ সারা জীবন তারা কেবল তাদের একে অপরের দেহ-শরীরকেই মনে রাখে। তাই, স্ত্রী বলে - ইনি আমার স্বামী, আর পতি বলে - ইনি আমার স্ত্রী। এক্ষেত্রেও তোমরা আত্মারা এই নিরাকার পরমাত্মার সাথে সেই প্রকারের বন্ধনেই আবদ্ধ হয়েছো। যেখানে নিরাকার বাবা স্বয়ং এসে তোমাদেরকে এই বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। কল্প পূর্বেও ঠিক এভাবেই তোমরা অর্থাৎ আত্মাধারী বাচ্চাদের সাথে এমনই বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন নিরাকার পরমাত্মা বাবা। বাবা তাই জানাচ্ছেন- যদিও উনি নিরাকার, কিন্তু উনি-ই এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সবাই তাই বলে, এই মনুষ্য সৃষ্টি গড় ফাদারেরই (এই বাবার) রচনা। যদিও তোমাদের এই বাবা সদাকালের পরমধাম নিবাসী। এখন সেই বাবাই বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা লাগাতর আমাকে স্মরণ করো। আর এই স্মরণের যাত্রাপথ লম্বা হবার কারণে অনেক বাচ্চাই ক্লান্ত হয়ে মাঝপথে থেমে যায়। কারও আবার বুদ্ধিরযোগ সম্পূর্ণ রূপে, সঠিক ভাবে লাগেও না। এইভাবে মায়ার ঠোকর খেতে খেতে অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কারও কারও আবার প্রাণও চলে যায় তাতে। কেউ কেউ আবার বাবার ছত্রছায়া থেকে দূরেও চলে যায়। কল্প পূর্বে ঠিক যেমনটি ঘটেছিলো। তবুও যতদিন পর্যন্ত তুমি এই জগতে থাকবে, তত দিনই লাগাতর বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে। যেমন, কোনও স্ত্রীর পতির মৃত্যু হলে, সে স্বামীকে মনে করে বিলাপ করতে থাকে, অর্থাৎ স্বামীকে স্মরণ করে। আর এই বাবা তো এমনই এক পতি, যিনি কখনই তোমাদের ছেড়ে যাবার নয়। উনি আশ্বাস দিয়ে বলেন- "ওহে আমার প্রেমিকারা, আমি যখন যাবো, তখন অবশ্যই তোমাদেরকেও সাথে নিয়েই যাবো। কিন্তু এজন্য সময় তো লাগবেই। তাই তোমাদের ক্লান্ত হওয়া চলবে না মোটেই। তোমাদের পাপের কালিমার বোঝাও তো অনেক। আর সেই কালিমা ভুল হয়ে হাল্কা হতে পারবে একমাত্র যোগযুক্ত হতে পারলেই। সেই যোগ এমন হতে হবে যে, অস্তিমক্ষণ পর্যন্ত বাবা বা প্রিয়তমকে ছাড়া আর কেউই যেন স্মরণে না আসে।" আর অন্য কেউ বা অন্যকিছু যদি স্মরণে আসে, তখন তা ব্যাভিচারী-তুল্য হবে এবং এর জন্যও পাপের দণ্ড ভোগ করতে হবে। এই কারণেই বাবা বার বার সতর্ক করে বলতে থাকেন, "ওহে পরমধামের যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে যেও না যেন।"

বাবা আরও বলছেন - "বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, এই ব্রহ্মার দ্বারাই আমি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা শুরু করাই আর শংকরের দ্বারা সকল ধর্মের বিনাশ করিয়ে থাকি। যদিও আজকাল তারা সব ধর্ম মিলে নানা ধরনের সভা-সমিতি করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে সবাই এক হয়ে যেতে পারে এবং সবাই কিভাবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, তারই একটা উপায় বের করতে। কিন্তু বর্তমানে যেখানে এই এত অনেক ধর্ম, তাদের সবারই মত কখনই এক হতে পারবে না। এক মতের দ্বারা তো কেবলমাত্র একটা ধর্মেরই স্থাপনাই হতে পারে। এছাড়া যদি সব ধর্মগুলিই সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়, তবেই তারা নিজেদের মধ্যে ক্ষীর-পায়সের মতন সুন্দর ক্ষীরখণ্ড হয়ে একত্রিত হতে পারবে। রামরাজ্যে এমনই সবাই ক্ষীরখণ্ডের মতন সুন্দর মিলে-মিশে থাকতো। রামরাজ্যে পশু-পক্ষীরাও কখনও নিজেদের মধ্যে কোনও প্রকারের লড়াই-ঝগড়া করে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই দুনিয়ায় তো ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরেই লড়াই-ঝগড়া চলছে তো চলছেই। মানুষেরা লড়াই-ঝগড়া একমাত্র তখনই করে, যখন তাদের মাথার উপর মান্যকারী কোনও গুরুজন বা তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণকারী থাকে না। এরা তো নিজেদের প্রকৃত মাতা-পিতা, অগ্রজদেরকেই জানে না। তাই তো উদ্দেশ্য-বিহীন হয়ে এমন ভাবে কীর্তন করতে থাকে, "তুমিই আমাদের মাতা আর পিতাও যে তুমি, আমরা তোমারই সন্তান। তোমার কৃপাতেই আমরা ধন-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ সুখভোগ করে থাকি যার বিন্দুমাত্রও এখন আর নেই। অর্থাৎ এখন আর মাতা-পিতার সেই কৃপা

আর নাই। যেহেতু এখন তারা তাদের প্রকৃত বাবাকেই জানে না, চেনে না। এমত অবস্থায়, বাবাই বা কি প্রকারে তাদেরকে সেই কৃপা দেবেন ? (এছাড়াও শিক্ষকরূপী বাবা, অর্থাৎ) শিক্ষকের নির্দেশিত দিশায় চললে, তবেই তো কৃপার প্রাপ্তি হবে। এরাই আবার বলে থাকে, বাবা পরমাত্মা সর্বব্যাপী। তবে এমত অবস্থায় আর কোন সূত্র থেকে অথবা কিভাবেই বা কেউ কৃপা করবে ? আর কাকেই বা কৃপা করবে। কৃপা নেবার যেমন কেউ থাকা উচিত, তেমনি কৃপাদান করারও লোকও তো চাই। পাঠ পড়ার জন্য ছাত্রকেই তো এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষকের কাছে। তবেই তো শিক্ষক কৃপা করতে পারবে ছাত্রকে। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন, নিজের প্রতি নিজেকেই কৃপা করা। আর এই কৃপা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অবশ্যই শিক্ষকের নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। উনি যেমনটি বলবেন, তেমন ভাবেই পুরুষার্থ করতে হবে। আর এই বাবা তো একদিকে যেমন বাবা, তেমনি উনি আবার শিক্ষক এবং তার সাথে সৎগুরুও বটে। তাই একমাত্র ওনাকেই পরমপিতা, পরমশিক্ষক, পরম-সদগুরুও বলা হয়। সেই বাবা স্বয়ং বলছেন- "কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পেই উনি এই স্থাপনা কার্য করিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়ায় রূপান্তরিত করান। যেহেতু এই বাবা ওয়াল্টারের অলমাইটি অথরিটি বা একমাত্র সর্বশক্তিমান। তাই ওনার তৈরী করা নতুন রাজধানীও হবে তেমনই সুন্দর ও সর্ববৈশিষ্ট্য ভরপুর। সম্পূর্ণ সৃষ্টি-জগতে এমন রাজ্য কেবলমাত্র একটিই হয়, যা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত। ওনারাও তেমন অলমাইটি অথরিটি সর্বশক্তিমান হন। সেখানে কোনও প্রকার লড়াই-ঝগড়ার কারণও ঘটে না। মায়ার অবস্থানও থাকে না সেখানে। যেহেতু তা সোনার স্বর্গ-রাজ্য। তারপরে তা হয় রূপোর স্বর্গ-রাজ্য। এই স্বর্গ-রাজ্য ও রৌপ্য-রাজ্য অর্থাৎ সত্যযুগ আর ত্রেতাকে (হেভেন বা প্যারাডাইস) একত্রে স্বর্গ বা বৈকুন্ঠ বলা হয়। তাই তো সবাই কীর্তন করে, "চলো রে মন বৃন্দাবনে, ভজ রে মন রাধে-গোবিন্দ যদিও বাস্তবে তারা সেখানে পৌঁছাতেই পারে না - কিন্তু স্মরণ তো করে।

বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো এখন মায়ার রাজত্ব। তাই সবাই এখানে রাবণের মত অনুসারেই চলে। মানুষদের দেখলে মনে হবে, কত জ্ঞানী-গুণী এরা, তাদের কত বড় বড় উপাধিও আছে - তারা জগতের সামান্য কোনও কার্য করলেই বা সামান্য কোনও মঙ্গল করলেই, কত বড় বড় উপাধিতে ভূষিত হন। যেমন, কেউ বা ডক্টর অফ ফিলোজফী (দর্শন-শাস্ত্রের সর্বোচ্চ উপাধি), এমনই কত প্রকারের উপাধি সর্বদাই কতজনকে সমানেই দেওয়া হচ্ছে। অথচ তোমরা হলে ব্রাহ্মণ -দিনরাত যারা লাগাতর ভারতের সেবায় নিয়োজিত। তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরা দৈবী রাজধানী স্থাপন করার কার্যে যুক্ত রয়েছো। তোমরাও পরে এমন শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হবে, যখন এই স্থাপনা কার্য যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আর তোমাদের সেই উপাধিগুলি হবে, সূর্য-বংশী রাজা-রানী, চন্দ্র-বংশী রাজা-রানী এইভাবেই তোমাদের রাজত্ব চলতে থাকবে। সেখানে (স্বর্গ-রাজ্যে) এখানকার মতন উপাধি হয় না। সেখানে দুঃখের কোনও নাম-গন্ধও থাকে না। সুতরাং কেউ অপরের দুঃখ দূর করে বাহাদুরী দেখাতেও পারে না-যে কারণে তাকে তেমন বাজাদুরীর উপাধি দেওয়া যেতে পারে। এখানকার রীতি-নীতির রেওয়াজ ওখানে অচল। তেমনি অতি পবিত্র লক্ষ্মী-নারায়ণও এই পতিত দুনিয়ায় আসেন না। বর্তমান সময়কালে এই দুনিয়াতে কেউই পবিত্র দেবতাদের মতন পবিত্র নেই। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটাই পতিত আসুরী-দুনিয়া। অনেক মত-মতান্তরের ফলে সবাই বিভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর সেখানে তো কেবল একটাই মত অর্থাৎ শ্রীমৎ। যেই শ্রীমতের সাহায্যে এখন নতুন দুনিয়ার রাজধানী স্থাপনার কাজ চলছে। এই পথে চলতে গিয়ে হেঁচট খেয়ে কেউ যখন মায়ার কাঁটাতে বিদ্ধ হয়, তখন সে কেবল ল্যাড়াতেই থাকে। তাই তো বাবা সর্বদাই সতর্ক

করে বলেন, কেবলমাত্র শ্রীমৎ অনুসারেই চলো। নিজের মনমতে চললে ধোকা খাবে অবশ্যই। সত্য-বাবার মত অনুসারে চলতে পারলে, তবেই তো সত্য (প্রকৃত) লাভ হবে। আর নিজের মতে চললে, নিজেই নিজেকে প্রতারণা করবে। এমন কত অনেক মহাবীর শ্রীমৎকে অবজ্ঞা করার ফলে, তারা একেবারে অধোগতির অতলে তলিয়ে গেছে।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন সদগতি-কে পেতেই হবে। যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে না তাদের তো দুর্গতি হবেই, এই সুযোগ হাতছাড়া হবার জন্য তখন তাদের খুবই পশ্চাতাপ তো হবেই হবে। পরে আবার শিববাবাকেই এই ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে ধর্মরাজপুরীর ধর্মরাজ হয়ে তোমাদেরকে আবার বোঝাতে হবে। যেখানে এত করে উঁনি বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছিলেন, পড়িয়েছিলেন, আর এজন্য কত পরিশ্রমও করতে হয়েছিলো, তবুও। তোমাদের কেউ কেউ তো আবার শিববাবাকে প্রতিশ্রুতি জানিয়ে 'নিশ্চয়-পত্র'ও লিখে দিয়েছিল যে তোমরা সম্পূর্ণ রূপে বাবার শ্রীমৎ অনুসারেই চলবে, তবুও তারা তা রক্ষা করেনি। শ্রীমৎ অনুসারে চলা থেকে বিচ্যুত হওয়া কখনই উচিত নয়। যা কিছুই ঘটুক না কেন, বাবাকে তা জানালে, বাবা সময়ানুসারে সে বিষয়ে সতর্ক করতে পারেন। (মায়ার) কাঁটার দংশন তখনই হয়, যখন সে বাবাকেই ভুলে যায়। সদগতি করতে আসা বাচ্চা তখন তার বাবার থেকে তিন ক্রোশ (অনেক) দূরে চলে যায়। যদিও তারা বাবারই কীর্তন করে, "তোমার প্রতি সমর্পিত হবো, সর্বস্ব ত্যাগ করবো।" - কিন্তু তা কার প্রতি ? এই লেখার অর্থ আবার এমন তো নয় যে, জাগতিক কোনও সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে তা লেখা! অথবা ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরের প্রতি, কিশ্বা কৃষ্ণের প্রতি। যেখানে তোমরা নিজেরাই উৎসর্গকৃত হয়েছো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি। যা কোনও আকারী বা সাকারী মনুষ্যের প্রতি নয়। যেহেতু আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায় একমাত্র এই বাবার থেকেই। তাই বাবাও তেমনি নিজেকেও বাচ্চাদের প্রতি সমর্পণ করে দেন। বেহদের এই বাবা স্বয়ং তা বলেন, উনি তো এসেছেনই বাচ্চাদের কাছে সমর্পিত হতে। তবুও এমন বাবার প্রতি সমর্পণ হতে বাচ্চাদের হৃদয় কেন যে বিদীর্ণ হয়ে যায়! -দেহ-অভিमानে যদি এলে তো সবই গেল, উল্টে তখন ব্যাভিচারীতেও পর্যবেশিত হবে। স্মরণ কেবল এক ও একমাত্র পরমাত্মাকেই করতে হবে। কপবলমাত্র ওনার প্রতিই সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে।

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটক এখন যবনিকার অন্তিম লগ্নে। অতএব আত্মাদেরকেও তাদের নিজধামে ফিরে যেতে হবে। পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই মাটির-কবরে যেতে হবে। তাই তাদেরকে কেনই বা বৃথা স্মরণ করবে ? এই স্মরণের যাত্রায় অনেক অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাসী হতে হবে। তাই কেউ কেউ বলে থাকে-★"চড়ে তো চাখে অমৃত-রস, গিরে তো চাকনাচুর।" (★টীকা-৮) - অর্থাৎ এমন পতন হয় যে, তার এতদিনের সঞ্চিত পদ ও সন্মান সবই ধূলায় মিলিয়ে যায়। অবশ্য তার মানে এমন নয় যে, সে স্বর্গ-ধামে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু কোথায় রাজা-রাণীর পদ পাওয়া আর কোথায় সাধারণ প্রজার পদ, এত বিস্তর তফাৎ এক্ষেত্রে। এখানকার (আবুর) জংলী-ভীলদের দেখ আর যে কোনও মন্ত্রীকে দেখ, উভয়ের মধ্য কত তফাৎ! এই কারণেই তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। আবার কারও পতন হলে, সে অবশ্যই পতিতে গণ্য হয়। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে, মায়ী তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে গভীর গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। একবার বাপদাদার কাছে সমর্পিত হবার পর, শ্রীমতের বিরুদ্ধাচারণ করা মানে মায়ার মুখোমুখি হয়ে তার মোকাবিলা করা। তাই এসব থেকে নিস্তার পাবার জন্য বাবা বার বার সতর্ক করে বলেন- "প্রতিটা পদক্ষেপেই নিজেকে সামলে চলতে হবে।" মায়ার এই খেলার সময়কালও এখন শেষের মুখে। তাই তো

মায়া এত তৎপর। যাকেই আয়ত্তে পাবে তাকেই গাড্ডায় ফেলবে। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে এত করে সতর্ক করছেন। যদিও লক্ষ্যে পৌঁছতে আর বেশী দেবী নেই, কিন্তু এই অল্প রাস্তাই যে বড় কঠিন-দুর্গম। অবশ্য এতে যেমন উচ্চপদ তেমনি প্রাপ্তিও অনেক বেশী। আর যদি বিদ্রোহী হও, তবে সাজার পরিমাণও হবে তেমনই বেশী। ধর্মরাজ বাবা আত্মাদের যখন শাস্তি দেন, তখন তা দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছায়, যা কল্প কল্প ধরে সেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মায়াও প্রবল শক্তিশালী। অতএব সামান্যও যদি বাবার শ্রীমতের বিপরীতে চলো, অর্থাৎ বাবাকে অসন্মান করো, তবে আর রক্ষা নেই। এ কথা তো সবারই জানা আছে, সদগুরুর নিন্দাকারীর ঠাঁই নাই কোথাও। কেউ কেউ কাম-বিকারের বশে, কেউ বা ক্রোধ-বিকারের বশে উল্টো-পাল্টা কাজ করে ফেলে। বাবার বাচ্চা হবার কারণে, তাতেও বাবার নিন্দা হয়, ফলে তারাও শাস্তির নিমিত্ত হয়। প্রতি পদক্ষেপেই যেমনি লাভের হিসাব থাকে, তেমনিই প্রতি পদক্ষেপে আবার ক্ষতির হিসাবও আছে। সেবার দ্বারা যদি কিছু লাভের খাতায় যায় তো, উল্টো কর্ম অর্থাৎ বিকর্মের ফলে তা ক্ষতির খাতায় যায়। বাবার কাছে সবকিছুরই হিসেব-নিকেশের মূল খাতা আছে। আর বাবা স্বয়ং এখন যেখানে সম্মুখে বসেই পড়াচ্ছেন, তখন তো সব হিসাবই ওনার হাতের মুঠোয়। তাই তো বাবা সতর্ক করে বলছেন, 'শল' অর্থাৎ ব্রহ্মা, ওনার কোনও বাচ্চা যেন শিববাবাকে অসন্মান না করে। তাতে তাদের খুব ভীষণ বিকর্ম হবে। এই বেহদের যজ্ঞে যে বাচ্চাদেরকে হাড়ী-হাড়ী বলিদানের সেবা স্বীকার করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন দধীচি ঋষি। এই সেবার দ্বারা বিশাল উচ্চ পদের অধিকারী হওয়া যায়। তাছাড়াও প্রজাদের এত ভিন্ন-ভিন্ন বিভিন্ন পদ তো আছেই। এর পরে আবার প্রজাদেরও তো চাকর-বাকরের প্রয়োজন আছে। যদিও সেখানে কোনও প্রকারের দুঃখ বলে কিছুই থাকে না, কিন্তু ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পদ প্রাপ্তির বিন্যাস তো আছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্মরণের যাত্রায় কখনও ক্লান্তি অনুভব করা চলবে না। স্মরণের অভ্যাসে এমন পাকাপোক্ত হতে হবে যে, জীবনের অন্তিম কালেও এক ও একমাত্র বাবা ছাড়া আর কোনও কিছুই যেন মনে না আসে।

২) সত্য বাবার শ্রীমৎ-এ চলে প্রকৃত লাভের লাভ করতে হবে। নিজের মতে যেন চলতে যেও না। এমন কোনও কার্য কখনই করবে না, যাতে সদগুরুর নিন্দা হয়। কাম-বিকার বা ক্রোধ বিকারের বশে এসে কোনও প্রকারের উল্টো কাজ যেন না করো।

বরদান :- সূক্ষ্ম-বতনের পরীদের মতো নিজেকে অবতরিত হওয়া অবতার ভেবে উচ্চ স্থিতিতে অবস্থান করতে পারা 'অর্শ-নিবাসী' (সূক্ষ্মবতনবাসী) ফরিস্তা ভবঃ

ব্যাখ্যা:- বাবা যেভাবে অবতরিত হয়েছেন, সেই একই প্রকারে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারাও উপর থেকে এখানে এসেছো অন্যদেরকে বাবার আগমনের বার্তা ও বাণী প্রচারের জন্য। বাস্তবে তোমরা কিন্তু সূক্ষ্মবতন ও মূলবতনবাসী। দেহ-ভানরূপী কাদা-মাটিতে বা পৃথিবীতে তোমার বুদ্ধিরূপী পা যেন

না পড়ে। যেমন ফরিস্তাদের পা সদাই মেঝের উপরে থাকে। তোমরাও তেমন উঁচু স্থিতিতে থাকা সূক্ষ্মবতন নিবাসী অবতরণ হওয়া অবতারণ- এই স্মৃতিতে উড়তী কলায় উড়তে থাকো।

স্লোগান :- স্ব-পরিবর্তনের তীর পুরুষার্থী বাম্ভারাই বাবার আশীর্বাদী-বর্সা ও অভিনন্দন পায়।

★ টীকা : "চড়ে তো চাখে বৈকুণ্ঠ-রস,

. গিরে তো চাকনাচুর।" (ব্যাখ্যা: জ্ঞান-মার্গে প্রতি পদক্ষেপেই সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হয়। প্রতিটা কার্যের পূর্বেই রায় নেওয়া উচিত। এই ধারায় যে জ্ঞান-মার্গের সিঁড়ি বেয়ে নিরন্তর উপরে উঠতে থাকে, একমাত্র সে বৈকুণ্ঠের অমৃত-রসের আশ্বাদন করার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু যদি সেই সময়কালে কোনও কারণে মায়ার ছলনায় মায়ার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, তখন তার এমন অধোগতি হয় যে, তা যেন সোজা আকাশ থেকে ভূমিতে পতনের মতন, অর্থাৎ একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থা।)

“মিষ্টি বাচ্চারা – ওস্তাদ বাবা তোমাদেরকে দেবতা হওয়ার কৌশল শিখিয়েছেন। এরপর তোমরাও শ্রীমৎ অনুসারে অন্যদেরকে দেবতা বানানোর সেবা করো।

প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমরা এখন কোন্ শ্রেষ্ঠ কর্ম করছ, যার রেওয়াজ ভক্তিতে চলে আসে?

উত্তর:- তোমরা এখন তোমাদের তন-মন-ধন কেবল ভারতের কল্যাণের জন্যই নয়, বিশ্বের কল্যাণের জন্য অর্পণ করছ। এই জন্যই ভক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে। এর পরিবর্তে তারা পরবর্তী জন্ম রাজ পরিবারে পায়। আর তোমরা বাচ্চারা সঙ্গমযুগে বাবার সহযোগী হওয়ার জন্য মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও।

গীত:- তোমার নিশীথ কেটেছে শয়নে, দিবস কেটেছে ভোজনে...

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান। বাচ্চারা যখন বুঝে যায় তখন তারা অন্যদেরকে বোঝায়। নিজে না বুঝলে অন্যকে বোঝাতে পারবে না। যদি নিজে বুঝতে পেরেও অন্যকে বোঝাতে পারে না, তাহলে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। কেউ কোনো কৌশল শিখে গেলে সেটা প্রচার করে। মানুষ থেকে দেবতা কিভাবে বানাতে হয় সেই কৌশল ওস্তাদ বাবার কাছ থেকেই শেখা যায়। দেবতাদের ছবিও রয়েছে। মানুষকে দেবতা বানানো হয় – অর্থাৎ এখন সেই দেবতার নেই। দেবতাদের গুণের গায়ন করা হয়। কোনো মানুষের এইভাবে গুণগান করা হয় না। মানুষ মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের গুণগান করে। হয়তো সন্ন্যাসীরাও পবিত্র থাকে, কিন্তু মানুষ তাদের ঐভাবে গুণগান করে না। সন্ন্যাসীরা শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। দেবতার তো কিছুই শোনায়নি। ওরা কেবল প্রাপ্তি ভোগ করে। আগের জন্মে পুরুষার্থ করে মানুষ থেকে দেবতা হয়েছিল। তাই সন্ন্যাসীদের কারোর মধ্যেই দেবতাদের মতো গুণ নেই। যখন গুণ নেই, তাহলে নিশ্চয়ই খারাপ গুণ আছে। সত্যযুগে এই ভারতেই রাজা-রানী এবং প্রজা সকলেই সর্বগুণে সম্পন্ন ছিল। ওদের মধ্যে সকল গুণ ছিল। ওই দেবতাদের-ই গুণগান করা হয়। সেই সময়ে অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। সত্যযুগে ছিল গুণবান দেবতা, আর কলিযুগে রয়েছে খারাপ গুণ সম্পন্ন মানুষ। এইরকম খারাপ গুণ সম্পন্ন মানুষদেরকে দেবতা কে বানাবে? মানুষ থেকে দেবতা বানানোর গায়ন আছে। এই গায়ন তো পরমপিতা পরমাত্মার জন্য। দেবতারও মানুষ। কিন্তু ওদের মধ্যে গুণ রয়েছে। আর এদের মধ্যে খারাপ গুণ রয়েছে। বাবার কাছ থেকে গুণ প্রাপ্ত হয়। তাঁকে সদগুরুও বলা হয়। মায়ারূপী রাবণের কাছ থেকে অবগুণ প্রাপ্ত হয়। এত গুণবান মানুষ কিভাবে খারাপ গুণ সম্পন্ন হয়ে যায়? সর্বগুণে সম্পন্ন কে বানায়, তারপর খারাপ গুণ সম্পন্ন কে বানায়? এইসব তোমার বাচ্চারাই জানো। গান করে – আমার মতো খারাপ গুণ সম্পন্ন মানুষের মধ্যে কোনো গুণ নেই। দেবতাদের কত গুণগান করে। বর্তমানে তো কারোর মধ্যেই ঐরকম গুণ নেই। খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই কত নোংরা। দেবতার হল বৈষ্ণব সম্প্রদায়। আর বর্তমান মানুষ হল রাবণ সম্প্রদায়। খাওয়া-দাওয়া কত বদলে গেছে। কেবল পোশাক-পরিচ্ছদ নয়, খাওয়া-দাওয়া এবং বিকারিপনাও লক্ষণীয়। স্বয়ং বাবা বলছেন, আমাকে ভারতেই আসতে হয়। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের দ্বারা স্থাপন করাই। এটা তো ব্রাহ্মণদেরই যজ্ঞ, তাই না? ওই বিকারী ব্রাহ্মণরা তো বিকারের দ্বারা উৎপন্ন। এই ব্রাহ্মণরা হল মুখ বংশাবলী। তাই অনেক তফাৎ। দুনিয়ায় ধনবান ব্যক্তির যে যজ্ঞ রচনা করে তাতে লৌকিক ব্রাহ্মণরা থাকে। এই বেহদের

বাবা হলেন ধনবানের থেকেও ধনী, রাজাদের রাজা। কেন তাকে ধনবানের থেকেও ধনী বলা হয়? কারণ ধনবানরাও বলে, আমাকে ঈশ্বর সম্পদ দিয়েছে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলে পরবর্তী জন্মে ধনী হয়। এখন তোমরা শিববাবাকে তন-মন-ধন সবকিছু অর্পণ করছ। তাই অনেক উঁচু পদ পাও। যেহেতু শ্রীমং অনুসারে তোমরা এত শ্রেষ্ঠ কর্ম করা শিখছ, তাই তোমরা নিশ্চয়ই এর ফল পাবে। তন-মন-ধন সবকিছু তোমরা অর্পণ করছ। ওরাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই করে, কিন্তু কাউকে মাধ্যম করে। ভারতেই এই রেওয়াজ রয়েছে। বাবা তোমাদেরকে অনেক ভাল কর্ম করা শেখাচ্ছেন। এই কর্তব্য তোমরা কেবল ভারত নয়, সমগ্র দুনিয়ার কল্যাণের জন্য করছ। তাই এর পরিবর্তে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। যে শ্রীমং অনুসারে যেমন কর্ম করে, সে সেইরকম ফল পায়। আমি কেবল সাক্ষী হয়ে দেখি যে, কে কে শ্রীমং অনুসারে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করছে। জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। যে শ্রীমং অনুসারে চলে, সে-ই হল ব্রাহ্মণ। বাবা বলেন, ব্রাহ্মণদের দ্বারা শূদ্রদেরকে রাজযোগ শেখাই। এটা ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। ভারতেই দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। ছবি দেখাতে হবে। ছবি না দেখালে ভাববে, না জানি এরা কোন নুতন ধর্ম, হয়তো বিদেশ থেকে এসেছে। ছবি দেখালে বুঝবে যে এরা দেবতাদেরকে মানে। বোঝাতে হবে যে শ্রী নারায়ণের অন্তিম ৮৪তম জন্মে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেছেন এবং রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই কৃষ্ণের বিষয় খণ্ডিত হয়ে যাবে। এটা হল তার ৮৪তম জন্মেরও অন্তিম জন্ম। যে সূর্যবংশী দেবতা ছিল, তাদেরকে এসে পুনরায় রাজযোগ শিখতে হবে। ড্রামা অনুসারে তারা অবশ্যই পুরুষার্থ করবে। তোমরা বাচ্চারা এখন সম্মুখে বসে শুনছ। অন্যান্য বাচ্চারা পরে এই টেপের মাধ্যমে শুনবে এবং বুঝবে যে আমরাও মাতা-পিতার মতো দেবতা হচ্ছি। বর্তমানে ৮৪তম জন্মে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবশ্যই হতে হবে। বাবার কাছে আত্মা তার সবকিছু সমর্পণ করে দেয়। এই শরীরটা হল অশ্ব, যেটা স্বাহা হয়ে যায়। আত্মা স্বয়ং বলে যে, আমি বাবার হয়েছি। অন্য কারোর নয়। আমি আত্মা, এই শরীর দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে সেবা করছি। বাবা বলেন, যোগ শেখাও এবং সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেটাও বোঝাও। যে সম্পূর্ণ চক্র অতিক্রম করেছে, সে-ই এটা ঝট করে বুঝতে পারবে। যে এই চক্রের মধ্যে আসবে না, সে বুঝবে না। এমন তো নয় যে সমগ্র সৃষ্টি-ই আসবে। এর মধ্যে অনেক প্রজাও থাকবে। রাজা-রানী তো একজন হয়। যেমন একজন লক্ষ্মী-নারায়ণ, একজন রাম-সীতার গায়ন রয়েছে। প্রিন্স-প্রিন্সেস তো অনেকজন থাকবে। কিন্তু মুখ্য তো একজনই হবে। তাই এইরকম রাজা-রানী হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। সাক্ষী হয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, এই আত্মা ধনী রাজ পরিবারের এবং এই আত্মা গরিব পরিবারের। কেউ কেউ কত বিচিত্র ভাবে মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে ছেড়ে চলে যায়। মায়া একেবারে চিবিয়ে থেয়ে নেয়। তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন, সর্বদা খুশিতে আছ? রাজি আছ? মায়ার থাপ্পড় থেয়ে বেহঁশ কিংবা অসুস্থ হয়ে যাওনি তো? এইরকম ভাবে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে বাচ্চারা তাকে জ্ঞান-যোগের সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে সুস্থ করে তোলে। জ্ঞান এবং যোগ না করার জন্য মায়া সর্বনাশ করে দেয়। শ্রীমং ত্যাগ করে নিজের মত অনুসারে চলতে শুরু করে। মায়া একেবারে বেহঁশ করে দেয়। বাস্তবে সঞ্জীবনী বুটি হল জ্ঞান, যার দ্বারা অচেতন্য অবস্থা দূরীভূত হয়। এইসব এই সময়ের কথা। তোমরাই হলে সীতা। রাম এসে মায়ারূপী রাবণের হাত থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেন। যেভাবে সিন্ধু প্রদেশে বাচ্চাদেরকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু রাবণ পুনরায় চুরি করে নেয়। এখন তোমাদেরকেই সবাইকে মায়ার কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। মায়া যেভাবে থাপ্পড় মেরে বাচ্চাদের বুদ্ধি একদম বিপরীত করে দেয়, সেটা দেখে বাবার করুণা হয়। রামের দিক থেকে বুদ্ধি ঘুরিয়ে রাবণের দিকে করে দেয়। এইরকম একটা খেলনা আছে। একদিকে রাম আর একদিকে রাবণ। আশ্চর্যজনক ভাবে

বাবার বাচ্চা হল, এবং তারপর রাবণের হয়ে গেল। মায়া খুবই চতুর। ইঁদুরের মতো কামড় দিয়ে খাবারকে খারাপ করে দেয়। তাই কখনো শ্রীমংকে ত্যাগ করা উচিত নয়। এটা খুব কঠিন পড়া। নিজের মত মানে রাবণের মত। সেই মত অনুসারে চললে অনেক বিষম থাকে। অনেকেই বদনাম করে দেয়। সব সেন্টারেই এইরকম বাচ্চা আছে। কিন্তু তাতে নিজেরই লোকসান হয়। যারা সার্ভিস করে, সেই জ্ঞানী যোগী বাচ্চার কখনো লুকাইত থাকে না। দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই কার্যে সবাই নিজের ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে। জোরে দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা করলে নিজেরই কল্যাণ হবে। কল্যাণ অর্থাৎ একেবারে স্বর্গের মালিক। যেমন মা-বাবা যদি উঁচু পদাধিকারী হয়, তাহলে বাচ্চাদেরও সেইরকম হওয়া উচিত। বাবাকে ফলো করতে হবে। নাহলে নিজের পদ কম হয়ে যাবে। বাবা এইসব ছবিগুলো রেখে দেওয়ার জন্য বানাননি। এইগুলো দিয়ে অনেক সেবা করতে হবে। বড় বড় ধনী ব্যক্তির লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির বানায়, কিন্তু কেউই জানে না যে এরা কবে এসেছিল। এরা ভারতকে কিভাবে সুখী বানিয়েছিল যে সকলেই তাদেরকে স্মরণ করে। তোমরা জানো যে, কেবল দিলবালা শিববাবার মন্দির বানানো উচিত। তিনি একাই যথেষ্ট। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের দ্বারা কি হবে? ওরা তো কল্যাণকারী নয়। শিবের মন্দির বানাতে তার সম্মুখে কিছুই জানে না। তাঁর অকুপেশন জানে না। মন্দির বানানো সত্ত্বেও যদি তার অকুপেশন সম্মুখে জ্ঞান না থাকে তাহলে আর কি বলা যাবে। স্বর্গে যখন দেবতার ছিল, তখন কোনো মন্দির ছিল না। যারা মন্দির বানায়, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ কবে এসেছিলেন? তারা কি সুখ প্রদান করেছিলেন? কিছুই বলতে পারবে না। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, যারা খারাপ গুণ সম্পন্ন, তারা গুণবানদের মন্দির বানায়। তাই বাচ্চাদের সার্ভিসের প্রতি অনেক শখ থাকা উচিত। বাবার সেবার প্রতি অনেক শখ আছে। তাই জন্যই তো সেইরকম ছবি বানিয়েছেন। যদিও শিববাবা-ই ছবি বানান, কিন্তু দুইজনেরই বুদ্ধি কাজ করে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ২৮-০৬-৬৮

এখানে যারা বসে আছে, তারা সবাই বোঝে যে আমরা হলাম আত্মা এবং আমাদের বাবা বসে আছেন। একেই বলা হয় আত্ম-অভিমানী হয়ে বসা। সবাই এইভাবে বসে নেই যে আমি হলাম আত্মা, এবং আমি বাবার সামনে বসে আছি। এখন বাবা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই সবাই মনোযোগ দেবে। এইরকম অনেকেই আছে যাদের বুদ্ধি বাইরের দিকে চলে যায়। এখানে বসে থাকা সত্ত্বেও তাদের কান যেন বন্ধ আছে। বুদ্ধি বাইরের দিকে কোথাও না কোথাও ছুটতে থাকে। যেসব বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসে আছে, তারা উপার্জন করছে। কিন্তু অনেকের বুদ্ধিযোগ বাইরের দিকে থাকে। ওরা যাত্রা করছে না। টাইম ওয়েস্ট হয়। বাবাকে দেখলেই তো শিববাবার কথা মনে পড়ে যাবে। সবকিছুই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। কারোর কারোর অভ্যাস একেবারে পাকা হয়ে যায়। আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়। বাবা হলেন নলেজফুল। তাই বাচ্চাদের মধ্যেও নলেজ এসে যায়। এখন ফেরত যেতে হবে। চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে, এখন পুরুষার্থ করতে হবে। অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে, আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। পরীক্ষার সময়ে খুব পুরুষার্থ করবে। বুঝবে যে, পুরুষার্থ না করলে আমি অনুত্তীর্ণ হয়ে যাব। পদও অনেক কম হয়ে যাবে। বাচ্চারা তো পুরুষার্থ করছে। দেহ অভিমানের জন্য বিকর্ম হয়ে যায়। এর জন্য একশ গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ আমার

নিন্দা করা হয়। এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যাতে বাবার বদনাম হয়। তাই জন্য গায়ন আছে, সদগুরুর নিন্দুক ঠৌর পাবে না। ঠৌর মানে বাদশাহী। এখানে বাবা-ই পড়ান। অন্য কোনো সংসঙ্গে এম অবজেক্ট নেই। এটা হল আমাদের রাজযোগ। অন্য কেউই এইভাবে বলতে পারবে না যে আমি রাজযোগ শেখাই। ওরা তো মনে করে যে শান্তিতেই সুখ আছে। কিন্তু ওখানে তো সুখ-দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। কেবল শান্তি আর শান্তি। তখন বোঝা যায় যে ওর ভাগ্যেই কম প্রাপ্তি আছে। তার ভাগ্যই সবার থেকে ভাল, যে প্রথম থেকে ভূমিকা পালন করছে। ওখানে তাদের এই জ্ঞান থাকে না। ওখানে তো কোনো সংকল্পই চলবে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা সবাই অবতরণ করি। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে আসি। এটা একটা ড্রামা। আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। বাবা বসে এইসব রহস্য বোঝান। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় সুখ থাকে। অন্তরে খুশি থাকে। তাই দেহী-অভিমানী বলা হয়। বাবা বোঝান যে, তোমরা হলে স্টুডেন্ট। তোমরা জানো যে আমরা দেবতা অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হব। কেবল দেবতা নয়, আমরা বিশ্বের মালিক হব। এইরকম অবস্থা তখনই স্থায়ী হবে, যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সেটা অবশ্যই হবে। তোমরা বোঝ যে আমরা ঈশ্বরীয় পবিত্রার সদস্য। স্বর্গের বাদশাহী অবশ্যই পাব। যে যত বেশি সার্ভিস করে, অনেকের কল্যাণ করে, সে অবশ্যই উঁচু পদ পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন, এখানেই এই যোগের সভা আয়োজন করা সম্ভব। বাইরে সেন্টারে এইরকম হওয়া সম্ভব নয়। ভোরবেলা চারটার সময়ে এসে নিয়ম অনুসারে বসা - ওখানে এটা কিভাবে সম্ভব? সম্ভব নয়। হয়তো সেন্টার নিবাসীরা বসতে পারে। ভুল করেও বাইরের কাউকে বলা উচিত নয়। বর্তমান সময় সেইরকম নয়। এই নিয়মটা এখানেই প্রযোজ্য। কারণ ঘরের মধ্যেই রয়েছে। ওখানে তো বাইরে থেকে আসতে হয়। বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ হওয়া চাই। আমরা হলাম আত্মা। এটা হল অকাল-তথত। অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা হলাম ভাই-ভাই। ভাইয়ের সাথে কথা বলি। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা, শুভরাত্রি এবং নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) জ্ঞান-যোগের সঞ্জীবনী বৃষ্টি দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কখনো নিজের মত অনুসারে চলা উচিত নয়।

২) জ্ঞানী-যোগী হয়ে সার্ভিস করতে হবে। মাতা-পিতাকে ফলো করে সিংহাসনে বসতে হবে।

বরদান:- দিব্যবুদ্ধি এবং রুহানি দৃষ্টির বরদান দ্বারা নম্বর ওয়ান হতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী হও

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাই জন্ম থেকেই দিব্যবুদ্ধি এবং রুহানি দৃষ্টির বরদান পেয়ে যায়। এই বরদান-ই হল ব্রাহ্মণ জীবনের ভিত্তি। এই দুটি বিষয়ের ওপরেই সঙ্গমযুগের পুরুষার্থীদের নম্বর তৈরি হয়। প্রত্যেক সংকল্প, বচন এবং কর্মে যে যত বেশি এগুলোকে ব্যবহার করে, সে তত আগে নম্বর নেয়। রুহানি দৃষ্টির দ্বারা বৃত্তি এবং কৃতি স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তন হয়ে যায়। দিব্যবুদ্ধির দ্বারা যথাযথ নির্ণয় করলে স্বয়ং, সেবা, সম্মান-সম্পর্ক সবকিছুই যথাযথ শক্তিশালী হয়ে যায়।

স্লোগান:- চেহাৰায় আত্মিক ভাৱেৰ বলক তখনই আসবে, যখন সঙ্কল্প, বচন এবং কৰ্মে পবিত্ৰতাৰ ধাৰণা হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখানে তোমাদের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান .. সবকিছু সহ্য করতে হবে, পুরানো দুনিয়ার সুখ থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে, নিজের মতানুযায়ী চলবে না"

প্রশ্ন:- দেবতা জন্মের চেয়েও এই জন্ম বেশি ভালো, কিভাবে ?

উত্তর :- এই জন্মে বাচ্চারা তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে খাবার খাও। এখানে তোমরা অসীম ধন উপার্জন কর, তোমরা যে বাবার শরণে এসেছ। এই জন্মেই তোমরা নিজের ইহ লোক - পর লোক সুখী করে নাও। সুদামার মতন দুই মুঠো চাল দিয়ে ২১ জন্মের জন্যে বাদশাহী প্রাপ্ত কর ।

গীত : যদি কাছে থাকো বা দূরে তুমি হলে আমার স্বপ্নেরই ছবি

ওম্ শান্তি । গানের অর্থটি কত সুন্দর। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন -- যদি আমরা এই দেহটির কাছে থাকি বা দূরে, কারণ সামনে বসে যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রেরণা দ্বারা তো দিতে পারেন না। যদি কাছে থাকি বা দূরে -- স্মরণ তো আমাকেই করতে হবে। ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্যেই তো ভক্তি করা হয়। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে হে জীব আত্মারা , এই দেহে নিবাসরত আত্মারা, পরম পিতা পরমাত্মা আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলেন। পরমাত্মাকে আত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতেই হবে, তাই তো জীব আত্মারা ভগবানকে স্মরণ করে কারণ তারা এখন দুঃখে আছে। সত্যযুগে তো কেউ স্মরণ করেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা হলাম অনেক পুরনো ভক্ত। যখন থেকে মায়া আমাদের ধরেছে , তখন থেকে ভগবান শিবকে স্মরণ করা আরম্ভ হয়েছে কারণ শিববাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেছেন , তাইতো ওঁনার স্মারক চিহ্ন তৈরি করে ভক্তি করা হয়। এখন তোমরা জানো বাবা সামনে এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, কেননা এখন বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। যতক্ষণ এখানে থাকা হচ্ছে ততক্ষণ পুরানো শরীর , পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলতে হবে এবং যোগে থাকতে হবে। এই যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ ভস্ম হবে। এতেই পরিশ্রম লাগে। পদ মর্যাদাও খুব উঁচু কিনা। বিশ্বের মালিক হতে হবে। মানুষ বলে যে বিশ্বের মালিক হলেন শিববাবা । কিন্তু তা নয় , মানুষ-ই হল বিশ্বের মালিক। বাবা বসে বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক করেন। বলেন তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা এখন কড়ির মালিকও নও । প্রথম জন্ম ও এই শেষ জন্ম তুলনা করে দেখ কত রাত দিনের তফাৎ রয়েছে। কারো স্মৃতিতে আসবেনা , যতক্ষণ বাবা এসে সাক্ষাৎকার না করাচ্ছেন। গুণান বুদ্ধি দ্বারাও সাক্ষাৎকার হয়। যে বাচ্চারা বুদ্ধিমান, প্রতিদিন বাবাকে স্মরণ করে, তাদের খুব মজা লাগবে। এখানে তোমরা যা শুনছ সব নতুন কথা। মানুষ তো কিছুই জানেনা। তারা তো গল্পো বলে আর দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খায়। তোমাদের তো এই দৌড়াদৌড়ি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। বাবা বলেন তোমরা হলে আত্মা, আমি পিতা আমায় স্মরণ করতে থাকো। বুদ্ধি তে এই বিচার যেন থাকে যে আমরা আত্মা আমাদের বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে , এই সৃষ্টি যেন আম্যাক্সের জন্যে নয়। এই পুরানো সৃষ্টি তো শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমরা স্বর্গে এসে নতুন মহল নির্মাণ করব। দিন রাত এইসব বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবা নিজের অনুভব বলেন। রাত্রে ঘুমালে এইসব খেয়াল চলে। এই নাটক এখন শেষ হচ্ছে, এই পুরানো দেহ রূপী বস্ত্র টি ত্যাগ করতে হবে। হ্যাঁ, বিকর্মের অনেক বোঝা যাচ্ছে, তাই নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের অবস্থা দর্পণে দেখতে হবে -- আমাদের বুদ্ধি

সবকিছু থেকে দূরে সরেছে কি ? ব্যবসা ইত্যাদিতে থেকে বুদ্ধি দ্বারা কার্য সিদ্ধি করতে পারো। বাবার কত দায়িত্ব , অনেক সন্তান রয়েছে কিনা। তাদের খেয়াল রাখতে হয়। বাচ্চাদের শরণ দিতে হয়। তারা খুব দুঃখে আছে কিনা ! ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় কত দুঃখে মারা যায়। এই সময়টি হল খুব খারাপ। তাই বাচ্চাদের শরণ দেওয়ার জন্যে এই গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানে তো সব আমার আপন বাচ্চারাই থাকে। কোনো ভয় নেই তারপর যোগবল রয়েছে। বাচ্চার সাফাংকারও করেছে, যারা বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করে তাদের বাবাও রক্ষা করেন। শত্রুকে ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়ে ভাগিয়ে দেন। তোমাদের যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ যোগে থাকতে হবে। তা নাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। বড়লোকের সন্তান দন্ড ভোগ করলে সম্মান নষ্ট হয়। তোমাদেরও সম্মান নষ্ট হবে। বাচ্চাদের জন্যে আরো কঠিন সাজা রয়েছে। কেউ এমনও আছে যারা বলে এখন তো মায়ার সুখ ভোগ করি , যা হবে দেখা যাবে। অনেকের এই পুরানো দুনিয়ার সুখ মিষ্টি লাগে। এখানে তো সুখ দুঃখ , মান অপমান ... সবকিছু সহ্য করতে হয়। উঁচু প্রাপ্তি যদি চাই তবে ফলো করা উচিত, মাতা পিতার আদেশ অনুযায়ী চলা উচিত। নিজের মতানুযায়ী চলা মানে রাবণের মতে চলা। সে তো ভাগ্য কে খারাপ করার জন্যে করা হয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা উত্তর দেবেন -- এই হল অসুরী মতামত। শ্রীমৎ নয়। পদে পদে শ্রীমৎ প্রয়োজন। দেখতে হবে কোথাও উল্টো কর্ম করে বাবার নিন্দা করা হচ্ছে না তো? দেবী দেবতায় পরিণত তখনই হবে যখন এমন লক্ষণ হবে। এমন নয় সেখানে অটোমেটিক্যালি লক্ষণ এসে যাবে। এখানে চাল চলন খুব মধুর থাকা প্রয়োজন। যদি ভাবো শিববাবা নয় , ব্রহ্মা বাবা বলেছেন তবুও রেম্পলিবল তো ইনি-ই হবেন তাইনা ! যদি কিছু ক্ষতিও হয় তবু কোনো চিন্তা নেই। ড্রামাতে ছিল তাই হয়েছে ফলে তোমাদের দোষ নেই। অবস্থা খুব ভাল থাকতে হবে। যদিও তোমরা এখানে বসে আছ , তবুও বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সেখানকার বাসিন্দা। এই ভাবে ঘরে থেকে , চাকরি ব্যবসা করে , উপরাম বা নির্লিপ্ত হতে থাকবে। যেমন সন্ন্যাসীরা সংসার থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যান। তোমরা তো সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া থেকে উপরাম হও। ঐ হঠ যোগ সন্ন্যাস এবং এই সন্ন্যাসে রাত দিনের তফাৎ রয়েছে। এই রাজ যোগ বাবা শেখান। সন্ন্যাসী শেখাতে পারেন না কারণ মুক্তি জীবন মুক্তি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। সকলের মুক্তি এখনই হবে কেননা সবাইকে ফিরতে হবে। সাধুজন সাধনা করেন যাতে ফিরে যাওয়া যায়। এখানে সবাই দুঃখে আছে। কেউ আবার বলে আমরা জ্যোতি মহা জ্যোতিতে মিশে যাই। অনেক অনেক মতামত রয়েছে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে কোনো কোনো বাচ্চা আছে যাদের পুরানো আত্মীয় স্বজনের কথা মনে পড়ে। পুরানো দুনিয়ার সুখের আশা থাকলেই মরবে। তারপরে এইখানে তার পা আর টিকবেনা। মায়া খুব লোভ দেখায়। একটি কথা আছে " ভগবানের স্মরণ করো তা নাহলে বাজ এসে পড়বে" এই মায়াও বাজ পাখির মতন আক্রমণ করে। এখন যখন বাবা এসেছেন , এখনো যদি পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্তি না করা হয় তবে কল্প কল্পান্তরে প্রাপ্তি হবেনা। এখানে বাবার কাছে তোমাদের তো কোনো দুঃখ নেই , তাই পুরানো দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে থাকা উচিত তাইনা। সারা দিনের দিনচর্যা সূচীপত্র (পোতামেল) দেখা উচিত। কত সময় বাবাকে স্মরণ করা হয়েছে ? কাকে জীবন দান দেওয়া হয়েছে ? বাবা তোমাদেরও জীবন দান দিয়েছেন কিনা। সত্যযুগ এতো যুগে তোমরা অমর হয়ে থাকো। এখানে মৃত্যু হলে কত কাল্লাকাটি হয়। স্বর্গে তো দুঃখের নাম গন্ধ নেই। মনে মনে জানবে পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করা হয়। এই দৃষ্টান্ত তোমরাই দিতে পারো আর কেউ নয়। তারা পুরানো দেহ টিকে থোড়াই ভুলে যায়। তারা তো অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে। এখানে

তোমরা বাবাকে যা কিছু দাও সেসব বাবা নিজের কাছে কি আর রাখেন। সেসব দিয়ে বাচ্চাদেরই লালন পালন করেন তাই এইটি হল শিববাবার সত্য ভান্ডার , এই ভান্ডার থেকে যারা ভোজন গ্রহণ করে তারা এই জন্মেও সুখী এবং জন্ম জন্মান্তর সুখী থাকে।

তোমাদের এই জন্ম হল বড়ই দুর্লভ জন্ম । দেবতা জন্মের চেয়েও এখানে তোমরা সুখী থাকো কারণ বাবার শরণে থাকো। এখান থেকেই তোমরা অসীম ধন উপার্জন করো যা কিছু জন্ম জন্মান্তর ভোগ করবে। সুদামাকেও দু মূঠো চালের বদলে ২১ জন্মের মহল প্রাপ্ত হয়। ইহলোক সুখী তো পরলোকও সুখী , জন্ম জন্মান্তরের জন্যে সুখী তাই এই জন্মটি হল শ্রেষ্ঠ জন্ম। কেউ বলে শীঘ্র বিনাশ হলে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। কিন্তু এখনও তো অনেক খাজানা বাবার কাছে প্রাপ্ত করতে হবে। এখন রাজধানী কোথায় তৈরি হয়েছে । তাহলে বিনাশ শীঘ্র হবে কিভাবে ! বাচ্চারা এখনও যোগ্য কোথায় হয়েছে ! এখনও বাবা পড়ানোর জন্যে আসছেন। বাবার সার্ভিস হল অপরমঅপার। বাবার মহিমাও হল অপরমঅপার। যত উঁচু তত উঁচু সার্ভিস করি , তবেই তো আমার স্মরণ চিহ্ন রয়েছে। উঁচু থেকে উঁচু বাবার সিংহাসন হল এই , যে যত পুরুষার্থ করে, নিজের ভাগ্য নির্মাণ করে। এ হল অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের সঞ্চয়, যেসব সেখানে অসীমের ধন রূপে সঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং বাচ্চাদের খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করা উচিত। বাবাকে এখানেও স্মরণ করো এবং সেখানেও স্মরণ করো। সিঁড়ি তো আছে তাইনা। হৃদয় দর্পণে দেখতে হবে আমি বাবার সুপুত্র সন্তান হয়েছি কিনা। অন্ধদের পথ দেখাই। নিজের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ অনুভব হয়। যেমন বাবা নিজের অনুভব বলেন -- ঘুমিয়ে থাকা স্নেহও কথা বলি। বাবা সবই আপনার কামাল । ভক্তি মার্গে আমরা আবার আপনাকে ভুলেই যাব। এত অধিকার প্রাপ্তির পরেও সত্যযুগে সেসব ভুলে যাব। তারপর ভক্তি মার্গে আপনার স্মরণ চিহ্ন তৈরি করব। কিন্তু আপনার অকুপেশান ভুলে যাব। যেন বোধহীন , অজ্ঞানী হয়ে যাই। এখন বাবা কত জ্ঞান প্রদান করেন। এই হল রাত দিনের তফাৎ । ঈশ্বর হলেন সর্ব ব্যাপী , এইটি কোনো জ্ঞান নয়। জ্ঞান তো সৃষ্টি চক্রের থাকা উচিত। এখন আমরা ৮৪-র চক্র পূর্ণ করে ফিরে যাই তারপরে জীবন মুক্তিতে আসি। ড্রামা থেকে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় । আমরাই হলাম জীবন মুক্তির পথিক। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস --১৬ -১২ - ৬৮

বাবা কাউকে বাষ্টি বলেন , কাউকে বলেন মাইয়াঁ (মা) ; নিশ্চয়ই কোনো তফাৎ আছে। কারো সার্ভিস থেকে সৌরভ আসে, কারো সার্ভিস ধূতরা ফুলের মতন। এইসব বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা যেরকম আমাদের সঙ্গে এসেছ। বাবাও উপর থেকে এসেছেন বিশ্বকে পবিত্র করতে। তোমাদের হল এই কর্তব্য। সেখান থেকে যারা প্রথমে আসে তারা হয় পবিত্র। নতুনরা এসে নিশ্চয়ই সুরভিত করবে। বাগানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন সার্ভিস তেমন সুগন্ধিত পুষ্প। বিবেক বলে শিববাবার সন্তান হওয়া মানেই অধিকারী হওয়া। সুতরাং সেই সৌরভে সুরভিত হতে হবে। অধিকারী বলেই সকলকে অভিবাদন করতে হয়। তোমরা বিশ্বের মালিক হও নিশ্চয়ই কিন্তু পঠন পাঠনে তফাৎ থেকে যায়। এইসবও অবশ্যই হবে। বাচ্চাদের বিশ্বাস আছে যে ইনি হলেন আমাদের বাবা এবং চক্রের কথাও বুদ্ধিতে আছে। তাই বাবা বলেন যে এর চেয়ে বেশি বলার কি প্রয়োজন আছে।

বাবা ছাড়া স্ব দর্শন চক্রধারী কেউ করতে পারেনা। ইশারা দিয়ে তৈরি হয়। যারা কল্প পূর্বে পরিণত হয়েছে তারাই এবারও হয়। অসংখ্য বাচ্চা আসে। পবিত্রতার পয়েন্টে কত অত্যাচার হয়! যাঁর নিমিত্তে বাবা গীতা শোনান তাঁকে কত কটু কথা বলা হয়। শিববাবাকেও কত কটু কথা বলা হয়। কচ্ছপ অবতার, মৎস্য অবতার ইত্যাদি বলাও তো কটু কথা বলা-ই হল তাইনা ! অজ্ঞানতার দরুন বাবাকে , তোমাদেরকে কত কলঙ্কিত করে! বাচ্চারা কত মাথা ঘামায়। পড়াশোনা করে কেউ আবার বিত্তবান হয়ে যায় , অনেক উপার্জন করে! এক একটি অপারেশন করে দুই হাজার , চার হাজার উপার্জন হয়। কেউ নিজের পরিবারের লালন পালনও করতে পারেনা। চিন্তা থাকে কিনা। কেউ জন্ম জন্মান্তরের বাদশাহী প্রাপ্ত করে। কেউ জন্ম জন্মান্তরের জন্যে দরিদ্র হয়ে যায়। বাবা বলেন তোমাদের বিচক্ষণ বোধ যুক্ত করি। এখন তোমরা সবকিছুই বলবে ড্রামা। সবার পাঁট আছে। যা কিছু পাস্ট হয়েছে সবই ড্রামা। যা ড্রামায় আছে তাই হয়। ড্রামা অনুযায়ী যা কিছু হয় সব ঠিক। তোমরা যতই বোঝাও , বুঝবে না , এর জন্যে ম্যানার্স ভাল হওয়া উচিত। প্রত্যেকে নিজের মধ্যে দেখ কোনো খামতি আছে কি ? মায়া খুব কঠোর। সেসব যেমন করেই হোক বের করতে হবে। সকল খামতি বের করতে হবে। বাবা বলেন বাঁধেলি অর্থাৎ বন্ধনযুক্ত আত্মা সবচেয়ে বেশি স্মরণে থাকে। তারা-ই ভালো পদ মর্যাদা লাভ করে। জট বেশি নির্যাতিত হয় ততই বেশি স্মরণে থাকে। হয় শিববাবা বলে থাকে। জ্ঞানের আধারে শিববাবাকে স্মরণ করে। তাদের চার্ট ভালো থাকে। এইরকম যারা নির্যাতন সহ্য করে আসে তারা সার্ভিসও ভালো করে। নিজের জীবন উঁচু করতে ভালো সার্ভিস করে। সার্ভিস না করলে মনে মনে দুঃখিত হয়। মন দিয়ে তৈরি থাকে সদা যে আমরাও যাব সার্ভিস করতে। যদিও বোঝে যে সেন্টার ছেড়ে যেতে হয়, কিন্তু প্রদর্শনীতে অনেক সার্ভিস থাকে তাই সেন্টারের কথা না ভেবে সার্ভিসে যাওয়া উচিত। যত দান করা হয় ততই শক্তি শালী হওয়া যায়। দান তো নিশ্চয়ই করতে হবে তাইনা। এই হল অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, যার কাছে থাকবে সে দান করবে। বাচ্চাদের এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান স্মৃতিতে থাকা উচিত। সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবাও এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত জানেন। অবশ্যই তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। সৃষ্টির চক্রের বিষয়ে জানেন। এই জ্ঞান দুনিয়ার জন্যে একেবারেই নতুন , যা কোনো দিন পুরানো হয়না। ওয়ান্ডারফুল নলেজ কিনা , যে জ্ঞান কেবল বাবা এসে বলেন। কেউ যতই সাধু মহাত্মা হোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে তো যায়ই না। বাবা ছাড়া কোনো মানুষ গতি সদগতি দিতে পারেনা। না-ই মানুষ, আর না-ই দেবতা দিতে পারেন। শুধু একমাত্র বাবা-ই দিতে পারেন। দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি হবেই। বাবা বলেছিলেন প্রভাত ফেরী তে এই লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র , সিঁড়ির চিত্র ট্রান্স লাইটের হওয়া উচিত। বিদ্যুতের এমন জিনিস হোক যার দ্বারা চিত্রটি চকমক করে। স্লোগানও বলতে থাকে। সন্ন্যাসী কখনও রাজ যোগের শিক্ষা দিতে পারবেনা। রাজ যোগ পরম পিতা পরমাত্মা-ই শেখাচ্ছেন ভাগীরথের সাহায্যে। এমন এমন আওয়াজ সবাই শুনবে। আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এই নাটক এবার পূর্ণ হচ্ছে তাই এই পুরানো দুনিয়া থেকে উপরাম (নির্লিপ্ত) থাকতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে নিজের ভাগ্য উঁচু করতে হবে। কখনও কোনো উল্টো কর্ম করবেনা।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের উপার্জন করতে হবে এবং করাতে হবে। এক বাবার স্মরণে থেকে সুপুত্র সন্তান রূপে অনেককে পথ বলতে হবে।

বরদান :- দিব্য বুদ্ধির বাহন দ্বারা তিন লোকের ভ্রমণকারী জ্ঞান স্বরূপ বিদ্যাপতি হও।

ব্যাখ্যা: দিব্য বুদ্ধি অর্থাৎ হোলী হংস বুদ্ধি। হংস অর্থাৎ ক্ষীর এবং নীর , মুক্তো ও পাথর চিনে মুক্তো গ্রহণকারী। তাই হোলী হংস হল সঙ্গমযুগী জ্ঞান স্বরূপ বিদ্যা দেবী, সরস্বতীর বাহন । তোমরা হলে সবাই জ্ঞান স্বরূপ তাই তোমরা বিদ্যাপতি বা বিদ্যাদেবী । এই বাহন হল দিব্য বুদ্ধির প্রমাণ চিহ্ন। এই দিব্য বুদ্ধির বাহন দ্বারা তোমরা তিন লোকের ভ্রমণ কর। এই বাহন সব বাহনের চেয়ে তীব্রতর।

স্লোগান - নিজের সর্ব শক্তি গুলি অন্য আত্মাদের জন্যে উইল করাটাই হল সর্ব শ্রেষ্ঠ সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের কায়া একদম পুরানো হয়ে গেছে, বাবা এসেছেন তোমাদের কায়া কল্প বৃক্ষের সমান তৈরী করতে, তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য অমর হয়ে যাও"

প্রশ্ন - এই ওয়ান্ডারফুল নাটকের কোন্ কথাটি খুব বোঝার মতো ?

উত্তর - এই নাটকের যারাই অ্যাক্টর্স (পার্টধারী), তাদের চিত্র একবারই দেখা যাবে, পুনরায় সেই চিত্র পাঁচ হাজার বছর পর দেখা যাবে। ৮৪ জন্মের ৮৪ টি চিত্র হবে এবং সব চিত্রই আলাদা - আলাদা হবে। কারো কর্মের সাথে অন্য কারোর কর্মের মিল থাকবে না। যারা যে কর্ম করেছে পুনরায় ৫ হাজার বছর পর সেই কর্মই করবে, এটা খুব ভালো করে বোঝার ব্যাপার। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। তোমরা এই রহস্য সকলকে বোঝাতে পারো।

গান:- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউই নেই
(ভোলেনাথ সে নিরাল্লা অওর কোই নেহি)

ওম্ শান্তি। ভোলানাথ সর্বদা শিববাবাকে বলা হয়। শঙ্করকে বলা হয় না। তিনি তো বিনাশ করেন আর শিববাবা স্থাপনা করেন। তিনি অবশ্যই এই স্থাপনা স্বর্গের এবং বিনাশ নরকেরই করবেন। অতএব জ্ঞান সাগর ভোলানাথ শিবকেই বলা হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন অভিজ্ঞ। অবশ্যই আগের কল্পে শিববাবা এসেছিলেন এবং আবার অবশ্যই এখন এসেছেন। ওঁনাকে তো আসতেই হবে কারণ নতুন মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করতে হবে। এই নাটকের আদি, মধ্য এবং অন্তের রহস্য উন্মোচন করার জন্য অবশ্যই তাঁকে এখানে আসতে হবে। সূক্ষ্ম বতনে তো বলা হবে না। সূক্ষ্মবতনের ভাষা আলাদা, মূলবতনের তো ভাষাই নেই। এই দুনিয়ায় আছে ভাষা। শিববাবাই বিগড়ে যাওয়া কাজ আবার ঠিক করে দেন। যখন সৃষ্টি তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন সবাইকে সদগতি প্রদানকারী ভগবান বলেন, আমাকে আসতেই হয়। সব স্মৃতিও এখানেই ছড়িয়ে আছে। এই নাটকে যে সব মানুষের চিত্র আছে তা একবারই দেখা যায়। এমন নয় যে, লক্ষী-নারায়ণের চিত্র (চেহারা) সত্য যুগ ছাড়া অন্যত্র দেখা যাবে। তাঁরা পুনর্জন্ম নিলে নাম রূপ আলাদা হয়ে যাবে। সেই লক্ষী-নারায়ণের রূপ এক বার দেখলে আবার ৫ হাজার বছর পর দেখা যাবে। যেমন গান্ধীর ছবি ৫ হাজার বছর পর আবার দেখা যাবে। অসংখ্য মানুষের চিত্র আছে, যে মানুষের ছবি এখন দেখছে তা পুনরায় আবার ৫ হাজার বছর পর দেখবে। ৮৪ জন্মের ৮৪ টা চিত্র হবে। আর সকলেই আলাদা - আলাদা হবে। কারোর কর্মের সঙ্গে অন্য কারোর মিল থাকে না। যে যা কর্ম করেছে, সেই কাজই ৫ হাজার বছর পরে আবার করবে। এটা খুব বোঝার ব্যাপার আছে। বাবার ছবিও আছে। আমরা ভাবি উনি অবশ্যই তাহলে প্রথমে সৃষ্টি রচনা করতে এসেছিলেন। তোমাদের বুদ্ধির তালা এতদিনে খুলেছে তাই তোমরা এখন বুঝতে পারো। এবার অন্যদেরও তালা এমনি ভাবে খুলতে হবে। নিরাকার পিতা অবশ্যই পারমধামে থাকেন। যেমন তোমরা সব আমার সাথে থাকো। আমি যখন প্রথমে আসি, আমার সাথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও থাকেন। মনুষ্য সৃষ্টি তো আগে থেকেই আছে তাহলে কেমন করে তা আবার পাল্টা খেয়ে যায়। কেমন করে রিপিট হয়। প্রথমে নিশ্চয় সূক্ষ্মলোকের রচনা করতে হয়েছে তারপর স্থূললোকে আসতে হয় কেননা মানুষ যারা আগে

দেবতা ছিল এখন তারাই শূদ্র হয়েছে। তাদের পুনরায় ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হতে হবে। অতএব কল্পের পূর্বে আমি যা জ্ঞান দিয়েছিলাম তা আবার পুনরাবৃত্তি করবো। আমি এই সময় তোমাদের বসে রাজযোগ শেখাচ্ছি। পুনরায় অর্ধেক কল্পের পরে ভক্তি আরম্ভ হয়। পিতা স্বয়ং বসে বোঝাচ্ছেন কি করে পুরানো সৃষ্টি নতুন হয়। অন্ত থেকে আদি কি করে হয়। মানুষেরা বুঝতে চায় পরমাত্মা এসেছিলেন কিন্তু কখন,কিভাবে। তিনি আদি -মধ্য -অন্তের রহস্য কিভাবে উন্মোচন করেছিলেন, এটা কেউ জানেনা।

বাবা বলেন, আমি আবার তোমাদের সম্মুখে এসেছি - সকলকে সদগতি প্রদান করবার জন্য। মায়াকর্পী রাবণ সকলের ভাগ্য নষ্ট করে দিয়েছে, তাই ভাগ্য নির্মাণকারীও কাউকে চাই। বাবা বলেন ৫ হাজার বছর আগেও ব্রহ্মার শরীরে এসেছিলাম। মানুষের সৃষ্টি নিশ্চয় এখানে রচনা করা হয়েছিলো। আমি এখানে এসে সৃষ্টিকে পালটিয়ে তার শরীর কল্পবৃক্ষের মতন করে তুলি। এখন তোমাদের শরীর একদম পুরানো হয়ে গেছে, তাকে পুনরায় এমন বানাই যে অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা অমর হয়ে যাও। তোমরা যদিও শরীর পরিবর্তন করো, কিন্তু আনন্দের সহিত। যেমন পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন ধারণ করা হয়। ওখানে এমন বলা হয় না যে অমুক মারা গেছে, সেটাকে মৃত্যু বলা হয় না। যেমন তোমাদেরকে জীবন্মৃত বলা হয় কিন্তু তোমরা খোড়াই মারা গেছো। তোমরা তো শিববাবার হয়ে গেছো। বাবা বলেন তোমরা আমার শ্রেষ্ঠ রত্ন, হারানো নিধি। শিববাবা বলেন তাই ব্রহ্মা বাবাও বলেন। উনি নিরাকারী বাবা এবং ইনি সাকারী বাবা। এখন তোমরাও বলা, বাবা আপনিও তো তাই। আমিও তাই, যিনি এসে আবার মিলিত হয়েছি। বাবা বলেন, আমি এসেই স্বর্গের স্থাপনা করি, রাজত্ব তো অবশ্যই চাই তাই আমি রাজযোগ শেখাই। এর পরে তোমরা রাজত্ব পাবে তখন এই জ্ঞানের আর প্রয়োজন থাকবে না। তখন এই সব শাস্ত্রাদি ভক্তিতে কাজে লাগে, মানুষ পড়তে থাকে। যেমন কোনো নামী মানুষ হিন্দি - জিওগ্রাফি লিখে যান, সেটা পরবর্তী প্রজন্ম অধ্যয়ন করে অনন্ত শাস্ত্র রাশি। মানুষ অধ্যয়ন করতেই থাকে। স্বর্গতে তো এসব কিছুই থাকে না। ওখানে তো একটিই ভাষা হয়। তাই বাবা বলেন, এখন আমি এসেছি নতুন সৃষ্টির নির্মাণ করতে। প্রথমে নতুন ছিল, এখন পুরানো হয়েছে। আমার সব সন্তানদের মায়া পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিলো। ওরা দেখায় সাগরের সন্তান (অভিশপ্ত হয়ে পাতালে প্রবেশ করেছিল) জ্ঞান সাগর তো অবশ্যই আছেন, তোমরা তাঁরই সন্তান। যদিও বাস্তবে সবাই তাঁর সন্তান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই জয়গান করা হয়। তোমাদের জন্যই পিতা আসেন। তিনি বলেন আমি তোমাদের পুনরায় সূরজিৎ করার জন্য এসেছি। যারা একদম কৃষ্ণবর্ণ, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে, তাদেরকে পুনরায় স্বচ্ছ বুদ্ধিযুক্ত করার জন্যই আমি এসেছি। তোমরা জানো এই জ্ঞানের দ্বারাই আমরা কি করে স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যাই। যখন তোমরা স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন এই দুনিয়াও প্রস্তুতপুরী থেকে পরশমনি পুরী হয়ে যাবে। এই জন্যই বাবা পুরুষার্থ করান। অতএব বাবাকে অবশ্যই মানুষ সৃষ্টির রচনা করার জন্য এখানে আসতেই হবে, তাই না? তিনি যার শরীরে আসেন, তার দ্বারাই মুখ বংশাবলী রচনা করেন। তাহলে ইনি হলেন মাতা। কত গোপনীয় কথা। এনার শরীর তো পুরুষের, যার মধ্যে পিতা আসেন, তাহলে মাতা কি করে হয়, এই জটিলতায় অবশ্যই জড়িয়ে পড়ে মানুষ।

তোমরা প্রমাণ করে বুঝিয়ে দাও যে, এই মাতা -পিতা, ব্রহ্মা ও সরস্বতী দুজনেই কল্প বৃক্ষের নিচে বসে আছেন, রাজযোগ শিখেছেন। অতএব নিশ্চয় ওঁদের গুরুর প্রয়োজন। ব্রহ্মা সরস্বতী এবং সমস্ত

বাস্তাদেরকে রাজস্বশি বলা হয়। রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁরা যোগ যুক্ত থাকেন। পিতা এসে রাজযোগ এবং জ্ঞান সেখান যা আর কেউ শেখাতে পারে না। কারোর রাজযোগ নেইও। ওরা তো কেবল বলে যোগ শেখো। হঠ যোগ তো অনেক প্রকারের হয়। কোনো সন্ন্যাসী, উদাসী ব্যক্তির পক্ষে রাজযোগ শেখানো সম্ভব নয়। ভগবান এসেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেন আমাদের প্রতি কল্পে আসতে হয় যখন নতুন মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করতে হয়। প্রলয় কখনো হয় না। যদি প্রলয় হয় তাহলে আমরা কোথায় আসবো ? নিরাকার এসেই বা কি করবেন ? পিতা বোঝান সৃষ্টি তো প্রথম থেকেই আছে। ভক্তরাও আছে , ভগবান কে ডাকেও , এর থেকে প্রমাণ হয় যে ভক্ত আছে। ভগবানকে তখনই আসতে হয় যখন ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখী হয় , কলিযুগের শেষ এটাই। রাবণ রাজ্য শেষ হবার সময়,তাই আমাকে আসতে হয়। এই সময় সকলেই খুব দুঃখী। সামনে মহাভারী সংঘর্ষ অপেক্ষা করছে।

এটা হল পাঠশালা। এখানে এইম অবজেক্ট (মূল লক্ষ্য) আছে। তোমরা জানো, সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজস্ব ছিল তারপর একক মুকুটধারীদের রাজস্ব হলো, পুনরায় নানাপ্রকার ধর্ম বিস্তারের সাথে -সাথে রাজস্ব বিস্তারের জন্য যুদ্ধ ইত্যাদিও হতে থাকে। তোমরা জান যা অতীত হয়ে গেছে তা পুনরায় রিপিট হবে। পুনরায় লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য আরম্ভ হবে। বাবা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফির সম্পূর্ণ রহস্য বোঝান। ডিটেইলস (বিস্তারিত ব্যাখ্যায়) যাওয়ার দরকার নেই। জানা আছে আমরা সূর্যবংশী তাই আমরা সূর্যবংশেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করি। নাম রূপ তো পাল্টাতেই থাকবে। মা-বাবাও অন্য হবে। এই সম্পূর্ণ ড্রামা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। পিতা কিভাবে আসেন তাও বোঝা গেছে। গীতার সেই জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিতে আছে। আগে আমাদের বুদ্ধিতেও সেই পুরানো গীতার জ্ঞানই ছিল। এখন পিতা এই গুহ্য জ্ঞান শোনান এবং যা শুনতে শুনতে সব রহস্য বুঝে গেছি । লোকেরাও বলে আগে আপনার জ্ঞান অন্য রকমের ছিল, এখন আরো ভালো হয়েছে । এখন বুঝে গেছ কি করে গৃহস্থ জীবন যাপন করেও পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হয়। এটাই সকলের শেষ জন্ম। সকলের মৃত্যু নিশ্চিত। বেহদের পিতা স্বয়ং বলেন, তোমরা যদি পবিত্র থাকার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও তাহলে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হবে। এখানে তো কোটিপতি লোকও দুঃখী। শরীরও কল্পতরু হয় না। তোমাদের কায়া কল্পতরুর সদৃশ হয়। ২১ জন্ম তোমাদের মরণ নেই । পিতা বলেন এখানে সূর্যবংশীরাই আসে। চন্দ্রবংশীরাই কাম চিতায় বসে কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেছে, তাই রাধা -কৃষ্ণ, নারায়ণ সকলকে কৃষ্ণ বর্ণ দেখানো হয়। এখন তো সকলেই কৃষ্ণ বর্ণ। কাম চিতায় বসে থাকার জন্য কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেছে। এখন তোমাদের কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। বিশ্বের হস্ত -বাঁধন বাতিল করে জ্ঞান অমৃতের হস্ত - বাঁধন বাঁধতে হবে। এমন করে বোঝাতে হবে যে তারা বলবে, তোমরা তো শুভ কাজ করছ । যতক্ষণ কেউ কুমার ও কুমারী আছে ততক্ষণ তাদের বিষয়ে নোংরা বলবে না। বাবা বলেন তোমরা কখনো নোংরা হবে না। পরে-পরে অনেকে আসবে, বলবে এটাই ভালো - জ্ঞান চিতায় বসার জন্য আমরা স্বর্গের মালিক হবো। প্রায়শঃ ব্রাহ্মণেরাই বিবাহ করায়। রাজাদের কাছেও ব্রাহ্মণেরাই থাকে, তাঁদের রাজগুরু বলা হয়। এখন তো সন্ন্যাসীরাই পাণিগ্রহণ করায়, তোমরা যখন এই জ্ঞানের কথা শোনা, লোকেরা খুব খুশি হয়। তাড়াতাড়ি রাখীও বাঁধিয়ে নেয়। তারপর বাড়িতে অশান্তি আরম্ভ হয়। কিছু তো সহ্য করতেই হয়।

তোমরা হলে গুপ্ত শিবশক্তি সেনা। তোমাদের কাছে কোনো হাতিয়ার নেই, দেবতাদের অনেক হাতিয়ার যুক্ত দেখানো হয়। এসব হল জ্ঞানের কথা। এখানে তো যোগবলের কথাই বলা হচ্ছে। তোমরা যোগবলে দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করো বাহুবলে তো পার্থিব রাজত্ব পাওয়া যায়। বেহদের রাজত্ব তো বেহদের মালিকই দেবেন। এখানে কোনো সংঘর্ষের কথাই নয়। বাবা বলেন, আমি কি ভাবে তোমাদের সংঘর্ষে ফেলতে পারি ? আমি তো লড়াই -ঝগড়া মেটাতে এসেছি তাই সংঘর্ষের কোনো নামগন্ধও থাকে না, , তবেই তো সকলে পরমাত্মাকে স্মরণ করে। মানুষ বলে আমার লজ্জা রাখো ,তার পরেও একনিষ্ঠ থাকতে পারে না যাকে -তাকে ধরে বেড়ায়। বলে আমার ভিতরেও ঈশ্বর বিরাজমান ,তার পরও নিজের উপর ভরসা রাখতে পারে না। গুরুর খোঁজ করে। যদি তোমার ভিতরেই ঈশ্বর বিরাজমান তাহলে গুরুর কি প্রয়োজন ? এখানে তো বিষয়ই আলাদা। বাবা বলেন, আগের কল্পেও আমি এসেছিলাম, যেমন এখন এসেছি। এখন তোমরা জানো রচয়িতা বাবা কেমন ভাবে রচনা করেন, এটাও এক নাটক। যতক্ষণ এই চক্রের জ্ঞান হবে না, কি করে জানবে আগে কি হবে। বলা হয় এটা কর্মক্ষেত্র। আমরা নিরাকারী দুনিয়া থেকে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। তাই তোমাদেরকে ড্রামার ক্রিয়েটর ,ডিরেক্টরের বিষয়ে জানতেই হবে। আমরা অভিনেতার সবারই জানি এই নাটকের নির্মাণ কাহিনী , এই সৃষ্টির কি করে বৃদ্ধি হয় , এটা কলিযুগের শেষ আবার অবশ্যই সত্যযুগ স্থাপিত হবে। এই চক্রের বোধ একদম ঠিক ,যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারাই বুঝে যাবে। তাহলেও এই প্রজাপিতা আছেন তাই নিজেদের কুল বৃদ্ধি হতেই থাকবে। বৃদ্ধি তো হবেই। আগের কল্পের মতোই সকলে পুরুষার্থ করতে থাকবে। আমি সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকি। সকলকেই নিজের-নিজের মুখশ্রী আয়নায় দেখতে হবে - আমরা কতটা যোগ্য হলাম - সত্যযুগে রাজধানী অধিকার করার জন্য ? এটা হল প্রতি কল্পের বাজি, যারা যত সার্ভিস করবে, তোমরা বেহদের আলৌকিক সোশ্যাল ওয়ার্কার। তোমরা সুপ্রিম আত্মার মতে চলো। এই রকম ভালো-ভালো পয়েন্টস ধারণ করতে হবে। বাবা এসেই কালের খাবা থেকে রক্ষা করেন। ওখানে মৃত্যুর চিহ্ন নেই, এটা হলো মৃত্যু লোক, ওটা অমর লোক। এখানে আদি-মধ্য-অন্তে দুঃখ আছে, ওখানে দুঃখের নামগন্ধ নেই। আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে মাতা - পিতা ও বাবাদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং গুডমর্নিং। অলৌকিক পিতার অলৌকিক বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) আমরা নিরাকারী ও সাকারী দুই বাবারই চোখের মণি, আমরা জীবিত অবস্থাতেই শিববাবার উত্তরাধিকারী হয়েছি, এই নেশাতেই থাকতে হবে।

২) যোগবলে দ্বারা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে, পবিত্রতার রাখী বাঁধলে সহ্যও করতে হবে। কখনো পতিত হবে না।

বরদান :- একই সংকল্পে স্থিত থেকে মহাতীর্থের প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ দায়িত্বশীল আত্মা ভবঃ

এই আবু হলো বিশ্বের লাইট হাউস। এই মহাতীর্থকে প্রত্যক্ষ করার জন্য সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের একটাই সংকল্প হোক, যেন সব আত্মারা এখন থেকেই মার্গ দর্শন পায়। সকলের কল্যাণ হোক। যখন

এই শুভ আশার দীপ সকলের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হবে,সকলের সহযোগিতা হবে তখন কার্য সিদ্ধি হবে। সকলের মন থেকে যেন এই আওয়াজই বেরোয় - এ হলো আমার দায়িত্ব। যখন প্রত্যেকে নিজেকে এইরকম দায়িত্বশীল মনে করবে তখন প্রত্যক্ষতার রশ্মি আব্বার (পিতার) গৃহ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

স্লোগান :- অন্তর্মুখতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করলে সকলের শুভেচ্ছা পেতে থাকবে।

কর্মাভীত স্থিতির জন্য সঙ্কীর্ণ করার এবং অন্তরীণ করার শক্তির আবশ্যিকতা

আওয়াজের উর্ধ্বে নিজের স্থিতি অনুভব করো ? সেই শ্রেষ্ঠ স্থিতি হলো সকল ব্যক্ত আকর্ষণের উর্ধ্বে শক্তিশালী অনুপম এবং প্রিয় স্থিতি । শুধু এক সেকেন্ডে এই স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও তো এর প্রভাব সারাদিন কর্ম করাকালীন নিজের মধ্যে শান্তির শক্তি অনুভব করবে । এই স্থিতিকে কর্মাভীত স্থিতি, বাবা সমান সম্পূর্ণ স্থিতি বলা হয়ে থাকে । এই স্থিতি দ্বারা সর্ব কার্যে সফলতার অনুভব করতে পারো । এইরকম শক্তিশালী স্থিতি অনুভব করো ? ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য হলো কর্মাভীত স্থিতি প্রাপ্ত করা । সুতরাং, এই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার আগে যদি তোমরা এখন থেকে এই অভ্যাসে থাকো তবেই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করতে পারবে । এই লক্ষ্যকেই প্রাপ্ত করার জন্য তোমার নিজের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করার শক্তি এবং অন্তরীণ করার শক্তি বিশেষভাবে আবশ্যিক । কেননা বিকারী জীবন এবং ভক্তির জীবন এই দুইয়ের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তর ধরে বুদ্ধিকে বিস্তারের ভুলপথে চালনার সংস্কার অতি দৃঢ় হয়ে যায় । অতএব, এইভাবে বিস্তারের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো বুদ্ধিকে সার রূপে স্থিত করার জন্য এই দুই শক্তির আবশ্যিকতা আছে । তোমরা দেখবে, শুরু থেকে দেহভাবের বিস্তারের কত ভ্যারাইটি আছে । সেগুলো তো জানো, তাই না ! "আমি বাচ্চা, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ । আমি অমুক - অমুক অক্যুপেশনের সঙ্গে যুক্ত ।" এইরকম দেহের স্মৃতির বিস্তার কত আছে ! তারপরে যখন তোমরা সম্বন্ধে আসো কত বিস্তার ! কারও বাচ্চা তো কারও বাবা, সম্বন্ধে কত বিস্তার ! সেইসবের বিস্তারের বর্ণনার কোনও প্রয়োজন নেই কারন তোমরা জানো । একইভাবে দেহের জন্য 'স্ব'-এর অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর কত বিস্তার ! ভক্তিতে দেবী-দেবতাদের তুষ্ট করার কত বিস্তার ! তাদের লক্ষ্য 'এক'কে পাওয়ার কিন্তু এখনও যে বিধি তারা অনুসরণ করে তাতে তারা 'বহু'র সাধনে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় । এত সবারকমের বিস্তারকে সাররূপে নিয়ে আসার জন্য তোমাদের সঙ্কীর্ণ করার এবং অন্তরীণ করার শক্তি প্রয়োজন । সবারকম বিস্তারকে তোমরা এক শব্দের মধ্যে নিমজ্জিত করো । কি সেই শব্দ ? বিন্দু । আমি বিন্দু, বাবাও বিন্দু । সারা সংসার এক বাবা, বিন্দুর মধ্যে ডুবে আছে । এতো তোমরা খুব ভালোভাবে অনুভব করেছ, তাই না ! সংসারে এক তো হলো সম্বন্ধ আর দ্বিতীয় হলো সম্পত্তি । উভয় বিশেষত্ব বাবা, বিন্দুর মধ্যে অন্তরীণ হয়ে আছে । 'এক'-এর সাথে তোমরা সর্ব সম্বন্ধ অনুভব করেছ ? সর্বসম্পত্তির প্রাপ্তি সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ এও অনুভব করেছ নাকি এখনো সেটা অনুভব করতে হবে ? তাহলে কি হয়েছে ? বিস্তার সার অংশে অন্তরীণ হয়েছে, তাই না ? নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, অনেক রকমের বিস্তারে আমার বুদ্ধি যে পথভ্রষ্ট হয়েছিল, সঙ্কীর্ণ করার শক্তির আধারে 'এক'-এ একাগ্র হয়েছে ? নাকি এখনও কোনও বিস্তারে লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! সঙ্কীর্ণ করার শক্তি আর অন্তরীণ করার শক্তির প্রয়োগ করেছ ? নাকি সেই শক্তিগুলোর শুধু নলেজ আছে ! যদি তোমরা জানো কিভাবে এই দুই শক্তির প্রয়োগ করতে হয় তবে তার লক্ষণ তোমরা যেখানে চাও বুদ্ধি সেকেন্ডে সেখানে স্থিত হয়ে যাবে । যেমন স্থূল যানে (গাড়ীতে) পাওয়ারফুল ব্রেক হয়, তুমি যখন চাও এক সেকেন্ডে এটা থামাতে পারো । যেখানে চাও সেখানে গাড়ীকে সেই দিশাতে নিয়ে যেতে পারো । ঠিক এইভাবেই তোমরা নিজেদের মধ্যেও এই শক্তি অনুভব করছ নাকি এখনও একাগ্র হওয়ায় সময় লাগে ? নাকি ব্যর্থ থেকে সমর্থের দিকে বুদ্ধিকে সরাতে তোমাদের মেহনত লাগে ? সেক্ষেত্রে তোমাদের বুঝতে হবে যে এই দুই শক্তিরই খামতি আছে । সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের

বিশেষত্ব হলো সাররূপে স্থিত হওয়া, সদা সুখ শান্তির, খুশির, জ্ঞানের, আনন্দের দোলায় দুলতে থাকা । সর্বপ্রাপ্তির সম্পন্নস্বরূপ হয়ে অবিনাশী নেশায় স্থিত থাকো । তোমার চেহারা যেন শুধু প্রাপ্তিই বিকশিত হয় এবং সেই প্রাপ্তির নেশা এবং ঝলক যেন দৃশ্যমান হয় । স্থূল সম্পদে পরিপূর্ণ রাজত্ব প্রাপ্তকারী রাজাদেরও পর্যন্ত দ্বাপর যুগের আদিতে তা' ঝলক দিত । এখানে তো অবিনাশী প্রাপ্তি । তাহলে কতখানি রূহানী ঝলক এবং নেশা তোমাদের চেহারা বিকশিত হবে ? এইরকম তোমরা অনুভব করো ? নাকি শুধু সেই অনুভব সম্বন্ধে শুনেই খুশি হও ? পাণ্ডব সেনারা বিশেষ, তাই না ! পাণ্ডব সেনাদের দেখে বাবা অবশ্যই পুলকিত হন । ছবিতে পাণ্ডবদের বিশেষত্ব সদা বিক্রমশালী দেখানো হয়, কমজোর নয় । তোমরা তো তোমাদের স্মৃতিচিহ্নের ছবি দেখেছ, তাই না ? ছবিতেও তো মহাবীরের ছবি দেখানো হয়েছে । সুতরাং বাপদাদা তোমাদের অর্থাৎ সব পাণ্ডবদের বিশেষভাবে সদা বিজয়ী হওয়ার, সদা বাবার সাথী হওয়ার অর্থাৎ পাণ্ডবপতির সাথী, সদা বাবা সমান মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতিতে স্থিত হওয়ার এই বিশেষ স্মৃতির বরদান দিচ্ছেন । যদিও নতুনেরা এসে গেছে, তবুও তোমরা কল্প পূর্বের সেই একই অধিকারী আত্মা, এইজন্য সদা নিজের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে - এই নেশা এবং নিশ্চয় সদা বজায় রেখো । বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা !

সদা সেকেন্ডে বুদ্ধিকে একাগ্র করে সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করে, সদা সর্বশক্তিকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে, সদা এক বাবার মধ্যে সারা সংসার অনুভব করে, এইরকম সম্পন্ন এবং সমান শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে

১) অধরকুমারদের সাথে :- এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কখনো নিজের জন্য ভেবেছিলে ? এমনকি তোমরা আশাও করনি যে এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কখনো তোমাদের প্রাপ্ত হতে পারে ! যাই হোক, আশাহীন আত্মাদের বাবা আশাবাদী বানিয়েছেন । নিরাশার সময় এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে । এখন প্রতি পদে তোমাদের আশা থাকে, তোমাদের জন্য নিশ্চয় সফলতা । এই সঙ্কল্প তো আসেনা, জানিনা সফল হবো কি হবোনা ! যেকোন কার্যে, নিজের জন্য পুরুষার্থের হোক বা সেবায়, উভয় ক্ষেত্রেই নিরাশার সংস্কার যেন সমাপ্ত হয়ে যায় । যেকোন সংস্কার তা' কামেরই হোক বা লোভের অথবা অহংকারের, পরিবর্তনে যেন হতাশা না আসে । কখনো মনে কোরোনা যে তুমি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারছনা, এটা পরিবর্তন করা তো খুব মুশকিল । কখনো এমন সঙ্কল্পও যেন মনে না আসে, কারণ এখন যদি নিজেকে পরিবর্তন না করো তবে কখন তা' করবে ? এখন দশহরা, তাই না! সত্যযুগে তো দীপমালা হয়ে যাবে । রাবনকে শেষ করার দশহরা এখন । বিজয়ের প্রবল উদ্যম এবং উৎসাহ যেন সদা থাকে । নিরাশার সংস্কার নয় । যে কোনও কঠিন কার্য এত সহজ অনুভব হয় যেন এটা কোনো বড় ব্যাপারই নয়, কারণ সেই কাজ পূর্বে তোমরা অনেকবার করেছ । কোনো নতুন কিছু করছ না । কয়েকবার করা জিনিসই শুধুমাত্র রিপিট করছ । সুতরাং, সদা আশাবাদী । নিরাশার কোনো লেশমাত্র যেন না থাকে । তোমার কোনও স্বভাব, সংস্কার সম্বন্ধে যেন এমন সঙ্কল্প না আসে যে, 'জানিনা পরিবর্তন হবে কি হবেনা ।' তোমরা সদা বিজয়ী, কখনো কখনো'র নও । তোমার স্বপ্নেও যদি কোনো খামতি থাকে তবে সদাসর্বদার জন্য সমাপ্ত করে দিতে হবে । নিরাশাকে সদা আশায় বদলে দাও । নিশ্চয় অটুট তো বিজয়ও অনিবার্য । নিশ্চয়ের মধ্যে যখন 'কেন' 'কি' এসে যায় তখন বিজয় অর্থাৎ প্রাপ্তিতেও কিছু না কিছু কম পড়ে যায় । সুতরাং , তোমরা সদা আশাবাদী এবং সদা বিজয়ী । তোমরা সদাকালের জন্য নিরাশাকে আশায় পরিবর্তনকারী ।

২) নিজেকে সদা সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা, পুরুষোত্তম আত্মা বা ব্রাহ্মণ উচ্চশিখর মনে করো ? এখনই পুরুষোত্তম হয়ে গেছ, তাই না! দুনিয়ায় আরও পুরুষ আছে কিন্তু তাদের তুলনায় তোমরা অনুপম এবং বাবার প্রিয় হয়ে গেছ, এইজন্য তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে গেছ । অন্যদের মাঝে নিজেকে অলৌকিক মনে করো, তাই না ! লৌকিক আত্মাদের সাথে সম্পর্কে আসলেও তোমরা তাদের মধ্যে থেকেও তোমরা যে অনুপম এটা অবশ্যই কখনো ভোলা উচিত নয়, তাই না ! কারণ তোমরা হংস হয়েছ, জ্ঞানের মোতি কুড়ানি পবিত্র হংস । তারা অশুদ্ধ ভোজনকারী সারস । তারা অশুদ্ধ ভোজনই খায় আর শুধু মন্দ কথাই বলে । সুতরাং সারসদের মাঝে থেকে নিজের পবিত্র হংসের জীবন কখনো ভুলে যাও না তো ? কখনো সেসবের প্রভাব পড়ে না তো ! কার্যতঃ, তোমাদের প্রভাব তাদের ওপর পড়া উচিত, তাদের প্রভাব তোমাদের ওপর নয় । তাহলে তোমরা নিজেদের সদা হোলিহংস মনে করো ? হোলিহংস কখনও তার বুদ্ধিতে জ্ঞানের মোতি ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করতে পারেনা । ব্রাহ্মণ আত্মারা যারা উচ্চ, শিখা, তারা কখনও নিচের কোনকিছু স্বীকার করতে পারেনা । তোমরা সারস থেকে হংস হয়েছ । হোলিহংস সদা স্বচ্ছ, সদা পবিত্র । পবিত্রতাই স্বচ্ছতা । হংস সদা স্বচ্ছ, সদা সাদা । সাদা স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতারও চিহ্ন । তোমাদের ড্রেসও সাদা । এটা পিওরিটির চিহ্ন । যদি কোনরকম অপবিত্রতার লক্ষণ থাকে তাহলে সে হোলিহংস নয় । হোলিহংস অশুদ্ধ সঙ্কল্প পরিত্যক্ত করতে পারেনা । সঙ্কল্পও বুদ্ধির ভোজন । যদি অশুদ্ধ বা অপ্রয়োজনীয় ভোজন করো, তোমরা সদা স্বাস্থ্যবান থাকতে পারবেনা । অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, জমিয়ে রাখা হয়না । এইজন্য ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করো, এটাই হোলিহংস হওয়া বলা হয় । আত্মা ।

পাণ্ডবদের সাথে :- পাণ্ডব অর্থাৎ যারা তাদের সঙ্কল্পে এবং স্বপ্নেও পরাজিত নয় । বিশেষভাবে এই শ্লোগান মনে রাখতে হবে পাণ্ডব অর্থাৎ সদা বিজয়ী । যেন জয়েরই স্বপ্ন আসে । এতটাই পরিবর্তন হতে হবে । তোমরা যারা এখানে বসে আছ সবাই বিজয়ী পাণ্ডব । তোমরা কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে হেরে গেছ বলে পত্র লিখবে না ! মায়া আসেনা কিন্তু তোমরা তাকে নিজেরা ডাকো । দুর্বল হওয়া অর্থাৎ মায়াকে ডাকা । সুতরাং যেকোনো রকমের দুর্বলতা মায়াকে ডাকে । তাহলে পাণ্ডবরা তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছ ? সদা তোমরা বিজয়ী থাকবে । পরাজিত হয়ে লুকিও না, কিন্তু সবসময় বিজয়ী হয়ে থাকো । এইরকম প্রতিজ্ঞাকারীর সদা বাপদাদার অভিনন্দনের প্রাপ্তি করতেই থাকো । বাবা সদা এইরকম বাচ্চাদের জন্য বাহ্ বাহ্ গীত গাইতে থাকেন । সুতরাং তোমরা সবাই মহিমা গীত শুনবে, তাই তো ? যদি পরাজয় হয় তবে মর্মান্তিক যন্ত্রণার কাল্পনা হবে, সেক্ষেত্রে বিজয়ী হলে মহিমা হবে । তাহলে তোমরা সবাই বিজয়ী । এই গ্রন্থের একজনও পরাজিত হবেনা । আত্মা - ওম্ শান্তি ।

মাস্টার দাতা হও (অব্যক্ত মহাবাক্য)

বাপদাদা এখন বাচ্চাদের কাছে এটাই চান প্রত্যেক বাচ্চা মাস্টার দাতা হোক । বাবার থেকে যা নিয়েছ তা অন্যদের দাও । আত্মাদের থেকে নেওয়ার ভাবনা রেখোনা । দয়াময় হয়ে সকলকে নিজের গুণের, শক্তির সহযোগ দাও, উদার চিত্ত হও । যত তোমরা অন্যকে দেবে ততই বাড়তে থাকবে । বিনাশী ধনদৌলত দেওয়াতে কমে যায় কিন্তু অবিনাশী ধনদৌলত দেওয়ায় বৃদ্ধি হয় - এক দাও আর হাজার পাও ।

মাস্টার দাতা অর্থাৎ সদা ভরপুর, সম্পন্ন। যারা অনুভূতির ধনভান্ডারে সম্পন্ন হবে, সেই সম্পন্ন মূর্তি স্বতঃই মাস্টার দাতা হয়ে যাবে। দাতা অর্থাৎ সেবাপ্রার্থী। দেওয়া ব্যতীত দাতা থাকতে পারেনা। তার দয়ার গুণ দ্বারা সে নির্বল আত্মাদের সাহস এবং শক্তি দেবে। এইরকম আত্মারা মাস্টার সুখদাতা হবে। সদা এই স্মৃতি রেখো যে তোমরা সুখদাতার বাচ্চা মাস্টার সুখদাতা। যারা দাতা, তাদের কাছে আছে বলেই তো তারা দেবে। যদি কারও কাছে নিজের খাওয়ার জন্যই কিছু না থাকে, তবে সে কিভাবে দাতা হবে? এই কারণে যেমন বাবা তেমন বাচ্চা। বাবাকে সাগর বলা হয়। সাগর অর্থাৎ বেহদ, কখনো শেষ হয়না। একইভাবে, তোমরা মাস্টার সাগর, নদী -নালা নও। সুতরাং, বাবা সমান নিঃস্বার্থ ভাবনা থেকে দিতে থাকো। অশান্তির সময় মাস্টার শান্তি -দাতা হয়ে অন্যদেরও শান্তি দাও। ঘাবড়ে যেওনা, কারণ তোমরা জানো যে, যা হচ্ছে তা ভালো আর যা হওয়ার আছে তা আরও ভালো। বিকারের বশীভূত হয়ে মানুষ লড়াই করতে থাকবে, কারণ তারা এই কাজই করতে পারে। যাই হোক, তোমাদের কর্তব্য এইরকম আত্মাদের শান্তি দেওয়া কেননা তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী। বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মারা সদা মাস্টার দাতা, সর্বদা দিতে থাকে। সবাইকে সহযোগ, স্নেহ, সহানুভূতি দেওয়াই হলো নেওয়া।

বর্তমান সময়ে সবার অবিনাশী খুশির আবশ্যিকতা আছে। খুশির জন্য সকলেই তৃষ্ণার্ত আর তোমরা দাতার বাচ্চা। দাতার বাচ্চাদের কাজ হলো দেওয়া। যারাই সম্পর্ক সম্বন্ধে আসুক তাদেরকে খুশি বিলিয়ে দাও, অবিরত দিতে থাকো। এমন ভরপুর হও যাতে খালি হাতে কেউ না যায়। এখন সারা বিশ্বের আত্মারা সুখ শান্তির জন্য তোমাদের কাছে এসে বলবে। তোমরা দাতার বাচ্চারা মাস্টার দাতা হয়ে সকলকে উল্লসিত বানাতে হবে। সুতরাং, সর্বাগ্রে নিজেদের ধনভাণ্ডার সদা ধনদৌলতে পূর্ণ করতে থাকো। সঙ্গমযুগে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা অনন্ত এবং অখন্ড মহাদানী হও। নিরন্তর স্মৃতিতে রাখো যে আমি দাতার বাচ্চা অখন্ড মহাদানী আত্মা। যে কোনো আত্মা তোমার সামনে আসুক, সে অষ্টানী হোক বা ব্রাহ্মণ, কিছু না কিছু সবাইকে দিতে হবে। রাজার অর্থই হলো দাতা। এক সেকেন্ডও দান দেওয়া ব্যতীত থাকতে পারেনা। ব্রাহ্মণ আত্মাদের আগে থেকেই গ্তান থাকে কিন্তু তাদের প্রতি দুই প্রকারে দাতা হও- ১) যে আত্মার যে শক্তির আবশ্যিকতা থাকে, সেই আত্মাকে মন্মা দ্বারা শুদ্ধ বৃত্তি, ভাইরেশন দ্বারা শক্তির দান অর্থাৎ সহযোগ দাও। ২) কর্ম দ্বারা নিজের জীবনে গুণমূর্ত হয়ে প্রত্যক্ষ স্যাম্পল হয়ে অন্যদের সহজ গুণ ধারণ করার সহযোগ দাও। দানের অর্থ হলো সহযোগ দেওয়া।

বর্তমান সময়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কর্ম দ্বারা গুণদাতা হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং সঙ্কল্প করো যে আমাকে সদা গুণমূর্ত হয়ে সকলকে গুণমূর্ত বানানোর বিশেষ কর্তব্য করতেই হবে। গ্তান অনেক আছে, এখন গুণ ইমার্জ করে, সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর একজাম্পল হও। তোমরা দাতার বাচ্চা, সুতরাং তারা যা চায় তাই দিতে থাকো। কেউই যেন খালি হাতে ফেরে না যায়। অফুরন্ত তোমাদের ঐশ্বর্য ভান্ডার। কেউ সুখ চায়, কেউ স্নেহ চায় কেউ চায় শক্তি, নিরন্তর দিতে থাকো। বাচ্চারা এখন তোমাদের মধ্যে এই শুভ সঙ্কল্প ইমার্জ হোক যে দাতার বাচ্চা হয়ে সব আত্মাদের বরসা লাভ করার নিমিত্ত হতে হবে, কেউ যেন বঞ্চিত না থাকে। তোমাদের সামনে যেমনই আত্মা আসুক, তারা তো অন্ততঃ বাবার। তোমরা দাতার বাচ্চা, সুতরাং দিলদরিয়া হয়ে বিলিয়ে দাও। যারা অশান্তি, দুঃখের মধ্যে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তোমাদের পরিবার। পরিবারকে সহযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং বর্তমান সময় মহাদানী হওয়ার জন্য ক্ষমাশীল

হওয়ার বিশেষ গুণ ইমার্জ করো । কারও থেকে কিছু নেওয়ার ইচ্ছা রেখোনা যে, কেউ ভালোভাবে কথা বললে, মান দিলে একমাত্র তখনই তুমি দেবে । না; মাস্টার দাতা হয়ে বৃত্তি দ্বারা, ভাইব্রেশন দ্বারা, বাণী দ্বারা দিতে থাকো । বেহদের দাতা হয়ে ওয়ার্ল্ডের গোলকের ওপরে দাঁড়াও এবং তোমাদের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে বেহদের সেবা করো । মহান দাতা হও । বেহদে যাও তাহলে হদের সবকিছু স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

বরদানঃ- পবিত্রতার বিশেষ ধারণার দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করে ব্রহ্মচারী ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ ধারণা হলো পবিত্রতা, যা নিরন্তর অতীন্দ্রিয় সুখ আর সুইট সাইলেন্সের বিশেষ আধার । পবিত্রতা শুধু ব্রহ্মচর্য নয়, বরং ব্রহ্মচারী অর্থাৎ প্রতি পদে ব্রহ্মাবাবার শিক্ষার পদাঙ্ক অনুসরণ করা । তোমার প্রতিটা সঙ্কল্প, বোল এবং কর্মরূপী পদক্ষেপ যেন ব্রহ্মাবাবার পদচিহ্নের ওপর হয় । এইরকম ব্রহ্মচারী যারা তাদের চেহারা আর চলন, সদাই অন্তর্মুখী এবং অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করাবে ।

স্লোগানঃ- সেবায় যাদের আচরণে ত্রিকালদর্শী হওয়ার সেন্স এবং রূহানিয়তের এসেন্স থাকে তারাই সার্ভিসেবল হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা যত অন্যকে জ্ঞান শোনাবে, ততই তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান পরিশ্রুত হয়ে যাবে, এই কারণে সেবা তোমাদের অবশ্যই করতে হবে"

প্রশ্ন :- বাবার কাছে কোন্ দুই ধরনের বাচ্চারা থাকে, তাদের মধ্যে তফাৎ কি ?

উত্তর :- বাবার কাছে এক থাকে সৎ সন্তান (লগে), আর এক হলো নিজের সন্তান (সগে) । সৎ সন্তান -- এরা মুখে বাবা - মাম্মা বলতে থাকবে কিন্তু সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলতে পারবে না । সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারবে না নিজেদের । আর প্রকৃত সন্তান যারা হবে, তারা তন - মন - ধন সম্পূর্ণ সমর্পণ করবে, নিজেরা ট্রাস্টি হয়ে থাকবে । তারা প্রতি পদে ট্রাস্টি হয়ে চলবে । আর সৎ সন্তান সেবা না করার কারণে চলতে চলতে মুখ খুবড়ে পড়ে । তাদের সংশয় এসে যায় । আর বাবার প্রকৃত সন্তানরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হয় ।

গীত :- ছেলেবেলার দিন ভুলে যেও না

ওম শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । কোন্ বাবা ? বাস্তবে বাবা হলেন দুজন । এক রুহানী (আত্মিক পিতা) আর এক হলো শরীরের (ব্রহ্মা), যাঁকে দাদা বলা হয় । এ তো সকল সেন্টারের বাচ্চারাই জানে যে আমরা বাপদাদার সন্তান । রুহানী বাবা হলেন শিব । তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা আর ব্রহ্মা বাবা হলেন সমস্ত মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড়ের প্রধান । তোমরা এসে তাঁর সন্তান হয়েছে । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রকৃত সন্তান কেউ আবার সৎ । দুই ধরনের সন্তানই তো মাম্মা - বাবা বলে থাকে কিন্তু সৎ সন্তানরা বাবার কাছে বলিহারী যায় না । যারা বাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না তারা তেমন শক্তি পায় না অর্থাৎ তারা বাবাকে তন - মন - ধনের ট্রাস্টি করতে পারে না । শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য তাঁর শ্রীমত অনুযায়ী চলতে পারে না । আর প্রকৃত সন্তান যারা তারা বাবার সূক্ষ্ম সাহায্য পেয়ে থাকে । কিন্তু সেও খুবই অল্প । যদিও প্রকৃত সন্তানদের এখনই পাকাপোক্ত বলা হবে না যতক্ষণ না রেজাল্ট বের হচ্ছে । যদিও এখানেই থাকে, সেবাও করে তবুও অনেকসময় পদস্ফলন হয় । এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগের কথা । বাবাকে ভুলে গেলে চলবে না । বাবা এই ভারতের বাচ্চাদের সাহায্যেই স্বর্গের রচনা করেন । এই গায়নও আছে যে শিবশক্তি সেনা । প্রত্যেকেই নিজেদের সঙ্গে কথা বলতে হবে -- বরাবর আমরাই শিববাবার দত্তক সন্তান । বাবার থেকেই আমরা স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা পাচ্ছি । দ্বাপর যুগ থেকে আমরা যে লৌকিক বাবার আশীর্বাদী বর্ষা পেয়েছি সে তো নরকের বর্ষা । তাতে আমরা দুঃখী হয়েই এসেছি । ভক্তিমার্গে তো সবই অন্ধশ্রদ্ধা । যখন থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে, তখন থেকে যত বছর কেটেছে আমরা নীচে নামতেই থেকেছি । ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী ছিলো । একেরই পূজো করতো মানুষ । তার পরিবর্তে এখন অনেকেরই পূজো করে আসছে । এখন এই সমস্ত কথা ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ত ইত্যাদিরা জানে না যে কবে থেকে ভক্তি শুরু হয় । শাস্ত্রেও লেখা আছে ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত । যদিও ব্রহ্মা - সরস্বতীই লক্ষ্মী - নারায়ণ হন কিন্তু নাম ব্রহ্মার দেওয়া হয়েছে । ব্রহ্মার সাথে তাঁর বাচ্চারাও অনেকেই আছে । লক্ষ্মী - নারায়ণের তো অনেক সন্তান হবে না । তাঁদের প্রজাপিতাও বলা হবে না । এখন নতুন প্রজা তৈরী হচ্ছে । নতুন প্রজা ব্রাহ্মণদেরই তৈরী হয় । ব্রাহ্মণরাই নিজেদের ঈশ্বরীয় সন্তান মনে করে । দেবতারা তা মনে করে না । তাঁদের তো চক্রের জ্ঞানও থাকে না ।

এখন তোমরা জানো যে আমরা শিববার সন্তান হয়েছি। তিনিই আমাদের ৮৪ র চক্র বুঝিয়ে বলেছেন। তাঁর সাহায্যেই আমরা আবার এই ভারতকে দৈবী পবিত্র রাজস্থান করে তুলছি। এ খুবই বোঝার কথা। কাউকে বোঝানোর জন্যও সাহসের প্রয়োজন। তোমরাই হলে শিবশক্তি পাওব সেনা। তোমরা পান্ডাও, সবাইকে তোমরা পথ দেখাও। তোমরা ছাড়া এই রুহানী মিষ্টি ঘরের রাস্তা আর কেউই বলতে পারে না। দুনিয়ার পান্ডারা তো অমরনাথ ইত্যাদি তীর্থে নিয়ে যায়। আর তোমরা বি.কে.রা তো সবার থেকে দূরে পরমধামে নিয়ে যাও। লৌকিক যারা গাইড -- তারা ভুল পথে ধাক্কা খাওয়ায়। তোমরা সকলকে বাবার কাছে শান্তিধামে নিয়ে যাও। তাই সর্বদা এইকথা স্মরণে রাখতে হবে -- আমরা এই ভারতকে আবার দৈবী রাজস্থান করে তুলছি। এ তো যে কেউই মানবে। ভারতের ছিলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। সত্যযুগে ভারত বেহদের দৈবী পবিত্র রাজস্থান ছিলো তারপর পবিত্র ঋত্রিয় রাজস্থান হয়েছিলো পরবর্তীতে মায়ার প্রবেশের কারণে আসুরী রাজস্থান হয়ে যায়। এখানেও আগে রাজা - রানীই রাজত্ব করতো কিন্তু লাইটের তাজ ছাড়া সেই রাজত্ব চলে আসছে। দৈবী রাজস্থানের পর হয় আসুরী পবিত্র রাজস্থান, এখন তো পতিত প্রজাদের স্থান, পঞ্চায়েতি রাজস্থান। বাস্তবে একে রাজস্থান বলা হবে না কিন্তু নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজত্ব তো আর নেই। এই নাটকও বানানোই আছে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র তোমাদের খুব কাজে আসবে। এর ওপরেই বোঝাতে হবে?, ভারত এমনই ডবল মুকুটধারী ছিলো। এই লক্ষ্মী - নারায়ণেরই রাজত্ব ছিলো, ছোটোবেলায় যাঁরা রাধা - কৃষ্ণ ছিলো, এরপর ত্রেতায় রামরাজ্য ছিলো তারপর দ্বাপর থেকে মায়ার রাজত্ব। এ তো খুবই সহজ। সাধারণভাবে ভারতের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বোঝানো হয়। দ্বাপরেই পবিত্র রাজা - রানী লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির তৈরী হয়েছিলো। দেবতার স্বয়ং বাম মার্গে চলে গিয়েছিলেন। পতিত হতে শুরু করেছিলেন। তখন যে পবিত্র দেবতাদের স্মরণ মানুষের ছিলো, তাঁদের মন্দির বানিয়ে পূজা শুরু শুরু হয়। পতিতরাই পবিত্রদের কাছে মাথা নত করে। যতদিন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাজ্য ছিলো ততদিন রাজা রানীও ছিলো। জমিদারও রাজা রানীর টাইটেল নিয়ে নিত, এতে তাদের দরবারে মান হতো। এখন তো কোনো রাজাই নেই। পরের দিকে এদের নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া যখন হয়েছিলো সেই সময় মুসলমান ইত্যাদি অন্যেরা এসেছিলো। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে কলিযুগের অন্তিম সময় এসেছে। বিনাশও সামনে উপস্থিত। বাবা আবার রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা তো জানো, কিভাবে স্থাপনা হয়, এরপর এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর ভক্তিতে ওরা নিজেদের গীতা রচনা করবে, সেই গীতায় অনেক তফাৎ এসে যায়। ভক্তির জন্য তাদের দেবী - দেবতা ধর্মের পুস্তক তো অবশ্যই চাই। তাই ড্রামা অনুসারে এই গীতা বানানো হয়েছে। তবে এমন নয় যে ভক্তিমাগের ওই গীতার সাহায্যে কেউ রাজত্ব স্থাপন করবে বা নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে। একদমই নয়।

বাবা এখন আমাদের বোঝাচ্ছেন, তোমরা হলে গুপ্ত সেনা। বাবাও গুপ্ত। তিনি তোমাদেরও গুপ্ত যোগবলের দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত করাচ্ছেন। বাহুবলের দ্বারা এই হৃদের রাজত্ব পাওয়া যায়। আর যোগবলের দ্বারা পাওয়া যায় বেহদের রাজত্ব। বাচ্চারা, তোমাদের মনে এই নিশ্চয়তা আছে যে, আমরা ভারতকে সেই দৈবী রাজস্থান করে তুলছি। যারা পরিশ্রম করে তাদের পরিশ্রম কখনোই লুকানো থাকে না। বিনাশ তো হতেই হবে। গীতাতেও এই কথাই আছে। তোমরা জিজ্ঞেস করো, এই সময়ের পরিশ্রম অনুযায়ী আমরা ভবিষ্যতে কি পদ পাবো? এখানেও যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তাহলে মনে এই সংকল্প চলে যে, ইনি কি পদ প্রাপ্ত করবেন। এ তো একমাত্র বাবাই জানেন ইনি তন - মন এবং ধন দিয়ে কি প্রকারের সেবা করেছেন। এইকথা বাচ্চারা জানে না, এ একমাত্র

বাপদাদাই জানেন । বলেও দেওয়া হয়, এই প্রকারের সেবা তুমি করেছে । জ্ঞান ধারণ করেছে বা করতে পারো নি কিন্তু সাহায্য তো অনেক করেছে । মানুষ যখন দান করে তখন মনে করে এই সংস্থা খুব ভালো । ভালো কাজ করছে । কিন্তু আমার মধ্যেই পবিত্র থাকার শক্তি নেই । আমি এই যজ্ঞের সাহায্য করি । তখন সেই সেবার রিটার্নও তারা পেয়ে থাকে । যেমন মানুষ কলেজ, হাসপাতাল অন্যদের জন্য বানিয়ে থাকে । তারা এমন বলবে না যে আমি অসুস্থ হলে সেই হাসপাতালে যাবো । তারা যা কিছুই বানায় তা অন্যদের জন্য । এর ফলও তারা পায় । একে দান বলা হয় । এখানে কি হয় । তোমরা আশীর্বাদ দাও তোমাদের লোক আর পরলোক সুন্দর হোক, তাতে তোমরাও সুখী হও । লোক আর পরলোক, সে তো এই সঙ্গম যুগেরই কথা । এখানেই তো তোমাদের এই মৃত্যুলোকের জন্ম আর অমরলোকের জন্ম, দুইই সফল হয় । বরাবর তোমাদের এখন এই জন্মও সফল হচ্ছে, এরপর কেউ শরীরের দ্বারা, কেউ বা মন বা ধনের দ্বারা সেবা করবে । এমন অনেকেই আছে যারা এই জ্ঞান ধারণ করতে পারে না, তারা বলে বাবা, আমাদের মধ্যে সেই শক্তি নেই । কিন্তু সাহায্য তো করতেই পারে । তখন বাবা বলবেন, তোমরা এমন ধনবান হতে পারবে । যে কোনো কথাই তোমরা বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো । বাবাকে অনুসরণ করতে হলে তাহলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে, এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করবো ? শ্রীমত দানকারী বাবা তো বসেই আছেন । তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে, কিছুই লুকাবে না । না হলে এই রোগ বৃদ্ধি পাবে । তোমরা যদি প্রতি পদে শ্রীমত অনুযায়ী না চলো তাহলে অনেক বড় ভুল হয়ে যাবে । বাবা খোড়াই তোমাদের থেকে দূরে আছেন । সামনে এসে জিজ্ঞেস করা উচিত । এমন বাপদাদার কাছে তোমাদের প্রতি মুহূর্তে আসা উচিত । বাস্তবে এমন অতি প্রিয় বাবার সঙ্গে তো একসঙ্গে থাকাই উচিত । সাজনের (প্রিয়তম) প্রতি তো আসক্ত হওয়া চাই, ওরা হলো লৌকিক দুনিয়ার প্রিয়তম আর ইনি রুহানী (আত্মিক) । এতে অবশ্য আসক্তির কথা নেই, এখানে সবাইকে বসানো হবে না । এ এমনই জিনিস যে সামনে বসে থাকো তো শুনতেই থাকবে । তাঁর মতেই চলতে থাকবে । কিন্তু বাবা বলছেন, এখানে বসে গেলেই হবে না, তোমরা গঙ্গা নদী হও, সেবা করো । বাচ্চাদের ভালোবাসা এমন হওয়া উচিত - যেন মাতালের মতো । কিন্তু সেবা তো করতেই হবে । নিশ্চয়বুদ্ধি তো একদমই আটকে যায় । বাচ্চার লেখে, অমুকে খুব সুন্দর নিশ্চয়বুদ্ধির । আমি বলি কিছুই বোঝে নি । যদি নিশ্চয়বুদ্ধির হতো যে স্বর্গের রচয়িতা বাবা এসেছেন তাহলে এক সেকেন্ডও মিলিত না হয়ে থাকতে পারতো না । অনেক বাচ্চা আছে যারা ছটফট করতে থাকে । তখন ঘরে বসেই তাদের ব্রহ্মা আর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয় । তারা নিশ্চিত হয় যে, বাবা পরমধাম থেকে আমাদের রাজধানীর উপহার দিতে এসেছেন, তাহলে আমরা এসে বাবার সাথে মিলিত হই । এমনও অনেকেই আসেন, তারপর তাদের বলা হয়, তোমরা জ্ঞান গঙ্গা হও । প্রজা তো অনেকই চাই । রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে । বোঝানোর জন্য এই চিত্র খুবই সুন্দর । তোমরা যে কোনো মানুষকেই বলতে পারো, আমরা আবার রাজধানী স্থাপন করছি । বিনাশও সামনে উপস্থিত । তাই মৃত্যুর পূর্বে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । সকলেই চায় এক অলমাইটি গভর্নমেন্ট হোক । কিন্তু সবাই তো একত্রিত হবে না, একও হবে না । এক রাজ্য অবশ্যই একসময় ছিলো, যার গায়নও আছে । সত্যযুগের অনেক নাম ছিলো । সেই যুগ আবার নতুন করে স্থাপিত হচ্ছে । এইকথা কেউ চট করে বিশ্বাস করবে কেউ আবার করবে না । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো তারপর অন্যসব রাজাদের রাজ্য হয়ে গেছে । রাজারাও তারপর পতিত হয়ে গেছে । এখন আবার সেই পবিত্র লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব শুরু হবে । তোমাদের জন্য তো এইকথা বোঝানো খুবই সহজ । আমরা শিববাবার শ্রীমত আর সাহায্যে দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি । শিববাবার থেকে আমরা শক্তিও পাই । এই নেশা থাকা উচিত । তোমরা হলে

যোদ্ধা । তোমরা মন্দিরে গিয়েও বোঝাতে পারো যে স্বর্গের স্থাপনা তো রচয়িতার দ্বারাই হবে । তোমরা জানো যে বেহদের বাবা হলেন একজন । তিনি তোমাদের সামনে এসে তোমাদের জ্ঞান শৃঙ্গার করছিলেন । রাজযোগও শেখাচ্ছেন । যারা গীতা শোনায় তারা কখনোই রাজযোগ শেখাতে পারেন না । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই নেশাই ধরানো হচ্ছে । বাবা এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করতে । স্বর্গ হলো পবিত্র রাজস্থান । মানুষ তো লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্যকেই ভুলে গেছে । এখন বাবা তোমাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা যে কোনো গীতা পাঠশালা ইত্যাদিতে চলে যাও । সম্পূর্ণ হিন্দি - জিওগ্রাফি বা ৮৪ জন্মের কাহিনী কেউই শোনাতে পারবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণের সঙ্গে রাধা - কৃষ্ণের ছবিও যদি থাকে তাহলে বোঝানো সহজ হবে । এই হলো সঠিক চিত্র । লেখাও যেন খুব সুন্দর হয় । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের স্মরণ আছে । এর সাথে যিনি চক্রকে বোঝান, তাঁকেও স্মরণে আছে । বাকি নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসেই প্রচুর পরিশ্রম । নিরন্তর স্মরণ যেন এমন পাকা হয় যাতে শেষ সময়ে কোনো আবর্তনা যেন স্মরণে না আসে । বাবাকে কখনোই ভুলবে না । ছোটো বাচ্চারা সারাক্ষণ বাবাকেই স্মরণ করে তারপর তারা যখন বড় হয়ে যায় তখন ধন স্মরণ করতে থাকে । তোমরাও জ্ঞান ধন পাও । খুব ভালোভাবে তা নিজে ধারণ করে দান করা উচিত । তোমাদের লোক হিতৈষী হতে হবে । আমি তোমাদের সামনে এসে রাজযোগ শেখাই । ওই গীতা তো তোমরা জন্ম জন্মান্তর পড়েছো । কিছুই প্রাপ্তি হয় নি । এখানে তো আমি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ বানানোর জন্য এই শিক্ষা দিচ্ছি । সে হলো ভক্তিমার্গ । এখানেও কোটির মধ্যে কয়েকজনই আসবে যারা তোমাদের দৈবী ঘরানার হবে । অনেকে ব্রাহ্মণ হতে অবশ্যই আসবে, তারপর হয় রাজা - রানী হবে নয় প্রজা । এরমধ্যেও কেউ কেউ শুনবে ...বলবে তারপর পালিয়েও যাবে । যারা বাচ্চা হয়ে আবার বাবাকে ছেড়ে চলে যায়, তারা অনেক বড় দণ্ড ভোগ করে । কড়া সাজা পায় । এই সময় এমন কেউই বলতে পারবে না যে আমরা নিরন্তর স্মরণ করি । যদি কেউ এমন বলে বা চার্ট লেখে, বাবা ঠিক বুঝতে পেরে যায় । ভারতের সেবাতে তন - মন - ধন লাগাতে হবে । লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র যেন সবসময় পকেটে থাকে । বাচ্চাদের খুব নেশা থাকা উচিত । সোশ্যাল ওয়ার্কাররা যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি সেবা করছো ? বলবে, আমরা তন - মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতকে দৈবী রাজস্থান করছি । এমন সেবা আর কেউই করতে পারে না । তোমরা যত সেবা করবে ততই বুদ্ধি পরিচ্ছন্ন হতে থাকবে । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না ফলে নাম বদনাম করে ফেলে । কারোর কারোর মধ্যে ক্রোধের ভূত থাকে তাহলে এও তো ধ্বংসমূলক কাজই হলো । তাদের বলবে তোমরা নিজেদের মুখ তো দেখো । তোমরা কি লক্ষ্মী বা নারায়ণ হওয়ার যোগ্য হয়েছো ? এমনভাবে যারা নিজেদের সম্মান নষ্ট করে তারা কি পদ পাবে । তারা পেয়াদার লাইনে আসবে । তোমরাও তো সেনা । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের মহাদানী হতে হবে । তন - মন এবং ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে ।

২) কোনো বিনাশকারী কার্য করবে না । নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসে থাকতে হবে ।

বরদান :- মনের প্রকৃত সম্বন্ধের দ্বারা যথার্থ সাধনা করে নিরন্তর যোগী হও

সাধনার অর্থ শক্তিশালী স্মরণ । বাবার সাথে মনের প্রকৃত সম্বন্ধ । যোগে যেমন শরীরকে একাগ্র করে বসো তেমনই হৃদয়, মন এবং বুদ্ধি যেন বাবার সাথেই যুক্ত হয় -- এই হলো যথার্থ সাধনা । এমন সাধনা না হলে আরাধনাই চলতে থাকবে । কখনো স্মরণ করবে কখনো আবার প্রার্থনা করবে । বাস্তবে স্মরণে প্রার্থনার কোনো আবশ্যকতা নেই, যে মনে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করে সে যোগী হয়ে যায় ।

স্লোগান :- "বাবাই হলেন সর্বময়কর্তা" - এই স্মৃতিতে থেকে নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে উড়তি কলার অনুভব করতে থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এই পাঠশালায় এসেছ নিজের ভাগ্য উচ্চ বানাতে,তোমাদের নিরাকার বাবার কাছে পড়াশোনা করে রাজার রাজা হতে হবে"

প্রশ্ন:- অনেক ভাগ্যবান বাচ্চারা আছে কিন্তু তারা দুর্ভাগ্যশালী হয়ে যায় কিভাবে ?

উত্তর :- সেই বাচ্চারা ভাগ্যবান হয় -- যাদের কোনো কর্মবন্ধন নেই অর্থাৎ কর্ম বন্ধনমুক্ত হয়। কিন্তু তবুও যদি পড়াশোনায় একাগ্রতা না থাকে , বুদ্ধি দিকবিদিকে ঘুরতে থাকে , একমাত্র বাবা যাঁর কাছে অসীমের অধিকার প্রাপ্ত হয় তাঁকে স্মরণ করেনা তবে তারা ভাগ্যবান হওয়া সত্ত্বেও তাদের দুর্ভাগ্যশালী বলা হবে ।

প্রশ্ন:- শ্রীমতে কি কি রস ভরা আছে ?

উত্তর :- একমাত্র শ্রীমতেই মাতা পিতা, শিক্ষক , গুরু সবার মতামত একত্রে আছে। শ্রীমৎ হল স্যাকারিনের মতন,যার মধ্যে এইসব রস ভরা আছে ।

গান : ভাগ্য উদয় করে এসেছি।

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ, মানুষ যখন গীতা শোনান তখন কৃষ্ণের নাম নিয়ে শোনানো হয়। এখানে তো যা শোনানো হয় তাতেই বলা হয় শিব ভগবানুবাচ। নিজেও বলতে পারেন যে শিব ভগবানুবাচ কারণ শিববাবা নিজেই বলেন। দুজনে একসাথেও বলতে পারে। বাচ্চারা তো দুজনেরই। পুত্র ও কন্যা দুজনেই বসে আছে। তাই বলা হয় বাচ্চারা বুঝতে পারো যে কে পড়াচ্ছেন ? বলবে বাপদাদা পড়াচ্ছেন। বাবা বড়কে এবং দাদা ছোটকে অর্থাৎ ভাইকে বলা হয় । সুতরাং বাপদাদা একত্রে বলা হয়। এখন বাচ্চারাও জানে যে আমরা হলাম স্টুডেন্ট, স্কুলে স্টুডেন্টরা বসেই আছে উঁচু ভাগ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে যে আমরা পড়াশোনা করে অমুক পরীক্ষা পাস করব। সেসব দৈহিক পরীক্ষা তো অনেক হয়। এখানে বাচ্চারা তোমাদের হৃদয়ে রয়েছে যে আমাদের বেহদের পিতা পরম পিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। পিতা এঁনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে বলা হয় না। নিরাকার পিতা বোঝান , তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করে রাজার রাজা হই। রাজাও হয় আবার রাজার রাজাও হয়। যারা রাজার রাজা হয় তাদেরকে রাজারা পূজো অর্চনা করে। এই নিয়ম ভারত খন্ডেই প্রচলিত। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের পূজো করে। বাবা বোঝান যে মহারাজা বিশাল সম্পত্তির অধিকারীকে বলা হয়। রাজারা ছোট হয়। আজকাল তো কোনো কোনো রাজার মহারাজাদের চেয়ে বেশি সম্পত্তি থাকে। কোনো ধনী ব্যক্তির কাছে রাজাদের চেয়েও বেশি সম্পত্তি থাকে। সেখানে এমন অনিয়ম হয়না। সেখানে তো সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী হয়। বড় মহারাজাদের কাছে বিশাল সম্পত্তি হবে। তাই তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের বেহদের বাবা বসে পড়ান। পরমাত্মা ছাড়া রাজার রাজা, স্বর্গের মালিক কেউ করতে পারেনা। স্বর্গের রচয়িতা হলেন নিরাকার পিতা। ওঁনার নামও গায়ন হয় হেভেনলী গড ফাদার। বাবা বোঝান আমি তোমাদের আবার স্ব রাজ্য প্রদান করে রাজার রাজা করি। এখন তোমরা জানো আমরা ভাগ্য উদয় করে এসেছি, বেহদের বাবার কাছে রাজার রাজা হতে। কত খুশীর কথা। খুবই কঠিন পরীক্ষা। বাবা বলেন শ্রীমৎ

অনুযায়ী চলো, এতে মাতা পিতা, শিক্ষক, গুরু ইত্যাদি সবার মতামত একত্রে আছে। সবার স্যাকারিন হয়ে রয়েছে। সবার রস একের মধ্যে ভরা আছে। সবার প্রিয়তম একজনই। পতিত থেকে পবিত্র করেন, তিনি হলেন পিতা। গুরুনানকও পিতার মহিমা করেছেন তাই নিশ্চয়ই ঔনাকে স্মরণ করতে হবে। প্রথমে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন তারপরে পবিত্র দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন। কেউ যদি আসে তাকে বোঝাতে হবে -- এ হল গডলি কলেজ। ভগবানুবাচ, অন্য কোনো স্কুলে তো ভগবানুবাচ বলা হবেনা। ভগবান হলেন নিরাকার জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, বাচ্চারা তোমাদের বসে পড়াই। এ হল গডলি নলেজ। সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী বলা হয়। সুতরাং গডলি নলেজ দ্বারা দেবী দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। ব্যারিস্টারি নলেজ দ্বারা ব্যারিস্টার-ই হবে। এ হল গডলি নলেজ। সরস্বতীকে ভগবান জ্ঞান প্রদান করেন। তাহলে যেমন সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী তেমনই তোমরা বাচ্চারাও তাই হও। সরস্বতীর অনেক সন্তান কিনা। তবে তো প্রত্যেকে জ্ঞানের দেবী হবে, সেরকম তো হতে পারেনা। এই সময়ে নিজেকে ভগবতী বলা যাবেনা। সেখানেও তো দেবী দেবতা বলা হবে। ভগবান জ্ঞান দিয়ে থাকেন। এমন ভাবে পাঠ পড়ান। বিরাট পদ মর্যাদা দেন। বাকি দেবতারা ভগবান ভগবতী হতে পারেনা। এই মাতা পিতা তো যেমন ভগবান ভগবতী হয়ে যান। কিন্তু হয়না তাইনা। নিরাকার বাবাকে গড ফাদার বলবে। এই সাকারকে গড থোড়াই বলা হবে। এইসব অনেক গুহ্য কথা। আত্মা ও পরমাত্মার রূপ এবং সম্বন্ধ কতখানি গুহ্য কথা। সেসব দৈহিক সম্বন্ধ কাকা, চাচা, মামা ইত্যাদি তো অনেক সাধারণ। এ হল রুহানী সম্বন্ধ। বোঝানোর জন্যে অনেক যুক্তি চাই। মাতা পিতা শব্দ গাওয়া হয় তো নিশ্চয়ই কোনো অর্থ তো হবে তাইনা। সেই কথাটি অবিনাশী হয়ে যায়। ভক্তিমাগেও চলে আসে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা স্কুলে বসে আছি। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এঁনার আত্মাও পড়াচ্ছেন। এই আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার পিতা হলেন পরমাত্মা, যিনি সকলের পিতা, তিনি-ই পড়ান। ঔনার গর্ভে আসার নয়, তাহলে জ্ঞান দেবেন কিভাবে। কিছু ভুল হবে তবেই তো বাবা এসে সেই ভুল কন্ট্রোল করে অভুল করবেন। নিরাকারকে না জানার দরুন সবাই কনফিউজড হয়েছে। বাবা বোঝান আমি তোমাদের বেহদের পিতা বেহদের অধিকার প্রদান করি। লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক কিভাবে হয়েছেন, সেসব কেউ জানেনা। নিশ্চয়ই কেউ তো কর্ম শিখিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন যিনি এত উঁচু পদ প্রাপ্তি করান। মানুষ কিছুই জানেনা। বাবা কত ভালোবেসে বোঝান, তিনি কত উঁচু অর্থরিটি। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র করার মালিক হলেন তিনি। বোঝান যে এ হল তৈরি করা ড্রামা। তোমাদের চক্র লাগাতে হবে। এই ক্রিয়েশন কেউ জানেনা। ড্রামায় আমরা এক্টর হই কিভাবে, এই চক্র কিভাবে ঘোরে, দুঃখধামকে সুখধামে কে পরিণত করে, এইসব তোমরা জানো। তোমাদের সুখধামের জন্যে পড়াই। তোমরাই ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখী হও আর কেউ সেখানে যেতে পারেনা। সুখধামে নিশ্চয়ই কম মানুষ হবে। বোঝানোর জন্যে পয়েন্ট অনেক ভালো চাই। বলে তো বাবা আমরা তোমার আপন, কিন্তু পুরোপুরি আপন হতে সময় লাগে। কারো কর্ম বন্ধন শীঘ্র মিটে যায়, কারো সময় লাগে। এমন অনেক ভাগ্যবান আছে যাদের কর্ম বন্ধন নেই, কিন্তু পড়াশোনায় অ্যাটেনশন দেয়না তখন তাদের বলা হয় দুর্ভাগ্যশালী। পুত্র, পৌত্র সকল সন্তানদের দিকে বুদ্ধি চলে যায়। এখানে তো একজনকেই স্মরণ করতে হয়। বিরাট অধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো আমরা রাজাদের রাজা হই। পতিত রাজা কিভাবে হয় এবং পবিত্র রাজার রাজা কিভাবে হয়, সেসবও বাবা তোমাদের বোঝান। আমি নিজেই এসে রাজার রাজা স্বর্গের মালিক করি -- এই রাজ যোগের দ্বারা। তারা দান করে পতিত রাজা হয়। তাদের আমি তৈরি করিনা। তারা অনেক দানী হয়। দান করলে রাজার কুলে জন্ম হয়। আমি তো ২১ জন্মের জন্যে তোমাদের সুখ প্রদান করি। তারা তো

একটি জন্মের জন্যে রাজা হয় তবু পতিত দুঃখী থাকে। আমি এসে বাচ্চাদের পবিত্র করি। মানুষ ভাবে শুধুমাত্র গঙ্গা স্নান করলে পবিত্র হওয়া যায় তাই কত ধাক্কা খায়। গঙ্গা যমুনার কত মহিমা গায়ন করে। আসলে মহিমার কোনো ব্যাপারই নেই। জল আসে সাগর থেকে। এমনিতো তো অনেক নদী আছে। বিদেশে নদী তৈরি করা হয়, কি এমন বড় কথা। জ্ঞান সাগর ও জ্ঞান গঙ্গা যে কে, সেসব কেউ জানেনা। শক্তির কি করেছে কিছুই জানেনা। বাস্তবে জ্ঞান গঙ্গা বা জ্ঞান সরস্বতী হলেন ইনি জগদম্বা। মানুষ তো যেন জঙ্গল বাসী। একেবারেই বুদ্ধি হীন, অবোধ। বাবা এসে বুদ্ধিহীন থেকে বুদ্ধিমান করেন। তোমরা বলতে পারো এদের রাজার রাজা কে করেছেন। গীতায়ও লেখা আছে আমি রাজার রাজা করি। মানুষ তো সেসব জানেনা। আমরা নিজেরাও জানতাম না। ইনি যে নিজেই এইরকম ছিলেন না, এখন নয় , ইনি-ই জানতেন না তবে অন্যরা কিভাবে জানবে। সর্বব্যাপীর জ্ঞানে কিছুই নেই , যোগ লাগানো হবে কার সঙ্গে , আহবান করা হবে কাকে ? নিজেই যদি খোদা তাহলে প্রার্থনা কার করবে ! খুবই আশ্চর্যের । যারা অনেক ভক্তি করে তাদের অনেক মান । ভক্ত মালাও আছে না! জ্ঞান মালা হল রুদ্র মালা। এ হল ভক্ত মালা। সেটা হল নিরাকারী মালা। সব আত্মারা সেখানে থাকে। তাদের মধ্যেও প্রথম নম্বর আত্মাটি কে ? যে নম্বর ওয়ানে যায় , সরস্বতীর আত্মা বা ব্রহ্মার আত্মা একনম্বরে পড়াশোনা করে। এ হল আত্মার কথা। ভক্তি মার্গে সবই হল দৈহিক কথাবার্তা, অমুক ভক্ত এইরকম ছিল , তার দেহের নামই জানবে লোকে। তোমরা মানুষকে বলবেনা। তোমরা জানো ব্রহ্মার আত্মা কোন্ রূপে রূপান্তর হয়। তিনি গিয়ে শরীর ধারণ করে রাজার রাজা হয়ে যান। আত্মা শরীরে প্রবেশ করে রাজত্ব করে। এখন তো রাজা নয়। রাজত্ব করে তো আত্মা তাইনা। আমি রাজা, আমি আত্মা , এই শরীরের মালিক। আমি আত্মা শরীরের নাম শ্রী নারায়ণ ধারণ করে রাজত্ব করব। আত্মা-ই শোনে এবং ধারণ করে। আত্মাতে সংস্কার ভরা থাকে। এখন তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে রাজত্ব প্রাপ্ত করি শ্রীমৎ অনুসারে। বাপদাদা দুজনেই বলেন বাচ্চারা। দুজনেরই বাচ্চা বলার অধিকার আছে। আত্মাকে বলা হয় নিরাকারী বাচ্চারা আমাদের অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ করো। আর কেউ বলতে পারেনা যে হে নিরাকারী বাচ্চারা, হে আত্মারা আমি পিতা , আমায় স্মরণ করো। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। এমন তো বলেনা হে পরমাত্মা আমি পরমাত্মা আমায় স্মরণ করো। বলেন, হে আত্মারা আমি পিতা আমায় স্মরণ করো তো এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাকি গঙ্গা স্নান করলে কেউ পাপ আত্মা থেকে পুন্য আত্মায় পরিণত হয়না। গঙ্গা স্নান করে ঘরে এসে আবার পাপ করে। এই বিকারের জন্যেই পাপ আত্মা হয়। এইসব কথা কেউ বোঝেনা। বাবা বোঝান যে এখন তোমাদের রাহুর গ্রহণ লেগে আছে। প্রথমে গ্রহণ হালকা হয়। এখন দান দাও তো গ্রহণ মিটবে। প্রাপ্তি অনেক বেশি। তাই পুরুষার্থও এমন করা উচিত তাইনা। বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজার রাজা করব তাই আমাকে এবং স্বর্গের অধিকার স্মরণ কর। নিজের ৮৪ জন্মকে স্মরণ কর। সেইজন্যে বাবা নাম রেখেছেন " স্ব দর্শন চক্রধারী বাচ্চা । " সুতরাং স্ব দর্শনের জ্ঞানও চাই তাইনা।

বাবা বোঝান -- এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। তোমাদের আমি নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাই। সন্ন্যাসী শুধু মাত্র ঘর সংসারকে ভুলে যায়, তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যাও। এই কথাটি বাবা-ই বলেন যে অশরীরী হও। আমি তোমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাই তাই পুরানো দুনিয়া থেকে , পুরানো শরীর থেকে মায়া মমতা শেষ করো। নতুন দুনিয়ায় তোমাদের নতুন দেহ প্রাপ্ত হবে। দেখ, কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর বলা হয়। সত্যযুগে কৃষ্ণ গৌর বর্ণ ছিল এখন শেষ জন্মে শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। তাহলে এইরকম বলা হবে কিনা যে শ্যাম-ই সুন্দর হয় , আবার সুন্দর হয় শ্যাম। তাই

নামই রেখে দিয়েছে শ্যাম-সুন্দর। শ্যাম বর্ণ করে রাবণ এবং গৌর বর্ণ করেন পরম পিতা পরমাত্মা। ছবিতেও দেখান হয় যে আমি পুরানো দুনিয়াকে লাখি দিয়ে গৌর বর্ণে পরিণত হই। গৌর বর্ণের আত্মা স্বর্গের মালিক হয়। শ্যাম বর্ণের আত্মা নরকের মালিক হয়। আত্মা-ই গৌর বর্ণ এবং শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়। এখন বাবা বলেন তোমাদের পবিত্র হতে হবে। তারা হঠাৎ যোগী পবিত্র হতে অনেক হঠাৎ অর্থাৎ পরিশ্রম জড়িত চেষ্টা করে। কিন্তু যোগ ছাড়া তো পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়, নতুবা দন্ড ভোগ করে পবিত্র হতে হবে তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং পাঁচ বিকারকেও পরাজিত করতে হবে। বাবা বলেন এই কাম বিকার আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। যে বিকারকে পরাজিত করতে পারবেনা সে বৈকুণ্ঠের রাজাও হতে পারবেনা তাই বাবা বলেন দেখ আমি পিতা, শিক্ষক, সদগুরু রূপে তোমাদের কত সু-কর্ম করতে শেখাই। যোগ বলের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করিয়ে বিকর্মজীত রাজ্যে পরিণত করি। বাস্তবে সত্যযুগের দেবী দেবতাদেরই বিকর্মজীত বলা হয়। সেখানে কোনো বিকর্ম তো হয়ই না। বিকর্মজীত যুগ এবং বিক্রম যুগ দুইটি হল আলাদা। এক রাজা বিক্রম চলে গেছে ও বিকর্মজীত রাজাও চলে গেছে। আমরা এখন বিকর্ম গুলিকে পরাজিত করছি। তারপরে দ্বাপর থেকে নতুন করে বিকর্ম গুলি আরম্ভ হয়। সুতরাং নাম রাখা হয়েছে রাজা বিক্রম। দেবতারা হল বিকর্মজীত। এখন আমরা সেই দেবতা স্বরূপে পরিণত হই তারপরে যখন বাম মার্গে প্রবেশ করা হয় তখন বিকর্মের খাতা আরম্ভ হয়ে যায়। এখানে বিকর্মের খাতা মিটিয়ে আমরা আবার বিকর্মজীত স্বরূপে পরিণত হই। সেখানে কোনো বিকর্ম হয়না। তাই বাচ্চাদের এত নেশা থাকা উচিত যে আমরা এখানে উঁচু ভাগ্যের অধিকারী হই। এইটি হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের পাঠশালা। সংসঙ্গে ভাগ্য নির্মাণের কথা থাকেনা। পাঠশালায় সর্বদা ভাগ্য নির্মাণ হয়। তোমরা জানো আমরা নর থেকে নারায়ণ অথবা রাজার রাজ্যে পরিণত হব। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের পূজা অর্চনা করে। আমি তোমাদের পবিত্র করি। পতিত দুনিয়ায় তো রাজত্ব করবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিতে স্ব দর্শন চক্রের জ্ঞান ধারণ করে, রাহু-র গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে। শ্রেষ্ঠ কর্ম ও যোগ বলের দ্বারা বিকর্মের খাতা শেষ করে বিকর্মজীত হতে হবে।

২) নিজের ভাগ্য উঁচু করতে পড়াশোনা একাগ্রতার সঙ্গে করতে হবে।

বরদান :- সাধনা এবং সাধনের ব্যালাপ্স দ্বারা নিজের উন্নতির প্রতি সচেতন থেকে আশীর্বাদের অধিকারী হও।

ব্যাখ্যা: সাধন গুলির আধার না নিয়ে সাধনার আধার কাজে লাগাও। কোনও সাধনকে আধার বস্তু কোরো না, কেননা আধার নড়চড় হলে উৎসাহ উদ্দীপনাও নড়চড় হয়ে যাবে, এর কারণ হল সাধনকে আধার ভাবলে বাবা মাঝখানে থাকেন না ফলে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সাধনের সাথে সাধনা হলে প্রতিটি কার্যে বাবার আশীর্বাদ অনুভব করবে এবং উৎসাহ উদ্দীপনাও কমবেনা।

স্লোগান - "যদি, কিন্তু" -- ইত্যাদির চক্র থেকে মুক্ত হতে বাবার মতন শক্তিশালী হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা, সাকার শরীরকে স্মরণ করাও ভূত অভিমানী হওয়া, কারণ শরীর পঞ্চভূতের (পাঁচ তত্ত্ব) দ্বারা সৃষ্ট, তোমাদের তো দেহী-অভিমানী হয়ে বিদেহী বাবাকে স্মরণ করতে হবে"

প্রশ্ন:- সবচেয়ে সর্বোত্তম কার্য কি যা একমাত্র বাবাই করেন ?

উত্তর:- সমগ্র তমঃপ্রধান সৃষ্টিকে সতঃপ্রধান এবং সদা সুখী বানানোর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য, যা একমাত্র বাবাই করেন । এই শ্রেষ্ঠ কার্যের কারণে তাঁর স্মৃতিচিহ্নও অনেক উঁচু উঁচু বানানো হয়েছে ।

প্রশ্ন:- এমন কোন্ দুটো শব্দ যার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি-রহস্য ধরে যায় ?

উত্তর:- পূজ্য আর পূজারী । যখন তোমরা পূজ্য হও তখন তোমরা পুরুষোত্তম, তারপর গুণের বিচারে তোমরা মধ্যম এবং কনিষ্ঠ হও । মায়া তোমাদের পূজারী বানিয়ে দেয় ।

গীতঃ - জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা / পিপীলিকার পুড়ে মরা / তাহাতেই লিখা....

ওম্ শান্তি । ভগবান এখানে বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন, মানুষকে ভগবান বলা যায়না । এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও ছবি আছে, সুতরাং তাঁদেরও ভগবান বলা যাবেনা । পরমপিতা পরমাত্মার নিবাস তাঁদের থেকেও উঁচু । তাঁকেই প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান এইরূপ বলা হয়ে থাকে । মানুষ যখন ডাকে তখন তাদের সামনে কোনো আকার বা সাকার মূর্তি প্রতীয়মান হয়না, এইজন্য তারা মানুষ আকারকে ভগবান বলে দেয় । এমনকি সন্ন্যাসীদেরও যখন দেখে তারা বলে ভগবান, কিন্তু ভগবান স্বয়ং বোঝান যে, মানুষকে ভগবান বলা যায়না । বহু লোকে নিরাকার ভগবানকে অনেক স্মরণ করে । যারা গুরু করেনি বা ছোট বাচ্চারা, তাদেরও শেখানো হয় পরমাত্মাকে স্মরণ করার কথা । কিন্তু কোন পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে তা বলে দেওয়া হয়না । তাদের বুদ্ধিতে কোনও ছবি থাকেনা । দুঃখের সময়ে বলে হে প্রভু ! কোনো গুরু বা দেবতা, এঁদের চিত্র তাদের সামনে আসেনা । যদিও তারা অনেক গুরু করে তবুও যখন বলে 'হে ভগবান', তো কোনও গুরুকে তারা মনে করতে পারেনা । এমনকি তারা যদি তাদের গুরুকে স্মরণ করেও ভগবানকে ডাকে তবুও সে মানুষ, জন্ম-মরণের চক্রে আসে । অতএব, এর অর্থ তারা পাঁচ তত্ত্বের তৈরি শরীরকে স্মরণ করে, যাকে পাঁচভূত বলা হয়ে থাকে । আত্মাকে ভূত বলা যায়না । সুতরাং সেটা ভূতপূজা অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের পূজা হয়ে গেল । তাদের বুদ্ধিযোগ শরীরের দিকে চলে যায় । যদি তারা কোনো মানুষকে ভগবান বলে তো তার মানে এই নয় যে দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে তাকে স্মরণ করছে । না ! আত্মা তো উভয়ের মধ্যেই আছে । যে স্মরণ করে তার মধ্যেও আছে, যাকে স্মরণ করছে তার মধ্যেও আছে । পরমাত্মাকে তো সর্বব্যাপী বলে দেয় । যতই হোক, পরমাত্মাকে পাপ আত্মা বলা যায় না । বাস্তবে, যখন তারা বলে "পরমাত্মা " তখন বুদ্ধি নিরাকারের দিকে যায় । নিরাকার বাবাকে নিরাকার আত্মা স্মরণ করে । সেটাকেই বলা হয় দেহী-অভিমানী হওয়া । সাকার শরীরকে যারা স্মরণ করে তারা ভূত-অভিমানী । ভূত (পঞ্চতত্ত্বের শরীর), ভূতকেই স্মরণ করে, কারণ তারা নিজেকে আত্মা মনে করার বদলে পঞ্চভূতের অর্থাৎ প্রকৃতির পাঁচ উপাদানের শরীর মনে করে । তাদের নামও তো শরীরের । নিজেকেও পাঁচ তত্ত্বের ভূত মনে করে আর তাদেরও শরীর দ্বারা স্মরণ করে । তারা দেহী-অভিমানী তো নয়,

নিজেকে নিরাকার আত্মা মনে করলে তবে তো পরমাত্মাকে স্মরণ করবে ! সব আত্মাদের সম্বন্ধ সর্বাগ্রে পরমাত্মার সাথে । আত্মা যখন দুঃখে থাকে তখনই পরমাত্মাকে স্মরণ করে, তাদের সাথেই তাঁর সম্বন্ধ । তিনি সব দুঃখ থেকে আত্মাদের মুক্ত করেন । তাঁকে অগ্নিশিখাও বলা হয় । কোনো বাতি ইত্যাদির ব্যাপার নয় । তিনি পরমপিতা পরমাত্মা । অগ্নিশিখা বললে মানুষ আবার ভাবে তিনি জ্যোতি । বাবা স্বয়ং বুঝিয়েছেন, "আমি পরমাত্মা, যাঁর নাম শিব ।" শিবকে রুদ্রও বলা হয় । সেই নিরাকারের অনেক নাম । আর কারও এত নাম নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের একটাই নাম । সব দেহধারীদের একটাই নাম । এক ঈশ্বরকেই অনেক নাম দেওয়া হয়ে থাকে । তাঁর মহিমা অপরমাপার । মানুষের একটাই ফিক্সড নাম । এখন তোমরা মরজীবা হয়েছ অর্থাৎ মরে বেঁচে আছ, সেইজন্য তোমাদের অন্য নাম দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা অতীতের সবকিছু ভুলে যাও । পরমপিতা পরমাত্মার সামনে তোমরা মরে বেঁচে থাকো । তাইতো তোমাদের এই জন্ম মরজীবা জন্ম । অতএব, তোমরা অবশ্যই মাতাপিতার কাছেই জন্ম নিয়েছ । বাবা এখানে বসে এই গুহ্য বিষয় তোমাদের বোঝান । দুনিয়া তো শিবকে জানেইনা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে জানে । এমনকি তারা ব্রহ্মার দিন ব্রহ্মার রাতও বলে । তারা শুধু শুনেছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, কিন্তু কিভাবে হয়েছে তা জানেনা । এখন ক্রিয়েটর তো অবশ্যই নতুন ধর্ম, নতুন দুনিয়া রচনা করবেন । ব্রহ্মা দ্বারাই তিনি ব্রাহ্মণ কুল রচনা করবেন । তোমরা ব্রাহ্মণরা পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো, ব্রহ্মাকে নয় । কারণ ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা তাঁর হয়েছ । দেহ-অভিমানী বাইরের ব্রাহ্মণরা এইভাবে নিজেদের ব্রহ্মার বাচ্চা শিবের পৌত্র বলতে পারেনা । তারা শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু তাঁকে না জানার কারণে তারা তাঁর কদর করতে পারেনা । তাঁর মন্দিরে যায়, বুঝতে পারে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর বা লক্ষ্মী নারায়ণ নন । তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার পরমাত্মা । অন্য সব অ্যাক্টরদের নিজের নিজের পার্ট আছে, তারা পুনর্জন্ম নেয়, তাদের নিজ নামও দেওয়া হয় । পরমপিতা পরমাত্মা একমাত্র যাঁর ব্যক্ত নাম রূপ নেই, কিন্তু তারা মূঢ়মতি হওয়ার কারণে এটা বুঝতে পারেনা । যখন পরমাত্মার স্মৃতিচিহ্ন আছে তো তিনি অবশ্যই এসেছিলেন, স্বর্গ রচনা করেছিলেন । নয়তো স্বর্গ কে রচনা করবে ? তিনি এসে আরও একবার এই রুদ্র জ্ঞান যন্তোর রচনা করেছেন । এটা যন্তু বলা হয়ে থাকে কারণ এখানে স্বাহা হতে হয় । অনেক মানুষই যন্তোরআয়োজন করে । সেইসবই ভক্তি মার্গের স্থূল যন্তু । এই যন্তু পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে রচনা করেন, বাচ্চাদের পড়ান । যখন যন্তু রচনা হয় ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র এবং ধর্মীয় কথা ইত্যাদি শোনায় । বাবা নলেজফুল । বলা হয় গীতা ভাগবৎ এবং শাস্ত্রাদি সব ভক্তিমার্গের । মেটেরিয়াল যন্তুও অর্থাৎ যে যন্তু বস্তুসমগ্রী আহুতি দেওয়া হয়, তা ভক্তিমার্গের । এখন ভক্তিমার্গেরই সময় । যখন কলিযুগ অন্ত হয়ে আসে তখন ভক্তিও শেষ হয়ে আসে, তখনই ভগবান এসে তোমাদের সাথে মিলিত হন কারণ তিনিই ভক্তির ফল দেন । তাঁকে জ্ঞান সূর্য বলা হয়ে থাকে । জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্র এবং লাকি নক্ষত্র । আচ্ছা জ্ঞান সূর্য তো বাবা ! তাহলে মা-ও হতে হবে, জ্ঞান চন্দ্র । সুতরাং বাবা যে তনে প্রবেশ করেছেন তিনি হয়ে যান জ্ঞান চন্দ্র মাতা আর বাকি সব বাচ্চারা লাকি নক্ষত্র । এই হিসেবে জগদম্বাও লাকি নক্ষত্র কারণ ইনিও তো বাচ্চাই, তাই না ! নক্ষত্রদের মধ্যেও কেউ কেউ অতি তীব্র হয় । সাধারণতঃ এখানেও নম্বরভিত্তিক । আকাশের সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সবই স্থূল সেক্ষেত্রে এইসবকিছু জ্ঞানের বিষয় । একইভাবে, সেইসব জলের নদী আর এখানে জ্ঞানের নদী, যা জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়েছে । লোকে শিবজয়ন্তী পালন করে, তবে তো অবশ্যই সেই তিনি, সমগ্র সৃষ্টির বাবা আসেন । এসে নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করেন । বাবা আসেনই আদি দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে, যা এখন অবলুপ্ত হয়েছে । গভর্নমেন্টও কোনো ধর্ম মানেনা । তারা বলে, তাদের কোনো ধর্ম নেই । তারা ঠিক বলে । বাবাও বলেন, ভারতের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম এখন

লুপ্ত হয়েছে। ধর্মে ক্ষমতা থাকে। ভারতবাসী যখন তাদের দৈবী ধর্মে ছিল তো খুব সুখী ছিল। ওয়ার্ল্ড আলমাইটি অথরিটি ছিল যখন পুরুষোত্তম রাজত্ব করতেন। শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণকেই পুরুষোত্তম বলা হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠত্বের নম্বরভিত্তিতে উঁচু নিচু তো হয়ই। সর্বোত্তম পুরুষ, উত্তম পুরুষ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পুরুষ। সর্বপ্রথম সর্বোত্তম পুরুষ যে হয় সেই আবার মধ্যম কনিষ্ঠ হয়। অতএব, লক্ষ্মী নারায়ণ পুরুষোত্তম। সকল পুরুষের মধ্যে উত্তম। তারপর নীচে নামতে নামতে দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় থেকে আবার বৈশ্য, তারপর শূদ্রতে এসে একেবারে কনিষ্ঠ হয়ে যায়। সীতা এবং রামকেও পুরুষোত্তম বলা যাবে না। রাজাধিরাজ, সর্বোত্তম সতঃপ্রধান পুরুষোত্তম হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ। এই সবকিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র চলে। সর্বাগ্রে উত্তম তারপর মধ্যম, তারও পরে কনিষ্ঠ হয়। "এই সময় সারা দুনিয়া তমঃপ্রধান" - এই কথা বাবা বোঝান। তোমরা মানুষকে বলতে পারো, বাবা অর্থাৎ যাঁর তোমরা জন্মজয়ন্তী পালন করো, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে পরমপিতা পরমাত্মা শিব এখানে এসেছিলেন। নয়তো কেন তারা শিবজয়ন্তী পালন করবে! পরমপিতা পরমাত্মা অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন এবং অবশ্যই সর্বোত্তম কার্য করেন। সমস্ত তমোপ্রধান সৃষ্টিকে সতঃপ্রধান এবং সদা সুখী বানান। তিনি যত উঁচু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তাঁর স্মৃতিচিহ্নও তত উঁচু ছিল, যে মন্দির তারা লুট করে নিয়ে গেছে। মানুষ অন্যের ওপর চড়াও হয়ই ধনসম্পদের জন্য। ফরেন থেকেও এসেছে ধনের জন্য, সেই সময়ও অনেক ধন ছিল। কিন্তু মায়া রাবণ ভারতকে কড়িতুল্য বানিয়ে দিয়েছে। বাবা এসে হীরেতুল্য বানান। কেউ এমন শিববাবাকে জানেনা। বলে দেয় সর্বব্যাপী, এটা বলাও ভুল। এক সদগুরুই তরী পার করে দেন, সেক্ষেত্রে তোমাকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকে আছে। সবাই বিষ সাগরে ডুবে আছে। এই কারণে তারা বলে, এই অসার সংসার বিষয় সাগর থেকে ওই পারে নিয়ে চলো যেখানে ক্ষীর সাগর আছে। গায়নও আছে, বিষ্ণু ক্ষীর সাগরে থাকতেন। স্বর্গকে ক্ষীরসাগর বলা হয়ে থাকে, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। এরকম নয় যে, বিষ্ণু ক্ষীর সাগরে বিশ্রাম নিতেন। তারা তো বিরাট বড় দীঘি বানিয়ে বিষ্ণুকে এর মধ্যে রেখে দেয়। বিষ্ণুকে বানায়ও অনেক লম্বা চওড়া। এতবড় লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হয়না। খুব বেশি হলে ছ'ফুট হবে! পাণ্ডবদেরও বড় বড় মূর্তি বানায়। রাবণের কতবড় মূর্তি বানায়! তাদের নাম যত তাৎপর্যপূর্ণ, তাদের ছবিও ততো বড় বানায়। বাবার নাম যদিও অনেক বড় তবুও তাঁর ছবি ছোট। তারা তো বোঝানোর জন্য তাঁর এতবড় রূপ দিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন, এতবড় রূপ আমার নয়। আত্মা যেমন ছোট তেমনই, আমি - পরমাত্মাও স্টারের মতো। তাঁকে সুপ্রিম সোল বলা হয়ে থাকে, তিনি হলেন সবচেয়ে উঁচু। সারা জ্ঞান তাঁর মধ্যেই ধরা আছে। তাঁর মহিমা গাওয়া হয়েছে, তিনি মনুষ্যসৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, চৈতন্য আত্মা। যতই হোক, তিনি তখনই শোনাতে পারবেন যখন অর্গ্যান্স নেবেন। যেমন বাচ্চারাও ছোট অর্গ্যান্স দ্বারা কথা বলতে পারেনা, বড় হলে তখন শাস্ত্রাদি পড়ে তার পুরানো স্মৃতি মনে আসে। তাইতো বাবা এখানে বসে বাচ্চাদের বোঝান আমি আবারও একবার পাঁচ হাজার বছর বাদে তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। কৃষ্ণ তোমাদের কোনো রাজযোগ শেখাননি। তিনি তো প্রারম্ভ ভোগ করেন। ৮ জন্ম সূর্যবংশী, ১২ জন্ম চন্দ্রবংশী তারপর ৬৩ জন্ম বৈশ্য, শূদ্রবংশী হয়েছেন। এখন সবার অস্তিম জন্ম। এই জ্ঞান এখনও কৃষ্ণ-আত্মা শুনছে, তোমরাও শুনছ। এটা হলো সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণগোষ্ঠী। এরপর তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে গিয়ে দেবতা হবে। ব্রাহ্মণ ধর্ম, সূর্যবংশী দেবতা ধর্ম এবং চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় ধর্ম, এই তিন ধর্মের স্থাপক 'এক', পরমপিতা পরমাত্মা। সুতরাং এই তিনের শাস্ত্রও এক হওয়া উচিত। আলাদা আলাদা কোনো শাস্ত্রই নেই। এমন মহান ব্রহ্মা সকলের বাবা, প্রজাপিতা। তাঁরও কোনো শাস্ত্র নেই। গীতাতেই একমাত্র উল্লেখ আছে, 'ভগবানুবাচ'। ব্রহ্মা ভগবানুবাচ বলা হয়নি। এটা শিব

ভগবানুবাচ ব্রহ্মা দ্বারা, যাঁর মাধ্যমে শূদ্রকে কনভার্ট করে ব্রাহ্মণ বানানো হয়, ব্রাহ্মণ দেবতা হয় এবং অন্যরা যারা ফেল করে তারা ক্ষত্রিয় হয়। তাদের দু'কলা কমে যায়। কত স্পষ্টভাবে তিনি বোঝান। উঁচু থেকেও উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। তাঁদেরও পুরুষোত্তম বলা যাবে না। যাঁরা পুরুষোত্তম হন পরে তাঁরা কনিষ্ঠও হয়ে যান। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ, যাঁদের মন্দিরও আছে। কিন্তু তাঁদের মহিমা কেউ জানেনা। তারা শুধুই পূজা করতে থাকে। এখন তোমরা পূজারী থেকে পূজ্যতে পরিণত হচ্ছ। মায়া আবার পূজারী বানিয়ে দেয়। ড্রামা এইভাবেই তৈরি হয়ে আছে। যখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে আসে তখনই আমাকে আসতে হয় আর তারপর বুদ্ধি অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায়। বাচ্চারা এরপরে এসে তোমাদের নিজের নিজের পার্ট রিপিট করতে হবে। এটা পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এখানে বসে তোমাদের বোঝান, লোকে যাঁর জন্মজয়ন্তী ভক্তিমাগে পালন করে; তারা এই জয়ন্তী পালন চালিয়ে যেতে থাকে। স্বর্গে কারও জয়ন্তী পালন করা হয় না। কৃষ্ণ, রাম এঁাদেরও জয়ন্তী পালন হবে না। তাঁরা নিজেরাই সেখানে প্র্যাকটিক্যাল রূপে বিদ্যমান থাকবেন। তাঁরা এখানে হয়ে ফিরে গেছেন, এই কারণেই লোকে তাঁদের জয়ন্তী পালন করে। ওখানে বছর বছর কৃষ্ণের বার্থডে উদযাপন হবে না। তাঁরা তো সেখানে সদা খুশিতেই থাকেন, সেইজন্য তাঁরা বার্থডে কি পালন করবেন! বাচ্চাদের নামকরণ তাদের মাতাপিতার দ্বারা ঠিক করা হবে। সেখানে কোনো গুরু হয় না। বাস্তবে, এই ব্যাপারগুলোর সাথে জ্ঞান বা যোগের কোনো কানেকশন নেই। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা করতে চাও সেখানে কি ধরনের রীতিনীতি বিদ্যমান, বাবা তোমাদের বলে দেবেন, সেখানে যা রীতিনীতি সেটাই চলতে থাকবে; সেইসব সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মেহনত করে সবার আগে নিজেদের পদ প্রাপ্ত তো করে নাও। যোগ্য তো হও, তারপর জিজ্ঞাসা ক'রো। ড্রামাতে কোনো না কোনো নিয়ম অবশ্যই হবে। আচ্ছা! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) নিজেকে নিরাকার আত্মা নিশ্চয় করে নিরাকার বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনো দেহধারীকে নয়। মরজীবা হয়ে অতীতের পুরানো জিনিস তোমাদের বুদ্ধি দ্বারা সরিয়ে দিতে হবে।

২) বাবার রচিত এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে তোমাদের সম্পূর্ণ স্বাধা হতে হবে। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ধর্মে কনভার্ট করার সেবা করতে হবে।

বারদানঃ - নিজের উইল পাওয়ার দ্বারা প্রত্যেককে উইল করিয়ে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী ভব

বর্তমান সময় কোনো কোনো আত্মারা তোমার সহযোগের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় আছে কিন্তু তাদের নিজেদের শক্তি নেই। তাদেরকে তোমাদের নিজের শক্তির বিশেষ সহযোগ দিতে হবে এইজন্য নিমিত্ত হওয়া সেবাধারীদের মধ্যে সর্বশক্তি পাওয়ার প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মাবাবা লাষ্টে শক্তির উইল বাচ্চাদের করে দিয়েছেন, সেই উইল দ্বারা এই কার্য চলছে, এইভাবে ফলো ফাদার। তোমাদের শক্তি আত্মাদের উইল করে দাও তো সময়ের সাথে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- যেখানে একতা এবং একাগ্রতার শক্তি আছে সেখানে সফলতা সহজে প্রাপ্ত হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত, তাই তোমাদের অনেক শান্তিতে থাকতে হবে, তোমাদের বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা বাবার দত্তক সন্তান, নিজেদের মধ্যে ভাই - বোনের সম্পর্ক"

প্রশ্ন :- সম্পূর্ণ সমর্পণ কাকে বলা হবে, তার নিদর্শন কি ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ সমর্পিত তারাই, যাদের বুদ্ধিতে থাকে, আমরা ঈশ্বরীয় মা - বাবার পালনায় আছি । বাবা, এই সবকিছুই আপনার, আপনিই আমাদের পালনা করেন । কেউ যদি চাকরীও করে তবুও বুদ্ধিতে এই কথাই থাকে যে এই সবই বাবার জন্য । তারা বাবাকে সাহায্য করতে থাকে, তাতে এত বড় যজ্ঞ কারবার চলে, সকলের পালনাও হয় এমন বাচ্চারই হলো অর্পণ বুদ্ধি । এর সাথে সাথে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য নিজে পড়তে হবে আর অন্যদের পড়াতেও হবে । শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেও প্রতি শ্বাস - প্রশ্বাসে মাতা - পিতাকে স্মরণ করতে হবে ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়.....

ওম শান্তি । এ হলো গায়ন । বাস্তবে এই সমস্ত মহিমাই হলো উঁচুর থেকে উঁচু পরমাত্মার যাঁকে বাচ্চারা জানে আর বাচ্চাদের দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়া জানে যে আমাদের মাতা - পিতা ওনারাই । এখন মাতা পিতার সঙ্গে তোমরা হলে কুটুম্ব । শ্রীকৃষ্ণকে তো মাতা - পিতা বলা যাবে না । যদিও তাঁর সঙ্গে রাধা আছেন তবুও তাঁদের মাতা পিতা বলা যাবে না কেননা তাঁরা তো প্রিন্স - প্রিন্সেস । শাস্ত্রের এই কথা ভুল । এখন এই বেহদের বাবা তোমাদের সমস্ত শাস্ত্রের সার বলে দিচ্ছেন । এই সময় তোমরা বাচ্চারাই তাঁর সামনে বসে আছো । কোনো কোনো বাচ্চা আবার দূরেও আছে । কিন্তু তারাও তো শুনছে । তারা জানে যে মাতা পিতা আমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন আর সদা সুখী হওয়ার রাস্তা বা যুক্তি বলে দিচ্ছেন । এ হলো হুবহু ঘর । অল্প বাচ্চা এখানে আর অনেকেই তো বাইরে আছে । এ হলো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, নতুন রচনা । ওরা হলো পুরানো রচনা । বাচ্চারা জানে যে বাবা আমাদের সদা সুখী করতে এসেছেন । লৌকিক মা বাবাও বাচ্চাদের বড় করে স্কুলে নিয়ে যায় । এখানে বেহদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন একই সঙ্গে পালনাও করছেন । বাচ্চারা তোমাদের এখন ওই এক ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই । মা বাবাও বুঝতে পারেন - এরা আমাদের বাচ্চা । লৌকিক কুটুম্ব হলে তাদের ১০ - ১৫টা বাচ্চা হয়, অনেকে আবার ২ - ৩ টে বিয়েও করে । এখানে তো এই সব বাবার সন্তানরা বসে আছে । যত বাচ্চার জন্ম দিতে হবে তা এখনই ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারাই সৃষ্টি করতে হবে । এরপরে তো আর বাচ্চার জন্ম হবে না । সবাইকেই ফিরে যেতে হবে । এই এক দত্তক নেওয়া মাতা হলেন নিমিত্ত । এ খুবই আশ্চর্যজনক কথা । এ তো অবশ্যই যে, গরীবের বাচ্চা বুঝতে পারবে আমার বাবাও গরীব । ধনী ব্যবসায়ীর সন্তানও বুঝতে পারবে আমার বাবা ধনী । দুনিয়াতে তো অনেক মাতা - পিতা আছেন । এ তো সম্পূর্ণ জগতের একই মাতা - পিতা । তোমরা সকলেই জানো যে, আমরা তাঁর মুখের দ্বারা অ্যাডাপ্ট হয়েছি । এঁরা আমাদের পারলৌকিক মা বাবা । এনারা পুরানো সৃষ্টিতেই আসেন, যখন মানুষ খুবই দুঃখী হয় । বাচ্চারা জানে যে, আমরা এই পারলৌকিক মাতা - পিতার দত্তক সন্তান । আমরা সকলেরই ভাই - বোনের সম্পর্ক । আমাদের আর অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই । তাহলে ভাই - বোনেদের নিজেদের মধ্যে

খুব মিষ্টি, রয়াল, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞানী এবং আনন্দের সঙ্গে থাকতে হবে। যেহেতু তোমরা শান্তি স্থাপন করছো তাই তোমাদের নিজেদের খুব শান্তিতে থাকতে হবে। ল বাচ্চাদের তো এইকথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে, আমরা পারলৌকিক বাবার দত্তক সন্তান। পরমধাম থেকে এখন বাবা এসেছেন। উনি হলেন ঠাকুরদাদা আর এই দাদা হলেন বড় ভাই। যারা সম্পূর্ণ সমর্পণ হতে পারবে, তারাই বৃদ্ধিতে পারবে যে আমরা ঈশ্বরীয় মা - বাবার পালনায় থাকি। বাবা, এই সবকিছুই আপনার। আপনি আমাদের পালনা করেন। যে বাচ্চারা সমর্পণ হয়, তাদের সাহায্যেও অনেকের পালনা হয়। চাকরীও যদি কেউ করে, তারাও ভাবে, এই সবকিছুই বাবার জন্য। তাই তারা বাবাকে সাহায্য করতে থাকে। না হলে এই যন্ত্রের কাজ কিভাবে চলবে। রাজা রানীকেও মাতা - পিতা বলা হয়। কিন্তু তারা হলো শরীরের মাতা - পিতা। রাজ - মাতাও বলা হয় আবার রাজ - পিতাও বলা হয়। আর ইনি হলেন বেহদের। বাচ্চারা জানে যে আমরা মাতা - পিতার সঙ্গে বসে আছি। বাচ্চারা এও জানে যে, আমরা যত পড়বো আর পড়বো ততই উঁচু পদ পাবো। এর সাথে সাথে শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম তো করতেই হবে। এই দাদাও বৃদ্ধ। শিববাবাকে কখনো বৃদ্ধ বা জোয়ান বলা হবে না। তিনি হলেন নিরাকার। এও তোমরা জানো যে আমাদের আত্মাদের নিরাকার বাবা দত্তক নিয়েছেন। আর সাকারে এই ব্রহ্মা। 'আমি আত্মা' বলি আমি বাবাকে আপন করেছি। এরও নিচে এলে বলবে, আমরা ভাই - বোনেরা ব্রহ্মাকে আপন করেছি। শিববাবা বলেন - তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী হয়েছে। ব্রহ্মাও বলেন, তোমরা আমার সন্তান হয়েছে। তোমাদের ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতে এবং শ্বাসে - প্রশ্বাসে এই কথাই চলবে যে, ইনি আমাদের বাবা, উনি আমাদের দাদা। বাবার থেকে বেশী দাদাকে স্মরণ করো। দুনিয়ার মানুষ তো বাবার থেকে ঝগড়া ইত্যাদি করেও দাদুর সম্পত্তি নিয়ে থাকে। তোমাদের তো চেষ্টা করে বাবার থেকে বেশী দাদুর আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে। বাবা যখন জিঞ্জিৎস করেন, তখন সকলেই বলে, আমরা নারায়ণের সঙ্গে বিয়ে করবো। কেউ কেউ নতুন আসে, যারা পবিত্র থাকতে পারে না, তারা হাত ওঠায় না। তারা বলে, মায়া খুবই প্রবল। তারা তো বলতেই পারে না যে আমরা শ্রীনারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বিয়ে করবো। দেখো, বাবা যখন সামনে শোনান, তখন খুশীর পারদ কতখানি চড়ে। বুদ্ধিকে পরিচ্ছন্ন করা হলে নেশা চড়তে থাকে। কারোর এই নেশা স্থায়ী হয়, কারোর আবার কম হয়ে যায়। বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ৮৪ জন্মকে স্মরণ করতে হবে আর চক্রবর্তী রাজাকেও স্মরণ করতে হবে। যারা মানবে না, তাদের স্মরণও ভালো থাকবে না। বাপদাদা বৃদ্ধিতে পারে যে অনেক বাচ্চা বাবা - বাবা বলতে থাকে কিন্তু সত্যিকারের স্মরণ করে না আর লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার যোগ্যও হয় না। চালচলনই এমন। অন্তর্যামী বাবা সকলের বুদ্ধিকেই বৃদ্ধিতে পারেন। এখানে তো শাস্ত্রের কোনো কথাই নেই। বাবা এসেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন যার নাম গীতা রাখা হয়েছে। বাদবাকি ছোটো ছোটো ধর্মের লোকেরা নিজেদের মতো শাস্ত্র বানিয়ে নেয় আর তা পড়তে থাকে। শিববাবা কোনো শাস্ত্র পড়েন নি। তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের স্বর্গের রাস্তা বলে দিতে এসেছি। তোমরা যেমন অশরীরী এসেছিলে, তেমনই তোমাদের যেতে হবে। দেহের সঙ্গে সব দুঃখের কর্মবন্ধন ছেড়ে দিতে হবে কেননা এই দেহও দুঃখ দেয়। অসুস্থ হলে ক্লাসে আসতে পারবে না। তাহলে এও তো দেহেরই বন্ধন হয়ে গেলো, এতে তুখোড় বুদ্ধির প্রয়োজন। প্রথমে তো এই নিশ্চয়তা থাকা দরকার যে, বরাবর শিববাবাই স্বর্গের রচনা করেছিলেন। এখন তো হলো নরক। যখন কেউ মারা যায়, তখন বলা হয়, উনি স্বর্গে গেছেন, তাহলে অবশ্যই নরকে ছিলেন। তোমরা এখন এই কথা বৃদ্ধিতে পারো কারণ স্বর্গ কি, তা তোমরা জানো। বাবা রোজই নতুন নতুন পদ্ধতিতে বোঝান যাতে তোমাদের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে বসে। তিনি আমাদের বেহদের মাতা - পিতা। তখন প্রথমেই বুদ্ধি একদম ওপরে চলে যাবে ল তারপর বলবে, এইসময় বাবা আবুতে আছেন

। যেমন তীর্থযাত্রায় গেলে বদ্রীনাথের মন্দির উপরে দেখা যায় । পান্ডারা নিয়ে যায়, বদ্রীনাথ তো নিজে নিতে আসেন না । মানুষ পান্ডা হয় । এখানে শিববাবা নিজে নিতে আসেন পরমধাম থেকে । তিনি বলেন, হে আত্মারা, তোমাদের এই শরীর ত্যাগ করে শিবপুরীতে যেতে হবে । যেখানে যেতে হবে তার চিহ্ন অবশ্যই স্মরণে থাকবে । ওই চৈতন্যে এসে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, এমন তো হতে পারে না । তিনি তো এখানকার বাসিন্দা । এই পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, আমি পরমধামের অধিবাসী । তোমাদের নিতে এসেছি । কৃষ্ণ তো এমন কথা বলতে পারেন না । রুদ্র শিববাবা বলেন, আমি এই রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছি । গীতাতেও এই রুদ্রের কথা লেখা আছে । এই রুহানী বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । বাবা এমন যুক্তির সাহায্যে এই যাত্রা শেখান যে, যখন বিনাশ হবে তখন তোমরা আত্মারা শরীর ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে চলে যাবে । তখন তো শুদ্ধ আত্মার জন্য শুদ্ধ শরীরের প্রয়োজন, তা তখনই সম্ভব যখন সৃষ্টি নতুন হবে । এখন তো সমস্ত আত্মারাই মশার সদৃশ বাবার সঙ্গে ফিরে যাবে, তাই তো বাবাকে কান্ডারী বলা হয় । তিনি এই বিষয় সাগর থেকে ওইপারে নিয়ে যান । কৃষ্ণকে কান্ডারী বলা যাবে না । বাবাই এই দুঃখের সংসার থেকে আমাদের সুখের সংসারে নিয়ে যান । এই ভারত একদিন বিষ্ণুপুরী, লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । এখন এ হলো রাবণপুরী । রাবণের চিত্রও দেখানো উচিত । এই চিত্র দেখিয়েও অনেককিছু বোঝানো যাবে । আমাদের আত্মাও যেমন, বাবার আত্মাও তেমনই । কেবল আমরা আগে অজ্ঞানী ছিলাম আর তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তাকেই অজ্ঞানী বলা হয়, যার রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান থাকে না । রচয়িতার দ্বারা যারা রচনা আর রচয়িতাকে জানতে পারে, তারাই জ্ঞানী । এই জ্ঞান তোমরা এখানেই, এই সঙ্গমেই পাও । সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না । দুনিয়ার মানুষ বলে, পরমাত্মা এই বিশ্বের মালিক, সেই মালিককে তারা স্মরণ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বা এই সৃষ্টির মালিক হলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ । নিরাকার শিববাবা তো কখনোই এই বিশ্বের মালিক হন না । তাই তাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার, সেই মালিক নিরাকার নাকি সাকার ? নিরাকার তো এই সাকার সৃষ্টির মালিক হতে পারেন না । তিনি হলেন ব্রহ্মান্ডের মালিক । তিনি এসেই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন । নিজে এই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হন না । এই দুনিয়ার মালিক তো লক্ষ্মী - নারায়ণ হন আর তাঁদের সেই মালিকে পরিণত করেন বাবা স্বয়ং । এটা খুব গুহ্য বোঝার কথা । আমরা আত্মারা যখন ব্রহ্ম তত্ত্বে থাকি, তখন আমরা ব্রহ্মান্ডের মালিক । ভারতের রাজা - রানী যেমন বলবেন আমরা ভারতের মালিক তেমনই প্রজারাও বলবে, আমরা ভারতের মালিক । তারাও তো সেখানে থাকে, তাই না ? তেমনই বাবাও যেমন ব্রহ্মান্ডের মালিক, আমরাও ঠিক তেমনই সেই ব্রহ্মান্ডের মালিক । আবার বাবা এসেই এই নতুন সৃষ্টিতে মনুষ্য রচনা করেন । তিনি বলেন, আমি এখানে রাজত্ব করি না, আমি মনুষ্য জন্মে আসি না । আমি তো এই ব্রহ্মার শরীরও ধার নিয়ে থাকি । তোমাদের এই সৃষ্টির মালিক করার জন্য আমি রাজযোগ শেখাই । তোমরা যত পুরুষার্থ করবে, ততই উঁচু পদ পাবে তাই এতে কম করো না । টিচার তো সকলকেই পড়ান । যদি পরীক্ষায় অনেকে পাস করে তাহলে টিচারেরও নাম হয় । তখন অনেকসময় গভর্নমেন্ট থেকে প্রমোশনও দেওয়া হয় । এখানেও এমন । যত ভালোভাবে পড়বে, তত ভালো পদ পাবে । মা - বাবাও খুশী হবে । মানুষ পরীক্ষায় পাস করলে মিষ্টি খাওয়ায় সবাইকে । এখানে তো তোমরা মিষ্টি কথার ভাগ দাও সবাইকে । তারপর যখন পরীক্ষায় পাস হয়ে যাও, তখন সোনার ফুলের বর্ষা হয় । তোমাদের ওপর আকাশ থেকে কোনো ফুলের বর্ষণ হবে না, কিন্তু তোমরা সোনার মহলের মালিক হয়ে যাও । এখানে তো কারোর মহিমা করার জন্য সোনার ফুল বানিয়ে তার উপর ছড়ানো হয় । যেমন দরভাগ্যর রাজা খুব ধনী ছিলেন । তার সন্তান যখন বিলেতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি পাটি দিয়েছিলেন, অনেক টাকা খরচ করেছিলেন । উনি সোনার

ফুল বানিয়ে তার বর্ষণ করেছিলেন। এতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিলো। তার অনেক নামও হয়েছিলো। মানুষ বলতো, দেখো, ভারতবাসি কিভাবে পয়সা ওড়ায়। তোমরা তো নিজেরাই সোনার মহলে থাকবে, তাহলে তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত। বাবা বলেন, কেবল আমাকে আর এই চক্রকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বেড়া পার হয়ে যাবে। এ কত সহজ।

তোমরা বাচ্চারা হলে সেই চৈতন্য বহি পতঙ্গ আর বাবা হলেন চৈতন্য বহি। তোমরা বলো, এখন আমাদের রাজ্য স্থাপন হতে হবে। এখন সেই প্রকৃত বাবা এসেছেন, আমাদের ভক্তির ফল দিতে। বাবা নিজে বলেছেন, আমি কিভাবে এসে এই নতুন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি রচনা করি। আমাকে অবশ্যই আসতে হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী। শিববাবার নাতি। এই পরিবার হলো আশ্চর্যের। কিভাবে দেবী - দেবতা ধর্মের কলমের চারা লাগছে। ঝাড়ে সব পরিষ্কার করে বোঝানো আছে। নীচে তোমরা বসে আছো। তোমরা বাচ্চারা কতো সৌভাগ্যশালী। তোমাদের অতি প্রিয় বাবা বসে তোমাদের বোঝান, আমি এসেছি তোমাদের রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করতে। রাবণ তোমাদের রোগী করে দিয়েছে। বাবা এখন বলেন, আমাকে স্মরণ করো অর্থাৎ শিববাবাকে স্মরণ করো, এতে তোমাদের জ্যোতি জাগ্রত হবে, আর তোমরা হালকা হয়ে ওড়তে পারবে। মায়া সবার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিকে সুন্দর এবং শক্তিশালী বানানোর জন্য, দেহের বন্ধন থেকে পৃথক থাকতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। অসুস্থতা ইত্যাদির সময়ও বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

২) তোমরা পারলৌকিক মাতা - পিতার সন্তান, তাই খুবই মিষ্টি, রাজকীয়, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞানী এবং আনন্দিত থাকতে হবে। শান্তিতে থেকেই আমাদের শান্তি স্থাপন করতে হবে।

বরদান :- অটুট স্মরণের দ্বারা সর্ব সমস্যার সমাধান করে উড়ন্ত পাখি হও

যখন এই অনুভব হয়, "আমার বাবা", তখন যা আমার তা স্বতঃই স্মরণে আসে। স্মরণ করতে হয় না। 'আমার' অর্থাৎ অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাওয়া। আমার বাবা আর আমি বাবার - একেই বলা হয় সহযোগ। এমন সহযোগী হয়ে বাবার স্মরণে মগ্ন থেকে সামনে এগিয়ে চলো। এমন অটুট স্মরণই সর্ব সমস্যার সমাধান করে, উড়ন্ত পাখি বানিয়ে তোমাদের উড়তি কলায় নিয়ে যাবে।

স্লোগান :- মনন শক্তির অনুভবী হও তাহলেই জ্ঞান ধন বাড়তে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হলে প্রতিটি পদক্ষেপ শ্রীমৎ অনুসারে চলো, চাল-চলন ঠিক রাখো"

প্রশ্ন:- শিববাবার হৃদয়ে কে স্থান অর্জন করতে পারে ?

উত্তর :- যাদের গ্যারান্টি ব্রহ্মাবাবা করেন যে এই বাচ্চাটি হল সার্ভিসেবল, সবাইকে সুখ প্রদান করে। মন, বচন, কর্মে কাউকে দুঃখ দেয়না। যখন এমন কথা ব্রহ্মাবাবা বলেন, তখন শিববাবার হৃদয়ে স্থান অর্জন করতে পারবে ।

প্রশ্ন:- এই সময়ে তোমরা রুহানী সার্ভেন্ট বাবার সাথে কোন্ সেবা-টি করো ?

উত্তর :- শুধু সম্পূর্ণ বিশ্বের নয় বরং ৫ তন্ত্র গুলিকেও পবিত্র করার সেবা তোমরা রুহানী সার্ভেন্ট-রা করো তাই তোমরাই হলে প্রকৃত সোস্যাল ওয়ার্কার ।

গান : নিয়ে নাও মাতা পিতার আশীর্বাদ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনল। এমনিতে তো লৌকিক মাতা পিতার অনেক আশীর্বাদ নেওয়া হয়। বাচ্চারা পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মাতা পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। লৌকিক মাতা পিতার ক্ষেত্রে এই রকম ঢাক পিটিয়ে বলা হয়না । ঢাক পিটিয়ে বলার অর্থ যাতে সবাই শোনে। এইরূপ তো বেহদের বাবার জন্যে ই গায়ন আছে যে তুমি আমাদের মাতা পিতা আমরা তোমার সন্তান তোমার কৃপায় বা আশীর্বাদে গভীর সুখ লাভ । ভারতেই এই মহিমা গায়ন হয়। নিশ্চয়ই ভারতে হয়েছে তবেই তো গায়ন আছে। একেবারে বেহদে চলে যাওয়া উচিত। বুদ্ধি বলে স্বর্গের রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা। স্বর্গে তো রয়েছে সর্ব সুখ। সেখানে দুঃখের নাম গন্ধ নেই। তাই তো গায়ন আছে দুঃখে সবাই স্মরণ করে সুখে করে না কেউ। অর্ধকল্প দুঃখ তাই সবাই স্মরণ করে। সত্যযুগে তো অসীম সুখ , ফলে সেখানে কেউ স্মরণ করেনা। মানুষ পাথরবুদ্ধি হওয়ার দরুন কিছুই বোঝেনা। কলিযুগে তো অসীম দুঃখ আছে। কত মারামারি । যতই বিদ্বান ,পন্ডিত হোক কিন্তু এই গান গুলির অর্থ একেবারেই জানেনা। গায়ন করে তুমি মাতা পিতা কিন্তু বুঝতে পারেনা কোন্ মাতা পিতার এইরকম মহিমা করা হয়। এই কথা তো অনেকেরই হয়ে গেল তাইনা । ঈশ্বরের সন্তান তো সবাই , কিন্তু এই সময় সবাই দুঃখে আছে। ঘন সুখের অবস্থান তো কারো নয়। কৃপা দ্বারা সুখের প্রাপ্তি হওয়া উচিত। অকৃপা দ্বারা হয় দুঃখের প্রাপ্তি। বাবা হলেন কৃপালু , গায়ন রয়েছে। সাধু -সন্তদেরও কৃপালু বলা হয়।

এবারে তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভক্তি মার্গে গায়ন আছে তুমি হলে মাতা পিতা ... এই কথাটি হল যথার্থ, কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান যদি হয় তবে জিজ্ঞাসা করবে যে পরমাত্মাকে তো গড ফাদার বলা হয় , ওঁনাকে মাদার বলা হবে কিভাবে ? তখন তাদের বুদ্ধি জগদম্বার দিকে যাবে। যদি জগদম্বার দিকে বুদ্ধি যাবে তবে জগৎ পিতার দিকেও বুদ্ধি যাওয়া উচিত। এবার ব্রহ্মা সরস্বতী কোনো ভগবান নয়। এই মহিমা ওঁনাদের হতে পারেনা। ওঁনাদের মাতা পিতা বলাটা ভুল। মানুষ

গায়ন করে পরম পিতা পরমাত্মার জন্যে, কিন্তু জানেনা যে উনি মাতা পিতা কিভাবে হয়ে যান। এখন বাচ্চারা তোমাদের বলা হচ্ছে, নিয়ে নাও, নিয়ে নাও মাতা পিতার আশীর্বাদ ... অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। নিজের চাল চলন ভালো রাখলে আশীর্বাদ স্বতঃই প্রাপ্ত হবে। যদি চলন ভালো না হয় , কাউকে দুঃখ দিতেই থাকবে , মাতা পিতাকে স্মরণ করবেনা অথবা অন্যদের স্মরণ করবেনা তবে আশীর্বাদও প্রাপ্ত হবেনা। তখন এত সুখের প্রাপ্তিও হবেনা। বাবার হৃদয়ে স্থান অর্জন হবেনা। এই বাবার (ব্রহ্মাবাবার) হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত করার অর্থ হল শিববাবার হৃদয়ে স্থান অর্জন করা। এই গায়ন করা হয় ঐ মাতা পিতার উদ্দেশ্যে। বুদ্ধি ঐ বেহদের মাতা পিতার দিকে যাওয়া উচিত। ব্রহ্মার দিকেও কারো বুদ্ধি যায়না। যদিও জগদম্ভার দিকে কারো বুদ্ধি চলে যায়। ঐনার নামে মেলা আয়োজন হয়, কিন্তু ঐনার অকুপেশান কি কেউ জানেনা। তোমরা জানো নিয়ম অনুযায়ী আমাদের প্রকৃত মাতা হলেন এই ব্রহ্মা। এই কথাটিও বুঝতে হবে। এইভাবেই স্মরণ করতে হবে। ইনি মাতাও হলেন আবার ব্রহ্মাবাবাও হলেন । লেখাও হয় শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। ফলে মাতাও হলেন পিতাও হলেন। এবারে বাচ্চাদের এই পিতার হৃদয়ে স্থান অর্জন করতে হবে কারণ ঐনার মধ্যেই শিববাবা প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাবাবা যখন গ্যারান্টি করেন হ্যাঁ বাবা এই বাচ্চাটি খুব ভালো সার্ভিস করে , সবাইকে সুখ প্রদান করে। মন বচন কর্ম দ্বারা কাউকে দুঃখ দেয়না তখন শিববাবার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয়। মন বচন কর্ম দ্বারা যা করো, যা বলো সেসব যেন সবাইকে সুখ দেয়। দুঃখ কাউকে দেবেনা। দুঃখ দেওয়ার বিচার উৎপন্ন হয় প্রথমে মনে তারপর সে বিচার কর্মে প্রতিফলিত হলে পাপ কর্মে পরিণত হয়। মনে ঝড় তো অনেক আসবে কিন্তু কর্মে কখনও আনবেনা। যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয় তবে বাবাকে এসে জিজ্ঞাসা করো -- বাবা এই কথায় আমার উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন , তখন বাবা বোঝাবেন। যে কোনও কথা প্রথমে মনে আসে। বচনে আসা টাও কর্ম হয়ে গেল। যদি বাচ্চাদের মাতা পিতার আশীর্বাদ চাই তবে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। এইসব বড়ই গুহ্য কথা যে একজনকেই মাতা পিতা বলে সম্বোধন করা হয়। এই ব্রহ্মা যেমন বাবা তেমন বড় মা হন। এবার এই বাবা কাকে মা বলে সম্বোধন করবে ? এই মাতা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা কাকে মা বলবেন ? এই মায়ের তো কেউ মা হতে পারবেনা। যেমন শিববাবার কোনো পিতা নেই , তেমনই ঐনার কোনো মা নেই।

মুখ্য কথা বাচ্চাদের এটাই বোঝান হচ্ছে যে যদি মন, বচন ,কর্ম দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে তাহলে দুঃখ পাবে আর পদ-ব্রষ্ট হবে। সাত্ভা সাহেবের সামনে সাত্ভা থাকতে হবে , ঐনার সাথেও সাত্ভা থাকতে হবে। এই দাদা সার্টিফিকেট দেবেন যে বাবা এই বাচ্চাটি সুপুত্র স্বরূপ। বাবা তো মহিমা গায়ন করেন। যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা আছে তন মন ধন দিয়ে সার্ভিস করে , কখনও কাউকে দুঃখ দেয়না , তারা বাপদাদা এবং মা-য়ের হৃদয়ে স্থান অর্জন করে। ঐনাদের হৃদয়ে স্থান অর্জন করা অর্থাৎ সিংহাসনে বিরাজিত হওয়া। সুপুত্র সন্তানদের সর্বদা এই ভাবনা থাকে যে আমরা সিংহাসনে বিরাজিত হই কিভাবে। এই চিন্তাই থাকে সর্বদা। সিংহাসন তো ক্রম অনুসারে ৮ -টি আছে। তারপরে ১০৮ তারপর ১৬১০৮ টিও আছে , কিন্তু এখন আমরা যেন উঁচু পদ প্রাপ্ত করি। এমন শোভা দেয়না যে দুই কলা কম থাকলেও সিংহাসনে বসবে। সুপুত্র সন্তানরা কঠিন পুরুষার্থ করবে যে আমরা যদি প্রিয় বাবার কাছে সূর্যবংশী হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত না করি তবে কল্প কল্প প্রাপ্ত হবেনা। এখন যদি বিজয় মালায় স্থান অর্জন না হয় তবে কল্প কল্প স্থান প্রাপ্ত হবেনা। এই হল কল্প কল্পের রেস। এখন যদি ক্ষতি হয় তবে কল্প কল্প হতেই থাকবে। পাকা ব্যবসায়ী হল সে , যে শ্রীমৎ

অনুযায়ী মাতা পিতাকে পুরোপুরি ফলো করবে , কখনও কাউকে দুঃখ দেবেনা। তাতেও একনম্বর দুঃখ দেওয়া হল কাম কাটারী চালানো।

বাবা বলেন আচ্ছা যদি কৃষ্ণ ভগবানুবাচ ভাবো , তাহলেও তিনি হলেন নম্বর ওয়ান। ওঁনার কথা অনুসরণ করলেও স্বর্গের মালিক হবে। তারা ভাবে কৃষ্ণ ভগবান শ্রীমৎ দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। আচ্ছা ওঁনার মতানুসারে চল। উনিও বলেছেন কাম হল মহা শত্রু, এই বিকারকে পরাজিত করো। এই সব বিকার গুলিকে পরাজিত করলে তবে কৃষ্ণ পুরীতে আসতে পারবে। এখন কৃষ্ণের কথা তো নয়। কৃষ্ণ হলেন শিশু। তিনি মতামত দেবেন কিভাবে । যখন বড় হয়ে সিংহাসনে বসবেন তখন মতামত দেবেন। মতামত দেওয়ার যোগ্যতা হলে রাজত্ব করবেন তাইনা। এখন শিববাবা তো বলেন আমায় নিরাকারী দুনিয়ায় স্মরণ করো। কৃষ্ণ বলবেন আমায় স্বর্গে স্মরণ করো। তিনিও বলেন কাম হল মহা শত্রু , কাম বিকারকে পরাজিত করো , স্বর্গে বিষ মিলবেনা , তাই বিষ পরিত্যাগ করে পবিত্র হও। এইসব কথা তো কৃষ্ণের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা , মানুষ আমার নাম না দিয়ে সন্তানের নাম লিখে দিয়েছে , কৃষ্ণও তো হল সর্বগুণ সম্পন্ন। কৃষ্ণ বলেছেন গীতায় লেখা আছে কাম হল মহাশত্রু। ওঁনার কথাও কি কেউ মানছে । ওঁনার কথা মত কেউ কি চলছে । ভাবে কৃষ্ণ নিজে এসে বললে তবে আমরা ওঁনার মত-অনুযায়ী চলব ততক্ষণ পরিশ্রান্ত হতেই থাকব। সন্ন্যাসীরা এই রকম বলতে পারেনা যে আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাতে আসি। এই কথা তো কেবল বাবা-ই বলতে পারেন এবং এই কথাটি হল সঙ্গমের। কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগে। ওঁনাকেও এমন যোগ্যতা প্রদান করেছেন যিনি , কেউ তো আছেন তাইনা। তাই শিববাবা নিজে বলেন কৃষ্ণ এবং ওঁনার বংশধরদের এখন আমি স্বর্গে যাওয়ার যোগ্যতা প্রদান করছি। বাবা কতখানি পরিশ্রম করেন যাতে বাচ্চারা স্বর্গে উঁচু পদলাভ করতে পারে। নাহলে শিক্ষিত দের সামনে ভার বহনের কাজ করবে। বাবার কাছে তো সম্পূর্ণ অধিকার নিতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমরা কি এত সুপুত্র হয়েছি ? সুপুত্রও আছে নম্বর অনুযায়ী। উত্তম , মধ্যম, কনিষ্ঠ। উত্তম কখনও লুকিয়ে থাকতে পারবেনা। তাদের হৃদয়ে দয়া থাকবে আমরা যেন ভারতের সেবা করি। সোশ্যাল ওয়ার্কাররাও নম্বর অনুযায়ী থাকে -- উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ। অনেকে অতিরিক্ত লুটে নেয় , বস্তু ইত্যাদি বিক্রি করে দেয়। তাহলে তাদের সুপুত্র সোশ্যাল ওয়ার্কার কিভাবে বলা যাবে ? সোশ্যাল ওয়ার্কার তো অনেকেই নিজেকে বলে কেননা সমাজের সেবা করে। প্রকৃত সেবা একমাত্র বাবা-ই করেন।

তোমরা বলো যে আমরাও হলাম বাবার সঙ্গে রুহানী সার্ভেন্ট। শুধুই সম্পূর্ণ সৃষ্টি নয় বরং তত্ত্ব ইত্যাদিও পবিত্র করি। সন্ন্যাসীরা এইসব তো জানেনা যে তত্ত্ব ইত্যাদি এইসময় তম প্রধান হয়েছে , ইহাকেও সত প্রধান করতে হবে। সত প্রধান তত্ত্ব দ্বারা তোমাদের শরীরও সত প্রধান হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীদের তো কখনও সত প্রধান শরীর হয়না। কারণ রজ প্রধান সময়ে তাদের আগমন হয়। বাবা তো অনেক বোঝান কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। স্মরণে তাদের থাকবে যারা অন্যদের শোনাবে। দান না করলে ধারণা হবেনা। যারা ভালো সার্ভিস করে , তাদের বাপদাদাও গুণগান করেন। এই কথা তো বাচ্চারাও জানে যে সার্ভিসে কে কে খুব তীক্ষ্ণ যাচ্ছে। যারা সার্ভিস করবে তারা হৃদয়ে স্থান অর্জন করবে। সর্বদা মাতা পিতাকে ফলো করতে হবে। তাঁদের সিংহাসনে বিরাজিত হতে হবে। যারা সার্ভিসে থাকবে তারা অন্যদের সুখ প্রদান করবে। নিজের মুখটি আয়নায়ে দেখতে হবে যে বাবার সুপুত্র সন্তান কি হয়েছি ? নিজেও লিখতে পারো যে আমাদের সার্ভিসের এই হল চার্ট। আমি এই রকম সার্ভিস করছি, আপনি নির্ণয় করুন। তাহলে বাবাও জানতে পারবেন। নিজেও জাজ অর্থাৎ

নির্ণয় করতে পারো যে আমি উত্তম, মধ্যম নাকি কনিষ্ঠ শ্রেণীর ? বাচ্চারাও জানে কে মহারথী আর কে পেয়াদা। কেউ লুকিয়ে থাকতে পারবেনা। বাবাকে কর্মের রুটিন চার্ট বা পোতা মেল দিলে বাবাও সাবধান করবেন। পোতা মেল না দিলেও সাবধান বাণী তো প্রাপ্ত হতেই থাকে। এখন যত অধিকার প্রাপ্ত করার ইচ্ছে আছে সেসব পুরোপুরি প্রাপ্ত করো। তারপর বাপদাদার কাছেও সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। এখানে বড় মা বসে আছেন , ওঁনার কাছেও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। ইনি ওয়ান্ডার ফুল মাদার এঁনার কোনো মাদার নেই। যেমন উনি পিতা ওঁনার কোনো পিতা নেই। তারপরে মাম্মা ফিমেল দেব মध्ये এক নম্বর। ড্রামাতে জগদম্বা র গায়ন আছে। সার্ভিস অনেক করেছে। যেমন বাবা সার্ভিস করতে যান , মাম্মা ও গিয়ে সার্ভিস করতেন। ছোট ছোট গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করতেন। সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ছিলেন। বাবার সঙ্গে তো বড় বাবা আছেন , তাই এনাকে বাচ্চাদের সামলাতে হত। সত্যযুগে প্রজা খুব সুখে থাকত। নিজের মহল , গরু, বলদ সবকিছু থাকত। আচ্ছা - বাচ্চারা , খুশীতে থাকো উল্লাসিত করো , কারো বিস্মৃতিতে ও স্মৃতিতে থেকো না কেননা স্মরণ কেবল শিববাবাকে করতে হবে। নিজের শরীরটাও ভুলে যেতে হবে তাহলে অন্যদের আর কিভাবে মনে রাখবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কাউকে বিরক্ত করবেনা। মন-বচন-কর্মের দ্বারা সবাইকে সুখ প্রদান করে বাবার এবং পরিবারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করো।

২) সুপুত্র সন্তান হয়ে ভারতের রুহানী সেবা করতে হবে। দয়ালু হৃদয়ের অধিকারী হয়ে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে হবে। তন মন ধন দ্বারা সেবা করতে হবে। সাস্টা সাহেবের সঙ্গে সাস্টা হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- দিল বা হৃদয় এক দিলারামে বসিয়ে সহজ যোগী হয়ে সর্ব আকর্ষণের প্রতিমূর্তি হও।

ব্যাখা: দিলারামকে হৃদয় দেওয়া অর্থাৎ হৃদয়ে স্থান দেওয়া -- এটাই হল সহজ যোগ। যেখানে মন ও হৃদয় যাবে বুদ্ধিও সেখানেই যাবে। যখন হৃদয় ও বুদ্ধি অর্থাৎ স্মৃতি , সঙ্কল্প, শক্তি সবকিছু বাবাকে সঁপে দিয়েছ , মন বচন কর্ম হয়েছে বাবার তখন অন্য কোনো সঙ্কল্প বা অন্য কোনো রকমের আকর্ষণ উৎপন্ন হওয়ার মার্জিন নেই। স্বপ্নও এই বিষয়ের আধারে আসে। যখন সবই তোমার তখন অন্য আকর্ষণ আসতে পারেনা। ফলে সহজেই সর্ব আকর্ষণের প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান - বাবার সঙ্গে এবং ঈশ্বরীয় পরিবারের সঙ্গে প্রকৃত প্রেম থাকলে সফলতা প্রাপ্ত হতেই থাকবে।

মিষ্টি বাচ্চারা - “পবিত্রতা ছাড়া ভারত স্বর্গ হতে পারে না, তোমাদের জন্য এই শ্রীমৎ যে গৃহস্থ জীবনে থেকেও পবিত্রতার আদর্শ পালন করো , দু’দিকই সামলাও”

প্রশ্ন:- অন্যান্য সংসঙ্গ বা আশ্রমের তুলনায় এখানের কোন্ প্রথাটি অতুলনীয়।

উত্তর:- ওই সব আশ্রমে মানুষেরা গিয়ে থাকে, ভাবে উত্তম সঙ্গ, ঘর পরিবারের ঝামেলা নেই। এম অবজেক্টও কিছু নেই। কিন্তু এখানে তোমরা জীবন্ত হও। তোমাদের ঘর পরিবার ছাড়তে বলা হয় না । বাড়িতে থেকেই তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে, রুহানি সেবা করতে হবে । এই প্রথা অন্যান্য সংসঙ্গে নেই।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । বাচ্চারা জানে যেহেতু বাবাই বোঝান তাই বার - বার শিব ভগবানুবাচ বলতে ভালো লাগেনা। যারা গীতা পাঠ শোনায় তারা বলবে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। সে (কৃষ্ণ) তো এখান হয়েই গেছে । বলে কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিলো , রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। এখানে তোমরা বাচ্চারা বোঝো, শিববাবা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখান, আর কোনো সংসঙ্গ নেই যেখানে রাজযোগ শেখানো হয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজাদের রাজা বানাই। ওরা কেবল বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচঃ মনমনাভব। কখন বলেছিলো ? কেউ বলে ৫ হাজার বছর আগে কেউ বলে খৃষ্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে। ২ হাজার বছর আগে বলে না, কেননা মধ্যের এক হাজার বছরে ইসলাম ও বৌদ্ধরা এসেছিলো। তাহলে খৃষ্টের ৩ হাজার বছর আগে সত্যযুগ ছিলো এটা প্রমাণ হয়ে যায়। আমরা বলি আজ থেকে 5 হাজার বছর আগে গীতার বাণী শোনাতে ভগবান এসেছিলেন এবং দেব-দেবীদের ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। এখন পাঁচ হাজার বছর পর পুনরায় তাঁকে আসতে হয়েছে। এটা হলো পাঁচ হাজার বছরের চক্র। বাচ্চারা জানে বাবা এই ভাবে বোঝাচ্ছেন। দুনিয়াতে অনেক ধরনের সংসঙ্গ আছে, যেখানে মানুষ যায়। কেউ যদি আশ্রমে গিয়ে থাকেও, বলে না যে মা - বাবার কাছে ফিরে যাই বা তাদের কাছ থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, না । কেবল সঙ্গটাই ভালো মনে করে। সেখানে ঘর গৃহস্থের কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু কোনো এম অবজেক্টও নেই। এখানে তোমরা বলো আমরা মাতা পিতার কাছে এসেছি। এটা হলো তোমাদের জীবন্ত অবস্থা। ওখানে লোকেরা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করে। তাই ওখানে গিয়ে গৃহস্থ জীবন যাপন আরম্ভ করে। এখানে সেরকম প্রথা নেই যে বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বসবাস করতে হবে, এটা হতে পারে না। এখানে গৃহস্থ জীবনে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হয় । কুমারী হোক বা অন্য কেউ, সকলকে বলা হয় গৃহে বাস করেও প্রতিদিন এখানে জ্ঞানামৃত পান করতে এসো। জ্ঞান বুঝে অন্যকে বোঝাও।

দুকূলই রাখো। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত দুদিকেই কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। শেষ কালে এখানে থাকো বা ওখানে মৃত্যু অবশ্যস্বাবী। বলে রামও গেলো রাবণও গেলো (রাম, রাবণ এবং তাদের সমগ্র কুটুম্ব পরিবার একে একে চলে গেছে, চিরদিন কেউ এখানে থাকার জন্য আসে না) অর্থাৎ কিনা সকলকে এখানে এসে থাকতে হবে তার মানে নেই। এখানে তো তারাই এসে থাকে যাদেরকে বিকারী বিষের জন্য বাধ্য করা হয়। কন্যাদেরও বাড়িতেই থাকতে হবে। আত্মীয় পরিজনদের সেবা (লৌকিক এবং অলৌকিক) করতে হবে। সমাজসেবক তো অনেক

আছে। গভর্নমেন্টের পক্ষে এতজনকে নিজের সংরক্ষণে রাখা সম্ভব নয়। তারা নিজেদের গৃহস্থ জীবন যাপন করে। কিছু না কিছু সেবাও করে। এখানে তোমাদের রুহানি সেবা করতে হবে। গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, যখন বিকার চরিতার্থ করার জন্য ভীষণ নির্যাতন করে তখন এসে ঈশ্বরীয় শরণ নেয়। এখানে বিষের (বিকারের) জন্য মেয়েরা খুব নির্যাতিত হয়, অন্য কোথাও এইধরনের ঘটনা ঘটেনা। এখানে পবিত্র থাকতে হয়। সরকারও পবিত্রতা চায়। কিন্তু গৃহস্থ জীবন যাপন করেও পবিত্রতা বজায় রাখা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারাই সম্ভব। এটা এমন এক সময় যে সরকারও চায় যাতে জনসংখ্যাও যাতে বেশি বৃদ্ধি না পায়, কারণ দারিদ্র খুব বেশি। তাই চায় যে ভারতে পবিত্রতা থাকুক এবং বেশি সন্তানাদির জন্ম না হোক।

বাবা বলেন - বাচ্চারা পবিত্র হও, তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এই কথাটা তাদের বুদ্ধিতে আসেনা। ভারত আগে পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র হয়েছে। সব আত্মারা নিজেরাও পবিত্র হতে চায়। এখানে দুঃখ অনেক। বাচ্চারা তোমরা জানো যে পবিত্রতা ছাড়া ভারত স্বর্গ হতে পারে না। নরকে দুঃখ আছেই। নরক তো এমন কোনো জায়গা নয়। যেমন গরুড় পুরাণে দেখানো হয়েছে বৈতরণী নদী, যেখানে মানুষ হাবুডুবু খায়। এমন তো কোনো নদী নেই যেখানে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। সাজা গর্ভ কারাগারেই হয়। সত্যযুগে গর্ভ কারাগার হয় না, সেখানে কোনো সাজা নেই। গর্ভ প্রাসাদ হয়। এই সময় পুরো দুনিয়াটাই এক জীবন্ত নরক, যেখানে মানুষ দুঃখী এবং রোগী, একে অন্যকে দুঃখ দিতে থাকে। স্বর্গে এসব কিছু হয় না। বাবা বোঝান, আমি তোমাদের বেহদের পিতা। আমি রচয়িতা অতএব অবশ্যই স্বর্গের নতুন দুনিয়ার রচনা করবো। স্বর্গের জন্য আদি সনাতন দেব - দেবীদের ধর্ম রচনা করবো। বলে - তুমিই মাতা -পিতা.....প্রতি কল্পে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ -শাস্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্যের রহস্য বোঝাচ্ছেন। সম্পূর্ণ আশিক্ষিতদের পড়াচ্ছেন। তোমরা বলতে না! হে ভগবান এসো। পতিতরা তো ওখানে যেতে পারবে না। তাহলে পবিত্র করার জন্য এখানে আসতেই হবে। বাচ্চারা তোমাদের স্মরণ করাচ্ছেন, কল্পের আগেও রাজযোগ শিখিয়েছেন। জিজ্ঞেস করা হয় এর আগে কখনো এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে? বলা হয় - হ্যাঁ ৫ হাজার পূর্বেও আমরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলাম। এই কথাগুলি নতুন। নতুন যুগ, নতুন ধর্ম পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। ঈশ্বর ছাড়া এই দৈবী ধর্ম কেউই স্থাপন করতে পারে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও পারবে না। কারণ তারা নিজেরাই রচিত। স্বর্গের রচয়িতা, মাতা পিতার প্রয়োজন। তোমাদের এখানে গভীর সুখও চাই। বাবা বলেন আমিও রচনা করি। তোমাদেরকেও ব্রহ্মার মুখ দ্বারা আমিই রচনা করেছি। আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজস্বরূপ। কেউ যতই বড়ো সাধু - সন্ত হোক কারো মুখের দ্বারা এটা বেরোবে না। এগুলো হল গীতার শব্দ। কিন্তু যে বলেছে, একমাত্র সে-ই বলতে পারে। দ্বিতীয় কেউ এটা বলতে পারবে না। অন্তর এই যে নিরাকারের পরিবর্তে কৃষ্ণকে ভগবান বলে দেয়, বাবা বলেন আমি পরমধামে থাকা নিরাকার পরমাত্মা এবং মনুষ্য সৃষ্টির বীজস্বরূপ। তোমরাও বুঝতে পারো। সাকার মানুষ নিজেকে বীজরূপ বলতে পারে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও বলতে পারে না। এটা তো জানাই আছে, সকলের রচয়িতা হলেন শিববাবা। আমি দৈবী ধর্মের স্থাপনা করছি। এটা বলারও কারো ক্ষমতা নেই। যতই নিজেকে কৃষ্ণ বলুক, ব্রহ্মা বলুক, শংকর বলুক। অনেকে নিজেকে অবতারও বলে থাকে, কিন্তু সব মিথ্যে। এখানে এসে যখন শুনবে, তখন ভালো করে বুঝতে পারবে যে পিতা হলেন এক এবং অবতারও সেই এক। উনি বলেন আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এ কথা বলারও কারো সাহস নেই। ৫ হাজার বছর পূর্বে গীতার ভগবান শিববাবা বলেছিলেন, যিনি আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন এবং এখন সেটাই করছেন। গীতও আছে

মশাদের মতো আত্মারা গেছে। অতএব বাবা গাইড হয়ে এসে সকলকে মুক্ত করেন। এখন কলিযুগের শেষ, এরপর সত্যযুগ আসবে, তাই বাবা এসে সকলকে পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাবে। এই ধরনের কিছু শব্দ বা বাক্য গীতাতে আছে। তারা মনে করে এই ধর্মের জন্য শাস্ত্র তো চাই, না! তাই গীতা শাস্ত্র তৈরী করেছে। সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি নম্বর ওয়ান মা হল গীতা। কিন্তু নাম পাটে দিয়েছে। এই মুহুর্তে যা মঞ্চস্থ হচ্ছে সেটা বাবা খোড়াই দ্বাপরে লিখবেন!

গীতা পুনরায় একই রকম হবে। নাটকে এই গীতাই আত্মস্থ হয়ে আছে। যেমন কিনা বাবা মানুষদের দেবতায় রূপান্তরিত করছেন, সেরকমই শাস্ত্রও কেও পরে বসে লিখবে। সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র হবে না। বাবা বসে সব বাচ্চাদের চক্রের রহস্য বোঝাচ্ছেন। তোমরা ভাব আমরা এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। আদি সনাতন ধর্ম, দেব-দেবী ধর্মধারীরাই ম্যাক্সিমাম ৮৪ জন্ম নেয়। অন্য মানুষের তো পরে বৃদ্ধি হয়। তারা মোটেই এতো জন্ম নেবে না। বাবা এই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে এই সব বোঝাচ্ছেন। এই যে দাদা (প্রজাপিতা ব্রহ্মা), যার শরীর আমি ধার নিয়েছি, তিনিও নিজের জন্ম রহস্য জানতেন না। ইনি হলেন ব্যক্ত-প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আর উনি অব্যক্ত। যদিও দু'জনেই একই। তোমরাও এই জ্ঞানের দ্বারা সুক্ষ্মলোকনিবাসী ফরিস্তা তৈরী হচ্ছে। সুক্ষ্মলোকনিবাসীদের ফরিস্তা বলা হয় কারণ তাদের হাড়-মাংস হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করদের হাড়-মাংস নেই তাহলে তাদের ছবি কি করে বানানো হবে। শিবেরও ছবি বানায়। কিন্তু তিনি তো ষ্টার। তাঁরও রূপ নির্মাণ করা হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর হলেন সুক্ষ্ম। যেমন মানুষের ছবি তৈরী করে, সেরকম শঙ্করের বানাতে পারে না কেননা তাঁর হাড়-মাংসের শরীরই নেই। আমি তো বোঝানোর জন্য এইরকম স্থূল চিত্র বানাই, কিন্তু তোমরা দেখো যে সে সুক্ষ্ম। আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে মাতা-পিতা, পরমপিতা ও বাবার ভালোবাসা ও গুডমর্নিং। অলৌকিক পিতার অলৌকিক বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

রাত্রিকালীন ক্লাস -১৩-৭-৬৮

মানুষ দুটি জিনিস অবশ্যই চায়। এক হলো শান্তি এবং দ্বিতীয় হল সুখ। বিশ্বের শান্তি বা নিজের শান্তি। বিশ্বের জন্য বা নিজের জন্য সুখের জন্যই মানুষের আকাঙ্ক্ষা। তাহলে জিপ্তোস করতে হয় এখন যদি শান্তি চায় তাহলে নিশ্চয় আগে কখনো শান্তি ছিলো। কিন্তু সেটা কবে কখন ছিল, অশান্তি হলই বা কেন, এটা কেউ জানেনা কেননা ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। বাচ্চারা তোমরা জানো এবং শান্তি ও সুখের জন্য খুব ভালো পথ দেখাও। তারা খুব খুশি হয়। কিন্তু যখন শোনে পবিত্র থাকতে হয়, হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই বিকার হলো সকলের শত্রু, আবার সকলের প্রিয়ও। বিকার ছাড়তে বললে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। এর নামই হল বিষ। কিন্তু তবুও ছাড়েনা। তোমরা কত চেষ্টা করতে থাকো, কিন্তু তাও তারা হার মেনে নেয়। পুরো ব্যাপারটাই হল পবিত্রতার। এতে অনেকে ফেল করে যায়। কোনো কন্যা দেখল তো আকর্ষণ অনুভব করে, ক্রোধ, লোভ বা মোহের আকর্ষণ হয় না। কামই হল মহাশত্রু। এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করা, মহাবীরের কাজ। দেহ-অভিমানের পরে প্রথমে যেটা আসে, তা হল কামই। এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। যারা পবিত্র তাদেরকে অপবিত্র কাম মানুষেরা প্রণাম জানায়। বলে আমরা বিকারী, আপনি নির্বিকারী। এমন বলে না যে আমরা ক্রোধী, লোভী ইত্যাদি। পুরোটাই বিকারের ব্যাপার। বিবাহও করে বিকারের জন্য, বাপ মায়েরাও ছেলে মেয়ের বিবাহের নিয়ে চিন্তিত থাকে। বড়ো হয়ে গেলে পয়সাও দেবে, বিকারের দিকেও যাবে।

বিকারে না গেলে ঝামেলা লেগে যাবে। বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে এরা (দেবতারা) সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। তোমাদের কাছে এম অবজেক্ট সামনে আছে। তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজাদেরও রাজা হতে হবে। চিত্র সামনেই আছে।

এটাকে সৎসঙ্গ বলা হয় না। পাঠশালা। সৎসঙ্গ তো সেখানে নেই। সত্যিকারের সৎসঙ্গ, সত্যের সঙ্গ তখন হয় যখন সামনে বসে রাজযোগ শেখানো হয়। সত্যের সঙ্গ চাই। উনিই গীতা অর্থাৎ রাজযোগ শেখান। বাবা কোনো গীতা শোনান না। মানুষ ভাবে যেহেতু নাম গীতাপাঠশালা তাই ওখানে নিশ্চয় গীতা পাঠ হয়। এত টান তার প্রতি। এটাই হল সত্যিকারের গীতাপাঠশালা, যেখানে এক সেকেন্ডে সদগতি, হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ এবং হ্যাপিনেস পাওয়া যায়। তাহলে জিঞ্জেস করুক সত্যিকারের গীতাপাঠশালা কেন লেখা হয়? কেবল গীতাপাঠশালা লেখাটাই কমন হয়ে যায়। সত্যিকারের শব্দটি চোখে পড়লে আকর্ষণ হতে পারে যে তাহলে কোথাও মিথ্যেও থাকতে পারে! তাই সত্যিকারের শব্দটি লিখতে হয়। সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া এবং কলিযুগকে পতিত দুনিয়া বলা হয়। সত্যযুগে এরা পবিত্র ছিল। কি করে তা হতে হয় তাই শেখানো হচ্ছে, বাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা পড়াচ্ছেন। আর তা না হলে পড়াবেনই বা কি ভাবে! এই যাত্রার বিষয়ে তারাই বুঝতে পারবে যারা আগের কল্পেও বুঝেছিল। ভক্তি মার্গের পাঁকে ফেঁসে আছে। ভক্তির চাকটিক্য খুব বেশি। কিন্তু এটা কোনো ব্যাপারই নয়। কেবল স্মৃতিতে রেখো – এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। পবিত্র হয়ে যেতে হবে। এবং তার জন্য স্মরণে থাকতে হবে। যে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানায়, তাঁকে স্মরণ করতে পারবে না? আসল কথা এটাই। সকলেই বলে এতেই পরিশ্রম আছে। বাচ্চারা ভালো ভাষণ দেয়, কিন্তু যোগ যুক্ত থেকে বোঝালে আরো ভালো প্রভাব পড়বে। স্মরণের দ্বারা তোমরা শক্তি পাও। সত্যোপধান হলে সত্যোপধান বিশ্বের মালিক হবে। স্মরণ কে কি ধ্যান করা বলবে? আধ ঘন্টা ধ্যানে বসে ছিলাম, এটা ভুল। বাবা শুধু বলেন স্মরণে থাকো। সামনে বসে শেখানোর প্রয়োজন নেই। বেহদের বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো কেননা তিনি অনন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান দেন। স্মরণে থাকলে খুশির পারদ চড়তে থাকে। অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়। বাবা বলেন তোমাদের এই জীবন অত্যন্ত মূল্যবান, একে সুস্থ রাখবে। যত বাঁচবে ততই ঐশ্বর্যশালী হবে। তখনই সম্পূর্ণ খাজানা প্রাপ্ত হবে, যখন আমরা সত্যোপধান হব। মুরলী থেকেও শক্তি পাবে। তলোয়ারে যেমন ধার থাকে! তোমাদের মধ্যেও যখন স্মরণের ধার পড়বে, তখন তলোয়ার ধারালো হবে। জ্ঞানে এত ধার থাকে না তাই কারো উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। পুনরায় তাদের কল্যাণের জন্য বাবাকে আসতে হয়। যখন তোমরা স্মরণকে শক্তিশালী করবে তখন আচার্য, বিদ্বান ইত্যাদিদের ভালো তীর লাগবে। তাই বাবা বলেন চার্ট রাখো। অনেকে বলে বাবাকে তো স্মরণ করি কিন্তু মুখ সরে না (বোঝানোর জন্য)। বাচ্চারা তোমরা স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আচ্ছা – বাচ্চাদেরকে গুড নাইট।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) বাড়িতে থেকেও অলৌকিক সেবা করতে হবে। পবিত্র হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে।
- ২) এই জীবন্ত নরকে থেকেও বেহদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবে না।

বরদান :- একমাত্র 'বাবা' শব্দের স্মৃতির দ্বারা দুর্বলতা শব্দের সংহারকারী সমর্থ আত্মা ভব

যখন কোনো দুর্বলতার বর্ণনা করো, তা সংকল্পের হোক, কথার হোক বা স্বভাব সংস্কারের, তো এটাই বলে থাকো যে আমার নিজের চিন্তা ধারা এটাই বলে বা আমার সংস্কারই এরকম। কিন্তু যা বাবার সংকল্প তাই আমারও। সমর্থের লক্ষণই হল বাবার সমান । তো সংকল্প,বাণী এবং প্রত্যেকটি কাজেই বাবা শব্দ যেন ন্যাচারাল হয় এবং কর্ম করতে -করতে, করাবনহারের (যিনি করানোর মালিক) স্মৃতি থাকলে বাবার সামনে মায়া অর্থাৎ দুর্বলতা আসতে পারবে না।

স্লোগান :- যে গান্ধীর বৈশিষ্ট্য ধারী, সে সব কাজে স্বতঃ সিদ্ধি প্রাপ্ত করে।

সঙ্গমযুগের ঈশ্বরীয় ফল খেয়ে তোমাদের সর্বপ্রাপ্তি

আজ বাপদাদা তাঁর বাচ্চাদের সংগঠনে এসেছেন, নিজের সর্ব স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ন দিতে, মিলনোৎসব পালন করতে, স্নেহের প্রত্যক্ষ ফল এবং স্নেহের ভাবনার শ্রেষ্ঠ ফল দিতে। ভক্তিতেও ভক্ত-আত্মার রূপে তোমাদের স্নেহ আর ভাবনা ছিল, তোমরা ভক্তরূপে ভক্তি করেছিলে কিন্তু তোমাদের শক্তি ছিলনা। স্নেহ ছিল কিন্তু পরিচিতি বা শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ ছিলনা। তোমাদের স্নেহের ভাবনা ছিল কিন্তু অল্পকালের কামনা ভরা ভাবনা ছিল। এখনও স্নেহ আর ভাবনা আছে কিন্তু কাছের সম্বন্ধের আধারে। সর্বাধিকারী হওয়ার শক্তির এবং অনুভবের অথরিটিরও শ্রেষ্ঠ ভাবনা আছে। ভিত্তিহীন ভাবের ভাবনা পরিবর্তন করে, সম্বন্ধ পরিবর্তন করে তোমাদের সর্বাধিকারী হওয়ার নিশ্চয় এবং নেশা হয়ে গেছে। এইরকম সদা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হয়েছে। সবাই তোমরা প্রত্যক্ষ ফললাভের অনুভাবী আত্মা হয়েছ ? প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে দেখেছ তোমরা ? অন্য ফল তো তোমরা সত্যযুগেও পাবে, আর এখন তো কলিযুগের অনেক ফল খেয়েছ। যেমনই হোক, সঙ্গমযুগের ঈশ্বরীয় ফল, প্রত্যক্ষ ফল যদি না খাও তবে সারা কল্পে আর খেতে পাবেনা। বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা ঈশ্বরীয় ফল, অবিনাশী ফল, সর্বশক্তি, সর্বগুণ, সর্ব সম্বন্ধের স্নেহের রসালো ফল খেয়েছ ? তোমরা সবাই এটা খেয়েছ নাকি কেউ বাকি থেকে গেছে ? এটা ঈশ্বরীয় জাদুর ফল। যখন তোমরা এই ফল খাও তখন লোহা থেকে সোনাতেই শুধু পরিবর্তিত হও না, বরং আরও কিছু বেশি, হিরেতে পরিণত হও। এই ফল দ্বারা যে সঙ্কল্পই করো তা' প্রাপ্ত হতে পারে। এটা অবিনাশী ফল অবিনাশী প্রাপ্তি। যারা এইরকম প্রত্যক্ষ ফল খায় তারা সদাই মায়ার রোগ থেকে সুস্থ থাকে। দুঃখ অশান্তি এবং সর্ববিঘ্ন থেকে সদা দূরে থাকার অমর ফল তোমরা লাভ করেছ। বাবার হওয়ার সাথে সাথে তোমরা এই শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত করো।

আজ, যে বিশেষ পাণ্ডব সেনারা এসেছে, বাপদাদা তাদের দেখে পুলকিত হন। এর সাথে ব্রহ্মা বাবার সমান সাথীদের সঙ্গে সদা পার্টি এবং পিকনিক করা হয়। সুতরাং, আজ, এই ঈশ্বরীয় ফল দিয়ে তোমরা পিকনিক করছ। লক্ষ্মী -নারায়ণও এমন পিকনিক করবেন না। ব্রহ্মাবাবা এবং ব্রাহ্মণদের এটা অলৌকিক পিকনিক। ব্রহ্মাবাবা তাঁর সমান সাথীদের (হমজিঙ্গ) দেখে খুশি হন। যতই হোক, তোমাদের প্রকৃত হমজিঙ্গ (সমান) হতে হবে। যারা প্রতি পদক্ষেপে ফলো ফাদার করে, তারা সমান সাথী অর্থাৎ হমজিঙ্গ। এইরকম হমজিঙ্গ হয়েছে, তাই না ? নাকি এখনও ভাবছ কি করবে, কিভাবে করবে। তোমরা ভাবনা করো নাকি অন্যকে সমান বানাও ? তোমরা সেকেন্ডে সওদা করো নাকি এখনো ভাবার সময় চাই ? সওদা করে এসেছ নাকি সওদা করতে এসেছ ? পারমিশন কে প্রাপ্ত করেছে ? সবাই তোমরা ফর্ম ভরেছিলে ? নাকি ছোট ছোট ব্রাহ্মণীদের মিষ্টি কথা বলে চলে এসেছ ? এইভাবে তোমরা অনেক মিষ্টি মিষ্টি গল্প বলো। সবার মনের পরিচ্ছন্নতা এবং চাতুরী বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায়। নিয়মানুগ অভ্যাসের দ্বারা সওদা করে এখানে আসতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ এখনো সওদা করতেই মধুবনে আসে। এখানে আসার আগে সওদা করার পরিবর্তে, তারা এখানে সওদা করতে আসে এবং এই কারণে বাপদাদা কোয়ালিটিতে কোয়ালিটি দেখেন। কোয়ালিটির বিশেষত্ব এর নিজের এবং কোয়ালিটির বিশেষত্বও এর নিজের। দুটোই প্রয়োজন। পুষ্পসুন্দর সুন্দর কেননা রঙবেরঙের নানাপ্রকার ফুলে সাজানো। যদি পাতা না থাকে তবে ফুলের স্ববকও শোভনীয়

হবেনা । অতএব, তোমরা সবাই হ'লে বাপদাদার ঘরের শৃঙ্গার, সবার মুখ থেকে 'বাবা' শব্দ তো বার হয় । বাচ্চারা ঘরের শৃঙ্গার হয় । এখনও দেখ ওম্ শান্তি ভবনের এই হল তোমরা সব বাচ্চাদের আসার কারণে কত সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে ! সুতরাং, ঘরের শৃঙ্গার, বাবার শৃঙ্গার তোমরা সদা জ্বলজ্বল করতে থাকো । কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ালিটিতে পরিবর্তিত হয়ে যাও । বুঝেছ তোমরা ? আজ শুধু মিলনের দিন ছিল তবুও ব্রহ্মাবাবার, তোমরা সব হমজিমদের পছন্দ হয়ে গেছে, এইজন্য তোমাদের সাথে পিকনিক করলেন । আচ্ছা ।

সদা ঈশ্বরীয় ফল খাওয়ার অধিকারী, সদা ব্রহ্মাবাবা সমান সেকেন্ডে সওদা করে, প্রতি কর্মে কর্মযোগী, ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে, এমন বাবা সমান বিশেষ আত্মাদের, চতুর্দিকের কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার (অধরকুমাদের সাথে):-

১) নিজেদের সারা বিশ্ব কোটির মুষ্টিমেয়'র মধ্যে আমরা -এইরকম সদা অনুভব করো ? যখনই এই কথা শোনো কোটির মধ্যে কিছু আর কিছুর মধ্যেও কেউ তখন তাদের মধ্যে নিজেকে মনে করো ? যখন প্রতি কল্পে পার্ট হুবহু রিপিট হয়, তখন সেই রিপিট হওয়া পার্টে প্রতি কল্পে তোমরাই বিশেষ হবে, তাই না ! এইরকম অটল বিশ্বাস থাকতে হবে । সদা নিশ্চয় বুদ্ধি সব বিষয়ে নিশ্চিত থাকে । নিশ্চয়ের লক্ষণ নিশ্চিত হওয়া । সমস্ত চিন্তা এখন সমাপ্ত । বাবা সমস্ত চিন্তার চিতা থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তাই না ! চিন্তার চিতা থেকে উঠিয়ে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়েছেন । বাবার প্রতি ভালোবাসার নিষ্ঠা তোমরা বিকশিত করেছ আর সেই ভালোবাসার আধারে নিষ্ঠার অগ্নিতে অর্থাৎ ভালোবাসার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে সব চিন্তা এমনভাবে সমাপ্ত হয়েছে যেন এটা ছিলই না । এক সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই না ! এইরকম নিজেকে শুভচিন্তক আত্মা অনুভব করো ? কখনো চিন্তা থাকেনা তো ! না তনের চিন্তা, না মনে কোনো ব্যর্থ চিন্তা আর না ধনের চিন্তা, কারণ তোমাদের তো খেতে প্রয়োজন শুধু ডাল আর রুটি এবং বাবার গুণ গাওয়া । ডাল রুটি তো অবশ্যই পাবে । সুতরাং, না ধনের চিন্তা, না মনের দুশ্চিন্তা আর না তনের কর্ম ভোগের চিন্তা কারণ তোমরা জানো যে এটা অস্তিম জন্ম এবং অস্তিম সময় । সবকিছু এই সময়েই চুকিয়ে দিতে হবে, এইজন্য সদা শুভচিন্তক হও । কি হবে এমন কোনো চিন্তা তোমরা রেখোনা । তোমরা এখন জ্ঞানের শক্তি দিয়ে সবকিছু জেনে গেছ আর সব যখন জেনেই গেছ তখন 'কি হবে' এই কোশ্চেন সমাপ্ত । কারণ তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে, যা হবে তা' সবচেয়ে ভালো হবে । সুতরাং, সদা শুভচিন্তক, সদা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে সমস্ত চিন্তার উর্ধ্বে নিশ্চিত আত্মা হও । এটাই তো জীবন । জীবনে যদি নিশ্চিত না থাকো তবে সেই জীবনই কি ! এইরকম শ্রেষ্ঠ জীবন অনুভব করছ ? পরিবারের চিন্তাও নেই, তাই তো ? সব আত্মা নিজের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দিচ্ছে আর বানিয়েও নিচ্ছে । তাহলে তোমরা কোনকিছু কেন চিন্তা করবে ! কোনো চিন্তা নেই । আগে তোমরা চিতায় জ্বলছিলে, এখন বাবা অমৃত ডেলে জ্বলন্ত চিতা থেকে মরজীবা বানিয়েছেন । কামাগ্নি থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন । যেমন বলা হয় ঈশ্বর মৃতের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন । সুতরাং, বাবা তোমাদের অমৃত পান করিয়ে অমর বানিয়ে দিয়েছেন । তোমরা মরা লাশের মতো ছিলে, আর এখন দেখ, তোমরা কি হয়েছে ! লাশ থেকে মহান হয়ে গেছ । আগে তোমাদের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ জীবন বলে কিছু ছিলনা সেইজন্য তোমাদের মৃতবৎ-ই তো বলা হবে, তাই না ! আরও দেখ তোমরা ভাষা কিরকম বলতে ! অজ্ঞানী লোকেরা বলে, মরে

যাও ! অথবা বলে আমি মরে গেলে ভালো হতো । এখন তো তোমরা মরজীবা হয়ে গেছ, বিশেষ আত্মা হয়েছ । তোমরা এই খুশিতেই আছ, তাই না ? জ্বলন্ত চিতার বদলে তোমরা অমর হয়ে গেছ । এটা কোনো ছোট ব্যাপার না ! আগে শুনে থাকবে ভগবান মৃতকেও বাঁচিয়ে দেন, কিন্তু জানতে না, তিনি এটা কিভাবে করেন । এখন বুঝতে পারো তোমরা নিজেরাই বেঁচে গেছ । সুতরাং, সদা নেশা আর খুশিতে থাকো ।

টিচারদের সাথে :- সেবানারীদের বিশেষত্ব কি ? সেবানারী অর্থাৎ চোখ খোলার সাথে সাথে বাবার সঙ্গে সদা বাবা সমান হওয়ার স্থিতি অনুভব করা । তোমরা যারা অমৃতবেলার গুরুত্ব জানো তারা বিশেষ সেবানারী । বিশেষ সেবানারীদের মহিমা হলো তারা বিশেষ বরদানের সময়কে জানে এবং বিশেষ বরদান অনুভব করে । যদি অনুভব না হয় তবে তোমরা সাধারণ সেবানারী, বিশেষ নও । বিশেষ সেবানারী হতে হলে এই বিশেষ অধিকার নিয়ে বিশেষ হতে পারো । যারা অমৃতবেলার এবং তাদের সঙ্কল্পের, সময়ের, সেবার মহত্ব সম্পর্কে অবহিত, তারাই বিশেষ সেবানারী হয়ে থাকে । সুতরাং, এই মহত্বকে জেনে নিজেও মহান হও এবং অন্যকেও এর মহত্ব বুঝিয়ে, অনুভব করিয়ে মহান বানাও । আত্মা - ওম্ শান্তি ।

পার্সোনাল অব্যক্ত মহাবাক্য

সবকিছু সময়োপযোগী বানাও এবং সফলতা মূর্ত হও

ব্রহ্মাবাবা যেমন নিশ্চয়ের এবং রহস্য নেশার আধারে পূর্ব নির্ধারিত তাঁর নিশ্চিত ভবিষ্যতের জ্ঞাতা হয়ে সেকেন্ডে সবকিছু সফল করেছিলেন ; নিজের জন্য কোনকিছু রাখেননি, তাঁর যা কিছু ছিল সব সফল করেছিলেন । যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমরা দেখেছিলে, অন্তিম দিনেও তন দ্বারা পত্র লিখে সেবা করেছিলেন, মুখ দ্বারা মহাবাক্য বলেছিলেন । এমনকি তাঁর অন্তিম দিনেও সময়, সঙ্কল্প, শরীরকে সফল করেছিলেন । সময় অনুযায়ী কিছু উপযোগী করার অর্থই হলো শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কিছু সফল করা । এইভাবে যারা সবকিছু সময়ের উপযোগী বানায় তারা স্বতঃই সফলতা প্রাপ্ত করে । সফলতা প্রাপ্ত করার বিশেষ আধার হলো প্রতি সেকেন্ড, প্রতিটা শ্বাস, সকল ঐশ্বর্য ভান্ডার সফল করা । সঙ্কল্প, বোল, কর্ম, সম্বন্ধ সম্পর্ক যাতেই তুমি সফলতা অনুভব করতে চাও, নিজের প্রতি বা অন্য আত্মাদের প্রতি সফল করতে থাকো । কোনকিছু ব্যর্থ হতে দিওনা, অটোমেটিক্যালি সফলতার খুশির অনুভব করতে থাকবে কারণ সফল করা অর্থাৎ বর্তমানের সফলতা মূর্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য জমা করা ।

সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য সমর্পণ ভাব আর নিশ্চিত স্থিতি প্রয়োজন । সামান্যতম আশঙ্কিতাবও সেবায় যেন মিশে না যায় । কোনও বিষয়ে চিন্তা না হয় কারণ যারা চিন্তা করে তাদের সময়ও নষ্ট হয়, এনার্জিও ব্যর্থ হয় এবং কাজও পন্ড হয় । অর্থাৎ তারা যে কাজের জন্য চিন্তা করে সেই কাজই বিগড়ে যায় । দ্বিতীয়ত, সদা সফলতা মূর্ত হওয়ার সাধন হলো, এক বল এক ভরসা । নিশ্চয় সদাই নিশ্চিত বানায় । যারা নিশ্চিত স্থিতির তারা যে কাজই করবে তাতে অবশ্যই সফল হবে । ব্রহ্মাবাবা যেমন দূত সঙ্কল্পের দ্বারা সর্বকার্যে সফলতা প্রাপ্ত করেছেন । দূততা সফলতার আধার হয়েছিল । এইরকম ফলো ফাদার করো । সমস্ত ঐশ্বর্য ভান্ডার, গুণ এবং সর্বশক্তিকে কার্যে লাগালে সেই সবকিছুই বৃদ্ধি পাবে । সাশ্রয় করার বিধি এবং জমা করার বিধি যদি নিজের করে নিতে পারো তবে ব্যর্থতার খাতা নিজে থেকেই পরিবর্তন হয়ে সফল হয়ে যাবে । বাবা দ্বারা যা ধনভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে তা দান

করো, কখনো স্বপ্নেও ভুল করে ঈশ্বরীয় প্রাপ্তি বা উপহারকে নিজের মনে কোরোনা। এই গুণ আমার, শক্তি আমার, এই আমিত্বভাব আসার অর্থ ঈশ্বরের ভান্ডার খুইয়ে ফেলা। নিজের ঈশ্বরীয় সংস্কারকেও যদি সম্যোপযোগী করে তুলতে পারো তবে ব্যর্থ সঙ্কল্প নিজে থেকেই চলে যাবে। ঈশ্বরীয় সংস্কারকে বুদ্ধির লকারে রেখোনা। কাজে লাগাও, সফল করো। কিছু সফল করা অর্থাৎ সাশ্রয় করা বা সেটা বাড়ানো। মম্বা দ্বারা, তোমার বাণী দ্বারা, তোমার সম্পর্ক -সম্বন্ধে, তোমার কর্মে, নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্গতে, নিজের অতি শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা সফল করো। সফল করাই সফলতার চাবি। তোমার কাছে সময় এবং সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠ ভান্ডার আছে। সুতরাং, "কম খরচে বিশিষ্ট মহিমাম্বিত" বানানোর বিধি দ্বারা এই সবকিছু সফল করো। সঙ্কল্পের খরচ কম হতে পারে কিন্তু প্রাপ্তি হতে হবে বেশি। সাধারণ ব্যক্তি যা দু'চার মিনিট সঙ্কল্প করার পরে বা ভাবনার পরে সফলতার প্রাপ্তি করতে পারে তোমরা তা এক দু'সেকেন্ডে করতে পারো। একইভাবে তোমার বাণী এবং কর্ম, কম খরচ এবং অধিক সফলতা হলে তখনই লোকে তোমাদের চমৎকারিত্বের গীত গাইবে। সুতরাং, তোমাদের কাছে যে প্রপাটিই আছে, সময়, সঙ্কল্প, শ্বাস, তন- মন -ধন সবকিছু সম্যোপযোগী বানাও। সেইসব ব্যর্থ হতে দিওনা, আর নাই সামলে রাখো প্রয়োজনের সময় লাগবে ভেবে। জ্ঞান ধন, শক্তির ধন, গুণের ধন সবসময় আমিত্ব ভাব থেকে পৃথক হয়ে সফল করলে জমা হতে থাকবে। সফল করা অর্থাৎ শতগুণে সফলতার অনুভব করা।

এই ব্রাহ্মণ জীবনে -

★ যারা সময়কে সফল করে তারা সময়ের সফলতার ফলস্বরূপ রাজ্যভাগ্যের ফুল টাইম অর্থাৎ পূর্ণ সময় রাজ্য -অধিকারী হয়।

★ যারা শ্বাস সফল করে, তারা অনেক জন্ম সদা স্বাস্থ্যবান থাকে। চলতে চলতে কখনো না তাদের শ্বাস বন্ধ হবে, না তাদের হার্ট ফেলিওর হবে।

★ যারা জ্ঞানের ভান্ডার সফল করে, তারা এমন অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ হয়ে যায় যে ভবিষ্যতে উপদেষ্টাদের থেকে পরামর্শ করার দরকার পড়েনা, নিজেই বিচক্ষণ হয়ে তাদের রাজ্য শাসন করে।

★ যারা সর্বশক্তির ভান্ডার সম্যোপযোগী বানায় অর্থাৎ সেই সব শক্তি কার্যে ব্যবহার করে সে সর্বশক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। তাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যে তাদের কোনও শক্তির অভাব হয়না। সর্বশক্তি স্বতঃই অখন্ড, অটল, নির্বিল্ল কার্যের সফলতার অনুভব করায়।

★ যারা সর্বগুণের ভান্ডার সফল করে, তারা এমন গুণমূর্ত হয় যে এই লাস্ট সময়ও তাদের জড় চিত্র 'সর্বগুণ সম্পন্ন দেবতা' রূপে মহিমা হয়।

★ যারা স্থূল ধনের ভান্ডার সফল করে তাদের ২১ জন্মের জন্য শ্রীবৃদ্ধি (মালামাল) হতে থাকবে। সুতরাং, সফল করো এবং সফলতা মূর্ত হও। আচ্ছা।

বরদান:- 'আমার' কে 'তোমার' করে পরিবর্তনের দ্বারা সদা হাল্কা থেকে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

চলতে ফিরতে সদা এই স্মৃতিতে থাকো, "আমি ফরিস্তা" । ফরিস্তাদের স্বরূপ কি, বোল কি, কর্ম কি, সদা সেইসব স্মৃতিতে থাকতে হবে, কারণ তোমরা যখন বাবার হয়ে গেছ তো সবকিছু "মেরা সো তেরা "অর্থাৎ যা কিছু আমার তা' সবই তোমার করে দিয়ে হাল্কা (ফরিস্তা) হয়ে গেছ । এই লক্ষ্যকে সদা সম্পন্ন করার জন্য শুধুমাত্র একটাই শব্দ স্মরণে রাখো "সবকিছু বাবার, আমার কিছু নয় " । যেখানেই 'আমার ' শব্দ আসবে সেখানে এখন 'তোমার ' বলো, তবে আর কোনো বোঝা অনুভব হবে না, সদা উড়তি কলায় উড়তে থাকবে ।

স্লোগান:- বাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ (বলিহার)করার হার (কন্ঠমালা)পরে নাও, তাহলেই মায়ার কাছে হার (পরাজিত) হবেনা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই হলো সঙ্গম যুগ, যখন আত্মা আর পরমাত্মার সঙ্গম (মিলন) হয়, সত্গুরু এক বারই এসে বাচ্চাদের সত্য জ্ঞান দিয়ে সত্য বলতে শিখিয়ে দেন"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের অবস্থা এক নম্বর থাকে ?

উত্তর :- যার বুদ্ধিতে থাকে, এই সবকিছুই বাবার । প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে থাকা, সম্পূর্ণ ত্যাগী বাচ্চাদের অবস্থা এক নম্বর থাকে । এই যাত্রা লম্বা তাই উঁচু বাবার উঁচু মত নিতে হবে ।

প্রশ্ন :- মুরলী শোনার সময় কোন্ বাচ্চারা অপার সুখে ভাসতে থাকে ?

উত্তর :- যারা ভাবে, আমরা শিব বাবার মুরলী শুনছি । এই মুরলী শিববাবা ব্রহ্মাতনের সাহায্যে শুনিয়েছেন । আমাদের অতি প্রিয় বাবা আমাদের সর্বদা সুখী, মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য এই মুরলী শোনাচ্ছেন । মুরলী শুনতে শুনতে এই স্মৃতিতে থাকলে সুখে ভাসতে থাকবে ।

গীত :- প্রীতম ..এসে মিলিত হও

ওম শান্তি । এই দুঃখী হৃদয় তো দুঃখধামেই হয় । সুখী জীব আত্মারা সুখধামে থাকে । সমস্ত ভক্তদের প্রীতম একজনই, যাঁকেই স্মরণ করা হয় । তাঁকে প্রীতম বলা হয় । যখন দুঃখ হয় তখন তাঁকে স্মরণ করা হয় । এইকথা কে বসে বোঝান ? সত্যিকারের প্রীতম যিনি । সত্য বাবা, সত্য প্রীতম এবং সত্য সত্গুরু সব প্রীতমই এক তিনিই । কিন্তু প্রীতম কখন আসেন, তা কেউই জানে না । প্রীতম নিজে এসেই তাঁর ভক্তদের, তাঁর বাচ্চাদের বলেন, আমি এই সঙ্গম যুগেই একবার আসি । আমার আসা যাওয়ার যে সময়, তাকে সঙ্গম বলা হয় । অন্য সকল আত্মা তো অনেকবার জন্ম মরণ চক্রে আসে, আমি কিন্তু একবারই আসি । আমি সেই এক সত্গুরু । বাকি গুরু তো অনেকই আছে । তাঁদের সৎগুরু বলা হবে না কারণ তাঁরা সত্য বলেন না, তাঁরা সত্য পরমাত্মাকে জানেনই না । যারা সত্যকে জেনে যায়, তারা সবসময় সত্য বলেন । এই সত্গুরু হলেন সত্য বলা প্রকৃত সত্গুরু । সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক নিজে এসেই বলেন, আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি । আমার সময় ঠিক এতটাই, যে সময় আমি আসি । আমি পতিতদের পবিত্র করেই যাই । যখন থেকে আমার জন্ম হয়েছে, তখন থেকে আমি সহজ রাজযোগ শেখাতে আরম্ভ করি, তারপর যখন শিখিয়ে সম্পূর্ণ করি তখন এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায় আর আমি চলে যাই । আমি এই সময়ই এসে থাকি । শাস্ত্রে তো কোনো কোনো কথাই বলা নেই । শিববাবা কখন জন্ম নেন, কতদিন ভারতে থাকেন, এইকথা স্বয়ং বাবা বসেই বলেন যে আমি এই সঙ্গমেই আসি । সঙ্গম যুগের আদি এবং সঙ্গম যুগের অন্ত হলো আমার আসার আদি এবং যাওয়ার অন্ত । বাকি মধ্য সময়ে আমি বসে রাজযোগ শেখাই । বাবা নিজে এসেই বলেন, আমি এনার বাণপ্রস্থ অবস্থায় আসি -- অন্য দেশে, অন্য শরীরে, তাহলে তো অতিথিই হলাম, তাই না । আমি এই রাবণের দুনিয়ায় অতিথি । এই সঙ্গম যুগের মহিমা জবরদস্ত । বাবা এইসময় আসেনই রাবণ রাজ্যের বিনাশ করে রামরাজ্যের স্থাপনা করতে । শাস্ত্রে অনেক গল্পকথা লিখে দিয়েছে । রাবণকে মানুষ পুড়িয়ে এসেছে । সম্পূর্ণ সৃষ্টি এইসময় যেন লঙ্কার মতো । কেবল শ্রীলঙ্কাকেই লঙ্কা বলা হবে না । এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিই রাবণের থাকার স্থান বা শোকবাটিকা ।

সকলেই এখন দুঃখী। বাবা বলেন, আমি একে অশোক বাটিকা বা স্বর্গ বানাতে এসেছি। এই স্বর্গে তো এতসব ধর্ম থাকে না। সেখানে একটিমাত্র ধর্ম ছিলো যা এখন আর নেই। এখন আবার তোমাদের দেবতা করার জন্য নতুন করে রাজযোগ শেখাচ্ছি। সকলেই তো এই রাজযোগ শেখে না। আমি এই ভারতেই আসি। এই ভারতই স্বর্গ হয়। খৃষ্টানরাও স্বর্গকে মানে। তারা বলে, তিনি স্বাবর্কিগের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে গেছেন। গড ফাদারের কাছে গেছেন। কিন্তু তারা স্বর্গকে খোড়াই বুঝতে পারে। স্বর্গ হলো আলাদা জিনিস। তাই বাবা বোঝান, আমি কখন এবং কিভাবে আসি। আমি এসেই তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাই। ত্রিকালদর্শী আর কেউই হয় না। এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে একমাত্র আমিই জানি। এখন এই কলিযুগের বিনাশ হবে। তার নমুনাও দেখা যাচ্ছে। সময় হলো সেই সঙ্গম যুগ। একেবারে সঠিক সময় কিছুই বলা যাবে না। বাকি সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে। বাম্বারা যখন এই কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে তখন এই জ্ঞান শেষ হয়ে যাবে। লড়াইও আরম্ভ হয়ে যাবে। আমিও আমার পবিত্র বানানোর পাট সম্পূর্ণ করেই যাবো। দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করা - এ হলো আমার পাট। ভারতবাসী এর কিছুই জানে না। এখন শিবরাত্রি যখন পালন করা হয়, তখন শিববাবা নিশ্চই কোনো কাজ করেছিলেন। তারা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এ তো সাধারণ ভুল যা নজরে আসে। শিব পুরাণ ইত্যাদি কোনো শাস্ত্রেই নেই যে শিববাবা এসে রাজযোগ শেখান। বাস্তবে প্রত্যেক ধর্মেরই এক একটি শাস্ত্র আছে। দেবতা ধর্মেরও একটি শাস্ত্র হওয়া উচিত। কিন্তু তার রচয়িতা কে? এতেও মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়।

বাবা বোঝান যে, আমাকে অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করতে হয়। ব্রহ্মামুখ বংশাবলীদের :ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী বলা হয়। অনেকেরই এই নামের পরিবর্তন হয়েছে, অনেকেই পালিয়ে গেছে। এর সাথে রিপ্লেসও হয়ে যায়। বাকি দেখা গেছে, নামে কোনো লাভ নেই। ওরা তা ভুলে যায়। বাস্তবে তোমাদের যোগ লাগতে হবে বাবার সাথে। নাম তো শরীরের হয়। আত্মার তো কোনো নাম থাকে না। আত্মাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে। প্রতি জন্মে নাম, রূপ, দেশ এবং কালের পরিবর্তন হয়। এই ড্রামাতে এক রূপে যে পাট প্রাপ্ত হয়েছে, সেই রূপে আর কখনোই অভিনয় করতে পারবে না। সেই পাট আবার ৫০০০ বছর পরে করবে। এমন নয় যে কৃষ্ণ সে নাম - রূপেই আবার আসতে পারে। না! এ সম্ভব নয়। এ তো তোমরা জানো যে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে, তাই চেহারা ইত্যাদি একে অপরের সঙ্গে মেলে না। পাঁচ তত্ত্বের অনুসারে চেহারার পরিবর্তন হয়। কতো রকমের চেহারা হয়। কিন্তু এই সবই প্রথম থেকেই এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। নতুন কিছুই হয় না। এখন শিব রাত্রি পালন করা হয়। অবশ্যই শিব এসেছিলেন। তিনিই এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রীতম। লক্ষ্মী - নারায়ণ, রাধা - কৃষ্ণ বা ব্রহ্মা - বিষ্ণু, এনারা কেউই প্রীতম নন। গড ফাদারই হলেন প্রীতম। বাবা তো অবশ্যই আশীর্বাদী বর্ষা দেন তাই বাবাকে প্রিয় মনে হয়। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো কেননা, আমার থেকেই তোমাদের আশীর্বাদী বর্ষা পেতে হবে। বাম্বারা জানে, এই পড়ার অনুসারেই তারা গিয়ে সূর্যবংশী দেবতা বা চন্দ্রবংশী ঋত্রিয় হবে। বাস্তবে সমস্ত ভারতবাসীর ধর্ম এক হওয়া চাই। কিন্তু দেবতা ধর্মের নাম পরিবর্তন করে হিন্দু রেখে দিয়েছে কেননা সেই দৈব গুণ আর নেই। এখন বাবা বসে তা ধারণ করান। তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরী হয়ে যাও। তোমরা কোনো পরমাত্মা নও। পরমাত্মা হলেন এক শিব। তিনি সকলের প্রীতম, এই সঙ্গম যুগেই কেবল একবার আসেন। এই সঙ্গম যুগ হলো খুব ছোটো। সব ধর্মেরই বিনাশ হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ কুলও ফিরে যাবে কারণ তাঁদের দেব কুলে ট্রান্সফার হতে হবে। বাস্তবে এ হলো পড়া। কেবল তোমাদের কাছে এনে হাজির করা হয়। ওই বিষয় বিকার হলো বিষ

। এই জ্ঞান হলো অমৃত । এ তো মানুষকে দেবতা বানানোর পাঠশালা । আত্মাতে যে খাদ জমা হয়েছে, সম্পূর্ণ নকল হয়ে গেছে । তাকে বাবা এসেই হীরে তুল্য করে তোলেন । শিব রাত্রি বলা হয় । রাত্রিতে শিব এসেছিলেন । কিন্তু কিভাবে এসেছিলেন, কার গর্ভে এসেছিলেন ? অথবা কার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন ? গর্ভে তো তিনি আসেন না । তাঁকে কোনো শরীর ধার নিতে হয় । তিনি অবশ্যই এসে এই নরককে স্বর্গে পরিণত করবেন । কিন্তু তিনি কখন এবং কিভাবে আসেন, এ কেউই জানে না । শাস্ত্র তো অনেকই পড়ে কিন্তু মুক্তি বা জীবনমুক্তি তো কেউই পায় না, দিনে দিনে আরো তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এ তো অবশ্যই সকলকে হতে হবে । সব মানুষকে এই স্টেজে অবশ্যই হাজির থাকতে হবে । বাবা এই অস্তিম সময়েই আসেন । সকলেই তাঁরই মহিমা করেন --- তোমার গতি মতি তুমিই জানো । তোমার মধ্যে কি জ্ঞান জ্ঞান আছে, কেমনভাবে তুমি সঙ্গতি করো, সে তুমিই জানো । তাহলে তিনি তো অবশ্যই শ্রীমত দিতেই আসবেন । কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন, কার শরীরে আসেন । এ কথা কেউই জানে না । তিনি নিজেই বলেন, আমাকে সাধারণ শরীরে আসতে হয় । আমাকেই এনার নাম অবশ্য করে ব্রহ্মাবাবা রাখতে হয় । না হলে কি করে ব্রাহ্মণের জন্ম হবে । ব্রহ্মা কোথা থেকে আসবে ? উপর থেকে তো আসবে না । তিনি হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী অব্যক্ত, সম্পূর্ণ ব্রহ্মা । এখানে অবশ্যই এই ব্যক্তিতে এসে এই রচনা করতে হয় । আমরা অনুভবের দ্বারা বলতে পারি । এত সময় আসেন আর যান । বাবা বলেন, আমিও এই নাটকে আবদ্ধ, আর আমার পাটও কেবল একবার আসার যতই দুনিয়াতে অনেক উপদ্রব হোক না কেন । সেই সময় মানুষ কতো ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে । কিন্তু আমাকে তো আমার সময় অনুযায়ীই আসতে হয় আর আমি আসিও বাণপ্রস্থের সময়ে । এই জ্ঞান তো খুবই সহজ । কিন্তু এই অবস্থা তৈরী করাতেই পরিশ্রম, তাই বলা হয় মঞ্জিল অনেক উঁচু । বাবা যেহেতু নলেজফুল, তাই তিনি অবশ্যই বাচ্চাদের জ্ঞান দিয়েছিলেন তাই তাঁরই গায়ন -- তোমার গতি - মতি তুমিই জানো ।

বাবা বলেন, আমার কাছে যে সুখ শান্তির সম্পদ আছে, তা আমি এসে বাচ্চাদেরই দিই । এই যে মায়েদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি হয় এও এই নাটকেই নিহিত আছে, তবেই তো পাপের ঘড়া পূর্ণ হবে । কল্পে কল্পে এমনই রিপটি হয় । এই কথা তোমরা এখনই জানতে পারো, এরপর আবার ভুলে যাবে । এই জ্ঞান সত্যযুগে থাকে না । যদি তা থাকতো, তাহলে সেই পরম্পরা চলতে থাকতো । সেখানে তো এখানকার পুরুষার্থ অনুসারে প্রালব্ধ ভোগ করে । এখানে যারা পুরুষার্থ করে তারাই সেখানে থাকে, অন্য কোনো আত্মা সেখানে থাকে না, যাদের জ্ঞানের দরকার তারাই থাকে । এও তোমরা জানো যে খুবই সমান্য বিশেষ মানুষই সেখানে যাবে । অনেকেই খুব ভালো খুব ভালো বলতে থাকবে । মনে করো বিলেতের কোনো বড় মানুষ আসলেন, বুঝলেনও । কিন্তু কোথায় ভাঙিতে থাকবেন, কি বুঝবেন । বলবেন, কথা তো ঠিকই কিন্তু পবিত্র থাকারই সমস্যা । আরে এখানে তো সবাই পবিত্রই থাকে । যারা বিয়ে করে একসাথে থেকে পবিত্র থাকে, তারা অনেক পুরস্কার পায় । এও এক দৌড় প্রতিযোগিতা । দুনিয়ার দৌড় প্রতিযোগিতায় এক নম্বর হলে চার - পাঁচ লাখ টাকা পায় । এখানে তো ২১ জন্মের জন্য রাজসুখ পায় । এ কি কম কথা ! এই মুরলী সমস্ত বাচ্চাদের কাছেই যাবে । টেপেও শুনতে পাবে । তোমরা বলবে শিববাবা ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে মুরলী শোনাচ্ছেন অথবা বাচ্চার শোনাতে বলবে, শিববাবার মুরলী শোনাচ্ছে । এমন বললে বুদ্ধি একদম সেখানেই যাওয়া উচিত । ভিতরে সেই সুখেই ভাসা উচিত । আমাদের অতি প্রিয় বাবা আমাদের সদা সুখী, মানুষ থেকে দেবতা করেন, তাই তাঁর স্মরণ খুব ভালোভাবে থাকা উচিত । অনেক বাচ্চারাই শ্রীমত

গ্রহণ করে চলতে থাকে। শ্রীমতে অবশ্যই কল্যাণ হবে। এই মতও উঁচু, এই যাত্রাও অনেক বড়, তখন তোমরা এই মৃত্যুলোকে আসবে না। সত্যযুগ হলো অমরলোক।

ওই দিন বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন, ওখানে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা খুশীর সঙ্গে পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর রূপী বস্ত্র গ্রহণ করো। সর্পের উদাহরণ একমাত্র তোমাদের জন্য। মথের উদাহরণও তোমাদের জন্য। কচ্ছপের উদাহরণও তোমাদেরই জন্য। সন্ন্যাসীরা তো তোমাদের নকল করে। এই মথের উদাহরণ খুব ভালো। তারা এই বিষ্ঠার পোকাকে জেনে ভোঁ ভোঁ করে পরীস্থানের পরী হয়ে যায়। এখন তোমাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। উঁচু পদ বা ভালো নম্বর পেতে হলে পরিশ্রম তো করতেই হবে। কাজকর্ম করলে সেই সময়ের ছাড় দেওয়া হয়। তবুও অনেক সময়ও পাওয়া যায়। নিজের যোগের চার্ট দেখা উচিত কেননা মায়া অনেক বিঘ্ন আনে।

বাবা বাচ্চাদের বার বার বোঝান, বাচ্চারা ভুল করেও এই অতি প্রিয় বাবা বা সাজনকে কেউই ছেড়ে দিও না, এমন মহামূর্খ কেউই হয়ো না। কিন্তু মায়া অনেকসময় তাও করে দেয়। এর পরে তোমরা দেখবে, যারা নিজদের বলিদান দেয়, খুব ভালো সেবা করে, তাদেরও মায়া কি হাল করে দেয় কেননা তারা শ্রীমত ছেড়ে দেয় কেননা বাবা বলেন এমন বড় মূর্খ হয়ো না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে সুখ - শান্তির যে সম্পদ পেয়েছ, তা সবাইকে দিতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা নিজের স্থিতি পরিণত করার পরিশ্রম করতে হবে।

২) দৈবী গুণ ধারণ করার জন্য দেহভাবকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরী হয়ে এক প্রীতমকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- নিজেকে বেহদের স্টেজে অনুভব করে সদা শ্রেষ্ঠ অভিনয় করে হিরো অভিনেতা হও

তোমরা সকলেই বিশ্বের শো'কেসে সাজানো শো'পিস, তোমরা বেহদের অনেক আত্মাদের মধ্যে থেকেও অতি উচ্চ আসনে আছ। এই স্মৃতিতেই সমস্ত সংকল্প, বাণী এবং কর্ম করো যে বিশ্বের আত্মারা আমাদের দেখছে, এতেই তোমাদের সম্পূর্ণ অভিনয় শ্রেষ্ঠ হবে, আর তোমরা হিরো অভিনেতা হতে পারবে। সকলেই তোমাদের অর্থাৎ নিমিত্ত আত্মাদের কাছ থেকে প্রাপ্তির ভাবনা রাখে তাই সদা দাতার সন্তান তোমরা দিতে থাকো, আর সকলের আশা পূরণ করতে থাকো।

স্লোগান :- সত্যতার শক্তি থাকলে খুশী আর শক্তি প্রাপ্ত হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম করো , কারণ তোমাদের প্রকৃত স্বর্ণে পরিণত হতে হবে"

প্রশ্ন:- ভালো পুরুষার্থীদের প্রমাণ চিহ্ন কি ?

উত্তর :- যারা ভালো পুরুষার্থী হবে তারা প্রতি কদমে শ্রীমং অনুসারে চলবে। সর্বদা শ্রীমং অনুসারে যে চলবে তারাই উচ্চ পদ লাভ করে। বাবা বাচ্চাদের সর্বদা শ্রীমং অনুযায়ী চলতে বলেন কেন ? কারণ একমাত্র উনি-ই হলেন সত্যিকারের প্রিয়তমা। বাকিরা সবাই ওঁনার প্রেমিক ।

ওম্ শান্তি। ওমশান্তি-র অর্থ টি নতুন ও পুরানো বাচ্চারা বুঝেছে। তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে আমরা সব আত্মারাই হল পরমাশ্রমের সন্তান। পরমাশ্রম হলেন উঁচু থেকে উঁচু এবং সকলের অতিপ্রিয় প্রিয়তমা । বাচ্চাদের জ্ঞান ও ভক্তির রহস্য বুঝিয়েছেন। জ্ঞান মনে দিন , সত্যযুগ-এতা , ভক্তি মনে রাত , দ্বাপর ও কলিযুগ। ভারতেরই কথা। অন্য ধর্মের সাথে তোমাদের কোনো বিশেষ কানেকশন নেই , ৮৪ জন্মও তোমরা-ই ভোগ করো। সর্ব প্রথম তোমরা ভারতবাসীরাই এসেছ। ৮৪ জন্মের চক্র ভারতবাসীদের জন্যে অর্থাৎ তোমাদের জন্যে। এমন কেউ বলতে পারেনা -- ইসলামী , বৌদ্ধি ইত্যাদি ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। না, কেবল ভারতবাসী ই গ্রহণ করে। ভারত হল অবিনাশী খন্ড, এই খণ্ডের কখনো বিনাশ হয়না , অন্য সব খণ্ডের বিনাশ হয়। ভারত হল সব চেয়ে উঁচু । অবিনাশী খন্ড। ভারত খন্ড-ই স্বর্ণে পরিণত হয় এবং অন্য কোনো খন্ড স্বর্ণে পরিণত হয়না। বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে -- নতুন দুনিয়া সত্যযুগে ভারত-ই থাকে। ভারতকেই স্বর্গ বলা হয়। তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। শেষে নরকবাসী হয়ে সেই ভারতবাসী স্বর্গবাসী হবে। এই সময় সবাই হল নরকবাসী। অন্য সব খন্ড বিনাশ হবে , কেবল ভারত খন্ড রয়ে যাবে। ভারত খণ্ডের মহিমা হল অপরমঅপার। কিন্তু প্রকৃত গীতার। মিথ্যা গীতা শুনতে পড়তে নীচে এসেছে। এখন বাবা তোমাদের রাজ যোগ শেখাচ্ছেন। এই সময়টি হল গীতার পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। ভারত-ই পুনরায় পুরুষোত্তম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই। রাজ্যও নেই। সূত্রাং সেই যুগও নেই। বাবা বুঝিয়েছেন -- এই ভুলটি ড্রামায় আছে। গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখা হবে। যখন ভক্তি মার্গ আরম্ভ হবে তখন সর্ব প্রথম গীতা-ই থাকবে। এখন এই গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে। কেবল দেবী দেবতা ধর্ম রয়ে যাবে। এমন নয় তার সাথে গীতা ভাগবত ইত্যাদিও থাকবে। না। প্রালঙ্ প্রাপ্ত হয় , সদগতি হয়ে যায় তো কোনো শাস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন থাকেনা। সত্যযুগে কোনো গুরু শাস্ত্র ইত্যাদি থাকেনা। এই সময় অনেক গুরু আছে যারা ভক্তির শিক্ষা প্রদান করেন। সদগতি কেবল একমাত্র রুহানী বাবা-ই দিতে পারেন , ওঁনার মহিমা হল অপরমঅপার। ওঁনাকেই অলমাইটি অথরিটি বলা হয়েছে। ভারতবাসী বিশেষ করে এই ভুলটাই করে, তারা বলে তিনি হলেন অন্তর্যামী। সবার অন্তরকে জানেন। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি কারো অন্তরের কথা জানিনা। আমার কর্তব্য হল পতিতকে পবিত্র করা। কিন্তু আমি অন্তর্যামী নই। এইসবই ভক্তি মার্গের উল্টো মহিমা। আমায় ডাকে এই পতিত দুনিয়ায়। সেই দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো , পুরানো থেকে নতুন কবে হয়। প্রত্যেক টি বস্তু সত , রজো , তম তে পরিণত হয়। মানুষও এই একরকম হয়। বাল্য অবস্থা প্রথমে সতোপ্রধান হয় , তারপরে যুব অবস্থা, বৃদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ রজো, তমঃ তে পরিণত হয়। বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করে আত্মা শিশু দেহ ধারণ করে। দুনিয়াও নতুন থেকে পুরানো হয়। বাচ্চারা জানে

নতুন দুনিয়ায় ভারত কত উঁচুতে ছিল। ভারতের মহিমা হল অপরমঅপার। এত ধনবান , সুখী , পবিত্র আর কোনো খন্ড নেই। এখন সত প্রধান দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। ত্রিমূর্তি ছবিতে ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শংকর কে দেখানো হয়েছে। তার অর্থ কেউ বোঝেনা। বাস্তবে বলা উচিত ত্রিমূর্তি শিব, ব্রহ্মা নয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের রচনা কে করেছেন ... উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা। বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ , শঙ্কর দেবতায় নমঃ , শিব পরমাত্মায় নমঃ । অর্থাৎ তিনি উঁচু হলেন তাইনা। উনি হলেন রচয়িতা। গায়নও আছে যে পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন অতঃপরে পরমাত্মা পিতা দ্বারা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। তারপরে তিনি নিজে বসে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা প্রদান করেন কারণ উনি হলেন পিতা এবং সুপ্রিম টিচারও হলেন উনি। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে পরিক্রমা করে, সে সব বসে বোঝান। তিনি-ই হলেন নলেজফুল। বাকি এমন নয় যে উনি হলেন জানী জাননহার অর্থাৎ সবকিছু জানেন যিনি। এই কথাটি ভুল। ভক্তিমার্গে কেউ বায়োগ্রাফি, অক্যুপেশানকে জানেনা। এর অর্থ হল এইসবই হল যেন পুতুলের পূজা। কলকাতায় কত পুতুল পূজা হয়, তারা পুতুলের পূজা করে খাওয়া দাওয়া করিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। শিববাবা হলেন অতি প্রিয়তম (মোস্ট বিলাভড)। বাবা বলেন আমার মাটির লিঙ্গ তৈরি করে পূজা অর্চনা করে তারপর নষ্ট করে দেয়। সকালে তৈরি ক'রে, সন্ধ্যায় নষ্ট করে দেয়। এইসব হল ভক্তি মার্গ, অন্ধ শ্রদ্ধার পূজা। মানুষ গায়ন করে নিজেই পূজ্য , নিজেই পূজারী। বাবা বলেন আমি তো সর্বদাই পূজ্য স্বরূপ। আমি এসে শুধু পতিতদের পবিত্র করি। ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করি। ভক্তিতে আছে অল্পকালের সুখ , যে সুখকে সন্ন্যাসীরা বলে কাক বিষ্ঠা সম সুখ। সন্ন্যাসী ঘর সংসার ত্যাগ করে। সেটা হল হৃদের সন্ন্যাস, তারা হল হঠ যোগী । ভগবানকে জানেনা। ব্রহ্ম-কে স্মরণ করে। ব্রহ্ম তো ভগবান নয়। ভগবান তো একজন-ই নিরাকার শিব , যিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। ব্রহ্ম হল আত্মাদের নিবাস স্থান , ব্রহ্মান্ড হল মিষ্টি মধুর নিবাস স্থান। সেখান থেকে আমরা আত্মারা এখানে পার্ট প্লে করতে আসি। আত্মা বলে আমরা একটি দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি , ৮৪ জন্ম ভারতবাসীদেরই হয়। যারা বেশি ভক্তি করেছে তারা ই জ্ঞানও বেশি অর্জন করবে। বাবা বলেন বাচ্চারা ভালাই গৃহস্থ থাকো , কিন্তু গ্রীমং অনুসারে চলো। তোমরা সবাই আত্মারা হলে প্রেমিক , এক পরমাত্মা প্রিয়তমার। দ্বাপর থেকে তোমরা স্মরণ করে এসেছ। দুঃখে আত্মা পিতাকে স্মরণ করে। এইটি হল দুঃখধাম। আত্মারা হল আসলে শান্তিধামের নিবাসী। সুখধামে এসেছে পরে। তারপরে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। " আমরা সে-ই , সে-ই আমরা " এই বাক্যের অর্থও বোঝানো হয়েছে। তারা বলে আত্মা হল পরমাত্মা, পরমাত্মা হলেন আত্মা। এবারে বাবা বোঝাচ্ছেন আত্মা -ই পরমাত্মা কি করে হতে পারে। পরমাত্মা তো হলেন একজন-ই। সবাই ওঁনারই সন্তান। সাধু সন্ন্যাসীরা 'আমরা সে-ই' (হম সো) কথাটির অর্থ ভুল করে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন " আমরা সে-ই " কথাটি র প্রকৃত অর্থ হল -- আমরা আত্মারা সত্যযুগে দেবী দেবতা ছিলাম, তারপরে আমরা সে-ই ক্ষেত্রেই, আমরা সে-ই বৈশ্য, আমরা সে-ই শূদ্রে পরিণত হই। এখন আমরা সে-ই ব্রাহ্মণ হয়েছি, আমরা সে-ই দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য। এইটি-ই হল যথার্থ অর্থ। ঐ অর্থটি হল ভুল । বাবা বলেন মানুষ রাবণের মতানুসারে চলে, ফলে মিথ্যা প্রবণ হয়েছে তাই কথায় বলে -- মিথ্যা মায়া , মিথ্যা কায়া ... সত্যযুগে এমন বলা হয়না। ঐ হল সত্যখণ্ড । সেখানে মিথ্যার নাম গন্ধ নেই। এখনও সত্যের নাম চিহ্ন নেই। তবেই আটায় লবণ সম সত্য রয়েছে এমন বলা হয়। সত্যযুগে থাকে দৈবী গুণ ধারী মানুষ। তাঁদের হল দেবতা ধর্ম। পরের দিকে অন্য আরও ধর্ম এসেছে। সুতরাং দ্বৈত হল। দ্বাপর থেকে অসুরী রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। সত্যযুগে রাবণ রাজ্যও নেই তাই ৫ বিকারও হতে পারেনা। ঐ হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী। রাম সীতা কে ১৪ কলায় সম্পন্ন

বলা হয় । রাম কে বাণ কেন দেওয়া হয়েছে ? এই কথাও কেউ জানেনা। হিংসার তো কোনো কথা নেই। তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট , তো ফাদারও হলেন । তোমরা স্টুডেন্ট তাই টিচারও হলেন। তারপরে বাচ্চারা তোমাদের সদগতি প্রদান করে স্বর্গে নিয়ে যাই তাই সদগুরু হলেন তাইনা। পিতা, শিক্ষক, গুরু তিন স্বরূপেই রয়েছেন । তোমরা ওঁনার ই সন্তান হয়েছে তাই তোমাদের কত খুশীতে থাকা উচিত। তোমরা বাচ্চারা জানো এখন হল রাবণের রাজ্য। রাবণ হল ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা নলেজফুল পিতার কাছে প্রাপ্ত কর। বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর , আনন্দের সাগর। জ্ঞান সাগরের কাছে তোমরা মেঘেরা ভরপুর হয়ে সেথায় গিয়ে বর্ষা কর। জ্ঞান গঙ্গা হলে তোমরা , তোমাদেরই মহিমা রয়েছে। বাকি জলের গঙ্গা নদীতে স্নান করলে কেউ পবিত্র হতে পারেনা। অপরিষ্কার স্নান করেও ভাবে আমরা পবিত্র হয়ে যাব। তাদের কাছে ঋণার জলেরও খুব গুরুত্ব আছে। এইসবই হল ভক্তি মার্গ। সত্যযুগ ত্রেতায় ভক্তি হয়না। ঐ হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া।

বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের এখন পবিত্র করতে এসেছি। এই একটি জন্ম আমায় স্মরণ করো এবং পবিত্র হও তাহলেই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আমি-ই হলাম পতিত পাবন। যতখানি সম্ভব স্মরণের যাত্রা বাড়াও। মুখে শিববাবা শিববাবা বলতে হবেনা। যেমন প্রেমিক প্রিয়তমাকে স্মরণ করে । এক বার দেখা হলেই ব্যাস, বুদ্ধিতে তারই স্মরণ থাকবে। ভক্তিতে যে যাঁকে স্মরণ করে, পূজা করে তাঁর-ই সাক্ষাৎ দর্শন করে। কিন্তু সেসব হল অল্প কালের জন্য। ভক্তি থেকে নীচের দিকে অবতরণ হয়েছে। এখন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে। হায়-হায় ধ্বনির পরে জয়জয়কার হবে। ভারতেই রক্তের নদী বইবে। এখন সবই হয়েছে তমোপ্রধান, পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। কিন্তু হবেও তারা যারা কল্প পূর্বে দেবতায় পরিণত হয়েছে। তারা-ই এসে বাবার কাছে পুরো অধিকার প্রাপ্ত করবে যদি কম ভক্তি করেছে তবে জ্ঞানও পুরো প্রাপ্ত করবেনা। প্রজায় নম্বর অনুসারে পদ মর্যাদা গ্রহণ করবে। ভালো পুরুষার্থী প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। আচরণ ও ভালো থাকা চাই। দৈবী গুণ ও ধারণ করতে হবে। তারা আবার ২১ জন্ম গ্রহণ করবে। এখন হল সকলের অসুরী গুণ কেননা পতিত দুনিয়া কিনা। বাচ্চারা তোমাদের ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝানো হয়েছে। এই সময় বাবা বলেন বাচ্চারা স্মরণ করার পরিশ্রম করো তাহলেই তোমরা প্রকৃত স্বর্গে পরিণত হবে। সত্যযুগ হল গোল্ডেন এজ , প্রকৃত স্বর্গ। তারপরে ত্রেতায় রৌপ্য ধাতুর খাদ পড়ে কলা বা কোয়ালিটি কম হয়ে যায়। এখন তো কলা বিহীন হয়েছে। যখন এমন অবস্থা হয় তখন বাবা আসেন। এসবও ড্রামায় ধার্য রয়েছে। তোমরা হলে এক্টর তাইনা। তোমরা জানো আমরা এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছি। পার্টধারী যদি ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত কে না জানে তাহলে তাকে নির্বুদ্ধি বলা হবে। বেহদের বাবা বলেন সকলেই নির্বুদ্ধি হয়েছে। এখন আমি তোমাদের জ্ঞানবান হীরে তুল্য করি। তারপর রাবণ এসে কড়ি সম করে দেয়, এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। সবাইকে মশা-র মতন ঝাঁকে ঝাঁকে নিয়ে যাই। তোমাদের মুখ্য লক্ষ্য টি সামনে নির্দিষ্ট। এমন স্বরূপ ধারণ করতে হবে তবেই তোমরা স্বর্গবাসী হতে পারবে। তোমরা বি.কে. রা এই পুরুষার্থ করো। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তমোপ্রধান হওয়ার জন্যে তারা এই কথাটিও বোঝেনা যে বি.কে.রা এতজন আছে তার মানে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও থাকবেন। ব্রাহ্মণ হল শিখা বা টিকি অর্থাৎ উচ্ছে। ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতা, ছবিতে ব্রাহ্মণ কে, শিবকে দেখানো হয়নি। ব্রাহ্মণ এখন ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান সাগরের কাছে ভরপুর হয়ে জ্ঞান বর্ষা করতে হবে। যতখানি সম্ভব স্মরণের যাত্রা বাড়িয়ে যেতে হবে। স্মরণের দ্বারা-ই প্রকৃত স্বর্গে পরিণত হতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো ম্যানার্স (ভদ্র আচরণ) এবং দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সত্য খন্ডে যাওয়ার জন্যে প্রকৃত সত্যবাদী হতে হবে।

বরদান :- মাস্টার নলেজফুল স্বরূপ দ্বারা ৫ হাজার বছরের জন্ম পত্রিকার জ্ঞাতা স্ব-দর্শন চক্র ধারী ভব।

ব্যাখা: যারা এখন স্ব-দর্শন চক্রধারী হয় তারা ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হয়। স্ব-দর্শন চক্র ধারী অর্থাৎ সম্পূর্ণ চক্রে অভিনীত নিজের প্রতিটি পার্টের বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন। তোমরা বাচ্চারা বিশেষ ভাবে বর্তমান সময়ে ৫ হাজার বছরের জন্ম পত্রিকাটি জেনে মাস্টার নলেজফুল হয়েছ। সকলেই এই বিশেষ কথাটি জেনেছ যে এই অন্তিম জন্মে হীরে তুল্য জীবন গঠন করলে সম্পূর্ণ কল্পে হিরো পার্টধারী হয়ে যাও।

স্নোগান - নিজের সঙ্গী সাথীদের বাবার সঙ্গে রঙে রাঙিয়ে দাও তাহলে তাদের সঙ্গে রঙ তোমায় স্পর্শ করতে পারবেনা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বেহদের অটল সন্ধ্যাসী হতে হবে, কোনও জিনিসের প্রতি তোমাদের লোভ বৃদ্ধি থাকা উচিত নয়"

প্রশ্ন:- বাবার শক্তি প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা সব বাচ্চারা সব থেকে ভালো কর্ম কি করো ?

উত্তর:- সবচেয়ে ভালো কর্ম বাবার কাছে নিজের সবকিছু অর্থাৎ তন -মন-ধন সহ অর্পণ করা । যখন তুমি সবকিছু অর্পণ করো, বাবা রিটার্নে তোমাদের এত শক্তি দেন, যাতে তোমরা সারা বিশ্বে সুখ শান্তির অটল অখন্ড রাজ্য শাসন করতে পারো ।

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের কোন্ সেবা শিখিয়েছেন যা কোনো মানুষ শেখাতে পারেনা ?

উত্তর:- রুহানী সেবা । তোমরা আত্মাদের বিকার রোগ থেকে রেহাই দিতে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগাও । তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । মানুষ শারীরিক সেবা করে কিন্তু জ্ঞান ইঞ্জেকশন দিয়ে আত্মাদের জাগ্রত জ্যোতি বানাতে পারেনা । এই অনন্য সেবা একমাত্র বাবা বাচ্চাদের শেখান ।

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ- এটা তো বোঝানো হয়েছে যে কোনো মানুষকে ভগবান বলা যায় না । এটা মনুষ্য সৃষ্টি আর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম বতনে । শিববাবা আত্মাদের অবিনাশী বাবা । বিনাশী শরীরের বাবা তো বিনাশীই হবে । এইসব তো সবই তোমরা জানো । জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের এই বিনাশী শরীরের বাবা কে ? আত্মার বাবা কে ? তোমরা আত্মারা জানো যে তোমাদের নিবাস পরমধামে । এখন তোমাদের দেহ -অভিমানী কে বানিয়েছে । দেহ রচনাকারী । তোমাদের দেহী -অভিমানী কে বানান ? আত্মাদের যিনি অবিনাশী বাবা । অবিনাশী অর্থাৎ যাঁর আদি -মধ্য -অন্ত নেই ! যদি আত্মার এবং পরমাত্মার আদি-মধ্য-অন্ত বলা হয় তবে রাচনা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠবে । তাঁকে বলা হয় অবিনাশী আত্মা, অবিনাশী পরমাত্মা । আত্মার নাম আত্মা । আত্মা অবশ্যই নিজেকে জানে যে আমি আত্মা । আত্মা বলে আমাকে দুঃখী কোরোনা । আমি পাপাত্মা এটা আত্মাই বলে । স্বর্গে কখনও এই ধরণের শব্দ উচ্চারিত হবেনা । এই সময়ই আত্মা পতিত, যে আত্মারা আবার পবিত্র হবে । পতিত আত্মাই পবিত্র আত্মার মহিমা করে । যে মনুষ্য আত্মারা আছে তাদের পুনর্জন্ম তো অবশ্যই নিতে হবে । এইসব কথা নতুন । বাবা তোমাদের নির্দেশ দেন, উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ করো । প্রথমে তোমরা পূজারী ছিলে, বলতে শিবায় নমঃ । এখন বাবা বলেন, পূজারী রূপে তোমরা বহুবার নুয়েছ । এখন তোমাদের মালিক, পূজ্য বানাই । যাঁরা পূজ্য স্বরূপ তাঁরা কখনো নত হয়না বা নমঃ বলেনা । পূজারী নমঃ অথবা নমস্কার বলে । নমস্কারের অর্থই হলো প্রণত হওয়া অথবা মাথা সামান্য নোয়ানো । বাচ্চারা, তোমাদের অন্য কারও কাছে মাথা নোয়ানোর প্রয়োজন নেই । না লক্ষ্মী -নারায়ণ নমঃ, না বিষ্ণু দেবতায় নমঃ, না শঙ্কর দেবতায় নমঃ । এই মনোভাব পূজা পদ্ধতিরই অঙ্গ । তোমাদের তো এখন সারা সৃষ্টির মালিক হতে হবে । বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বলা হয়ে থাকে, তিনি সর্বশক্তিমান, কালেরও কাল, অকালমূর্ত । সৃষ্টির রচয়িতা, জ্যোতির্বিহীন স্বরূপ । প্রথমে তারা তাঁর অনেক মহিমা করতো, তারপর বলতে শুরু করলো তিনি সর্বব্যাপী, কুকুর বিড়ালের মধ্যে তিনি বিরাজমান । আর এইভাবে সকল মহিমা সমাপ্ত হয়ে যায় । এই সময়ের সব মানুষই পাপ আত্মা, সুতরাং জানোয়ারের আর কি মহিমা হবে ! এই সবই

মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আত্মা বলে, আমি আত্মা আর এই আমার শরীর, আত্মা যেমন বিন্দু তেমন পরমপিতা পরমাত্মাও বিন্দু। তিনিও বলেন আমি পাতিতকে পবিত্র বানাতে সাধারণ তনে এসে, ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে সার্ভিস করি। আমি রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার। বাচ্চারা, আমি তোমাদেরও রুহানী সেবা শেখাই। অন্য সবাই শেখায় কিভাবে হদের শারীরিক সেবা করতে হয়। তোমাদের রুহানী সেবা। এইজন্যই মহিমা গাওয়া হয় - সদগুরু জ্ঞান অঞ্জন দিয়েছেন, প্রকৃত সদগুরু এক তিনিই। তিনিই অথরিটি। তিনি এসে সব আত্মাদের ইঞ্জেকশন দেন। বিকার ব্যাধি আত্মাদেরই। এই জ্ঞানের ইঞ্জেকশন আর কারও কাছে থাকেনা। আত্মাই পতিত হয়েছে, শরীর নয় যাকে ইঞ্জেকশন লাগাতে হয়। পাঁচ বিকারের কঠিন ব্যাধি! এইজন্য জ্ঞান সাগর বাবা ব্যতীত ইঞ্জেকশন কারও কাছে থাকেনা। বাবা এসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন, হে আত্মারা! তোমরা জাগ্রত জ্যোতি ছিলে, তারপর মায়া তোমাদের ওপর তার ছায়া ফেলেছে। এই ছায়া ফেলতে ফেলতে তোমাদের বুদ্ধিকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। এটা যুধিষ্ঠির বা ধৃতরাষ্ট্রের বিষয় নয়। এটা রাবণের ব্যাপার। বাবা বলেন, আমি সাধারণ রীতিতে আসি। আমাকে কয়েকে মাত্রই চিনতে পারে। শিবজয়ন্তী, কৃষ্ণজয়ন্তী থেকে আলাদা। পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে কৃষ্ণের সাথে তোমরা তুলনা করতে পরেনা। ইনি নিরাকার উনি সাকার। বাবা বলেন, আমি নিরাকার, তারা আমার মহিমাও গায় - হে পতিত -পাবন! এসে এই ভারতকে আবারও সত্যযুগী দৈবী রাজাদের স্থান বানাও। কোনো সময় দৈবী রাজাদের স্থান বিদ্যমান ছিল, এখন আর নেই। এই রাজ্য নতুন করে আবার কে স্থাপন করবেন? পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মা দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন। এখন পতিত প্রজার ওপর প্রজার শাসন। এর নামই হলো কবরস্থান। মায়া সব নাশ করে দিয়েছে। এখন তোমাদের দেহ সহ দেহ সম্বন্ধীয় সব ভুলে এক আমাকে, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। জীবিকা নির্বাহের জন্য তোমাদের কর্ম করতে হলেও, তোমরা যতটুকু সময় পাবে আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো। এক তিনিই তোমাদের বিধি বলে দেন। আমাকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করতে পারবে অমৃতবেলায়, কারণ তখন শান্ত, শুদ্ধ সময়। সেই সময় না চোর চুরি করে, না কেউ পাপ করে আর না কেউ বিকারবশ হয়। ঘুমের টাইমে সবকিছু শুরু হয়। সেটাই বলা হয়ে থাকে ঘোর তমোপ্রধান রাত। এখন বাবা বলেন, বাচ্চারা, পাস্ট ইজ পাস্ট। ভক্তিমার্গের খেলা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম। এই প্রশ্ন উঠতে পারেনা, সৃষ্টির বৃদ্ধি কিভাবে হবে। বৃদ্ধি তো হতেই থাকে। যে আত্মারা এখনো ওপরে আছে, তাদের নীচে আসতেই হবে। যখন তাদের সকলেই নীচে নেমে আসবে তখনই শুরু হবে বিনাশ। তারপর নম্বর ক্রমানুসারে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। গাইড সবসময় সামনে থাকে, তাই না! বাবাকে বলা হয় লিবারেটর, পতিত-পাবন। পবিত্র দুনিয়াই স্বর্গ। বাবা ব্যতীত এটা কেউ বানাতে পারে না। এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে তন -মন -ধন দ্বারা ভারতের সেবা করছ। গান্ধীজীও এটা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি। ড্রামার ভবিতব্য সেইরকমই ছিলো, যা এখন পাস্ট হয়ে গেছে। পতিত রাজাদের রাজ্য শেষ হয়ে গেছিলো, সুতরাং, তাদের ঠিকঠিকানা সবই লুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের প্রপাটিরও খোঁজখবর নেই। নিজেরাও বুঝতে পারতো লক্ষ্মী -নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন। কিন্তু তারা এটা জানেনা যে তাঁদের এমন কে বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই স্বর্গের রচয়িতা বাবার থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ হয়েছিলো, নয়তো আর কেউ এত বিশাল উত্তরাধিকার দিতে পারেনা। এই বিষয় নিয়ে কোনো শাস্ত্রে উল্লেখ নেই। গীতায় আছে কিন্তু নাম বদলে দিয়েছে। তারা দেখায় কৌরব আর পাণ্ডব উভয়েরই রাজত্ব ছিল। কিন্তু এখানে তাদের কোনো রাজ্য নেই। এখন বাবা আবার স্থাপনা করছেন। তোমরা সব বাচ্চাদের খুশির পারা ওঠা উচিত। নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আমরা ফিরে যাচ্ছি। আমরা সুইট হোমের

আবাসিক । তারা বলে অমুকে ইহলোক পার করে নির্বাণ-এ গেছে অথবা জ্যোতি জ্যোতিতে মিশে গেছে অথবা মোক্ষলাভ করেছে । ভারতবাসীদের স্বর্গ মিষ্টি লাগে, তারা বলে স্বর্গে চলে গেছে । বাবা বোঝান মোক্ষ কেউ পায়না । সকলের সদগতি দাতা এক বাবা, তিনি নিশ্চয়ই সবার জন্য সুখই দেবেন । কেউ নির্বাণধামে বসে থাকবে আর কেউ দুঃখ ভোগ করবে, বাবা এমন সহন করতে পারেননা । বাবা পতিত -পাবন । এক পবিত্র মুক্তিধাম আর দ্বিতীয় পবিত্র জীবনমুক্তি ধাম । তারপর দ্বাপরের পর সবাই পতিত হয় । পাঁচ তন্ত্র ইত্যাদি সব তমঃপ্রধান হয়ে যায় । এরপরই বাবা এসে সেই সবকিছু পবিত্র বানান । তারপর সেই পবিত্র তন্ত্র দ্বারা তোমাদের শরীর গোরা অর্থাৎ ফর্সা হয়ে যায় । ন্যাচারাল বিউটি থাকে; ন্যাচারাল আকর্ষণ থাকে । কৃষ্ণতে কত আকর্ষণ ! নামই তো স্বর্গ, তাহলে তোমরা কি আশা করবে ? তারা পরমাত্মার অকালমূর্ত রূপের অনেক মহিমা করে, তারপরে আবার নুড়ি-পাথরের মধ্যেও তাঁকে রাখছে, বলে তিনি সর্বত্র বিরাজমান । বাবাকে কেউ জানেনা, বাবা যখন আসেন তখনই তিনি বোঝাতে পারেন । লৌকিক বাবাও যখন বাচ্চা রচনা করে, তখনই সেই বাচ্চার তাদের বাবার বায়োগ্রাফি জানতে পারে । বাবা বাচ্চাদের না বললে তারা তাদের বাবার বায়োগ্রাফি জানবে কিভাবে ! এখন বাবা বলেন, লক্ষ্মী -নারায়ণকে বরণ করতে চাইলে মেহনত করতে হবে । লক্ষ্য অনেক উঁচু কিন্তু আমদানিও প্রচুর । সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিলো । পবিত্র রাজস্থান ছিলো, যা এখন অপবিত্র হয়ে গেছে । সবাই বিকারগ্রস্ত । এটা এখন আসুরিক দুনিয়া যেখানে অনেক করাপশন । রাজ্য শাসন করতে তোমাদের শক্তি প্রয়োজন । লোকের তো ঈশ্বরীয় শক্তি নেই । এটা প্রজার ওপরে প্রজার শাসন, যারা দান পুণ্য ভালো কর্ম করে তাদের রাজ পরিবারে জন্ম হয় । সেই কর্মের শক্তি থাকে । তোমরা এখন অনেক শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো । তোমরা তন -মন -ধন সবকিছু শিববাবার কাছে অর্পণ করেছ, তো শিববাবাকেও বাচ্চাদের সামনে সবকিছু অর্পণ করতে হয় । তোমরা তাঁর থেকে শক্তি ধারণ করে সুখ শান্তির অখন্ড অটল রাজ্য শাসন করো । প্রজাদের কোনও শক্তি নেই । এমন বলবে না যে এটা ছিলো, কারণ কেউ কেউ ধন দান করেছিলো বলেই সে এম .এল .এ . হয়েছিল । ধন দান করলে সে ধনবান ঘরে জন্ম নেবে । এখন কোনো রাজত্ব নেই । বাবা এখন তোমাদের কত শক্তি দেন ! তোমরা বলো, আমরা নারায়ণকে বরণ করবো । আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি । এইসবই নতুন বিষয় । নারদের কাহিনী এই সময়ের । রামায়ণ ইত্যাদিও এই সময়ের । সত্যযুগ ত্রেতায় কোনো শাস্ত্র হয়না । সব শাস্ত্র বর্তমান সময়ের সাথে জড়িয়ে আছে । যদি তোমরা ঝাড়ের দিকে দেখ তো দেখবে মঠ, পন্থ সব পরে আসে । মুখ্য হলো ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেবতা বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ ...ব্রাহ্মণদের শিখা প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণ বর্ণ সবচেয়ে উঁচু যার কোনো বর্ণনা শাস্ত্রে নেই । বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপের মধ্য থেকেও ব্রাহ্মণদের বাদ দেওয়া হয়েছে । ড্রামায় এইসব কিছুই ফিক্সড আছে । দুনিয়ার লোকেরা এটা জানেনা যে তারা ভক্তি করেই নীচে নেমে এসেছে । তারা বলে ভক্তি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় । তারা তাঁকে ডাকে, দুঃখে স্মরণ করে । সেতো তোমরা নিজেরাই অনুভাবী । সেখানে কোনো দুঃখ নেই, এখানে সবার মধ্যে ক্রোধ, একে অপরের সাথে অপমানজনক আচরণ করে । তোমরা এখন বলোনা শিবায় নমঃ, শিব তো তোমাদের বাবা, তাই না ! বাবা সর্বব্যাপী, তাদের এইরকম বলায় ব্রাদারহুড-এর ধারণা লুপ্ত হয়ে যায় । ভারতে তারা ভালো কথা তো খুব বলে - হিন্দু চীনা ভাই- ভাই, চীনা মুসলিম ভাই -ভাই । সবাই তো ভাই -ভাই, সবাই এক বাবার বাচ্চা । এই সময় তোমরা বুঝতে পারছ, তোমরা সবাই এক বাবার বাচ্চা । ব্রাহ্মণদের বংশ তালিকা আবার একবার স্থাপনা হচ্ছে । এই ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে দেবী-দেবতা ধর্ম বেরিয়ে আসে । দেবী-দেবতা ধর্ম থেকে ক্ষত্রিয় ধর্ম । ক্ষত্রিয়ের পরে ইসলাম ধর্ম, কারণ এটা তো কুলুজিনামা, তাই না ! এরপরে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্ম বেরিয়ে আসে । এইভাবে বৃদ্ধি হতে হতে এত বড় ঝাড় হয়ে

গেছে । এটা বেহদের কুলুজিনামা, অন্য সব হদের । এই ডিটেল বিষয় যারা ধারণ করতে পারেনা, বাবা তাদের জন্য সহজ যুক্তি বলেন - বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো তো স্বর্গে অবশ্যই যাবে । যতই হোক, যদি উঁচু পদ কামে করতে চাও তো তার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । তোমরা এটা জানো যে শিববাবাও তোমাদের বোঝান, ইঁনি বাবাও বোঝান । এক তিনিই, আমার এবং তোমাদের বুদ্ধিতে আছেন । যদিও আমরা শাস্ত্রাদি পড়েছি, কিন্তু আমরা জানি এইসব শাস্ত্র থেকে আমরা ভগবানকে পেতে পারিনা । বাবা বোঝান, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, শিববাবা এবং তাঁর উত্তরাধিকার স্মরণ করতে থাকো । তোমাদের বাবার মহিমা করা উচিৎ এইভাবে - বাবা তুমি কত মিষ্টি, এসবই তোমার চমৎকার ! তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় লটারী জিতেছ । এখন জ্ঞান আর যোগের মেহনত করতে হবে । এতে জবরদস্ত প্রাইজ পাওয়া যায়, সুতরাং পুরুষার্থ তো করতে হবে ! আচ্ছা !

মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) অমৃতবেলার শুদ্ধ এবং শান্ত সময়ে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দেহ সহ সব কিছু ভুলে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

২) যা অতীত তা অতীত এই মনোভাবে এই অন্তিম জন্মে পবিত্র করার কার্যে বাবাকে সহযোগ দাও । ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবায় তোমার তন মন ধন সহ কর্মশীল হও ।

বরদানঃ - নিজের আদি এবং অন্ত স্বরূপকে সামনে রেখে খুশি এবং নেশায় থেকে স্মৃতিস্বরূপ ভব

যেমন আদি দেব ব্রহ্মা এবং আদি আত্মা শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়েও তাঁদের একসাথে দেখানো হয় । এইভাবে তোমরা সবাই নিজের ব্রাহ্মণ স্বরূপ এবং দেবতা স্বরূপ উভয়ই সামনে রেখে দেখ যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমরা কতটা শ্রেষ্ঠ আত্মা ছিলে । অর্ধকল্প তোমরা রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলে এবং অর্ধকল্প মাননীয়, পূজনীয় শ্রেষ্ঠ হয়েছ । সুতরাং, এই নেশা আর খুশিতে থাকলে স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যাদের কাছে বিপুল ধন আছে, তাদের সম্পন্নতার অনুভূতি হয় ।

পিতাশ্রী জীর পুণ্য স্মৃতি দিবস উপলক্ষে বাপদাদার মধুর মহাবাক্য :-

"মিষ্টি বাচ্চারা :- নিজের স্বভাব খুবই মিষ্টি আর শান্ত বানাও, তোমাদের চলনবলন যেন এমন হয়, যাতে সবাই বলে ইনি দেবতার মতন"

প্রশ্ন :- হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর জন্য কোন্ শখ থাকা উচিত ?

উত্তর :- হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর জন্য যোগী হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর শখ থাকা উচিত । এই যোগের স্থিতিতেই হৃদয় শুদ্ধ হয় । যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে, দেহ - অভিমান থাকে, তাহলে মনে করবে আমাদের অবস্থা এখনো পরিপক্ব নয় । দেহী - অভিমানী বাচ্চারাই স্বচ্ছ হীরা হতে পারে, তাই যতটা সম্ভব দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো । বাবাকে স্মরণ করো ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, এখন ভগবান সম্মুখে বসে আমাদের জ্ঞান গীত শোনাচ্ছেন বা জ্ঞান নৃত্য করছেন । এই জ্ঞান নৃত্যেই তোমরা দেবতাদের মতো সদা সুখী আর হর্ষিত থাকবে । ভগবানকেই বেহদের বাবা বা এই বিশ্বের রচয়িতা বলা হয় । আস্কারা মনে করে , বাবা আমাদের জন্য স্বর্গের উপহার নিয়ে এসেছেন । তিনিই হলেন রচয়িতা । তিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য রাজযোগ শেখান । তিনি বলেন, বাবাকে আর এই বিশ্বের মালিকানাকে স্মরণ করো । যেহেতু বাবা বেহদের মালিক তাহলে তিনি অবশ্যই বেহদের বড় দুনিয়ার রচনা করবেন । বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এই সম্পূর্ণ বিশ্বই হলো ঘর অর্থাৎ অভিনয় করার স্থান । বেহদের বাবা এসে বেহদের বিশ্ব অথবা ঘর বানান, সেই হলো স্বর্গ । তাই এমন বাবাকে বাচ্চাদের কতো ধন্যবাদ জানানো উচিত । এই বিশ্বের রচয়িতা বাবা এখন প্রত্যক্ষভাবে বোঝাচ্ছেন যে, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি তাই তোমাদের স্বভাব একনম্বর হওয়া চাই । তোমাদের চলন এমন হওয়া উচিত যে সবাই যেন বলতে পারে এ তো দেবতার মতো । দেবতার খুবই নামীদামী । বলা হয় এনার স্বভাব একদম দেবতার মতো । খুবই মিষ্টি আর শান্ত স্বভাবের । এমন বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশী হন । বাবা যখন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন তাহলে তোমাদের কতোখানি সাহায্যকারী হতে হবে । তোমাদের এই সেবাতে নিজেদেরই লেগে যাওয়া উচিত । এমন নয় যে আমি পরিশ্রান্ত, বা আমার সময় নেই । সময় অনুসারে সব কাজ করাই কল্যাণের । এই যজ্ঞ সেবার অনুমতি শিববাবা দেন । বাবাও বাচ্চাদের দৈবী চলন দেখে বলিহারি যান ।

মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা জানো যে তোমাদের কে পড়ান । এই চৈতন্য ডিক্কাই চৈতন্য হীরে বসে আছে, সেই হলো সত্ - চিত্ এবং আনন্দ স্বরূপ । সত্য বাবা তোমাদের সত্য শ্রীমত দেন । তোমরা যখন বাবার হয়েছো তখন প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে । তোমাদের মৌন থেকে পড়তে হবে আর এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । প্রতি মুহূর্তে এই ব্যাজকে দেখতে থাকো তাহলেই বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষা স্মরণে আসবে । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা যেন সমগ্র বিশ্বকে শান্তির দান দাও । প্রত্যেক বাচ্চাকেই তার নিজের প্রজাও বানাতে হবে, উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে । কোনো মুরলীই মিস্ করা উচিত নয় । বাবা খুব ভালোবেসে বোঝান -- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের উপর দয়া করো, কোনো কথার অবজ্ঞা করো না ।

বাবার মনের ভিতরে বাচ্চাদের সদা খুশী রাখার জন্য কতো ফার্স্টক্লাস আশা থাকে যে বাচ্চারা যাতে উপযুক্ত হয়ে স্বর্গের মালিক হতে পারে। সুগন্ধিত ফুলই আকর্ষণ করে। যে যেমন, তেমনই সার্চলাইট নেওয়ার চেষ্টা করে। সুগন্ধিত, গুণবান বাচ্চাদের দেখে প্রেম আর খুশীতে নয়ন ভিজে ওঠে। কিছু সমস্যা হলে বাবা সার্চলাইট দেন।

বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ায় কোনো আশা রাখা উচিত নয়। এখন তো এই এক শ্রেষ্ঠ আশাই রাখতে হবে যে আমরা সুখধামে যাচ্ছি। কোথাও দাঁড়ানো যাবে না। কিছুই দেখবে না। তোমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। একদিকেই যদি দেখতে থাকো তখনই অচল - অডল স্থির অবস্থা থাকবে। এখন এই দুনিয়ার অবসান হবে। এর অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই সময় সবথেকে বেশী অশান্ত প্রকৃতি, তাই সবই শেষ করে দিচ্ছে। তোমরা জানো যে এই প্রকৃতি এখন তার ক্রোধ খুব জোরে দেখাবে। সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াK ডুবিয়ে দেবে। ভূমিকম্পে সমস্ত বড় বড় বাড়ী ভেঙ্গে পড়বে। অনেক ধরনের মৃত্যু আসবে। এমন সব ড্রামার প্ল্যান বানানো আছে। এতে কারোরই কোনো দোষ নেই। বিনাশ তো হতেই হবে তাই তোমাদের এখান থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে নিতে হবে। তোমরা তো নিজেদের সবকিছুই ইনসিওর করে দিয়েছো তাই তোমাদের কোনো প্রকারের চিন্তাই নেই। তোমাদের সবকিছুই সফল হচ্ছে।

এখন তোমরা বলবে বাহ সত্গুরু বাহ। যিনি আমাদের এই রাস্তা বলে দিয়েছেন। বাহ আমাদের ভাগ্য বাহ। তোমাদের মন থেকে বের হবে -- ধন্যবাদ বাবা আপনার, যিনি আমাদের দুমুঠো চাল নিয়ে সেফটির সঙ্গে ভবিষ্যতে শতগুণ রিটার্ন দেন। কিন্তু এতেও বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। বাচ্চারা অথৈ জ্ঞান ধনের সম্পদ পায় তাই তাদের অপার খুশী হওয়া উচিত, তাই না। হৃদয় যত শুদ্ধ হবে, তত অন্যদের শুদ্ধ বানাতে পারবে। যোগের স্থিতির দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধ হয়। বাচ্চারা, তোমাদের যোগী হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর শখ থাকা চাই। যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে আর দেহ অভিমান থাকে তাহলে মনে করবে তোমাদের অবস্থা এখনো পরিপক্ব নয়। দেহী অভিমানী বাচ্চারাই প্রকৃত হীরে হতে পারে, তাই যতটা সম্ভব দেহী অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো। বাবাকে স্মরণ করো। "বাবা" এই অক্ষর সবথেকে মিষ্টি। বাবা খুব ভালোবেসে বাচ্চাদের নয়নে বসিয়ে সাথে নিয়ে যাবেন। এমন বাবার স্মরণেই আসক্ত হওয়া উচিত। বাবাকে স্মরণ করতে করতে খুশীতে ঠান্ডা শীতল হয়ে যাওয়া উচিত। বাবা যেমন অপকারীদেরও উপকার করতেন -- তোমরাও তেমন বাবাকে অনুসরণ করো। সুখদায়ী হও।

তোমরা বাচ্চারা এই পড়া থেকে কত উঁচু ভাগ্যের অধিকারী হও। তোমরা পদ্মপতি হতে পারো। বাবা তোমাদের কতো ধনবান করেন। বাবা তোমাদের অটুট সম্পদে এমন ভরপুর করেন যে ২১ জন্ম তা তোমাদের সাথে থাকে। সেখানে দুঃখের নামমাত্র থাকে না। কখনোই অকালে মৃত্যু হয় না। মৃত্যুতে কেউ ভয় পায় না। এখানে এত ভয় পায় যে কাঁদতে থাকে। তোমাদের তো খুশী থাকা উচিত যে এই পুরানো শরীর ছেড়ে যাবে, নতুন দুনিয়ায় গিয়ে প্রিন্স হতে পারবে। তোমরা এই পুরানো দুনিয়ার মমত্ব দূর করতে থাকো, এই দেহকে ভুলে যাও। আমরা আত্মারা হলাম স্বাধীন। কেবলমাত্র এক বাবা ছাড়া আমাদের যেন অন্য কাউকে স্মরণে না আসে। বেঁচে থেকেও আমাদের মৃত্যুতুল্য অবস্থায় থাকতে হবে। যেন আমরা এই দুনিয়ার থেকে মারা গেছি। বলা হয় না -- আপনি মারা গেছেন তাই দুনিয়াও মৃত আপনার কাছে। এই দেহ ভাবকে উড়িয়ে দিতে থাকো।

একান্তে বসে এই অভ্যাস করো যে -- বাবা ব্যস, আমি তোমার কোলে এই এলাম বলে । একের স্মরণেই এই শরীরের অন্ত হোক -- একেই বলা হয় একান্ত ।

তোমরা বাচ্চারা এখন এই ড্রামার রহস্যকেও জানো --- বাবা তোমাদের নিরাকারী, আকারী আর সাকারী দুনিয়ার সব খবর শোনান । আত্মা বলে, এখন আমরা পুরুষার্থ করছি নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য । আমরা স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত অবশ্যই হবো । নিজের এবং অন্যের কল্যাণ অবশ্যই করবো । আত্মা -- বাবা মিষ্টি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, বাবা হলেন দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা, তাই বাচ্চাদেরও সবাইকে সুখ দিতে হবে । আমাদের বাবার ডানহাত হতে হবে । এমন বাচ্চাই বাবার প্রিয় হয় । শুভ কাজে মানুষ ডান হাতই লাগায় । তাই বাবা বলেন সব বিষয়ে রাইট হও, এক বাবাকেই স্মরণ করো, তাহলেই অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে । এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব দূর করে দাও । এ তো হলো কবরস্থান । যে বাচ্চারা মৃত্যুর সময় কাজকারবার আর সন্তানের চিন্তা করে তারা অকারণেই নিজেদের ক্ষতি করে ফেলে । শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের খুব লাভ হবে । দেহ অভিমান থাকলে ক্ষতি হয়ে যায় । দেহী অভিমানী হলেই লাভ হয় । ধনেরও লোভ থাকা উচিত নয় । সেই চিন্তায় শিববাবাকেও ভুলে যায় । বাবা দেখেন যে সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে তারপর এই শ্রীমতে কতো পর্যন্ত চলতে পারে । শুরু শুরুতে ব্রহ্মা বাবাও তো ট্রাস্টি হয়েই দেখিয়েছিলেন । সবকিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে নিজে ট্রাস্টি হয়েছিলেন । কেবল ঈশ্বরের কাজেই লাগতে হবে । বিঘ্ন দেখে কখনোই ভয় পেলে চলবে না । যত অবধি পারা যায় এই সেবাতে সবকিছু সফল করতে হবে । ঈশ্বরকে অর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

সৃষ্টি পরিবর্তনের আধার --- সংগঠিত রূপে সকলের এক সংকল্প

(অব্যক্ত মহাবাক্য -- ১৯৭৫)

সংগঠিত রূপে সর্ব ব্রাহ্মণের ভিতর দয়ার ভাবনা, বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা, সর্ব আত্মাকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার শুভ কামনা যতক্ষণ না প্রত্যেকের মনে উৎপন্ন হবে ততক্ষণ এই বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ আটকে থাকবে । এখন সংগঠিত রূপে একটি সংকল্পকে আপন করে নাও অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্পের একত্রিত অঙ্গুলী সকলে মিলে দাও, তখনই এই কলিযুগী পর্বতকে পরিবর্তন করে গোন্ডেন ওয়ার্ল্ড আনতে পারবে ।

তাহলে চেক করো আমাদের এই সংগঠন কতো পর্যন্ত এক সংকল্পের হয়েছে ? শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে ব্রহ্মার সংকল্প হয়েছিলো সৃষ্টি রচনার, তো সৃষ্টি রচিত হয়েছিলো । এখানে একা ব্রহ্মার কথা তো নয়, ব্রহ্মার সঙ্গে সমস্ত ব্রাহ্মণদেরও যখন এক সংকল্প হবে যে, এখন আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত, আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হওয়া উচিত বা হবেই -- এমন দৃঢ় সংকল্প যখন ব্রাহ্মণদের মনে উৎপন্ন হবে, তখনই এই সৃষ্টির পরিবর্তন হবে অর্থাৎ নতুন সৃষ্টির রচনা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাবে । এতেও সংগঠনের শক্তি চাই । একজন, দুজন বা আটজনের নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ সংগঠনের এক সংকল্পের

প্রয়োজন। সংকল্পের দ্বারা সৃষ্টি রচনা এর রহস্য হলো এই প্রকার। যখন সকলের ভিতরে এই সংকল্প উৎপন্ন হবে, তখনই এক সেকেন্ডে সমাপ্তির বাজনা বাজতে শুরু করবে।

একদিকে সমাপ্তির বাজনা, অন্যদিকে নতুন দুনিয়ার দৃশ্য একসাথে দেখা যাবে। ওখানেও বিনাশের অতি হবে, আর সেখানে জলমগ্ন অবস্থায় এক ভাগ ধরিত্রী আর তিনভাগ জলমগ্ন হয়ে যাবে। পরের দিকে অনেক ধর্মের কারণে অনেক খণ্ড হয়ে গেছে, এইসব সমাপ্ত হয়ে যাবে আর অনেক দেশ বন্যার জলের মাঝে একত্রিত হয়ে দ্বীপের মতো হয়ে যাবে। তাই তখন একদিকে অতি বিনাশের বাজনা বাজবে আর একদিকে সৃষ্টির প্রথম রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের জন্মের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সে কখনোই পাতায় ভেসে আসবে না। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে, জলমগ্ন অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ পাতায় ভেসে এসেছিলো। এরও রহস্য আছে। ভারত যখন পরীক্ষান হয়, তখন তিনভাগ জলমগ্ন হওয়ার কারণে তাকে বন্যার জলে পূর্ণ দেখানো হয়েছে। এমন জলমগ্ন পরিস্থিতির মাঝে প্রথম পত্র, যিনি প্রথম আল্লা, যাঁর জন্মের খবর চারিদিকে প্রসিদ্ধ হবে, যে প্রথম রাজপুত্র প্রত্যক্ষ হয়েছেন, তাঁর জন্ম রূপ প্রকট হবে। যেমন দেখানো হয়, সোনার দ্বারকা জল থেকে বেড়িয়ে এসেছিলো। কিন্তু তা জল থেকে নয়, তিনভাগ জল থাকবে, সেই জলের মাঝখানে সোনার দ্বারকা দেখা যাবে --- তাই মানুষ বলে সোনার দ্বারকা জলের মাঝখানে থেকে বেড়িয়ে এসেছিলো। সেই সময় এই ভারতে প্রথম আল্লার জন্মের জয়জয়কার হবে। এমন দৃশ্য কি দেখতে পাও? তাই পুরানো দুনিয়ার মহাবিনাশের বাজনা আর নতুন প্রথম রাজকুমারের জন্মের বাজনা একসাথে বাজতে থাকবে। যখন নাগারা বাজানোর আগে তাকে গরম করা হয় তখন শব্দ শোনা যায়। তাই এও নাগারা বাজানোর পূর্বে তৈরীর প্রয়োজন, তখনই নাগারার আওয়াজের জোর হবে। এই আয়োজনে সবাই লেগে আছে তো? যারা অপেক্ষা করে আছে তাদেরও এই আয়োজনে লাগাও, তখনই জয়জয়কার হবে।

যখন তোমরা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে যাবে তখন রাজ্য চালাতেও শিখে যাবে। শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ তার উপর রাজত্ব করা। তাই এই রাজত্ব করার সংস্কার ভরপুর করছো তো! তোমাদের নলেজফুল বলা হয়, তো ফুল নলেজে তন - মন - ধন সবকিছু এসে যায়। যদি একটারও নলেজ কম থাকে তাহলে নলেজফুল বলা যাবে না। তোমরা বুঝতে পেরেছো? সর্বদা সফলতামূর্ত হওয়ার আধারও হলো নলেজফুল। এই নলেজ না থাকলে সফলতামূর্ত হতে পারবে না। সময় অনুযায়ী এই পুরুষার্থের গতিও তীর হওয়া উচিত। সময়ের গতি তীর হলো, আর তোমাদের চলার গতি ধীরে হয়ে গেলো, তাহলে কিভাবে সময়ে পৌঁছবে! এক বল, এক ভরসা, এই হলো মুখ্য বিষয়। প্রতি মুহূর্তে একের স্মরণে একরস থাকো। এই পুরুষার্থেই সর্বদা সফল হতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। যারা বাবার অটুট স্নেহে থাকে তারা সহজেই সহযোগ প্রাপ্ত করতে পারে।

মুরলী হলো লাঠি, কোনো দুর্বলতা থাকলে তা এই লাঠির আধারেই পূরণ হবে। এই আধারই তোমাদের ঘর পর্যন্ত এবং রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, কেবলমাত্র নিয়মপূর্বক নয়, লক্ষ্য এবং লগনের দ্বারা। তাই এই লগনেই মগ্ন হয়ে মুরলী পড় এবং শোনো, অর্থাৎ মুরলীধরের লগনে থাকো। মুরলীধরের স্নেহের নিদর্শন হলো মুরলী। মুরলীর প্রতি যত স্নেহ থাকবে, মনে করবে মুরলীধরের প্রতি ততই স্নেহ। প্রকৃত ব্রাহ্মণকে মুরলীর দ্বারাই পরখ করা যাবে। মুরলীর প্রতি আকর্ষণ অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণ। মুরলীর প্রতি আকর্ষণ কম থাকলে বলা হবে অর্ধেক ব্রাহ্মণ। আচ্ছা।

বরদান :- নিজের মস্তকের মাঝে বাবার স্মৃতি ইমার্জ করে মস্তকমণি হও

মস্তকমণির অর্থ যার মস্তকে সদা বাবার স্মরণ থাকে, একেই উচ্চ স্থিতি বলা হয় । নিজেকে সর্বদা এমনই উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকা আত্মা মনে করে এগিয়ে যাও । যারা এই উচ্চ স্থিতিতে থাকে তারা নীচের অনেক প্রকারের বিষয়কে সহজেই পার করে নিতে পারে । সমস্যা নীচে থেকে যায় আর স্বয়ং উপরে থাকতে পারে । মস্তকমণির স্থান হলো উচ্চ মস্তকে তাই নীচে এসো না, সর্বদা উপরে থাকো ।

শ্লোগান :- নিশ্চিন্ত বাদশাহের স্থিতির অনুভব করতে হলে "আমি - কে তুমি - তে" পরিবর্তন করে দাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পারস বুদ্ধি হওয়ার জন্য বাবা যা বোঝাচ্ছেন সেসব ভালো করে বুঝতে হবে, নিজের মধ্যে ধারণ করে অন্যদের করাতে হবে"

প্রশ্ন:- কোন্ একটি রহস্য খুবই গুহ্য গোপনীয় যা অনুধাবন করা প্রয়োজন ?

উত্তর :- নিরাকার পিতা সকলের মাতা পিতা কীভাবে হন, কীভাবে তিনি সৃষ্টির রচনা করেন, এইসব খুবই গুহ্য ও গোপনীয় রহস্য। নিরাকার পিতা, মাতার অনুপস্থিতিতে সৃষ্টির রচনা করতে পারেন না । তিনি কিভাবে শরীর ধারণ করেন, শরীরে প্রবেশ করে সেই মুখ দিয়ে সন্তান অ্যাডপ্ট করেন, এই ব্রহ্মা হলেন পিতা এবং মাতা -- এই কথাটি হল খুব ভালো ভাবে বুঝে স্মরণ করার বা স্মৃতিতে রাখার ।

গীত :- তুমি হলে মাতা

ওম্ শান্তি। যাঁকে মাতা পিতা বলা হয় নিশ্চয়ই আদেশ পিতা-ই করেছেন। এই খানে মাতা পিতা কন্বাইন্ড আছেন। এই কথা মানুষদের বোঝানো খুবই কঠিন , আর এই কথাটি-ই হল বুঝবার জন্যে মুখ্য কথা। নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা যাঁকে পিতা বলা হয় তাঁকেই মাতাও বলা হয় , এই হল ওয়ান্ডার ফুল কথা। পরম পিতা পরমাত্মা মানুষ সৃষ্টি রচনা করবেন , তার জন্যে মাতা নিশ্চয়ই চাই। এই কথা তো খুবই গুহ্য কারো বুদ্ধিতে আসবেনা। এখন উনি হলেন সকলের পিতা, মাতাও নিশ্চয়ই চাই। তিনি হলেন পিতা নিরাকার , তাহলে মাতা কাকে বলা হবে ? বিবাহ তো করেননি । এইটি হল গুহ্য গোপনীয় বুঝবার কথা। নতুন আত্মারা বুঝতে পারবেনা। পুরানো আত্মারাও মুশকিলে বুঝতে পারে ও তাদের স্মৃতিতে থাকে। বাচ্চরাই মাতা পিতার স্মরণে থাকবে তাইনা। ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণকেও বলা হয় তুমি হলে মাতা পিতা তো রাধে কৃষ্ণের সামনে গিয়েও বলে -- তুমি হলে মাতা পিতা ... এবারে তাঁরা হল প্রিন্স প্রিন্সেস । তাঁদেরকে মাতা পিতা কোনো বুদ্ধিহীনও বলবেনা। মানুষের তো বলার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এই কথাটি হল একেবারেই পৃথক। লক্ষ্মী নারায়ণকে তাদের সন্তানরা বলবে তুমি মাতা পিতা মানুষ ভাবে যার কাছে ধন সম্পদ আছে , মহল প্রাসাদ আছে তারা স্বর্গে আছে। তাদের সন্তানরা বলবে আমাদের মাতা পিতার কাছে অনেক সুখ আছে। নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মের সু-কর্মের ফল। আচ্ছা এই যে গায়ন হয় তুমি মাতা পিতা ... পরম পিতা পরমাত্মা রচয়িতা হলেন একজন , আমরা ওঁনার সন্তান উনি হলেন নিরাকার। আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। কিন্তু নিরাকার সৃষ্টি রচনা করেন কিভাবে। মাতা ছাড়া সৃষ্টির রচনা সম্ভব নয়। ওয়ান্ডার হল এই সৃষ্টির রচনা। এক হল পরমাত্মা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। পুরানো দুনিয়ায় এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। কিন্তু কিভাবে রচনা করেন। এই হল গুহ্য কথা -- যে নিরাকারকে আমরা মাতা পিতা বলি। বাবা নিজে বোঝাচ্ছেন আমি বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করি। পেট থেকে বাচ্চর জন্মের কথা নয়। এত সংখ্যায় বাচ্চারা পেট থেকে বেরোবে কিভাবে। তাই বলেন আমি এই শরীরটি (ব্রহ্মার) ধারণ করে এনার (ব্রহ্মার) মুখ দ্বারা বাচ্চাদের এডপ্ট করি। এই ব্রহ্মা পিতাও হলেন , মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা এবং মাতাও হলেন। যাঁর মুখ দ্বারা বাচ্চাদের এডপ্ট করি। এই ভাবে বাচ্চাদের এডপ্ট করা -- এই হল শুধুমাত্র বাবার কর্তব্য। সন্তানসীরা তো করতে পারেনা। তাদের আছে জিজ্ঞাসু , ফলোয়ার , শিষ্য। এখানে হল রচনার কথা। অর্থাৎ বাবা

এনার মধ্যে প্রবেশ করেন , এই হল মুখ বংশী যারা বলে তুমি মাতা পিতা ... তাহলে মাতা হলেন ইনি এই কথাটি প্রমাণিত হল। উনি পিতা (শিববাবা) এনার মধ্যে (ব্রহ্মাবাবা) প্রবেশ করে রচনা করেন। এই বৃদ্ধ মানুষটি প্রজাপিতাও হলেন আবার বৃদ্ধা মাতাও হলেন। বৃদ্ধা চাই তাইনা। এবারে বাচ্চাদের মাতা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। এনার কোনো সম্পত্তি নেই। তোমরা হও উত্তরাধিকারী , তাই এনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাকে বাপদাদা বলা হয়। তোমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার কাছে সম্পত্তির অধিকার নিতে হবেনা । এই দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাও ওনার কাছে (শিববাবার) প্রাপ্ত করেন। ব্রহ্মাবাবাকে মাতা ও দাদা দুই-ই বলে সম্বোধন করা হয়। নাহলে মাতা পিতা প্রমাণিত হবে কিভাবে। মাতা পিতা বিনে বাচ্চা হবে কিভাবে -- এই হল খুবই গুহ্য বুদ্ধবার এবং স্মরণ করার কথা। বাবা আপনি হলেন পিতা , ইনি মাতা এনার দ্বারা আমরা জন্ম গ্রহণ করি। ঠিক বর্ষার কথাও স্মরণে আসে। পিতাকে স্মরণ করতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা পতিত দুনিয়ায় আসেন। বলেন যাঁর মধ্যে প্রবেশ হই , আমার-ই সন্তান , তোমাদের পিতা এবং মাতাও হলেন তিনি। তোমরা হলে সন্তান। সুতরাং পিতাকে স্মরণ করলে বর্ষা প্রাপ্ত হয়। মাতাকে স্মরণ করলে বর্ষা প্রাপ্ত হবেনা। নিরন্তর পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বাকি এই শরীরকে ভুলতে হবে। এই জ্ঞানের কথাই বুঝতে হবে।

বাবা পুরানো দুনিয়ায় এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। পুরনোকে শেষ করে দেন। নাহলে কে শেষ করবে। গায়নও আছে শঙ্কর দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ -- এইসবই ড্রামাতে ধার্য করা আছে তাই গায়নও আছে। তোমরা বাচ্চার জানো আমাদের জন্যে নতুন রাজধানী নির্মাণ হচ্ছে। বিনাশের সম্পূর্ণ আয়োজন হয়ে রয়েছে। তোমরা সংখ্যায় এতজন , সবাই রাজার পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করো। এমন নয় অন্ধ শ্রদ্ধার বশে স্বীকার করেছে। কেউ বলেছে রামের সীতা চুরি গেছে। সত্য। কোনো কথা বুঝতে না পারলে বুঝবার চেষ্টা করো। নাহলে যে বুদ্ধিহীন থেকে যাবে। ভুক্তিমার্গে তো অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। সেই ফল ঐ জন্মেই বা অন্য জন্মে অল্পকালের জন্যে প্রাপ্ত হয়। তীর্থ যাত্রায় যায় , কিছু সময় তো পবিত্র থাকে , পাপ করেনা। দান পুণ্য ইত্যাদি করে , একেই কাগ বিষ্ঠা সম সুখ বলা হয়। এইসব কথা তোমরা বাচ্চার বুঝতে পারো কারণ তোমরা বানর থেকে মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে । সত্যযুগে তোমরা পারস বুদ্ধি ছিলে কারণ পারসনাথ , পারসনাথীনি দেব রাজস্ব ছিল। স্বর্ণ মহল ছিল। এখন তো সবই পাথর হয়েছে। পারস বুদ্ধি থেকে পাথর বুদ্ধিতে কে পরিণত করে ? ৫ বিকার রূপী রাবণ। যখন সবাই পাথর বুদ্ধি হয়ে পড়ে তখনই পারস বুদ্ধিতে পরিণত করতে বাবা আসেন। কত সহজ করে বুঝিয়ে দেন। বীজ এবং বৃক্ষ। বাকি ডিটেল নলেজ তো বোঝাতে থাকেন , বোঝাতে থাকবেন। মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করো , যাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। মাতাকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। বাবা বলেন বাচ্চার আমায় স্মরণ করো অর্থাৎ সন্তান মায়ের কোলে জন্ম নিয়েছে নিশ্চয়ই ? জন্ম নিয়েছে বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করতে। তাই এই মাতা কেও ত্যাগ করো , সব দেহ ধারীদের ত্যাগ করো কারণ এখন বর্ষা বাবার কাছে নিতে হবে। তিনি বেহদের পিতা নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। ভারত স্বর্গ ছিল তাইনা। এই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন , এখন নেই। বেহদের বাবা বোঝাচ্ছেন -- তোমরা প্রতি জন্মে হদের বর্ষা প্রাপ্ত করেছে। নরকে তো হদের বরসা-ই থাকে। স্বর্গে হদের বরসা থাকেনা। সেইটি হল বেহদের বর্ষা কারণ বেহদের অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক অন্য ধর্ম হয় না। হদের বর্ষা আরম্ভ হয় দ্বাপর থেকে। সত্যযুগে হয় বেহদের। তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করো। সেখানে তোমাদের বেহদের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। যথা রাজা রানী তথা প্রজা। প্রজাও বলবে আমরা হলাম সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক। এখন প্রজা এরকম

বলবেনা যে আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক। এখন তো সীমা বাঁধা আছে। তারা বলে আমাদের জলের সীমার ভিতরে প্রবেশ নিষেধ, এইটি আমাদের ভূখন্ড। সেখানে প্রজাও বলবে আমরা বিশ্বের মালিক। আমাদের মহারাজা মহারানী লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক। এইসব এখন আমরা বুঝতে পারি যে সেখানে এক রাজ্য ছিল। ঐ হল বেহদের বাদশাহী। ভারত কি ছিল, কারো বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা তোমরা এখন শিক্ষা পেয়েছ যে বেহদের বাবার কাছে বর্সা নাও। আমরা বলছি মানে আমরা-ই নিচ্ছি। বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। গায়নও আছে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য। ২১ জন্ম কেন বলা হয়? কারণ সেখানে বৃদ্ধ বয়সে দেহ ত্যাগ করা হয়। সেখানে অকালে মৃত্যু হয়না। মাতা-রা কখনও বিধবা হন না। কাল্লাকাটি হয়না। এখানেতো কত কাল্লা কাটি। সেখানে বাচ্চাদেরও কাঁদবার দরকার নেই। এখানে বাচ্চাদের কাঁদানো হয় যাতে মুখ বড় হয়। সেখানে এইরকম কথা নেই। এইসব তো বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন বেহদের বাবার কাছে কল্প পূর্বের মতন বর্সা প্রাপ্ত করছি। ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, এখন ফিরতে হবে। নিরন্তর বাবা ও বর্সা কে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবে। মন্মনাভবের অর্থ কত সহজ। গীতা যদিও মিথ্যা হয়েছে তবু তাতে কিছু তো সত্য আছে তাইনা। আমায় নিজেদের পিতাকে স্মরণ করো, কৃষ্ণ এমন বলবেন না যে আমায় স্মরণ কর, তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। পরমাত্মা এখন সর্ব আত্মাদের বলছেন যে আত্মারা তোমাদের সবাইকে মশক বা মশার মতন ফিরতে হবে। সুতরাং আত্মা নিশ্চয়ই, পরমাত্মা পিতাকে-ই ফলো করবে। কৃষ্ণ তো দেহধারী হয়ে গেলেন। তিনি বলবেন না আমি আত্মা আমায় স্মরণ কর। তাঁর নাম হল কৃষ্ণ। আত্মারা কেউ বলতে পারেনা, আত্মারা সবাই হল ভাই ভাই। এইটি তো বাবা বলেন আমি হলাম নিরাকার, আমি পরম আত্মা আমার নাম শিব। তাহলে কৃষ্ণ বলবে কিভাবে। কৃষ্ণের কাছে শরীর আছে। শিববাবার কাছে নিজের শরীর নেই। শিববাবা বলেন বাচ্চারা প্রথমে তোমাদের কাছেও নিজের শরীর ছিলনা। তোমরা আত্মসরা নিরাকার ছিলে, তারপর শরীরে প্রবেশ কর। এখন তোমাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের স্মৃতি বুদ্ধিতে আছে। বাবা সৃষ্টির রচনা কিভাবে, কবে এবং কেন করেছেন? সৃষ্টি তো আছে তাইনা। গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা করেছেন। তাহলে নিশ্চয়ই পুরানো সৃষ্টি থেকে নতুন সৃষ্টির রচনা করেছেন। বলাও হয় মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের এই পড়াশোনা দ্বারা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করি। পূজ্য দেবতা ছিলে, কালান্তরে পূজারী হয়েছে। মানুষ বোঝে না যে ৮৪ জন্ম কিভাবে হয়। তবে কি সবাই ৮৪ জন্ম নেবে? সৃষ্টি বৃদ্ধি হতেই থাকে। তাহলে সবাই কিভাবে ৮৪ জন্ম নেবে! নিশ্চয়ই যারা পরে আসবে তাদের জন্ম কম হবে। ২৫-৫০ বছরের সময় কালে ৮৪ জন্ম কিভাবে নেবে? এই হল স্ব দর্শন চক্র। তারা আবার স্ব দর্শন চক্র কে অস্ত্র রূপে দেখিয়েছে। আত্মারা এখন তোমাদের স্মৃতি আছে যে আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। এখন সেই চক্র পূর্ণ হয়েছে, পুনরায় এই ড্রামা রিপটি করতে হবে। সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের প্রয়োজন, যে ধর্মটি এখন লুপ্ত প্রায়। মানুষ বলে হে গড ফাদার দয়া করুন। বাবা বলেন - - আত্মা তোমাদের দুঃখ থেকে লিফট করে সুখী করি। বাবার কাজ হল সবাইকে সুখী করা, তাই আমি কল্পে কল্পে আসি, এসে ভারতকে হীরে তুল্য করি। অতীব সুখী করি। বাকি সবাইকে মুক্তিধামে পাঠাই। ভক্ত চায় ভগবানের সঙ্গে মিলন, কারণ সন্ন্যাসীরা বলে দিয়েছে এই সুখ হল কাক বিষ্ঠা সম। আরও বলেছে এই ড্রামার খেলায় পুনরায় আগমন হয়না মোক্ষ প্রাপ্তি হলে। কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তি হয়না। এ হল নির্ধারিত ড্রামা। সম্পূর্ণ সৃষ্টির হিস্টি জিওগ্রাফি তোমরা বাচ্চারাই এখন জানো যে কিভাবে এই চক্র পরিক্রমা করে। যার নাম স্ব দর্শন চক্র। এইরকম দেখানো হয় স্ব দর্শন চক্র দ্বারা সকলের মাথা কাটা হয়েছে। কংস বধের নাটক দেখানো হয়। এমন কিছুই হয়না। এখানে

হিংসার কোনো কথাই নেই। এখানে তো রয়েছে পড়াশোনা। পড়া করে বাবার কাছে অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার কাছে অধিকার নিতে কারো হত্যা করতে হয় নাকি ? সেসব হল হদের বর্সা , এই হল বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করা। গীতায় লড়াই ইত্যাদির কত কথা লেখা আছে। সেসবও কিছুই হয়নি। পাণ্ডবদের লড়াই বাস্তবে কারো সঙ্গে হয়না। এতো যোগবল দ্বারা বেহদের বাবার কাছে তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়ার অধিকার নাও। তাতে লড়াইয়ের কোনো কথা নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে ২১ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত করতে নিরন্তর পিতা ও স্বর্গের অধিকার স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। কোনও দেহধারীকে স্মরণ করবে না ।

২) বুদ্ধিতে স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। আমরা পূজনীয় ছিলাম , তারপরে পূজারী হয়েছি, ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি , আবার ড্রামা রিপিট হবে, আমাদের পূজারী থেকে পূজনীয় স্বরূপে পরিণত হতে হবে -- এই স্মৃতি-ই হল স্ব-দর্শন চক্র।

বরদান :- সদা স্নেহ এবং সহযোগ দ্বারা অবিনাশী রত্নের টাইটেল প্রাপ্তকারী অমর ভব

ব্যাখা: যে স্থাপনার কার্যে সদা স্নেহী ও সহযোগী হয় তার অবিনাশী রত্নের টাইটেল প্রাপ্ত হয়। এমন অবিনাশী রত্ন যাকে কখনও কেউ নাড়াতে পারবেনা। কোনো রকম বাধা থামাতে পারবে না । এমন অবিনাশী রত্ন-ই অমর ভবের বরদানী হয়। প্রকৃত স্বর্ণ বা রিয়াল গোল্ড, বাবার সঙ্গী। তারা বাবার কর্তব্য কে আপন কর্তব্য মনে করে। সর্বদা সঙ্গে থাকে ফলে অবিনাশী হয়ে যায়।

স্লোগান - পবিত্রতার যথার্থ ধারণা থাকলে প্রতিটি কর্ম যথার্থ এবং যুক্তি যুক্ত হবে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র মনমনাভব মহামন্ত্র দ্বারা তোমরা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হও, এই মন্ত্রই হল সর্ব পাপ হরণকারী।”

প্রশ্ন:- সমস্ত জ্ঞানের সার কি, মনমনাভবে থাকার লক্ষণ কি ?

উত্তর :- সমস্ত জ্ঞানের সার এটাই যে এখন আমাদের ঘরে ফিরতে হবে । এ হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, এটা ছেড়ে আমাদের গৃহে ফিরে যেতে হবে। যদি এটা মনে থাকে তাহলেও মনমনাভব হল। মনমনাভব থাকা বাচ্চারা সব সময় জ্ঞানের বিচার সাগর মন্বন করতেই থাকবে। তারা বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি অতীন্দ্রিয় বার্তালাপ করতে থাকবে।

প্রশ্ন : - কেমন অভ্যাসের বশীভূত আত্মারা পিতার স্মরণে থাকতে পারেনা ?

উত্তর :- যদি কারো নোংরা ছবি দেখার, নোংরা খবর পড়ার অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে বাবার স্মরণে থাকতে পারবে না। সিনেমা হল নরকের দ্বার, যা মানুষের শুভ বৃত্তি নষ্ট করে দেয় । .

ওম্ শান্তি। অলৌকিক পিতা বসে অলৌকিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। তাদেরই বোঝাতে হয়, যাদের বোধ শক্তি কম থাকে। কিন্তু তোমরা এখন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছো, তোমরা বোঝো যে বেহদের বাবাও আছেন, বেহদের শিক্ষাও দেন। সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্য বোঝান। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকা দরকার, পিতা সঙ্গে করে অবশ্যই নিয়ে যাবেন। কেননা তিনি জানেন এটা হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া । এই পুরানো দুনিয়া থেকে আমি বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি। বাবা বোঝান এখানে বসে বসে বাচ্চারা মনে মনে ভাবে আহা ! ইনি আমাদের বেহদের পিতাও এবং উচ্চ শিক্ষাও দেন তিনি । সমস্ত সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্যও বোঝান। এই কথা গুলি মনে রাখাই হল মনমনাভব। এগুলোও তোমাদের চার্ট থাকতে পারে। এটা খুব সহজও। আর কিছু করো বা নাই করো উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে যেন স্মরণ বুদ্ধিতে থাকে। ওয়াল্ডারফুল জিনিসকে মনে রাখতে হয়। তোমরা বোঝো, বাবাকে স্মরণ করলে, লেখা -পড়া করলে তোমরা বিশ্বের মালিক হও ।এটা সবসময় যেন বুদ্ধিতে থাকে। ট্রেনে বাসে যেখানেই থাকো বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে। সবার প্রথম তো বাচ্চারা পিতাকেই চায়। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বেহদের অলৌকিক পিতা আছেন। সহজে স্মরণ করার জন্য বাবা উপায় বলে দিচ্ছেন। আমাদেরই স্মরণ করো তাহলে অর্ধেক কল্পের তোমার সমস্ত বিকর্মের বিনাশ হয়ে যাবে।যোগাগ্নিতে সব কিছু ভস্ম হয়ে যাবে। জন্ম -জন্মান্তর ধরে অনেক যজ্ঞ ,জপ-তপ ইত্যাদি করেছে। ভক্তি মার্গের লোকেরা জানেই না এসব কেন করে। এতে কি প্রাপ্তি হবে। মন্দিরে যায়, এতো ভক্তি করে, ভাবে যে এই সব পরম্পরায় চলে আসছে। শাস্ত্রের বিষয়েও বলে পরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু মানুষেরা জানেই না যে স্বর্গে শাস্ত্রাদি হয় না। তারা ভাবে সৃষ্টির প্রথম থেকেই এগুলো চলে আসছে। না এটা কাউকে বলতে পারবে না যে বেহদের পিতা কে ? এখানে লৌকিক পিতা বা শিক্ষক নেই। লৌকিক শিক্ষকের কাছে তোমরা সবাই পড়েছো। সেই পড়াশুনো করেই তোমরা চাকরি-বাকরি করো, রোজগারপাতি করো। বাচ্চারা তোমরা জানো আমাদের এই বেহদের পিতার কোনো পিতা নেই এবং উনি বেহদের শিক্ষকও। ঔঁনার কোনো শিক্ষক নেই। এই দেবতাদের কে পড়িয়েছিল এটা তো অবশ্যই মনে আসতে

হবে। এটাও মনমনাভব। এই পড়া তো অন্য কোথাও পড়েনি। বাবা স্বয়ং হলেন নলেজফুল। এঁনাকেও কেউ পড়িয়েছে নাকি ? মানুষ সৃষ্টির উনি বীজরূপ এবং চৈতন্যরূপও। উনি জ্ঞানের সাগর। উনি চৈতন্য স্বরূপ তাই মানুষ সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষের আদি থেকে অন্তের সমস্ত রহস্য শোনান। অন্তে এসে আদির জ্ঞান শোনান এবং বলেন, বাচ্চারা আমি এখন যে শরীরে বিরাজমান রয়েছি, এর দ্বারাই আমি আদি থেকে অন্তের সব কিছু শোনাই। শেষের বিষয়ে তোপরে বলবো। তোমরা পরে বুঝতে পারবে যে এখন হল সব কিছুর শেষ সময়। কেননা সেই সময় তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে এবং বাকীরাও দেখবে যে এই পুরানো ছিঃ দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই। এটা কোনো নতুন কথা নয়। অনেক বার দেখা হয়েছে এবং অনেক বার দেখতেই থাকবে। কল্পের আগে রাজ্য প্রাপ্ত করেছিলে, তারপর তা বেহাত হয়ে গেছিলো এবং এখন আবার প্রাপ্ত হতে যাচ্ছে। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা বুঝতে পারছ আগে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, ৮৪ জন্ম নেবার পর আবার বাবা বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য সেই জ্ঞানই দিচ্ছেন। তোমরা অন্তরে অনুভব করো বাবা শিক্ষকও। যদি বাবাকে মনে না থাকে তাহলে শিক্ষককেই মনে রেখো। শিক্ষককে কি কেউ ভুলতে পারে ? শিক্ষকের কাছে তো পড়াশুনো করতেই থাকো । অবশ্য মায়া ভুল করায়, তোমরা বুঝতে পারো না। মায়া চোখে একদম ধুলো দিয়ে দেয়। আমাদেরকে যে ঈশ্বর পড়ান, এটা একদম ভুলে যায়। পিতা সব বুঝিয়ে বলেন। এটা হল বেহদের বোঝানো। ওটা হল লৌকিক বোঝানো । এই বেহদের জ্ঞান বাবা প্রতি কল্পেই তোমাদের দেন। ঠিক আছে যদি পড়াশুনো বেশি না করতে পারো তাহলে বাবার রূপ দ্বারা স্মরণ করো । ওঁনার তো কোনো পিতা নেই, উনিই হলেন সকলের পিতা । কিন্তু সকলে তাঁরই সন্তান । কেউ কি বলতে পারবে, শিববাবা কার সন্তান ? উনি হলেন বেহদের পিতা । বাচ্চারা বোঝে আমরা বেহদের পিতার সৃষ্টি । আমাদের এই পড়াশুনোও চমৎকার এবং আমরা ব্রহ্মণেরাই পড়ি । দেবতা বা ক্ষেত্রেই, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি এই পড়াশুনো করতে পারে না । পিতার এই জ্ঞান অদ্বিতীয় । তোমরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারে না । বাচ্চারা তোমাদের খুশির পারদ চড়তে থাকে। কেননা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধানে পরিবর্তিত হও । এখন উঁচু পদ পাওয়ার জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । এমন নয় যে সকলেই স্বর্গে যাবে । যদি জ্ঞান ও যোগের ধারণা না থাকে তাহলে উঁচু পদ পাবে না ।

বাবা বলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হলে অনেক বেশি স্মরণের পরিশ্রম করতে হয় । খেয়াল রাখবে যেন কাউকে দুঃখ না দেওয়া হয় । আমরা সুখদাতার সন্তান, সবাইকে সুখ দিতে বদ্ধপরিকর। মন, বচন ও কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবে না। এই সময় তোমরা এই পাঠ পড়ে ফুলের মতন হও। এই উপার্জনই তোমাদের সাথে যাবে, কোনো বই ইত্যাদি পড়বার দরকার নেই। লৌকিক পড়াতে অনেক পুস্তকাদি পড়তে হয়। বাবার এই জ্ঞান সব থেকে আলাদা এবং সব থেকে সহজ। কিন্তু সব থেকে গুপ্ত । তোমরা ছাড়া কেউ জানেনা কি পড়াশুনো হয়। ওয়ান্ডারফুল পড়াশুনো। বাবা বলেন কখনো অ্যাবসেন্ট হবে না। পড়াশুনো কখনো ছাড়বে না। বাবার কাছে সকলেরই রেজিস্টার আসে। এর দ্বারাই বাবা জানতে পারেন কে ১০ মাস অনুপস্থিত আর কে ৬ মাস। কেউ কেউ তো মাঝ পথেই পড়া ছেড়ে দেয়। এটা খুব ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার । বাবা বলেন কখনোই এবসেন্ট হবে না। এরকম ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার আর হয়ই না। প্রতি কল্পে বাবা এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হন। তোমরা জানো এই সাকার বাবা পুনর্জন্মের দ্বারা আসেন। যিনি ৮৪ চক্র পরিক্রমণ করেন, ততস্বম্ (যেই রূপ তোমরা করো) । এটা তো হল খেলা। খেলা কেউ ভোলে না। খেলা সবসময় মনে থাকে।

বাবা বোঝান এমনভাবেই তো এই দুনিয়া নরক, তার মধ্যে বিশেষ করে এই সিনেমা আরও নরক। ওখানে গেলে বৃত্তি একদম খারাপ হয়ে যায়। খবরের কাগজেও সুন্দর সুন্দর ছবি দেখেও অনেকের বুদ্ধি সেদিকে যায় - মনে এই বিচার চলতে থাকে, ইনি খুব সুন্দর, পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। এইসব দেখার দরকারটাই বা কি ? বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে, এই দুনিয়া বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা কেবল আমাদেরই স্মরণ করো। এইধরনের জিনিস না দেখবে না এর বিষয়ে ভাববে। এই সব তো পুরানো দুনিয়ার ছিঃ ছিঃ শরীর, এসবের দিকে তাকাবার দরকারই বা কি ?

একমাত্র বাবাকেই দেখতে হবে । বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, লক্ষ্য অনেক উঁচু । মায়াও কোনো অংশে কম নয় । মায়ার জৌলুস কত দেখো । ওদিকে আছে সায়েন্স এবং এদিকে সাইলেন্স । ওরা চায় মুক্তি লাভ করতে, আর এখানে তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো জীবনমুক্তি পাওয়া । জীবনমুক্তি পাওয়ার রাস্তা কেউ বলতে পারে না । সল্যাসী ইত্যাদি কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না । তারা কাউকে বোঝাতে পারে না যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হতে হবে । এইকথা এক বাবাই বোঝান । ভক্তি মার্গে কেবল সময়ের অপচয়ই হয়েছে । কত কত ভুল হতে থাকে । ভুল করতে করতে ভোলা হয়ে গেছে । এই শেষের জন্ম ১০০ শতাংশ ভুলে ভরা । একটুও বুদ্ধি কাজ করেনা । এখন বাবা তোমাদেরকে বোঝান, তখন তোমরা বুঝতে পারো । এখন তোমরা সবাই বুঝে গেছো, তাই অন্যদের বোঝাও । খুশির পারদ চড়তে থাকে । এটা আশ্চর্যের না! এই বাবার কোনো বাবা নেই, শিক্ষক নেই! তাহলে শিখলেন কোথা থেকে ? লোকে অবাক হবে । অনেকে ভাবে নিশ্চয় এদের কোনো গুরু আছেন । যদি এটাও গুরুর থেকে শেখা হয় তাহলে সেই গুরুর আরো অনেক শিষ্য থাকা উচিত । কেবল একটি মাত্র শিষ্য নিশ্চয় হবে না । গুরুরের তো অনেক শিষ্য হয় । আগা খাঁর দেখো কত শিষ্য । তাদের দেখো গুরুর প্রতি কতো শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে । গুরুকে তারা হিরে দিয়ে ওজন করে । তোমরা কি দিয়ে ওজন করবে ? ইনি তো সবথেকে সুপ্রিম! এঁনার ওজন কত হবে ? তোমরা কি করবে, ওজন করলে কত হবে? কোন জিনিসের দ্বারা ওজন হতে পারে ? শিববাবা তো বিন্দু । আজকাল খুব ওজন করা হয় । কেউ সোনা দিয়ে, কেউ রূপো দিয়ে আবার কেউ প্লাটিনাম দিয়েও করে, যা সোনার থেকেও দামি। এবার পিতা বোঝাচ্ছেন সে সব শরীরধারী গুরু তোমাদের তো সদগতি দিতে পারে না । সদগতি প্রদানকারী পিতা তো একজনই, তাকে কি দিয়ে ওজন করবে ? মানুষ কেবল ভগবান-ভগবান করতে থাকে । কিন্তু জানেনা ,তিনি পিতাও, শিক্ষকও । কেমন সাধারণ ভাবে মতন বসে আছেন! বাচ্চাদের মুখ দেখার সুবিধার জন্য একটু উঁচুতে বসেন । সহযোগী বাচ্চারা ছাড়া আমি কি করে স্বর্গের স্থাপনা করতে পারি! যারা বেশি সহযোগী তাদের বাবা নিশ্চয়ই ভালোবাসবেন । লৌকিক দুনিয়াতেও এক ছেলে ২ হাজার রোজগার করে আর একজন ১ হাজার । পিতার ভালোবাসা কার উপর বেশি হবে ? কিন্তু আজকাল ছেলেরা পিতাকে পাত্তা দেয় কোথায় ? বেহদের পিতাও দেখেন অমুক-অমুক বাচ্চারা খুব সাহায্য করে । বাচ্চাদের দেখে-দেখে বাবাও আনন্দিত হন। আত্মা খুশি হয় । প্রতি কল্পেই আসি আর বাচ্চাদের দেখে খুব খুশি হই। জানি প্রতি কল্পেই এরা আমাকে সাহায্য করে । বাবার এই ভালোবাসা প্রতি কল্পেই পাওয়া যায় । যেখানেই থাকো বুদ্ধির দ্বারা চিন্তন করো বাবা আমাদের পিতাও, শিক্ষকও এবং গুরুও । তিনি নিজেই সব কিছু । তাই তো সবাই তাঁকেই স্মরণ করে । সত্যযুগে কেউ স্মরণ করে না। কেননা ২১ জন্মের জন্য বাবা পর পাড়ে পার করে দেন । এই সব স্মরণ করে বাচ্চাদের আনন্দিত থাকা উচিত। আমরা এমন বাবার সেবা করছি এই ভেবে খুশি থাকা উচিত । বাবার পরিচয় সকলকে দেওয়া উচিত। ইনি বেহদের বাবা । বাবা-ই স্বর্গের স্থাপনা করেন । বাবা-ই আমাদের সকলকে

সঙ্গে করে নিয়ে যান । এই রকম করে বোঝালে সর্বব্যাপী বলতে পারবে না । পিতা বলেছেন বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধিই বিনষ্ট করে । ওরা সকলে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করবে । তোমরা রাজধানীর স্থাপনা করছো । আত্মাদের পিতা আত্মাদের বসে বোঝাচ্ছেন । তাহলে এমন ওয়াল্ডারফুল কথা সকলকে শোনানো উচিত।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং গুডমর্নিং। অলৌকিক পিতা অলৌকিক বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম সুখদাতার সন্তান, আমাদের সকলকে সুখ দিতে হবে। মন, বচন বা কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না ।

২) এই পড়া এবং যিনি পড়াচ্ছেন দুই-ই ওয়াল্ডারফুল। এমন ওয়াল্ডারফুল পড়াশুনো কখনো মিস করা উচিত নয়। অ্যাবসেন্ট হওয়া যাবে না ।

বরদান :- সাথে থাকবো, এক সাথেই জীবন কাটাব এই প্রতিজ্ঞার স্মৃতি দ্বারা কস্মাইন্ড হয়ে থাকা সহজযোগী ভব

তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রতিজ্ঞা এই যে এক সাথে থাকবো, এক সাথে জীবন নির্বাহ করবো এবং এক সাথেই ফিরে যাব, ...এই প্রতিজ্ঞাকে স্মৃতিতে রেখে যদি বাবা এবং তোমরা কস্মাইন্ড ভাবে থাকো তাহলে এই স্বরূপকে সহজ যোগী বলা হয়। যোগ লাগানো নয়, বরং কস্মাইন্ড অর্থাৎ এক সাথে থাকে। এইরকম সঙ্গে থাকা নিরন্তর যোগী, সর্বদা সহযোগী, উড়ন্ত কলায় যেতে সমর্থই ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে যায় ।

স্নোগান :- প্রশ্ন চিহ্নের আঁকা-বাঁকা রাস্তায় না গিয়ে কল্যাণের বিন্দু (পূর্ণ বিরাম) লাগানোই কল্যাণকারী হওয়া ।

সঙ্গমযুগী মর্যাদায় চলাই পুরুষোত্তম হওয়া

আজ, বাপদাদা সব পুরুষোত্তম বাচ্চাদের দেখছেন। সঙ্গমযুগের মর্যাদাই পুরুষোত্তম বানায়, এইজন্য তোমাদের মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয়। এই তমোগুণী মনুষ্য আত্মা এবং তমোগুণী প্রকৃতির বায়ুমন্ডলের ভাইব্রেশন থেকে নিরাপদ থাকার সহজ বিধি হলো এই মর্যাদা। যারা এই মর্যাদার ভিতরে থাকে তারা সদা মেহনত থেকে রেহাই পেয়ে থাকে। মেহনত তখনই করতে হয় যখন তোমরা মর্যাদার সীমারেখায় থেকে করা সঙ্কল্প, বোল বা কর্ম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসো। বাপদাদার থেকে প্রতিপদে তোমরা মর্যাদা লাভ করো। সেই মর্যাদার সাথে প্রতি পদে চললে তোমরা স্বতঃই মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যাও। অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত মর্যাদাপূর্বক জীবন কেমন হয় তা তোমরা ভালোভাবে জানো। অহরহ সেই অনুসারে চলাই পুরুষোত্তম হওয়া। যখন নামই পুরুষোত্তম অর্থাৎ সকল সাধারণ পুরুষের মধ্যে উত্তম, তখন চেক করো, তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রথম মুখ্য বিষয় স্মৃতি উত্তম কিনা। স্মৃতি উত্তম তো বৃত্তি এবং দৃষ্টি, স্থিতি স্বতঃই শ্রেষ্ঠ। স্মৃতির মর্যাদার রেখা জানো তোমরা? "আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা" এবং "অন্যান্য সব আত্মারাও এক শ্রেষ্ঠ বাবার"। ভ্যারাইটি আত্মারা ভ্যারাইটি পার্ট প্লে করে। প্রথম এই পার্ট যেন ন্যাচারাল রূপে তোমাদের স্মৃতিতে থাকে। দেহ নজরে এলেও শুধুমাত্র আত্মাকে দেখ। এই সমর্থ স্মৃতি প্রতি সেকেন্ডে ন্যাচারাল স্বরূপে থাকতে হবে আর তখন তোমরা স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে। শুধু পুনরাবৃত্তি নয় যে আমিও আত্মা এবং এও আত্মা। প্রথম স্মৃতির এই মর্যাদা নিজেকে সদা নির্বিল্ল বানায় এবং অন্যকেও এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতির সমর্থ ভাবের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায়, যাতে অন্যরাও নির্বিল্ল হয়ে যায়।

পাণ্ডব সেনা মিলনোৎসব পালন করতে তো এসেছ, কিন্তু সেইসাথে 'স্মৃতিস্বরূপ ভব'র বরদানও সঙ্গে নিয়ে যাও, যা প্রথম মর্যাদা-রেখার ফাউন্ডেশন। এই স্মৃতিই তোমাদের শক্তি নিয়ে আসে। যা কিছু শুনেছ সেইসবের কি এসেন্স তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাবে? এসেন্স হলো, স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে। এই বরদানকে সদা অমৃতবেলায় রিভাইস করো। প্রতিটা কাজ করার আগে এই বরদানের সমর্থ স্থিতির আসনে বসে নির্ণয় করতে হবে কাজটা ব্যর্থ নাকি সমর্থ! তারপরেই কর্ম করো। কর্ম করার পরে আবার চেক করো কর্মের আদিকাল থেকে অন্তকাল পর্যন্ত সমর্থ থেকেছ? নয়তো, কোনো কোনো বাচ্চা আদিকাল সময়ে সমর্থ স্বরূপে কর্ম শুরু করেও, মধ্যে কিভাবে তাদের কর্ম ব্যর্থ বা সাধারণ কর্ম হয়ে গেছে এবং কোন সময়ে সমর্থ হওয়ার পরিবর্তে তারা ব্যর্থ এবং সাধারণ কর্মের দিকে চলে গেছে, সেটা তাদের জানা নেই। তারপর অন্তে তারা ভাবে, যা তাদের করা উচিত ছিল তা তারা করেনি। তাহলে তার রেজাল্ট কি! কিছু করে তারপর ভাবা, এটা ত্রিকালদর্শী আত্মাদের লক্ষণ নয়। অতএব, স্মৃতিস্বরূপ হও অর্থাৎ তিনকালের সমর্থ স্বরূপ হও। বুঝতে পারছ তোমরা, কি নিয়ে যেতে হবে তোমাদের! সমর্থ স্থিতির আসন কখনো ছেড়োনা। এই আসনই হংস আসন। হংসের বিশেষত্ব, নির্ণয় শক্তির উপলব্ধি করা। নির্ণয় শক্তির উপলব্ধির দ্বারা সদাই মর্যাদা পুরুষোত্তম স্থিতিতে নিরন্তর সামনে এগিয়ে যেতে থাকবে। সদা আসনের এই বরদান এবং 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' ঐশ্বরীয় এই টাইটেল যেন সাথে থাকে। আচ্ছা - আজ তো শুধু অভিনন্দন জানানোর দিন। কারণ তোমরা সেবাতে যাচ্ছ, সুতরাং অভিনন্দন দেওয়ারই তো দিন, তাই না! তোমরা লৌকিক ঘরে যাচ্ছ না, যাচ্ছ সেবা

স্থানে । বকের মাঝেও তোমরা যাচ্ছ কিন্তু সেবার্থে যাচ্ছ । কর্মবন্ধনে বাঁধা তোমাদের সম্বন্ধে যাচ্ছ ভেবে যেওনা, সেটাও সেবার সম্বন্ধ । কর্ম সম্বন্ধ চুকাতে সেখানে তোমরা বসে নেই, আছ সেবার সম্বন্ধের দায়িত্ব পালনার্থে । এটা কর্মবন্ধন নয়, কিন্তু সেবার বন্ধন । আচ্ছা ।

সদা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে হংস স্থিতির সমর্থ আসনে স্থিত হয়ে, সকল কর্মকে ত্রিকালদর্শী শক্তি দ্বারা তিনকাল সমর্থ বানানোর কারিগর সদা স্বতঃ আত্মিক স্থিতিতে থাকে, এমন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার :-

১) সদা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান অনুভব করো ? যাদের বাবাই ভাগ্যবিধাতা তারা নিজেরা কত ভাগ্যবান হবে ! বাবা ভাগ্যবিধাতা, তাহলে তিনি উত্তরাধিকারে কি দেবেন ? তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেবেন, তাই না ? সদাসর্বদা ভাগ্যবিধাতা বাবা এবং তোমাদের ভাগ্যকে স্মরণ করো । যখন নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য স্মৃতিতে থাকবে তখন অন্যদেরও ভাগ্যবান বানানোর উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে কারণ তোমরা দাতার বাচ্চা । ভাগ্যবিধাতা বাবা ব্রহ্মা দ্বারা ভাগ্য বিতরণ করেছেন, সুতরাং তোমরা ব্রাহ্মণরা কি করবে ? ব্রহ্মার যা কাজ সেটা তোমরা সব ব্রাহ্মণদেরও কাজ । সুতরাং তোমরা এইরকম ভাগ্য বিতরণ করো ! লোকে কাপড় বিলি করবে, আনাজপাতি বিলি করবে, জল বিলি করবে কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তো ভাগ্যবিধাতার বাচ্চারাই বিতরণ করতে পারবে । সুতরাং তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বিতরণকারী ভাগ্যবান আত্মা । যাদের ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে তাদের সবকিছু প্রাপ্ত হয়েছে । আজ যদি তুমি কাউকে কাপড় দেবে তো কাল তার খাবার কম পড়বে, কাল খাবার দেবে তো তাদের জলের অভাব হবে । এক একটা জিনিস তোমরা কত সময় ধরে দিতে থাকবে ।

এসবে তারা পূর্ণ পরিতুষ্ট হতে পারেনা । কিন্তু যদি ভাগ্য বিতরণ করো তো যেখানে ভাগ্য সেখানে সবকিছু । সাধারণত কারও কিছু প্রাপ্ত হলে বলে "বাহ আমার ভাগ্য !" যেখানে ভাগ্য সেখানে সবকিছুর প্রাপ্তি । সুতরাং তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বিতরণকারী । এইরকম শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্মৃতি, মহাদানী এবং শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের সদা উদ্ভৃতি কলায় নিয়ে যাবে । যেখানে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতি সেখানে সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতি হবে । এই ভাগ্য বিতরণে দিলদরিয়া হও । এটা অফুরন্ত । যখন একটুখানি জিনিস থাকে তখন কিপটে ভাবের ভাবনা আসতে পারে কিন্তু এটা তো অপরিসীম, এইজন্য বিলোতেই থাকো । সদা দিতে থাকো, একটা দিনও যেন দান দেওয়া থেকে বাদ না যায় ! সদাকালের দানী সারা সময় নিজের ধনভান্ডার খুলে রাখে । এক ঘন্টাও দান বন্ধ করেনা । ব্রাহ্মণদের কাজই হলো সদা বিদ্যা নেওয়া আর বিদ্যা দান করা । সুতরাং এই কার্যেই সদা তৎপর থাকো ।

২) নিজেকে সদা সঙ্গমযুগী হিরেতুল্য অনুভব করো ? তোমরা সব বাচ্চারা প্রকৃত হীরে, তাই না ? হীরে অতি মূল্যবান । তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনেরও কত ভ্যালু ! এই কারণে ব্রাহ্মণদের সদা শিখরে দেখানো হয় । শিখর অর্থাৎ উঁচু স্থান । কার্যতঃ দেবতারা সবচাইতে উঁচু, কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতা থেকেও উঁচু । এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? তুমি বাবার আর বাবা তোমার, এই জ্ঞান তো আছে, তাই না ! এই একটা বিষয় সদা স্মরণ রাখতে হবে । সদা মনে এই গীত বাজতে থাকুক

"যা পাওয়ার ছিলো তা পেয়ে গেছি ।" স্থূলভাবে গীত গাইলে এক ঘন্টা পরে ক্লান্ত হয়ে যাবে কিন্তু এই গীত গাওয়ায় কোনো ক্লান্তি আসেনা । বাবার হওয়াতে তোমরা সবকিছু হও, তোমরা ড্যান্সার, সিঙ্গার, আর্টিস্ট হয়ে যাও, প্র্যাকটিক্যালি তোমরা নিজেদের ফরিস্তা রূপের চিত্র বানাচ্ছ । বুদ্ধিযোগের দ্বারা কত সুন্দর ছবি বানাও ! সুতরাং তোমরা যা বলো, সবকিছু হয়ে যাও । তোমরা বড় বড় বিজনেস ম্যান, মিল মালিকও হও । সুতরাং, সদা নিজের এই অক্যুপেশনকে স্মৃতিতে রাখো । কখনো খনির মালিক হও তো কখনো আর্টিস্ট হও, কখনো ড্যান্সার । এই জ্ঞান অতি মনোরম, নীরস নয় । কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে যে রোজ সেই একই আত্মা পরমাত্মার জ্ঞান শুনে যাচ্ছ, কিন্তু এটা আত্মা পরমাত্মার শুষ্ক জ্ঞান নয় । অতি চিত্তবিনোদনকর এই জ্ঞান, শুধু নিজের নতুন নতুন টাইটেল স্মরণ করো, আমি আত্মা কিন্তু কি ধরনের আত্মা আমি ! কখনো আর্টিস্টের আত্মা, কখনো বিজনেস ম্যানের আত্মা, সুতরাং এইরকম বিনোদনের সাথে নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । বাবাও মনোমুগ্ধকর, তাই না ! দেখ, বাবা কখনো রজক হন তো কখনো বিশ্ব রচয়িতা, কখনো ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট ! সুতরাং যেমন বাবা তেমন বাচ্চারা । এইভাবেই এই মনোরম জ্ঞানের স্মরণ করে আনন্দিত থাকো ।

বর্তমান সময় অনুসারে নিজের এবং সেবার গতির মধ্যে ব্যালান্স থাকতে হবে । সেবার ভাবা উচিৎ, যত সেবা নিয়েছ সম পরিমাণ সেবা তোমরা রিটার্ন দিচ্ছ ! এখন সময় সেবা করার । যেমন তুমি উন্নতি করবে সেবার উপযুক্ত সময় হতে থাকবে । কিন্তু সেই সময় অনেক বিপরীত পরিস্থিতিও থাকবে । সেই পরিস্থিতিতে সেবা করার জন্য এখন থেকেই সেবার অভ্যাস প্রয়োজন । সেই সময় যাতায়াত করাও মুশকিল হবে । মন্সা দ্বারা সেবা করেই তোমাদের অন্যদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । সেটা হবে দেওয়ার সময়, নিজেকে পরিপূর্ণ করার নয়, এইজন্য প্রথম থেকেই নিজের স্টক চেক করো, তোমরা নিজেদের সর্বশক্তির স্টকে পূর্ণ করে নিয়েছ ? সর্বশক্তি, সর্বগুণ, সর্ব জ্ঞানের ভান্ডার এবং স্মরণের শক্তিতে সদা ভরপুর থাকো । কোনও কিছুর অভাব যেন না থাকে ।

২৮শে এপ্রিলের অমৃতবেলায় বাপদাদা সদগুরুবারের অভিনন্দন জানিয়েছেন

বৃক্ষপতি দিবসের অভিনন্দন । বৃক্ষপতি দিবসে সদাকালের জন্য বৃহস্পতির দশা অনুভব হয়, সদা এই স্মৃতিস্বরূপ থাকতে হবে । এখন তো তোমরা সবাই দুট প্রতিজ্ঞা করেছো, তাই না ! কুমার গ্রুপ একবার তৈরি হয়ে গেলে সরবে ছড়িয়ে পড়বে । গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছে যাবে । কিন্তু যদি তোমরা অনুক্ষণ অবিনাশী বাবার সাথে থাকো । সুতরাং কোনরকম জটিলতার সৃষ্টি করোনা । তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা সাহস আছে, যেখানে সাহস সেখানে তো অবশ্যই সাহায্য পাবে । তোমরা শক্তির কি ভাবছ ? শক্তির ছাড়া তো শিবও নেই ! যদি শিব না থাকেন তবে শক্তিও নেই, আর শক্তি যদি না থাকে তো শিবও নেই । বাবা তাঁর ভুজসকল ছাড়া কি করতে পারেন ! তাহলে প্রথম ভুজ কে ? বাহ ! আমিই তো সে ! আচ্ছা ।

পরমাত্ম অনুরাগে সদা অনুরাগী হও অর্থাৎ লাভলীন হয়ে যাও (অব্যক্ত মহাবাক্য - পার্সোনাল)

পরমাত্ম ভালোবাসার অনুভাবী হলে, এই অনুভবের দ্বারাই তুমি সহজ যোগী হয়ে নিরন্তর উড়তে থাকবে । পরমাত্ম ভালোবাসা তোমাকে ওড়ানোর সাধন । যারা উড়ন্ত তারা কখনো ধরিত্রীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হতে পারেনা । মায়ার রূপ যতই আকর্ষণযুক্ত হোক, কিন্তু যারা উড়তি কলায় স্থিত, তাদের কাছে সেই আকর্ষণ পৌঁছাতে পারেনা । পরমাত্ম এই অনুরাগের ডোর তোমাদের দূর দূর থেকে টেনে

নিয়ে আসে । এটা এমনই সুখদায়ী ভালোবাসা, যারা এই ভালোবাসায় এক সেকেন্ডে হারিয়ে যায়, তাদের সমস্ত দুঃখের অনেকটাই তারা ভুলে যায় এবং সদাকালের জন্য সুখের দোলায় দুলতে শুরু করে । জীবনে যা চাই যদি তা' কেউ দিয়ে দেয়, তাহলে সেটাই হলো ভালোবাসার লক্ষণ । তাইতো তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য বাবার এত ভালোবাসা আছে যে, জীবনের সুখ -শান্তির সব কামনা পূর্ণ করে দেয় । বাবা যে শুধু সুখই দেন তা' নয়, তিনি সুখ-ভাগ্যের মালিক বানিয়ে দেন । এর সাথে তোমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানার কলম দেন, যত চাও ভাগ্য বানাতে পারো -এটাই পরমাত্ম ভালোবাসা । যে বাচ্চারা পরমাত্ম ভালোবাসায় সদা লাভলীন, সদা আত্মহারা, তাদের ঝলক এবং নেশা, অনুভূতির কিরণ এত শক্তিশালী হয় যে, কোনো সমস্যা তাদের সামনে আসতে তো পারেইনা, এমনকি চোখ উঠিয়ে তাদের দিকে তাকাতে পারেনা । তাদের কোনও সময় কোনপ্রকার মেহনত হয়না । বাচ্চাদের প্রতি বাবার এত স্নেহ যে তিনি অমৃতবেলা থেকেই পালনা করতে থাকেন । দিনের আরম্ভই কত শ্রেষ্ঠ হয় ! স্বয়ং ভগবান তাঁর সাথে মিলনের জন্য তোমাদের ডাকেন, অন্তরঙ্গভাবে তোমাদের সাথে আলাপচারিতা করেন এবং শক্তি দিয়ে তোমাদের ভরপুর করেন । বাবার ভালোবাসার গীত তোমাদের জাগিয়ে তোলে । তিনি তোমাদের কত স্নেহের সাথে ডাকেন, ঘুম থেকে ওঠান - মিষ্টি বাচ্চা, প্রিয় বাচ্চা, এসো ! এই স্নেহের পালনার প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ হলো, 'সহজ যোগী জীবন' । কাউকে ভালোবাসলে, তুমি সেটাই করো তার যেটা ভালো লাগে । বাচ্চারা আপসেট থাকলে বাবার তা' ভালো লাগেনা, সেইজন্য কখনো এটা ব'লোনা, 'কি করবো' 'ব্যাপারটাই এমন ছিলো, এইজন্য আপসেট হয়েছি' ! যদি আপসেট হওয়ার মতো বিষয় উপস্থিতও হয় তুমি কখনো নিজেকে আপসেট হতে দিওনা । বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার এত ভালোবাসা যে তিনি মনে করেন সব বাচ্চাই তাঁর থেকে এগিয়ে । দুনিয়াতেও, যার প্রতি ভালোবাসা অধিক থাকে তাকে নিজেকে থেকে এগিয়ে রাখে । এটাই ভালোবাসার লক্ষণ । তাইতো বাপদাদাও বলেন, আমার বাচ্চাদের মধ্যে কোনো অভাব নেই, সব সম্পূর্ণ, সম্পন্ন এবং সমান হয়ে যাবে ।

পরমাত্ম ভালোবাসা আনন্দময় দোলা, এই সুখদায়ী দোলায় দুলতে দুলতে সদা পরমাত্ম ভালোবাসায় লাভলীন থাকলে, কখনো কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি বা মায়ার থেকে কোনো বিপর্যয় আসতে পারেনা । ঈশ্বরীয় ভালোবাসা অনন্ত, অটল, এত আছে যা সবার প্রাপ্ত হতে পারে । কিন্তু পরমাত্ম ভালোবাসা প্রাপ্ত করার বিধি হলো, পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া । যত পৃথক অথচ প্রিয় হবে তুমি তত পরমাত্ম ভালোবাসার অধিকার লাভ করবে । পরমাত্ম- প্রেমে ডুবে থাকা আত্মারা কখনও হৃদের প্রভাবে আসতে পারেনা, সদা বেহদের প্রাপ্তিতে বিভোর হয়ে থাকে এবং তোমরা তাদের থেকে সদা রূহানিয়তের সুগন্ধ লাভ করো । ভালোবাসার লক্ষণ হলো, তুমি যাকে ভালোবাসো, তুমি তোমার সবকিছু তার কাছে সমর্পণ করে দাও । তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য বাবার এত ভালোবাসা যে ভালোবাসার রেসপন্স দিতে রোজ এতবড় পত্র লেখেন । তিনি তোমাদের স্নেহ-স্মরণ দেন এবং তোমাদের সাথী হয়ে সদা সাথ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন । সুতরাং এই ভালোবাসায় নিজের সব দুর্বলতা বলি দিয়ে দাও । বাচ্চাদের প্রতি বাবার স্নেহ থাকে, এই কারণে তিনি সদা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা যেমন যেরকম আছ, তোমরা আমার । এইভাবে তোমরাও ভালোবাসায় লাভলীন থাকো, অন্তর থেকে বোলো, বাবা যা কিছু তোমার , সেই সকলই আমার । কখনো অসত্য - রাজ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ো না । যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে স্মরণ করতে হয়না, সে স্বতঃই স্মরণে থাকে । ভালোবাসা শুধু তোমার হৃদয়ের হোক, প্রকৃত এবং নিঃস্বার্থ হোক । যখন বোলো আমার বাবা, প্রিয় বাবা, তখন তোমরা যাঁকে ভালোবাসো তাঁকে ভুলতে পারোনা । আর বাবা ছাড়া নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর কোনো আত্মার থেকে

তোমরা পেতে পারোনা, এইজন্য কখনো স্বার্থের মনোভাবে তাঁকে স্মরণ করোনা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় লাভলীন থাকো ।

দিনের প্রারম্ভ অমৃতবেলা থেকে আপন হৃদয়ে পরমাত্ম ভালোবাসাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করে নাও । যদি হৃদয়ে পরমাত্ম অনুরাগ, পরমাত্ম শক্তি, পরমাত্ম জ্ঞান তোমার অন্তরে সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ ফুল থাকলে কখনো তোমার কারও প্রতি কোনরকম মোহ বা স্নেহ থাকবে না । এই পরমাত্ম স্নেহ এই এক জন্মেই প্রাপ্ত হয় । ৮৩ জন্ম দেব আত্মা বা সাধারণ আত্মাদের দ্বারা স্নেহ পেয়েছ, পরমাত্ম ভালোবাসা তোমরা এখন এই সময়েই লাভ করো । আত্মাদের থেকে পাওয়া স্নেহ-প্রেম রাজ্যভাগ্যের প্রাপ্তি থেকে তোমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে আর পরমাত্ম ভালোবাসা রাজ্যভাগ্য লাভ করতে তোমাদের সমর্থ বানায় । সুতরাং এই ভালোবাসার অনুভূতিতে সম্পূর্ণভাবে ডুবে থাকো । বাবার প্রতি তোমাদের অনুরাগ যদি প্রকৃত হয় তবে সেই প্রকৃত অনুরাগের লক্ষণ সমান এবং কর্মাভীত হওয়া । 'করাবনহার' হয়ে কর্ম করো, করাও । তোমাদের কর্মেন্দ্রিয়'র প্রভাবে কোনকিছু করোনা, বরং কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা তুমি সবকিছু করাও । কখনও মন-বুদ্ধি-সংস্কারের বশে কোনও কর্ম করোনা । আচ্ছা !

বরদানঃ- করাবনহার-এর স্মৃতি দ্বারা সবচেয়ে বড় কার্য সহজ করে নিমিত্ত করনহার ভব

বাপদাদা স্থাপনার সবচেয়ে বড় কার্য স্বয়ং করাবনহার হয়ে নিমিত্ত করনহার বাচ্চাদের দ্বারা করাচ্ছেন । করণ-করাবনহার এই শব্দে বাবা এবং বাচ্চারা উভয়ে কস্মাইন্ড । হাত বাচ্চাদের আর কাজ বাবার । হাত বাড়ানোর গোন্ডেন চাক্স বাচ্চারাই লাভ করেছে । যাই হোক, তোমরা অনুভব করো, যিনি করানোর তিনিই করাচ্ছেন, নিমিত্ত বানিয়ে চালাচ্ছেন । সব কর্মে করাবনহার রূপে তিনি তোমাদের সাথী ।

স্লোগানঃ- 'জ্ঞানী তু আত্মা' সে, যে আর্জি জানানোর পরিবর্তে সদা রাজী থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের এই জীবন অমূল্য, তোমাদের এই কুল অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবান তোমাদের দত্তক নিয়েছেন, তোমরা এই নেশায় থাকো"

প্রশ্ন :- দেহের ভাব মুক্ত হওয়ার জন্য কোন্ অভ্যাস আবশ্যিক ?

উত্তর :- চলতে ফিরতে অভ্যাস করো যে, এই শরীরে আমরা খুব অল্প সময়ের নিমিত্ত মাত্র। বাবা যেমন খুব অল্প সময়ের জন্য এই শরীরে এসেছেন, তেমনই আমরা আত্মারাও শ্রীমতে চলে এই ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য এই শরীর ধারণ করেছি। বাবা এবং আশীর্বাদী বর্ষা যদি স্মরণে থাকে তাহলে এই দেহ ভাবের অবসান হবে, একেই বলা হয় এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি।

২ - অমৃতবেলায় উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি - মিষ্টি কথোপকথন করো, তাহলেই এই দেহের ভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়

ওম শান্তি। ভগবান একজনই হন, যিনি বাবা, বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে -- আত্মার রূপ কোনো বড় লিঙ্গ নয়। আত্মা হলো ব্রহ্মকুটির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র এক তারার মতো। মন্দিরে রাখা কোনো বড় জ্যোতির্লিঙ্গ নয়। তা কিন্তু নয়। আত্মা যেমন, পরমাত্মা বাবাও তেমন। আত্মার রূপ কোনো মানুষের মতো নয়। আত্মা তো মনুষ্য শরীরের আধার নেয়। আত্মাই সমস্ত কিছু করে। সংস্কারও সবই আত্মার মধ্যে আছে। আত্মা হলো এক তারার মতো। আত্মাই ভালো বা খারাপ সংস্কার অনুযায়ী জন্ম নিয়ে থাকে। তাহলে এই কথাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ রাখা হয় এই কারণে বোঝানোর জন্য আমরা শিবলিঙ্গ দেখিয়ে থাকি। ঐর নাম হলো শিব, নাম ছাড়া কোনো জিনিসই হয় না। কিছু না কিছু আকার হয়। বাবা পরমধামে থাকেন। পরমাত্মা বাবা বলেন, আত্মা যেমন শরীরে আসে, তেমনই আমাকেও এই নরককে স্বর্গ বানাতে আসতে হয়। বাবার মহিমা সবার থেকে আলাদা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমরা আত্মারা এসেছো এখানে অভিনয় করতে। এ হলো বেহদের অবিনাশী ড্রামা, এর কখনোই কোনো বিনাশ হয় না। এ বারে বারে ঘুরতেই থাকে। বাবা রচয়িতাও হলেন একজন, আর তাঁর রচনাও একটিই। এ হলো বেহদের সৃষ্টির চক্র। যুগ হলো চারটি। দ্বিতীয় হলো কল্পের এই সঙ্গম যুগ, যেই সময় বাবা এসে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। বাচ্চারা তোমাদের এখন এই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে, আমরা সমস্ত আত্মারা পরমধামে থাকি। আমরা এই কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করতে এসেছি। এই বেহদের ড্রামা রিপটি হতে হবে। বাবা হলেন বেহদের মালিক। সেই বাবার মহিমা অপারমপার। এমন মহিমা আর কারোর নেই। তিনিই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি সকলের বাবা। বাবা বলেন, আমি এই পর রাবণের দেশে আসি। এক তরফ আসুরী গুণের সম্প্রদায় আর এক তরফ দৈবী গুণের সম্প্রদায়। একে কংসপুত্রীও বলা হয়। কংস অসুরকে বলা হয়। কৃষ্ণকে দেবতা বলা হয়। বাবা এখন এসেছেন সবাইকে দেবতা বানাতে আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, আর কারোরই এই শক্তি নেই। বাবা এসেই এই শিক্ষা দিয়ে বাচ্চাদের দৈবী গুণ ধারণ করান। এ হলো বাবার দায়িত্ব। বাবা বলেন, যখন সমস্ত কিছু তমোপ্রধান হয়ে যায়, সকলেই আমাকে ভুলে যায়, কেবল ভুলেই যায় না, আমাকে নুড়ি পাথরেও বলে দেয়, যখন আমার এত গ্লানি করে, তখন আমি আসি। আমার মতো গ্লানি

কারোর করে না, তখনই তো আমি এসে তোমাদের উদ্ধারকারী হই। আমি সবাইকে মশার সদৃশ্য নিয়ে যাবো। আর কেউই এমন বলে না যে, "মনমনাভব।" আমি তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। কৃষ্ণ তো এই কথা বলতে পারে না। পরমাত্মার মহিমা তো বাচ্চারা জানে। তিনি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। এরপর দ্বিতীয় নম্বরে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শংকর। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কে করাবেন? শ্রীকৃষ্ণ কি? পরমপিতা পরমাত্মা শিব বসে বোঝান যে - প্রথমে আমার চাই ব্রাহ্মণ। তাই আমি ব্রহ্মার দ্বারা এই মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ রচনা করি। ওরা হলো কুলজাত ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে এই সঙ্গম যুগে ব্রহ্মার সন্তান। বাবা এসেই তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় কুলের। ঈশ্বর হলেন নিরাকার আর ব্রহ্মা হলেন সাকার। বাবা প্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা বানান। দেবতার পরে ঋগ্বেদ, এইভাবে এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এরপর এর থেকে অনেক ধর্মের উৎপত্তি হয়। মূল হলো ভারত, এই ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড, যেখানে বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। তিনি তোমাদের যেমন বাবা তেমনি সঙ্গুরু আবার তিনি তোমাদের শিক্ষক। তাঁকে কিভাবে সর্বব্যাপী বলা যাবে। তিনি তো তোমাদের বাবা। এই দুনিয়াতে তোমরা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউই ত্রিকালদর্শী হতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমরা পরমধামে থাকো। এরপর নম্বর অনুসারে এই কর্মক্ষেত্রে আসো। এরপরে আমরাই ফিরে যাই। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে। বাবা বোঝান যে -- তোমরা কত জন্ম নিয়েছো আর কি কি বর্ণে এসেছো। এই চক্র চলতেই থাকে। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, তোমাদের এই জীবন হলো অমূল্য যেহেতু তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। ব্রহ্মা দ্বারা বাবা এসে তোমাদের দত্তক নেন। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি নিজে এসেই তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান। এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা -- এ একমাত্র বাবার কাজ। বাবা বলেন - এ আমার পার্ট, আমি তোমাদের আবার রাজযোগ শেখাই, এই ব্রহ্মার দ্বারা কলম লাগাই। বাবা সামনে বসে বলেন - আমার হারানিধি বাচ্চারা, অনেকদিন ধরে আমার থেকে দূরে থাকা বাচ্চারা, তোমাদের মনে আছে না, আমিই তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম। তারপর তোমরা এই ৮৪ জন্মের চক্রের আবর্তন সম্পূর্ণ করে আবার এসে আমার সঙ্গে মিলেছো। এখন নিজেদের আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের অবশ্যই আমি নিয়ে যাবো। তোমরা চাও বা না চাও, আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ে যাবো। প্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতাদের রাজ্য চলেছিলো তারপর আসুরী রাজ্য হয়েছিলো। দৈবী রাজ্যের পরে পবিত্রতা হারিয়ে গিয়েছিলো, তখন এক মুকুট হয়ে গিয়েছিলো। এখন প্রজাদের প্রজার উপর রাজত্ব, এখন আবার সেই দৈবী রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে। আসুরী রাজ্যের বিনাশের জন্য এই রুদ্র যন্তু থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে। তোমরা এই পতিত সৃষ্টিতে খোড়াই রাজত্ব করবে। এখন হলো সঙ্গম। সত্যযুগে তো এমন বলবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছো। তোমাদের এই পুরুষার্থ কে করাচ্ছেন? শ্রীমত দানকারী শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন একমাত্র বাবা। তিনিই এখন ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করাচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি ভারতের অনুগত সেবক। ভারতকেই আমি স্বর্গ বানাই। সেই স্বর্গে যথা রাজা - রানী তথা প্রজা, সকলেই সুখী থাকে। সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকে। লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখো, কত সুন্দর। হেভেনলী গড ফাদারই এই হেভেনের স্থাপনা করেন। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় গীতার জন্য বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই কথা বলতে পারেন না যে "মনমনাভব" বা "মামেকম" স্মরণ করো (একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো) তাহলেই বিকর্ম ভস্ম হবে। আর কোনো উপায়ই তো নেই। গঙ্গা তো পতিত - পাবনী নন। সে খোড়াই বলবে যে, আমাকে স্মরণ করো। এ তো একমাত্র বাবা বসেই বোঝান। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনিই হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা। তাঁর মন্দিরও

আছে । দ্বাপর যুগ থেকেই এইসব স্মৃতিচিহ্ন শুরু হয় । সোমনাথের মন্দির আছে কিন্তু তিনি কি করে গেছেন তা কেউ জানে না । ওরা শিব - শংকরকে মিলিয়ে দেয় । এখন কোথায় শিব হলেন পরমধামের নিবাসী আর আর শংকর সূক্ষ্মবতনবাসী । কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা বলেন, যতই কেউ বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ুক না কেন, জপ - তপ করুক না কেন, আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারে না । যদিও আমি এই ভাবনার ফল সবাইকে দিয়ে থাকি, কিন্তু তারা অথও জ্যোতি ব্রহ্মকেই পরমাত্মা মনে করে নেয় । ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হলেও তার থেকে কিছুই প্রাপ্ত হবে না । কাউকে হনুমানের কাউকে আবার গণেশের সাক্ষাৎকার করাই, সে তো আমি অল্পকালের জন্য মনোকামনা পূরণ করাই । তাতে অল্পকালের জন্য খুশী তো থাকেই । তবুও সবাইকে তমোপ্রধান তো হতেই হয় । যতই সারাদিন গঙ্গায় গিয়ে বসে থাকুক, তাও তো তমোপ্রধান তো সবাইকে হতে হয় ।

বাবা বলেন, তোমরা যদি পবিত্র হও তাহলে ২১ জন্মের জন্য পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । আর কোনো সংসঙ্গই নেই যেখানে এমন প্রাপ্তি হয় । বাবা এসেই রাজযোগ শেখান তাই তাঁর শ্রীমতে কতো চলা উচিত । পড়ার ওপর নজর দেওয়া উচিত । বাবা দেন শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ মত । এই শ্রীমতে চলেই ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে । তোমাদের এই বিশ্ব নাটকের রহস্যকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আর পুরুষার্থ করতে হবে । পুরুষার্থ করে এমন উপযুক্ত হতে হবে । বাচ্চারা তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা বাবার সাথে এই স্বর্গ স্থাপন করতে এসেছি । আমরা সেই পরমধামের অধিবাসী । এই শরীরে আমরা অল্পদিনের নিমিত্তে আছি । বাবাও অল্পদিনের জন্যই এসেছেন, এই দেহ ভাব সমাপ্ত হওয়া উচিত । নিজের বাবা এবং আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো , একেই এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি বলা হয় । বাবা বলেন, আমি এসেছি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । এখন তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো । তাঁর সঙ্গে কথা বলা । তোমরা জানো যে আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি । এরপর দৈবী সন্তান তারপর ঋত্রিয় সন্তান হবো । বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । তোমরা বাবার মহিমা করো । বাবা, তুমি তো জাদু করেছেো । কল্পে কল্পে তুমি এসে আমাদের পড়াও । বাবা, তোমার এই জ্ঞান খুবই আশ্চর্যের । স্বর্গ কতই সুন্দর । পৃথিবীতে হলো লৌকিক আশ্চর্য আর এখানে রুহানী বাবার স্থাপন করা আশ্চর্য । বাবা এসেছেন কৃষ্ণপুরী স্থাপন করতে । এই লক্ষ্মী নারায়ণ এই প্রালঙ্ক কোথা থেকে পেয়েছে ? বাবার থেকে । জগদম্বা আর জগত পিতার সঙ্গে বাচ্চারাও থাকে । তিনি হলেন ব্রাহ্মণ, জগদম্বা তো ব্রাহ্মণী ছিলেন । তিনি হলেন কামধেনু । তিনি সকলের মনোকামনা পূরণ করে দেন । এই জগদম্বাই স্বর্গের মহারানী হন । এ কতো আশ্চর্যের রহস্য । এই বাবাই আমাদের অবস্থা বা স্থিতি সুন্দর করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বলেন । রাতে জাগো । বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মোতি তেমন গতি হয়ে যাবে । যদি সম্পূর্ণ পুরুষার্থ হলেও স্মরণ স্থায়ী হবে । পাস উইথ অনার্স হতে হবে । ৮ জনেই স্কলারশিপ পায় । সবাই বলে - আমরা লক্ষ্মী - নারায়ণকে অনুসরণ করবো, তাহলে তো পাস করে দেখাতে হবে । নিজেকে দেখতে হবে, আমার মধ্যে বানর সদৃশ্য কোনো ভাব নেই তো ? তেমন স্বভাব দূর করতে থাকো । দেখো, সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিয়ে ফেলো নি তো ? বাবা হলেন সকলের সুখদানকারী । বাচ্চাদেরও এমনই হতে হবে । বচন বা কর্মে কাউকে দুঃখ দেওয়া চলবে না । সত্য পথ বলে দিতে হবে । সে হলো হদের বাবার বর্সা । আর এ হলো বেহদের বাবার আশীর্বাদী বর্সা । এই বর্সা যে পেয়েছে একমাত্র সেই বলতে পারবে । যারা আমাদের ধর্মের হবে তাদেরই চট করে টাচ করবে ।

বাবা বলেন, আমি আবার নতুন করে দৈবী ধর্মের স্থাপন করার জন্য ব্রহ্মার শরীরে আসি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এখন আমরা ব্রাহ্মণ এরপর দেবতা হতে হবে। প্রথমে আমরা সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে তারপর শান্তিধামে যাবো। সেখান থেকে আবার নতুন দুনিয়ার গর্ভ মহলে আসবো। এখানে বলা হয় মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া বাবা বলেন, কতো ধর্মের গ্লানি করেছে, শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু শিব কখন এসেছিলেন, কারমধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, এ কেউই জানে না। অবশ্যই কোনো শরীরে এসেই নরককে স্বর্গ বানিয়েছিলেন তাই না। বাবা বাচ্চাদের খুব ভালো করে বোঝান, রায়ও দেন যে নিজের চার্ট বানাও। সারাদিনে কতো সময় বাবাকে স্মরণ করেছে। ভোরবেলা উঠে বাবাকে আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো। আমরা বেহদের বাবার সঙ্গে এসেছি গুপ্তবেশে ভারতকে স্বর্গ বানাতে। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। আর এই যাওয়ার আগে রাজধানী অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। এখন তোমরা আছে সঙ্গম যুগে। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া আছে কলিযুগে। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। বাবা তাঁর বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন -- মুক্তি আর জীবনমুক্তির। সত্যযুগে ভারত জীবনমুক্ত ছিলো, বাকি সমস্ত আল্লারা তখন মুক্তিধামে ছিলো। বাবা হাতে করে স্বর্গের উপহার নিয়ে আসেন তাহলে তারজন্য যোগ্য তো তিনিই বানাবেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --

১) সদা এই নেশায় থাকতে হবে যে আমরা বাবার সাথে এই স্বর্গ স্থাপনার নিমিত্ত। বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান।

২) বাবার সমান সুখদাতা হতে হবে। কখনো কাউকে দুঃখী করবে না। সকলকেই সত্যিকারের পথ বলতে হবে। নিজের উন্নতির জন্য চার্ট রাখতে হবে।

বরদান :- সমস্ত কর্মের বোঝা বাবার উপর ছেড়ে স্বয়ং ট্রাস্টি হয়ে ডবল লাইট ফরিস্তা হও

যে বাচ্চারা সাহস রাখে, বাবা তাদের সর্বদা সাহায্য করেন। বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ সংকল্প করে আর বাবা হাজির হয়ে যান। কেবল বাবার উপর সব কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দাও, তখন বাবা জানবেন সেই কাজের দায়িত্ব। নিজেকে জবাব দেওয়ার বোঝা নিও না, ট্রাস্টি হয়ে থাকো, তাহলেই সর্বদা হালকা এবং ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকবে। মন যদি পরিষ্কার হয়, ইচ্ছারও পূর্তি হয়ে যায়।

স্লোগান :- উৎসাহ - উদ্দীপনার পাখা সাথে থাকলে উড়তি কলায় উড়তে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে অতি ভাগ্যবান বাচ্চা কারণ তোমাদের সামনে স্বয়ং বাবা রয়েছেন, তিনি তোমাদের শোনাচ্ছেন"

প্রশ্ন:- ভক্তি মার্গের কোন্ সংস্কারটি এখন তোমাদের মধ্যে থাকতে পারবেনা? কেন ?

উত্তর :- ভক্তি মার্গে সব দেবী দেবতার কাছে গিয়েই আশীর্বাদ চাইবে । কারো কাছে ধন, কারো কাছে পুত্র সন্তান চাইবে। এইরকম চাইবার সংস্কার এখন তোমাদের মধ্যে থাকবেনা কারণ বাবা তোমাদের এই সঙ্গমে কামধেনু স্বরূপে পরিণত করেছেন। তোমরা হলে বাবার সমান সকলের মনস্কামনা পূরণ কারী । তোমরা নিজেরা কারো কাছে কিছু আশা করবেনা। তোমরা জানো যে ফল দাতা হলেন একমাত্র বাবা, যাঁকে স্মরণ করলে সর্ব প্রাপ্তি হয় তাই চাইবার সংস্কার শেষ হয়ে যায় ।

গান:- ওম নমঃ শিবায়.... ।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। এখন ভালো ভাবে বুঝে বোঝানোর জন্যে একটি গীতা শাস্ত্র-ই আছে। শাস্ত্র তো তৈরি করেছে মানুষ। কিন্তু রাজ যোগ মানুষ শেখায় না । বাবা বলেন আমি ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসী হারানিধি বাচ্চাদের রাজ যোগ শিখিয়েছিলাম। হারানিধি কথাটির অর্থ হল তোমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে আবার মিলিত হয়েছ। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এসে মিলিত হয়েছিলে এবং তোমরা-ই এসে ব্রহ্মা মুখ বংশী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়েছিলে। বাবা ডাইরেক্ট বলেন। তারা গীতাপাঠী গণ এই কথা বলবেনা। বাবা সরাসরি বুঝিয়ে ছিলেন সেসবই ভক্তি মার্গে শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এখন ড্রামা পূর্ণ হয়েছে। আবার বাবা এসে বলছেন বাচ্চারা , কোন্ বাচ্চারা ? বলেন বিশেষ ভাবে তোমরা ও সাধারণ ভাবে পুরো দুনিয়াটা। তোমরা এখন সম্মুখে রয়েছ। তোমাদের বাবা বসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এই রাজ যোগ তোমাদের আর কেউ শেখাতে পারেনা। বাবা নিজেই প্রথমে যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, এখন শেখাচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা পুনরায় রাজার রাজা হও অন্য কেউ স্বর্গের মালিক করতে পারেনা। আমি তোমাদের পিতা এসে পুনরায় তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। আচ্ছা এবারে বাবা তোমাদের বৃক্ষের সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন। এই কথাটি বোঝানো ও খুব জরুরি। একেই কল্প বৃক্ষ বলা হয়। বাবা বলেন এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ টি হল কল্প বৃক্ষ। তারা গীতাপাঠীরা বলবে ভগবান এইরকম বলেছেন আর তোমরা বলবে ভগবান বলছেন। এই হল মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ বা ঝাড়। এই বৃক্ষে কোনো ফল ফুল আম ইত্যাদি ফলেনা। ওই ফল ফুলের বৃক্ষে বীজ নীচে ঝাড় উপরে থাকে। এই বৃক্ষের বীজ উপরে ঝাড় নীচে থাকে। বলেও ঈশ্বর আমাদের রচনা করেছেন অর্থাৎ বাবা বাচ্চাদের জন্ম দিয়েছেন। বাবা ধন সম্পদ দিয়েছেন। বাবা আপনি আমাদের সব দুঃখ মিটিয়ে দিন। বাবা , বাবা করতেই থাকে। কত খানি অশান্তি থাকে। লক্ষ্মী নারায়ণের সম্মুখে যায়। ওঁনার কাছে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখে , মহা লক্ষ্মী আমাদের ধন প্রদান করুন। এই সব হল চাইবার সংস্কার । জগৎ অশ্বার কাছে কেউ পুত্র সন্তান চায় , কেউ নিজেকে রোগ মুক্ত করতে চায়। লক্ষ্মীর সম্মুখে এমন আশা করবেনা , ওঁনার কাছে কেবল ধন প্রাপ্তির আশা করে। এইসব তো তোমরা জানো -- যিনি জগৎ অশ্বা তিনি লক্ষ্মী , ৮৪ জন্মের পরিক্রমা করে জগৎ অশ্বা স্বরূপে পরিণত হয়। দেখো বৃক্ষে জগৎ অশ্বা বিরাজিত আছেন। ইনি মহারানী হবেন নিশ্চয়ই , বাচ্চারা তোমরাও আসবে রাজধানীতে। তোমরা কল্প বৃক্ষের তলায়

বসে আছি। সঙ্গমে ফাউন্ডেশন তৈরি করছি। তোমরা হলে কামধেনুর সন্তান, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তোমরা হলে ভারত মাতা শক্তি সেনা , তাতে পান্ডবরাও আছে। বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যে স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করতে হবে। দাতা হলেন একমাত্র বাবা। ভালাই তোমরা কারো ভক্তি করো , কাউকেও স্মরণ করো কিন্তু তবুও ফল প্রদান করেন একমাত্র দাতা । উনি-ই সবকিছু প্রদান করেন। ভক্তি মার্গে তোমরা নারায়ণের , কৃষ্ণের পূজা অর্চনা কর কৃষ্ণকে বুলায় দোলাও , ভালোবাস। ওঁনার কাছে তোমার কি চাও। তোমরা চাও আমরা ওঁনার রাজধানীতে যেন যেতে পারি অথবা কৃষ্ণের মতন যেন সন্তান প্রাপ্ত করি। গায়ন আছে ভজ রাধে গোবিন্দ চলো বৃন্দাবন। বৈকুণ্ঠে যেখানে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত ছিল। সেই সময়ে কোনও কিছুই অপ্রাপ্ত থাকেনা। কৃষ্ণের রাজ্য কে স্মরণ তো অনেক করে। ভারতে যখন কৃষ্ণের রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনো রাজ্য ছিল না। এখন বাবা এসেছেন বলছেন চলো কৃষ্ণপুরীতে , সেখানে গিয়ে কৃষ্ণের স্ত্রী হও বা রাধের স্বামী হও । একই কথা । সেখানে বিষ পাবেনা। সেই টি হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এখন তোমরা হলে স্টুডেন্ট , পড়া করছ নয় থেকে নারায়ণ , বেগর থেকে প্রিন্স হওয়ার জন্য। এখানে যতই কেউ কোটিপতি থাকুক , ৫০ কোটি রয়েছে কিন্তু তোমাদের প্রাপ্তির কাছে তারা হল দরিদ্র কারণ তাদের ধন সম্পদ সব মাটিতে মিশে যাবে। কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেনা। রিক্ত হাতেই ফিরতে হবে। তোমরা তো হাত ভরে নিয়ে যাও ২১ জন্মের জন্যে। এখন তোমরা রাজ যোগ শিখছ। তারপর সত্যযুগে এসে রাজত্ব করবে। তোমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে বর্ণে এসেছ। সত্যযুগে হল ১৬ কলা, ত্রেতায় হল ১৪ কলা। তারপরে ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয় তখন ইব্রাহিম , বুদ্ধ আসেন। ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন সম্পূর্ণ বৃষ্টি জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে। এখন তোমরা কল্প বৃষ্ণের তলায় সঙ্গমে বসে আছি , একেই বলা হয় কল্পের সঙ্গম অথবা কলিযুগ ও সত্যযুগের সঙ্গম। সত্যযুগের পরে ত্রেতা, তারপর ত্রেতার পরে দ্বাপর ও কলিযুগের সঙ্গম। কলিযুগের পরে সত্যযুগ নিশ্চয়ই আসবে। মধ্যখানে সঙ্গম অবশ্যই চাই। কল্পের সঙ্গমযুগে বাবা আসেন। তারা কল্প অক্ষর না লিখে শুধু যুগে যুগে লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন আমি নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর । ভারতেই শিব জয়ন্তীর গায়ন আছে। কৃষ্ণ তো জ্ঞান দিতে পারেননা। ঘোড়া গাড়ির ছবিতে কেবল কৃষ্ণের ছবি দেখানো হয়েছে কিন্তু কৃষ্ণ আসবেন কবে ? দ্বাপরে আসবেন কিভাবে । তোমরা তো বল স্বর্গে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হবে। বাবা বলেন ভক্তিতে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার আমি তোমাদের করাই। কৃষ্ণ জয়ন্তীতে খুব প্রেম সহকারে ওনাকে দোলনায় দোলানো হয়। পূজা অর্চনা করা হয়। তারা যেন সত্যিকারে কৃষ্ণ দর্শন করে। সাক্ষাৎকার হবে , কৃষ্ণের চিত্র থাকলে সেই চিত্রটিকে আলিঙ্গন করবে। ভক্তি মার্গে আমি-ই সাহায্য করি। আমি দাতা। লক্ষ্মী দেবীর পূজা অর্চনা করে , এবারে সে তো হল পাথরের মূর্তি। মূর্তি কি দেবে ? আমাকেই দান করতে হয়। সাক্ষাৎকারও আমি করাই। এইসব ড্রামায় ধার্য রয়েছে। যেমন বলা হয় পরম পিতা পরমাত্মার আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি পাতা হয় গতিশীল কারণ তারা ভাবে পাতায় পাতায় পরমাত্মার বাস। তাহলে কি পরমাত্মা বসে প্রতিটি পাতাকে আদেশ করবেন নাকি ! এতো ড্রামায় ধার্য রয়েছে। এখন তোমরা যেমন এক্ট করছ , কল্প পরেও তোমরা এমন এক্ট-ই করবে। যা কিছু শুটিং হয়ে যাচ্ছে সেসব হবহ চলবে। তাতে কিছু তফাৎ হবেনা। ড্রামাকেও ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বাবা বোঝান বেহদের সুখ কল্প কল্প ভারত-ই প্রাপ্ত করে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ হয় তারা বর্ণে জন্ম নেয়। ৮৪ জন্ম নেয়। আর অন্যদের জন্ম নম্বর অনুসারে কমতে থাকে। কত ছোট খাটো মঠ পন্থ রয়েছে। যদিও তাদের মহিমা আছে কারণ পবিত্র কিনা। স্বর্গের রচয়িতা হলেন বাবা , অন্য কোনো মানুষ কি আর স্বর্গ রচনা করতে পারবে। তাহলে কেউ রাজ যোগের শিক্ষাও প্রদান করবে ?

এখন তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্যে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করছ। পুরুষার্থ সর্বদা উঁচু মানের করাই উচিত। তোমরা বলো কৃষ্ণ সম সন্তান হোক , কৃষ্ণ সম স্বামী হোক। কৃষ্ণ কালান্তরে নারায়ণ রূপে পরিণত হন তাহলে কৃষ্ণ সম কেন বলা হয় ! তোমাদের তো বলা উচিত নারায়ণ সম স্বামী হোক। নারদও বলেন যেন লক্ষ্মীকে বরণ করি। রাধের জন্যে বলা হয়না। বাবা বোঝাচ্ছেন তোমাদের কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে তাই পুরুষার্থ করো , ঐ হল কৃষ্ণের দৈবী কুল। কংসের হল অসুরী কুল। তোমরা এখন রয়েছ সঙ্গমে। শুদ্র সম্প্রদায়কে তো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বলা যাবেনা।যে ব্রাহ্মণ হবেনা সে তাহলে হল শুদ্র বর্ণের। ভারতেরই কথা রয়েছে। ভারত-ই স্বর্গে পরিণত হয় তারপর ভারত-ই নরকে রূপান্তরিত হয়। লক্ষ্মী নারায়ণকেও ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে রজ তম তে আসতেই হবে। যখন তাঁরাও চক্রে আসেন তাহলে বুদ্ধ ইত্যাদি নির্বাণধামে যাবেন কিভাবে । কেউ বলে কৃষ্ণ হলেন সর্বব্যাপী , যেকি দেখে কৃষ্ণ -ই কৃষ্ণ।রামের ভক্ত বলবে রাম হলেন সর্বব্যাপী। তারা কৃষ্ণকে মানবেনা। বাবার কাছে এক রাধা-পত্নী এসে বলত রাধে ই রাধে ... রাধে সর্বত্র উপস্থিত । তোমাতে আমাতে রাধে ই রাধে । গণেশের পূজারী বলবে তোমাতে আমাতে সর্বত্রই গণেশ। খ্রিস্টিয়ানরা বলে ক্রাইস্ট হল গডের সন্তান। আরে ক্রাইস্ট সন্তান ছিল তাহলে তোমরা কাঁর সন্তান ? অনেক মত-মতান্তর রয়েছে। রাস্তা কেউই পায়না। শুধু মাথা নোয়াতে , এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। মুক্তি ও জীবনমুক্তি ভগবান-ই তো দেবেন তাইনা ! ঔঁনার কাছে আমরা আর কি চাইব ! কেউ কিছু জানেই না। বাবাকে না জানবার কারণে অনাথ হয়েছে। তখন পিতা এসে সনাথ করেন। মানুষ কত ধাক্কা খায় , ভাবে ভক্তি দ্বারা ভগবানের প্রাপ্তি হবে। বাবা বলেন আমি আসি-ই নিজের নির্দিষ্ট সময়ে। মানুষ যতই আহবান করুক কিন্তু আমি আসি সঙ্গমে। একবার-ই ভারত কে স্বর্গে পরিণত করে সবাইকে শান্তিতে নিয়ে যাই। তারপর তারা নম্বর অনুযায়ী নিজের নিজের সময়ে আসে। যারা দেবী দেবতা ছিলেন সেসব আত্মারা বসে আছেন। পুনরায় নিজের রাজত্বের ভাগ্য অধিকার প্রাপ্ত করছেন। এখন তো দেবী দেবতা ধর্মটি নেই। সবাই নিজেকে হিন্দু নামে পরিচয় দেয়। ড্রামা অনুযায়ী এমন হবেই। যা কিছু হয়ে গেছে সেসব আবার রিপিট হবেই। আমরা আবার এমন করে চক্রে আসব , এতগুলি জন্ম গ্রহণ করব। হিসেব করো। প্রত্যেকটি ধর্মের আত্মারা কতগুলি জন্ম গ্রহণ করবে ? বৃক্ষটির সম্বন্ধে বোঝান খুবই সহজ। নিজে থেকেই মানুষের বুদ্ধিতে আসবে যে কারো প্রেরণা দ্বারা এই বিনাশ রূপী অগ্নি জ্বালা নির্মিত হচ্ছে। ইউরোপ বাসী যাদব গণ বোমা নির্মাণ করছে। তারাও বলছে আমাদের কেউ প্রেরিত করছে। তারা বলছে আমরা জানি এর দ্বারা আমরা নিজের কুলের বিনাশ করি। না চাইতেও এই মৃত্যুর সামগ্রী নির্মাণ করি। ধীরে ধীরে প্রভাব পড়বে। ধীরে ধীরে বৃক্ষের বৃদ্ধি হয় কিনা। কেউ কাঁটা থেকে কুঁড়ি , কেউ ফুলে পরিণত হয়। কোনো কোনো ফুলের ঝড় লাগলে তরতাজা ভাব শেষ হয়ে শুকিয়ে যায়। বাবা কল্পে কল্পে বলেছেন আশ্চর্য হয়ে শোনে , বলে , পলায়ন করে এখন বাবা আবার বলছেন , আমার কাছে আসে , ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয় , কথা বলে , তবুও ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া গ্রাস করে ভবিষ্যতে দেখবে কত ভালো বাচ্চারা শেষ হয়ে যায়।

যা কিছু পাস্ট হয়েছে সেসব এখন বর্তমানে বাবা বোঝাচ্ছেন। সেসব ভক্তি মার্গে গিয়ে শাস্ত্রে পরিণত হবে। এইরকম ড্রামা তৈরি আছে। এখন বাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। যেজন ধর্ম স্থাপন করে তাঁরই নামে শাস্ত্র তৈরি হয়। একেই ধর্ম শাস্ত্র বলা হয়। দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র হল একমাত্র গীতা। প্রত্যেক টি ধর্মের একটি শাস্ত্র হওয়া উচিত। শ্রীমৎ ভগবৎ

গীতা হল সঠিক। ভগবানুবাচ আছে। ভগবান আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছেন। এইটি হল সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম। প্রত্যেকটি ধর্মের নিজের নিজের শাস্ত্র আছে এবং অধ্যয়নও করা হয়। এখন তোমরা দেবতায় পরিণত হও কিন্তু তোমাদের শাস্ত্র পঠনের প্রয়োজন নেই, সেখানে শাস্ত্র হয়না। এইসব শেষ হয়ে যাবে তাহলে গীতা আসে কোথা থেকে? দ্বাপরে বসে মানুষ তৈরি করেছে, যে গীতা এখন রয়েছে সেই গীতা খুঁজে বার করবে। যেমন কল্প পূর্বে তৈরি হয়েছে সেরকমই এইসব শাস্ত্র পুনরায় তৈরি হবে। ভক্তি মার্গের সামগ্রী তৈরি হতে থাকবে।

বাবা বোঝান হারানিধি বাচ্চারা আমি পিতা আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো ও শ্রেষ্ঠ হও। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করছ, যখন কলিযুগ কে সত্য যুগে পরিণত করতে হয়। তারা কল্পের আয়ু লম্বা বলে সবাইকে ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। মানুষ তো কনফিউস রয়েছে, ড্রামা অনুযায়ী বাচ্চারা তোমাদের বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে হবে। বাবা অনেক যুক্তি বলেছেন শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, চার্ট রাখো। ভোজন তৈরির সময়েও স্মরণ করো। ভোজন তৈরি করার সময়ে স্বামী সন্তানের কথা স্মরণে আসে তবে শিববাবার কথা স্মরণে আসবেনা কেন! এই তো তোমাদেরই কাজ। বাবা বুদ্ধির সিঁড়ি প্রদান করেন সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠবে কিনা, সেইটা তোমাদের কাজ। যত স্মরণ করবে ততই সিঁড়ি বেয়ে উঠবে। তা নাহলে এত সুখের প্রাপ্তিও হবেনা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় মিলিত হওয়া বাচ্চাদের নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্যে ভালো রকম পুরুষার্থ করতে হবে। শূদ্র বর্ণের সংস্কারকে পরিবর্তন করে পাকা ব্রাহ্মণ হতে হবে।

২) বুদ্ধিবলের দ্বারা স্মরণের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই অপার সুখের অনুভূতি হবে।

বরদান :- প্রতিটি আত্মাকে সেকেন্ডে মুক্তি জীবন মুক্তির অধিকার প্রদানকারী মাস্টার সদগুরু ভব।

ব্যাখা: এখনও মাস্টার দাতা বা মাস্টার শিক্ষক রূপে পার্ট প্লে করছ। কিন্তু এখন সদগুরুর সন্তান রূপে গতি সদগতির বরদাতা রূপে পার্ট প্লে করতে হবে। মাস্টার সদগুরু অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফলো করে যে। তারা সদগুরুর বচন অনুযায়ী সদা সম্পূর্ণ রীতি মেনে চলে। এমন মাস্টার সদগুরু স্বরূপ ধারী-ই সেকেন্ডে দৃষ্টির দ্বারা নিহাল করতে পারে অর্থাৎ মুক্তি জীবন মুক্তির অধিকার প্রদান করার সেবা করতে পারে।

স্নোগান - আঞ্জাকারী হও তাহলেই বাপদাদার হৃদয়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা – তোমার হলে রাজাধ্বষি। বেহদের বাবা তোমাদেরকে সমগ্র পুরাতন দুনিয়া থেকে সন্ধ্যাস করা শেখান, যার দ্বারা তোমরা রাজপদ প্রাপ্ত কর।”

প্রশ্ন:- বর্তমান সময়ে কোনও মানুষের কর্ম-ই অকর্ম হওয়া সম্ভব নয়, কেন?

উত্তর:- কারণ সমগ্র দুনিয়াতেই এখন মায়ার রাজত্ব, সবার মধ্যেই পাঁচ বিকার আছে। তাই মানুষ যেকোনো কর্ম করলেই সেটা বিকর্ম হয়ে যায়। কেবল সত্যযুগেই কর্ম অকর্ম হয়। কারণ ওখানে মায়া থাকে না।

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চারা খুব ভালো প্রাইজ পায়?

উত্তর:- যারা শ্রীমৎ অনুসারে পবিত্র হয়ে অন্ধের লাঠি হয়, কখনো পাঁচ বিকারের দ্বারা বশীভূত হয়ে কুলের কলঙ্ক হয় না, তারা খুব ভালো পুরস্কার পায়। যদি কেউ বারবার মায়ার কাছে হেরে যায়, তাহলে তার পাসপোর্ট-ই ক্যান্সেল (বাতিল) হয়ে যায়।

গীত:- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি। পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা হলেন সবার থেকে উঁচু। তিনি হলেন রচয়িতা। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরকে রচনা করেন। তারপর নীচে অমরলোকে এসো, ওখানে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব। কেবল সূর্যবংশীদের রাজত্ব, চন্দ্রবংশীদের নয়। এইসব কে বোঝাচ্ছেন? জ্ঞানের সাগর। একজন মানুষ কখনো অন্য মানুষকে বোঝাতে পারবে না। বাবা-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, যাকে ভারতবাসীরা মাতা-পিতা বলে। সুতরাং বাস্তবে মাতা পিতা অবশ্যই প্রয়োজন। যেহেতু গায়ন আছে, তাই নিশ্চয়ই কোনো সময়ে তিনি এইরকম ভূমিকা পালন করেছিলেন। অতএব, সবার আগে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মা তো সকলের মধ্যেই আছে। আত্মা শরীরের মধ্যে থাকলে দুঃখী কিংবা সুখী হয়। এইসব খুবই বোঝার বিষয়। এইগুলো কোনো সংশয়পূর্ণ গল্পকথা নয়। অন্যান্য গুরু গোসাইরা যা কিছু শোনায়, সেই সবকিছুই হল সংশয়পূর্ণ গল্পকথা। এখন ভারত হল নরক। সত্যযুগে একে স্বর্গ বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করত, সেখানে সকলেই সৌভাগ্যশালী ছিল। কেউই দুর্ভাগ্যশালী ছিল না। কোনো রকম দুঃখ-রোগ ছিল না। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী ছিল। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। কৃষ্ণকে তো সবাই মানে। দেখ, একে দুটো গোলা দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের আত্মা বলছে, আমি এখন নরককে লাঠি মারছি। হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছি। আগে কৃষ্ণপুরী ছিল, এখন এটা হল কংসপুরী। এর মধ্যে কৃষ্ণও রয়েছে। এটা হল এর ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্ম। কিন্তু এখন কৃষ্ণের সেইরকম রূপ নেই। বাবা বসে এইসব বোঝাচ্ছেন। বাবা এসেই ভারতকে স্বর্গ বানান। এখন নরক আছে, তাই স্বর্গ বানানোর জন্য বাবা এসেছেন। এটা হল পুরাতন দুনিয়া। যেটা নূতন দুনিয়া ছিল, সেটা এখন পুরাতন হয়ে গেছে। বাড়িও নূতন থেকে পুরাতন হয়ে যায়। শেষে সেটাকে ভেঙে ফেলতে হয়। বাবা এখন বলছেন, আমি বাচ্চাদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। তোমরা হলে রাজাধ্বষি। রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য তোমরা বিকারের থেকে সন্ধ্যাস কর। ঐরকম হদের সন্ধ্যাসীরা বাড়ি ঘর ত্যাগ

করে জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু তারা তো এই পুরাতন দুনিয়াতেই আছে। বেহদের বাবা তোমাদেরকে নরকের থেকে সন্ন্যাস করান এবং স্বর্গের সাক্ষাৎকার করান। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছি। বাবা সবাইকেই বলেন যে, তুমি তোমার জন্মকে জানো না। যে যেমন কর্ম করবে, সেটা ভালো হোক কিংবা খারাপ, সেইরকম সংস্কার অনুসারেই সে জন্ম নেবে – এইরকম অবশ্যই হয়। কেউ ধনী, কেউ গরিব, কেউ রোগী, কেউ স্বাস্থ্যবান হয়। এইগুলো হল আগের জন্মের কর্মের হিসাব। যে খুব স্বাস্থ্যবান, সে নিশ্চয়ই আগের জন্মে হাসপাতাল বানিয়েছিল। কেউ অনেক দানপূন্য করলে, সে ধনী হয়ে যায়। নরকে মানুষ কোনো কাজ করলে সেটা সর্বদা বিকর্ম-ই হয়, কারণ সবার মধ্যেই পাঁচ বিকার রয়েছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, পাপ কর্ম করে না, জঙ্গলে গিয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে ওদের কর্ম সমূহ অকর্ম হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন, বর্তমানে এটা হল মায়ার রাজ্য। তাই মানুষ যা কিছু কর্ম করবে, সেটা পাপ কর্ম-ই হবে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে মায়ী থাকে না। তাই কখনো কোনো বিকর্ম হয় না এবং কোনো দুঃখও থাকে না। এখন তো একদিকে রাবণের শৃঙ্খল, অন্যদিকে ভক্তিমার্গের শৃঙ্খল। জন্ম-জন্মান্তর ধরে ধাক্কা খেয়ে আসছে। বাবা বলছেন, আমি আগেও বলেছিলাম যে, এইসব জপ-তপ ইত্যাদির দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। আমি তখনই আসি, যখন ভক্তি শেষ হয়। দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়। মানুষ দুঃখী হলেই স্মরণ করে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে সৌভাগ্যশালী ছিল, এখানে দুর্ভাগ্যশালী হয়ে গেছে। মারপিট-কান্নাকাটি করছে। অকালে মৃত্যু তো প্রায়শই হয়। বাবা বলেন – আমি তখনই আসি, যখন নরক থেকে স্বর্গ হওয়ার সময় হয়। ভারত হল প্রাচীন দেশ। যেটা আদিতে ছিল, সেটাই অন্তিম পর্যন্ত থাকবে। ৮৪ চক্রের গায়ন রয়েছে। সরকার যে ত্রিমূর্তি বানায়, সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরের থাকা উচিত, কিন্তু জানোয়ারের ছবি দিয়ে দেয়। রচয়িতা বাবার কোনো চিত্র নেই, নিচে চক্রও লাগিয়ে দিয়েছে। ওরা ভাবে যে ওটা হল চরকা, কিন্তু ওটা আসলে ড্রামার অর্থাৎ সৃষ্টিচক্র। চক্রের নাম অশোক চক্র রেখেছে। তোমরা এখন এই চক্রকে জেনেই অশোক হয়ে যাও। কথাটা তো ঠিক, কেবল উল্টো পাল্টা করে দিয়েছে। তোমরা এই ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করেই ২১ জন্মের জন্য চক্রবর্তী রাজা হও। এই ঠাকুরদাদাও ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন। এটা হল কৃষ্ণের অন্তিম জন্ম। বাবা বসে এনাকে বোঝাচ্ছেন। বাস্তবে এটা তোমাদের সবারই অন্তিম জন্ম। যেসব ভারতবাসীরা দেবী দেবতা ছিল, তারাই ৮৪ বার জন্ম নিয়েছে। এখন তো সকলের এই চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে। তোমাদের এই শরীর এখন 'ছি-ছি' হয়ে গেছে। এই দুনিয়াটাই হল 'ছিঃ ছিঃ' দুনিয়া। তাই তোমাদেরকে এই দুনিয়ার থেকে সন্ন্যাস করানো হয়। এই কবরস্থানকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। এখন বাবা এবং উত্তরাধিকারকে হৃদয়ে স্থান দাও। তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী, এই শরীরটা বিনাশী। এখন যদি আমাকে স্মরণ কর, তাহলে অন্তিমে সুমতি এবং গতি হয়ে যাবে। গায়ন আছে – অন্তিমকালে যে স্ত্রী জপ করে...। বাবা এখন বলছেন, অন্তিম সময়ে যে শিববাবাকে স্মরণ করবে, সে-ই নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। নারায়ণ পদ সত্যযুগেই প্রাপ্ত হয়। বাবা ছাড়া অন্য কেউ এই পদ দিতে পারে না। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা। 'ওম্ নমো শিবায়' গীতটিতে যার মহিমা শুনলে, সেই বাবা-ই হলেন শিক্ষক। তোমরা জানো যে আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি। এখন উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। এখন তোমরা আর মানুষের মত অনুসারে চল না। মানুষের মত অনুসারে চলার ফলে নরকবাসী হয়ে গেছে। শাস্ত্রগুলোও তো মানুষের দ্বারাই গাওয়া হয়েছে অথবা রচিত হয়েছে। এখন সমগ্র ভারত ধর্মব্রষ্ট এবং কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছে। দেবতার তো পবিত্র ছিল। বাবা এখন বলছেন, যদি সৌভাগ্যশালী হতে চাও, তাহলে পবিত্র হও। প্রতিজ্ঞা করো- বাবা, আমি পবিত্র হয়ে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। এই পুরাতন পতিত দুনিয়ার তো বিনাশ হয়ে যাবে। লড়াই-ঝগড়া কত কিছুই না হচ্ছে।

মানুষের মধ্যে কত ক্রোধ। কত বড় বড় বোমা বানিয়েছে। মানুষ এখন কত ক্রোধী আর লোভী হয়ে গেছে। ওখানে কৃষ্ণ কিভাবে গর্ভ মহল থেকে বেরিয়ে আসত, সেটা তো বাচ্চারা সাফাংকার করেছে। এখানে গর্ভ জেল রয়েছে। বাইরে বেরোলেই মায়া পাপ কর্ম করাতে আরম্ভ করে দেয়। ওখানে যখন গর্ভ মহল থেকে সন্তান বেরোত, তখন আলোকিত হয়ে যেত। খুব আরামে থাকত। গর্ভ থেকে বেরোনো মাত্র দাসীরা উঠিয়ে নিত, বাজনা বাজা শুরু হয়ে যেত। এখানের সাথে ওখানের কত পার্থক্য। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন তিনধামের বিষয়ে বোঝানো হয়। শান্তিধাম থেকে আত্মারা আসে। আত্মা তো নক্ষত্রসম, যে ভ্রুকুটির মাঝে থাকে। আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের অবিনাশী রেকর্ড ভরা আছে। এই ড্রামার কখনো বিনাশ হয় না এবং ভূমিকাও কখনো অদল বদল হয় না। এটাও কত আশ্চর্যের বিষয় যে এত ছোট আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট নিখুঁত ভাবে ভরা আছে। এটা কখনো পুরাতন হয় না। এটা নিত্য নূতন। আত্মা পুনরায় তার সেই পার্ট হুবুহু প্লে করে। তোমরা বাচ্চারা এখন আর বলতে পারবে না যে আত্মা এবং পরমাত্মা এক। 'আমিই সেই'- কথার অর্থ বাবা এসেই যথার্থ ভাবে বোঝান। ওরা তো হয় ভুলভাল মানে করে, অথবা বলে দেয় 'অহম ব্রহ্মস্মি', আমি পরমাত্মা-ই হলাম মায়ার রচয়িতা। বাস্তবে মায়াকে রচনা করা যায় না। মায়া হল পাঁচ বিকার। বাবা কখনো মায়ার রচনা করেন না। বাবা তো নূতন দুনিয়ার রচনা করেন। আমি সৃষ্টির রচনা করি, এটা অন্য কেউ করতে পারে না। বেহদের বাবা তো একজনই। 'ওম' কথার অর্থও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। আত্মা হল শান্ত স্বরূপ, শান্তিধামে থাকে। কিন্তু বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। আত্মার জন্য এইরকম মহিমা করা হয় না। তবে হ্যাঁ, আত্মার মধ্যে জ্ঞান আসে। বাবা বলেন, আমি কেবল একবারই আসি। আমাকে তো উত্তরাধিকারও দিতে হবে। আমার দেওয়া উত্তরাধিকারের দ্বারা ভারত একদম স্বর্গ হয়ে যায়। ওখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই ছিল। এটা হল বেহদের বাবার দেওয়া সর্বদা সুখী থাকার উত্তরাধিকার। পবিত্রতা ছিল বলে সুখ শান্তিও ছিল। এখন অপবিত্রতা আছে বলে দুঃখ এবং অশান্তি আছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা আত্মারা প্রথমে মূলবতনে ছিলে। তারপর দেবতা ধর্মে এসেছ, তারপর ঋত্রিয় ধর্মে এসেছ। ৮ জন্ম সতোপ্রধান অবস্থায় এবং ১২ জন্ম সতো অবস্থায়। তারপর দ্বাপরে ২১ জন্ম এবং কলিযুগে ৪২ জন্ম। এখানে শূদ্র হয়ে গেছ। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ বর্ণে আসতে হবে এবং তারপরে দেবতা বর্ণে যাবে। এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে রয়েছে। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান। কেবল ৮৪ জন্মকে জানার মধ্যেই সবকিছু নিহিত রয়েছে। বুদ্ধিতে পুরো চক্রের জ্ঞান রয়েছে। তোমরা এটাও জানো যে সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকবে। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য। এখন তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ প্রাপ্ত করছ। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। ওখানে জনসংখ্যা খুব কম হয়। অন্যান্য আত্মারা তখন মুক্তিধামে থাকে। কেবল বাবা-ই হলেন সকলের সদগতিদাতা। তাঁকে কেউ চেনেই না। উপরন্তু বলে দেয় যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, এটা তোমাদেরকে কে বলেছে? উত্তর দেয়, গীতাতে লেখা আছে। গীতা কে বানিয়েছে? ভগবানুবাচ - আমি তো ব্রহ্মার এই সাধারণ শরীরকে আধার করি। লড়াইয়ের ময়দানে বসে কেবলমাত্র অর্জুনকে কিভাবে জ্ঞান শোনাব। তোমাদেরকে লড়াই কিংবা জুয়া খেলা শেখানো হয় না। ভগবান তো মানুষ থেকে দেবতা বানান। তিনি কিভাবে বলবেন যে, জুয়া খেলা, লড়াই কর। তারপর আবার বলে দিয়েছে যে দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী ছিল। এটা কিভাবে সম্ভব। আগের কল্পেও বাবা স্বর্গের রচনা করেছিলেন। এখন পুনরায় বানাচ্ছেন। কৃষ্ণের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। যেমন রাজা রানী, সেইরকম প্রজা, সকলেরই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। যে ব্রাহ্মণ ধর্মে আসবে, সে-ই মাঝা বাবা বলবে। কেউ মানবে, আবার কেউ হয়তো মানবে না। বোঝে যে আমার জন্য এটা খুবই উঁচু লক্ষ্য। কিন্তু সামান্য কিছু

শুনলেও স্বর্গে অবশ্যই আসবে। কিন্তু কম পদ পাবে। ওখানে রাজা রানী এবং প্রজা সকলেই সুখী হয়। নাম-ই হল হেভেন। হেভেনলি গড ফাদার হেভেন রচনা করেন। এটা হল হেল। সকল সীতাকে রাবণ জেলের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে। সবাই শোকের মধ্যে থেকে ভগবানকে স্মরণ করছে যে এই রাবণের হাত থেকে মুক্ত কর। সত্যযুগ হল অশোক বাটীকা। যতক্ষণ না তোমাদের সূর্যবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, ততক্ষণ বিনাশ হবে না। রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলে, বাচ্চাদের কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে, ফাইনাল লড়াই হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত রিহাসাল হবে। এই লড়াইয়ের পরেই স্বর্গের দ্বার খুলবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হতে হবে। বাবা পাসপোর্ট বের করেন। যত বেশি পবিত্র হবে, অন্ধের লাঠি হবে, তত ভাল প্রাইজ পাবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে - মিষ্টি বাবা, আমি অবশ্যই তোমার স্মরণে থাকব। পবিত্রতা হল মুখ্য বিষয়। অবশ্যই পাঁচ বিকারের দান দিতে হবে। কেউ একবার হেরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে যায়। যদি দুই-চারবার মায়ার ঘুঁষি খেয়ে পড়ে যাও, তাহলে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। পাসপোর্ট ক্যান্সিল হয়ে যাবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, কুলের কলঙ্ক হয়েও না। তুমি বিকারকে ত্যাগ কর। আমি তোমাকে অবশ্যই স্বর্গের মালিক বানাব। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য বাবার কাছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এই 'ছিঃ ছিঃ' দুনিয়াকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া যাবে না।

২) কখনো মায়ার ঘুঁষি খেও না। কুলের কলঙ্ক হয়েও না। যোগ্য হয়ে, বাবার কাছ থেকে স্বর্গের পাসপোর্ট নিতে হবে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা বিভ্রান্ত আত্মাদেরকে শ্রেষ্ঠ ঠিকানা দিতে সক্ষম লাইট স্বরূপ হও।

যেমন স্থূল আলোর (লাইট) কাছে পতঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই আসে, সেইরকম বিচলিত আত্মারা তোমাদের মত ঝলমলে উজ্জ্বল তারার কাছে তীব্র গতিতে আসবে। এর জন্য সবার ললাটে ঝলমলে উজ্জ্বল তারাকে দেখার অভ্যাস করো। শরীরকে দেখেও দেখ না। নজর যেন সর্বদা ঝলমলে উজ্জ্বল তারার (লাইট) দিকেই যায়। যখন এইরকম আত্মিক দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে যাবে, তখন তোমার এই শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা বিভ্রান্ত আত্মারা সঠিক ঠিকানা পেয়ে যাবে।

স্নোগান:- সেবার মাহাত্ম্যকে জেনে, যে কোনো না কোনো সেবাতে ব্যস্ত থাকে, সে-ই হল অলরাউন্ড সেবাধারী।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এই সৃষ্টি বা দুনিয়া হলো দুঃখের, তাই এর প্রতি নষ্টমোহা হও, নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো, এই দুনিয়ার থেকে বুদ্ধির যোগ দূর করে নতুন দুনিয়ার প্রতি বুদ্ধির যোগ লাগাও"

প্রশ্ন :- কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমরা বাচ্চারা কী ধরনের প্রস্তুতি করো বা করাও ?

উত্তর :- কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য এই অন্তিম জন্মে কেবল সমস্ত বিকার ছেড়ে পবিত্র হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে। পবিত্র হওয়াই হলো দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার জন্য তৈরী হওয়া। তোমরা সবাইকে এই সন্দেশ দাও যে এই দুনিয়া হলো নোংরা দুনিয়া, এর থেকে বুদ্ধির যোগ দূর করো তাহলেই সত্যযুগী দুনিয়ায় যেতে পারবে।

গীত :- আমাকে আশ্রয় দেন যিনি

ওম শান্তি। এই গানে বাচ্চারা বলে "বাবা।" বাচ্চাদের বুদ্ধি চলে যায় বেহদের বাবার দিকে। যে বাচ্চারা এখন সুখের সন্ধান পেয়েছে বা সুখধামের পথের সন্ধান পেয়েছে। তারা বুঝতে পারে যে বরাবরের মতো বাবা ২১ জন্মের স্বর্গের সুখের সন্ধান দিতে এসেছেন। এই সুখের প্রাপ্তির জন্য বাবা স্বয়ং এসে শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বোঝাচ্ছেন, এই যে দুনিয়া অর্থাৎ এত যে মানুষ এরা কিছুই দিতে পারে না। এ সমস্তই তো রচনা। নিজেদের মধ্যে সকলেই ভাই - বোন। তাহলে রচনা একে অন্যজনকে কিভাবে সুখের বর্ষা দিতে পারে। সুখের বর্ষা একমাত্র রচয়িতা বাবাই দিতে পারেন। এই দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষই নেই যে অন্য কাউকে সুখ দিতে পারে। সুখদাতা, সন্নতিদাতা হলেনই এক সতগুরু। এখন কিসের সুখ চায়? এ তো সবাই ভুলে গেছে যে স্বর্গে অনেক সুখ ছিলো আর এখন এই নরকে দুঃখ। তাহলে অবশ্যই সমস্ত বাচ্চাদের উপর মালিকের দয়া হয়। অনেকেই আছে যারা সৃষ্টির মালিককে মানে। কিন্তু তিনি কে, তাঁর থেকে কি প্রাপ্তি হয় তা কিছুই জানে না। এমন তো নয় যে মালিকের থেকে আমরা দুঃখ পেয়েছি। তাঁকে সুখ - শান্তির কারণেই স্মরণ করা হয়। ভক্ত ভগবানকে অবশ্যই কোনো প্রাপ্তির জন্য স্মরণ করে। মানুষ দুঃখী তাই সুখ - শান্তির জন্য ভগবানকে স্মরণ করে। বেহদের সুখদাতা হলেন একজনই, বাকি হদের অল্পকালের সুখ তো একজন অন্যজনকে দিয়েই থাকে। সে কোনো বড় কথা নয়। সকল ভক্তই এক ভগবানকে ডাকে, অবশ্যই ভগবান সবার থেকে বড়, তাঁর মহিমাও অনেক বড়। তো অবশ্যই তিনি অনেক সুখদানকারীই হবেন। বাবা কখনোই বাচ্চাদের বা এই দুনিয়াকে দুঃখ দেন না। বাবা বলেন, তোমরা বিচার করে দেখো, আমি যে সৃষ্টি বা এই দুনিয়ার রচনা করি তা কি দুঃখ দেওয়ার জন্য? আমি তো সুখ দেওয়ার জন্যই এই সৃষ্টির রচনা করি। কিন্তু নাটকই যে সুখ দুঃখের তৈরী হয়ে আছে। মানুষ কতো দুঃখী। বাবা বোঝান যে, যখন নতুন দুনিয়া বা নতুন সৃষ্টি ছিলো, সেখানে কেবল সুখই ছিলো। দুঃখ থাকে সৃষ্টি পুরানো হলে। সমস্তকিছুই পুরানো জর্জরিভূত হয়ে যায়। প্রথমে আমি যে সৃষ্টি রচনা করি তাকে সতোপ্রধান সৃষ্টি বলা হয়। সেইসময় সমস্ত মানুষ কতো সুখী থাকে। এখন সেই ধর্ম প্রায় লোপ হওয়ার কারণে কারোর বুদ্ধিতে তা আর নেই।

তোমরা বাচ্চারা জানো, নতুন দুনিয়া হলো সত্যযুগ। এখন যখন তা পুরানো হয়ে গেছে তখন আশা রাখো, বাবা এসে অবশ্যই নতুন দুনিয়া বানাবেন। প্রথমে নতুন সৃষ্টি, নতুন দুনিয়ায় অনেক অল্প

মানুষ ছিলো, আর তারা খুব সুখী ছিলো, যেই সুখের কোনো সীমা ছিলো না। নামই বলা হয় স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, নতুন দুনিয়া। তাহলে অবশ্যই সেখানে নতুন মানুষ থাকবে। তাহলে অবশ্যই সেই দেবী - দেবতার রাজধানী আমিই স্থাপন করেছি। নাহলে এই কলিযুগে তো একজনও রাজা নেই, সকলেই কাঙ্গাল। তাহলে সেই সত্যযুগে দেবী - দেবতার রাজ্য কোথা থেকে এলো? এই দুনিয়ার কিভাবে পরিবর্তন হলো? কিন্তু সকলের বুদ্ধি এমন ভারী হয়ে গেছে যে কিছুই বুঝতে পারে না। বাবা এসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। মানুষ ভগবানকেই দোষ দেয় যে, তিনিই সুখ - দুঃখ দেন, কিন্তু ঈশ্বরকে তো এই কারণেই স্মরণ করা হয় যে, তুমি এসে আমাদের সুখ শান্তি দাও। আমাদের মিষ্টি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। তারপর এই অভিনয়ে তো অবশ্যই তিনি পাঠাবেন। কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসতে হবে। মানুষ তো রাবণের মতে চলছে। শ্রেষ্ঠ মতই হলো শ্রীমত। বাবা বলেন, আমিই সহজ রাজযোগ শেখাই। আমি কোনো গীতার শ্লোক আদি গাই না যা তোমরা গেয়ে থাকো। বাবা কি বসে গীতা শেখাবেন? আমি তো সহজ রাজযোগ শেখাই। স্কুলে কি গান, কবিতা শোনানো হয়? স্কুলে তো পড়ানো হয়। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমিও তোমাদের পড়াচ্ছি, রাজযোগ শেখাচ্ছি। আমার সাথে আর কারোরই কোনো যোগ নেই। সবাই আমাকে ভুলে গেছে। এই ভুলে যাওয়াও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে। আমি এসেই আবার স্মরণ করিয়ে দিই। আমি তো তোমাদের বাবা। তোমরা ইনকর্পরিয়াল গডকে মানো তাহলে তোমরাও তাঁর ইনকর্পরিয়াল বাচ্চা। নিরাকার আত্মারা, তোমরা এখানে আসো অভিনয় করতে। সমস্ত নিরাকার আত্মার নিবাস স্থান হলো নিরাকারী দুনিয়া, যা উঁচুর থেকেও অনেক উঁচু। এ হলো সাকারী দুনিয়া, তারপর আকারী দুনিয়া আর ও হলো নিরাকারী দুনিয়া যা সবথেকে উঁচু আর সবার থেকে দূরে। বাবা সামনে বসে বাচ্চাদের বোঝান, আমরাও সেখানকার অধিবাসী। যখন নতুন দুনিয়া ছিল, তখন ছিলো এক ধর্ম, যাকে হেভেন বলা হয়। বাবাকেও বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার। এই কলিযুগ হলো কংসপুরী। আর সত্যযুগ হলো কৃষ্ণপুরী। তাই জিজ্ঞেস করা উচিত, এখন তোমরা কৃষ্ণপুরী যাবে? যদি তোমরা কৃষ্ণপুরী যেতে চাও তাহলে পবিত্র হও। আমরা যেমন দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, তোমরাও তেমন করো। এরজন্য বিকার অবশ্যই ত্যাগ করার প্রয়োজন। এ হলো সকলের অন্তিম জন্ম। সকলকেই ফিরে যেতে হবে। তোমরা কি ভুলে গেছো - ৫০০০ বছর আগে এই মহাভারী লড়াই তো হয়েছিলো। যাতে সমস্ত ধর্মের বিনাশ হয়ে গিয়েছিলো আর এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো। সত্যযুগে তো দেবী - দেবতারাই ছিলো। এখন কলিযুগে তা আর নেই। এখন তো রাবণ রাজ্য। আসুরী মনুষ্য। তাদের আবার দেবতা বানাতে হবে। তারজন্য আসুরী দুনিয়াতে আসতে হবে নাকি দৈবী দুনিয়ায়? নাকি দুই দুনিয়ার সঙ্গমের সময় আসবেন? গায়নও আছে কল্পে - কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগেই তিনি আসেন। বাবা আমাদের এমনভাবে বোঝান যে আমরা তাঁর শ্রীমতে চলি। আগের কল্পেও মহাভারী লড়াই লেগেছিলো, যার দ্বারা স্বর্গের দ্বার খুলে গিয়েছিলো। কিন্তু শুধুমাত্র দেবী - দেবতার ছাড়া আর সকলে তো সেখানে যেতে পারে নি। বাকি সকলেই শান্তিধামে ছিলো। তাই আমি এখন নির্বাণধামের মালিক এসেছি সবাইকে নির্বাণধামে নিয়ে যেতে। তোমরা রাবণের শিকলে আটকে থাকা বিকারী নোংরা আসুরী গুণ সম্পন্ন। কাম হলো এক নম্বর আবর্জনা। এরপর ক্রোধ, লোভ নম্বর অনুসারে আবর্জনা। তাই সারা দুনিয়ার থেকে নষ্টমোহা হতে হবে, তবেই তো স্বর্গে যেতে পারবে। বাবা যেমন হদের বাড়ি বানাতে বাচ্চাদের বুদ্ধি তাতে লেগে যায়। বাচ্চারা বলে, বাবা এতে এই বানাতে হবে, সুন্দর বাড়ি বানাতে হবে। তেমনই বেহদের বাবা বলেন, আমি তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্বর্গ কেমন সুন্দর বানাই। তাই তোমাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো দুনিয়ার থেকে দূর হওয়া উচিত। এখানে কি আর আছে? দেহও পুরানো, আত্মাতেও খাদ জমা হয়ে আছে। সেই খাদ তখনই দূর হবে যখন

তোমরা যোগে থাকতে পারবে । জ্ঞানও ধারণ হবে । এই বাবা তো এখন ভাষণ করছেন । হে বাচ্চারা, তোমরা সকল আত্মারা আমার রচনা । আত্মার স্বরূপে তোমরা হলে ভাই - ভাই । এখন তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে যেতে হবে । এখন তোমরা সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছো । এ তো রাবণ রাজ্য । তোমরা আগে জানতে না যে, এই রাবণ রাজ্য কবে থেকে আরম্ভ হয় । সত্যযুগে থাকে ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা হয় । হঠাৎ করে দুই কলা কম হয় না । ধীরে ধীরে নামতে থাকে । এখন তো কোনো কলাই আর নেই । সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে গেছে । এখন বাবা বলেন যে দান করে দাও তাহলেই গ্রহণ কেটে যাবে । পাঁচ বিকারের দান তোমরা করে দাও আর কোনো পাপ করো না । ভারতবাসী যখন রাবণকে জ্বালায় তাহলে অবশ্যই এ রাবণের রাজ্য । কিন্তু রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয় বা রামরাজ্য কাকে বলা হয়, এও কেউ জানে না । মানুষ বলে, রামরাজ্য হোক, নতুন ভারত হোক, কিন্তু একজনও জানে না যে, নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত কবে হবে ? সকলেই এখন কবরে শায়িত ।

এখন তোমরা বাচ্চারা তো সত্যযুগী ঝাড়কে দেখতে পাচ্ছ । এখানে তো কোনো দেবতাই নেই । এইসব কথা বাবা এসেই বোঝান । তিনিই তোমাদের মাতা পিতা, স্থূল রূপে এনারা তোমার মাতা - পিতা । তোমরা মাতা - পিতা হিসাবে তাঁর গায়ন করে থাকো । সত্যযুগে এমন গায়ন তো করবে না । সেখানে না কৃপার কথা আছে, না মাতা - পিতা হয়ে তাঁদের সমান উপযুক্ত হতে হয় । বাবা মনে করিয়ে দেন, হে ভারতবাসী, তোমরা ভুলে গেছো, তোমরা দেবতার কতো ধনবান ছিলে, কতো বুঝদার ছিলে । এখন অবুঝ হয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছো । তোমাদের এমন অবুঝ মায়া রাবণ বানিয়েছে, তাই তো তোমরা মায়া রাবণকে জ্বালাও । শত্রুর কুশপুতলিকা বানিয়ে তাকে দাহ করা হয় যেমন । তোমরা বাচ্চারা কতো জ্ঞান পেয়েছো । কিন্তু তোমরা বিচার সাগর মন্থন করো না, ফলে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় আর ভাষণের সময় এমন সব পয়েন্টস শোনাতে ভুলে যাও । সম্পূর্ণ বোঝাতে পারো না । তোমাদের তো বাবার পরিচয় দিতে হবে যে বাবা এসেছেন । এই মহাভারী লড়াইও সামনে উপস্থিত । সবাইকে ফেরত যেতে হবে । এখন স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে । বাবা বলেন, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । বাকি কেবল এই বললেই হবে না যে, ইসলামী, বৌদ্ধ আদি সব ভাই - ভাই । এ তো সব দেহের ধর্মই হলো । সমস্ত ধর্মের সমস্ত আত্মাই হলো বাবার সন্তান । বাবা বলেন, এইসব দেহের ধর্ম ছেড়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । বাবার এই খবর শোনানোর জন্যই আমরা শিব জয়ন্তী পালন করি । আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা হলাম শিবের পৌত্র । আমরা তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের রাজধানীর আশীর্বাদী বর্ষা পাচ্ছি । বাবা আমাদের নির্দেশ দেন যে, মনমনাভব অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো । এই যোগ অগ্নির দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা অশরীরি হও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস :

এখন তোমরা বাচ্চারা স্থূল বতন, সূক্ষ্ম বতন এবং মূলবতনকে খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো । কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান পাও । দেবতাদের তো এই জ্ঞানের দরকারই নেই । তোমাদের এখন সম্পূর্ণ বিশ্বের জ্ঞান আছে । তোমরা আগে শূদ্র বর্ণের ছিলে । এরপর ব্রহ্মাকুমার যখন হলে তখন

আমি এই জ্ঞান দিই যার দ্বারা তোমাদের দৈবী সাম্রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। বাবা এসেই ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাও তিনি এই সঙ্গমেই স্থাপন করেন। অন্য ধর্মের লোকেরা ফট করে সাম্রাজ্য স্থাপন করে না। তাঁদের গুরু বলা হয় না। বাবা এসেই ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবা বলেন, এখন তোমাদের মাথায় বাবার স্মরণের খুশী আছে যা আবার মুহূর্তে মুহূর্তে ভুলেও যাও। পুরুষার্থ করে কাজ কারবার করার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকেও স্মরণ করতে থাকো হেলদি হওয়ার জন্য। বাবা খুব তীব্র গতিতে কামাই করান, এতে সবকিছুই ভুলতে হয়। আমি আত্মা এই শরীর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এই অভ্যাস করানো হয়। তোমরা যখন খাও, তখন কি বাবার স্মরণ করতে পারো না? কাপড় সেলাই করো কিন্তু বুদ্ধির যোগ যেন বাবার স্মরণে থাকে। আবর্জনা তো বের করতেই হবে। বাবা বলেন, শরীর নির্বাহের জন্য যে কোনো কাজই করো। এ খুবই সহজ। তোমরা বুঝে গেছো যে এখন ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবা রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী এখন রিপিট হয়। আগের কল্পের মতোই তা রিপিট হচ্ছে। এই রিপিটেশনের রহস্যও বাবাই বুঝিয়ে বলেন। একজন ভগবান আর এক ধর্ম বলা হয় না। সেখানেও শান্তি বিরাজ করবে। সে হলো অদ্বৈত রাজ্য আর দ্বৈতের অর্থ আসুরী রাবণ রাজ্য। ওরা হলো দেবতা আর এরা দৈত্য। এই আসুরী রাজ্য আর দৈব রাজ্যের খেলা ভারতের উপরেই বানানো হয়েছে। ভারতেরই ছিলো আদি সনাতন ধর্ম, পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। আবার বাবা এসেই সেই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ বানান। আমরাই একদিন দেবতা ছিলাম তারপর কলা কম হয়ে গেছে। আমরাই আবার শূদ্র সাম্রাজ্যে এসেছি। বাবা এমনভাবে পড়ান যেভাবে কোনো শিক্ষক পড়ায় আর ছাত্ররা তা শোনে। ভালো ছাত্ররা সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়, কখনোই পড়া মিস্ করে না। এই পড়া রেগুলার পড়া চাই। এমন ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। বাবা অনেক গোপন থেকে গোপন কথা তোমাদের শোনাতে থাকেন। অচ্ছা। শুভরাত্রি। রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহের সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরি আত্মা মনে করে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যোগ আর জ্ঞানের ধারণায় আত্মাকে পবিত্র করতে হবে।

২) বাবা যে জ্ঞান দেন, তার উপর বিচার সাগর মন্থন করে, সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হতে দেওয়া যাবে না।

বরদান :- মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে উড়তি কলায় উড়তে থাকা এক নম্বর বিজয়ী হও

এক নম্বর হওয়ার নিদর্শন হলো সমস্ত বিষয়ে জয়লাভ করা। কোনো বিষয়েই যেন হার না হয়, সদা বিজয়ী। যদি চলতে - ফিরতে কখনো হেরে যাও তাহলে তার কারণ হলো মর্যাদার উপর - নীচ হওয়া। কিন্তু এই সঙ্গম যুগ হলো মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। পুরুষও নয়, নারীও নয় কিন্তু পুরুষোত্তম, এই স্মৃতিতে সর্বদা থাকলেই উড়তি কলায় যেতে থাকবে, নীচে আটকে থাকবে না। উড়তি কলায় যারা থাকে তারা সেকেন্ডেই সর্ব সমস্যাকে পার করতে পারে।

স্লোগান :- এক বাবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গে থাকলে দ্বিতীয় কোনো সঙ্গ প্রভাব ফেলতে পারবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে মুক্তো চয়ন কারী হংস, তোমাদের হল হংস মন্ডলী, তোমরা হলে ভাগ্যবান নক্ষত্র, কারণ স্বয়ং জ্ঞান সূর্য বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে পড়াচ্ছেন "

প্রশ্ন:- বাবা সকল বাচ্চাদের কোন্ আলোটি দিয়েছেন যার ফলে পুরুষার্থ তীর্থ হয়েছে ?

উত্তর :- বাবা এই জ্ঞানের আলো দিয়েছেন যে বাচ্চারা এখন এই ড্রামার শেষ সময় , তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এমন নয় যে যা পাওনা আছে তা তো প্রাপ্ত হবেই। পুরুষার্থ হল প্রথমে। পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র করা , এইটি হল বৃহৎ সেবা। এই জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হওয়ার সাথে বাচ্চাদের পুরুষার্থ তীর্থ হয়েছে।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর আমরা তার একটি ফোঁটার পিয়াসী ।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে প্রেমের সাগর , শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর বেহদের বাবা সম্মুখে বসে আমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন। কত ভাগ্যশালী নক্ষত্র, যাদের সম্মুখে বসে জ্ঞান সূর্য বাবা পড়াচ্ছেন। এবারে যে বকপাখিদের মন্ডলী ছিল , তাহা হংস মন্ডলীতে পরিণত হয়েছে। মুক্তো চয়নকারী হয়েছে । এই ভাই বোনেরা সবাই হল হংস , একেই হংস মন্ডলীও বলা হয়। কল্প পূর্বের আত্মারাই এই জন্মে একে অপরকে চিনতে পারে। রুহানী পারলৌকিক মাতা পিতা এবং ভাই বোন একে অপরকে চিনতে পারে। মনে আছে কি যে ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই নাম রূপে আমরা মিলিত হয়েছি ? এইসব এখন তোমরা বলতে পারো , অন্য কোনো জন্মে এইরকম বলা যাবে না। যারা ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয় , তারা একে অপরকে চিনবে। বাবা আপনিও একই রয়েছেন, আমরা বাচ্চারাও একই আছি , আমরা ভাই বোনেরা আবার নিজের পিতার কাছে অধিকার প্রাপ্ত করি। এখন বাবা ও বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছে , এই নাম-রূপ ইত্যাদি বদলে যাবে। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ এমন বলবেনা যে আমরা কল্প পূর্বের সেই লক্ষ্মী নারায়ণ বা সেখানে প্রজারাও বলবেনা যে এরা সেই কল্প পূর্বের লক্ষ্মী নারায়ণ। নয়। এইসব শুধু এইসময় তোমরা বাচ্চারা-ই জানো। এইসময় তোমরা অনেক কিছু জেনে যাও। প্রথমে তো তোমরা কিছুই জানতেনা। আমি-ই কল্পের সঙ্গম যুগে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। এইসব কথা কেবল বেহদের বাবা-ই বলতে পারেন। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা ও পুরানো দুনিয়ার বিনাশও অবশ্যই হতে হবে। এইটি হল দুয়েরই সঙ্গম যুগ। এই যুগটি হল খুবই কল্যাণকারী যুগ। সত্যযুগ বা কলিযুগকে কল্যাণকারী বলা হবেনা। তোমাদের এই জীবন টিকে অমূল্য জীবন বলা হয়। এই জীবনেই কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হতে হবে। তোমরা বাচ্চারা হলে প্রকৃত ঈশ্বরীয় সেবাধারী । ঈশ্বরীয় সেলভেশন আর্মি। ঈশ্বর এসে মায়ার হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করেন। তোমরা জানো যে বিশেষ ভাবে আমাদের এবং সাধারণ ভাবে দুনিয়াটিকে মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। এইসবও ড্রামায় ধার্য করা আছে। থাকলে প্রশংসা টি কার করবে ? যার এক্ট ভালো হয় তার নাম হয়। তাই প্রশংসাও পরম পিতা পরমাত্মার-ই করা হয়। এখন পৃথিবীতে পাপাত্মার সংখ্যা অনেক। সর্ষে দানার মতন কত মানুষ রয়েছে। বাবা এসে ভার কমিয়ে দেন। সেখানে কিছু লক্ষ জন হয় , অর্থাৎ কোয়ার্টার পার্সেন্টও নয়। সুতরাং এই ড্রামাটিকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। পরমাত্মাকে সর্ব শক্তিমান বলা হয়। ড্রামায় ওঁনার এইরকম পার্ট আছে। বাবা বলেন আমিও এই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। যদা যদা হি ধর্মস্য লেখা আছে। সেই ধর্মের গ্লানি

এখন ভারতে হচ্ছে। আমার গ্লানি করে , দেবতাদের গ্লানি করে , তাই পাপাত্মা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এইরকমও তাদের হতেই হবে। সত রজ তম তে আসতেই হবে। তোমরা এই ড্রামাটি বুঝেছ। বুদ্ধিতে চক্র বিদ্যমান আছে। বাবা এসে আলো দিয়েছেন। এখন এই ড্রামার শেষ সময়। এবারে তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্যে পুরুষার্থ কর। এমন নয় যে যা পাওনা আছে তা প্রাপ্ত হবে। নয়। সর্ব প্রথম পুরুষার্থ। সমস্ত শক্তি পবিত্রতায় আছে। পবিত্রতার বলিহারি। দেবতারা হলেন পবিত্র তাই অপবিত্র মানুষ তাঁদের সম্মুখে মাথা নোয়ায়। সন্ন্যাসীরাও মাথা নোয়ায়। মৃত্যুর পরে তাদের স্মারক চিহ্ন তৈরি করা হয় কারণ তারা পবিত্র । কেউ দৈহিক কর্ম অনেক করে। হাসপাতাল, কলেজ তৈরি করে তখন তাদের নাম হয়। সবচেয়ে বেশি নাম হয় তাদের যারা সবাইকে পবিত্রে পরিণত করে এবং যারা সহযোগী হয়। তোমরা পবিত্র হও , সেই এভার পিওর অর্থাৎ সদা পবিত্র পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করে। যত যোগ করবে ততই তোমরা পবিত্র হবে , তারপরে অন্ত সময়ে মতানুসারে গতি প্রাপ্ত হবে। বাবার কাছে চলে যাবে। তারা যাত্রা করে তখন এইরকম ভাবেনা যে বাবার কাছে যেতে হবে। তবুও তারা পবিত্র থাকে। এখানেতো বাবা সবাইকে পবিত্র করেন। ড্রামাটিকে বুঝে নেওয়া খুব সহজ। অনেক পয়েন্টস বোঝানো হয়। তারপরে বলেন শুধু বাবা ও স্বর্গের অধিকার বা বর্সা কে স্মরণ করো। মরণ কালে সবাই ভগবানের কথা স্মরণ করায়। আচ্ছা ভগবান কি করবেন ? তারপরে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তখন বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। অর্থাৎ পরমাত্মার স্মরণে শরীর ত্যাগ করলে বৈকুণ্ঠে যাবে। তারা বাবাকে জানেনা। এই কথাটি কারো বুদ্ধিতে নেই যে আমরা বাবাকে স্মরণ করলে, বৈকুণ্ঠে যাব। তারা শুধু বলে পরমাত্মাকে স্মরণ কর। ইংরেজিতে বলা হয় গড ফাদার। এখানে তোমরা বল পরম পিতা পরমাত্মা। তারা প্রথমে গড পরে ফাদার বলে। আমরা প্রথমে পরম পিতা পরে পরমাত্মা বলি। তিনি হলেন সবার পিতা। যদি সবাই পিতা হয় তবে 'ও গড ফাদার' বলা যাবেনা। এইটুকু কথাও বুঝতে পারেনা। বাবা তোমাদের সহজ করে বোঝান। মানুষ যখন দুঃখী হয় তখন পরমাত্মাকে স্মরণ করে। মানুষ হয় দেহ-অভিমानी এবং স্মরণ করে দেহি বা আত্মা , যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হন তবে আত্মা বা দেহি কেন স্মরণ করে ? যদি আত্মা নির্লিপ্ত হয় তবে দেহি অথবা আত্মা কি স্মরণ করে ? ভক্তিমার্গে আত্মা-ই পরমাত্মাকে স্মরণ করে কারণ দুঃখে আছে। যত সুখ প্রাপ্ত হয় তত স্মরণ করতে হয়।

এই হল পড়াশোনা, এইম অবজেক্টটিও (মুখ্য উদ্দেশ্য) ক্লিয়ার। এর মধ্যে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই। তোমরা সব ধর্মের মানুষদের জানো -- এই সময়ে সবাই উপস্থিত আছে। এখন আবার দেবী দেবতা ধর্মের হিস্টি রিপটি হবে। এইসব কোনো নতুন কথা নয়। কল্প কল্প যাঁরা রাজ্য প্রাপ্ত করি। যেমন ঐ হদের খেলা রিপটি হয় তেমনই এই হল বেহদের খেলা। আমাদের অর্ধকল্পের শত্রু কে ? রাবণ। আমরা কোনো যুদ্ধ করে রাজ্য প্রাপ্ত করিনা। না-ই কোনো হিংসা পূর্ণ যুদ্ধ করি , না-ই বিজয়ী হওয়ার জন্য সৈন্য বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করি । এইটি হল জয় পরাজয়ের খেলা। কিন্তু জয় পরাজয় দুই-ই সূক্ষ্ম। মায়া'র কাছেই হারলে হার , মায়া'র কাছে জিতলে জিত। মানুষ মায়া'র বদলে মন শব্দটি লিখেছে তাই উল্টো হয়ে গেছে। এই ড্রামার খেলাও প্রথম থেকেই তৈরি রয়েছে। বাবা নিজে বসে পরিচয় দেন। রচয়িতাকে আর কোনো মানুষ জানেনা , তাহলে পরিচয় দেবে কিভাবে। রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা, বাকি আমরা হলাম রচনা। তাই অবশ্যই আমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া উচিত। মানুষ তো বলে দেয় পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী তাহলে তো সবাই রচয়িতা হয়ে গেল। রচনাকে লুপ্ত করে দেওয়ার ফলে কত খানি পাথর বুদ্ধি , দুঃখী হয়েছে। শুধু নিজেরই মহিমা গায়ন করে আমরা বৈষ্ণব , অর্থাৎ আমরা অর্ধ দেবতা। তারা ভাবে দেবতারা

বৈষ্ণব ছিলেন। আসলে ভেজিটেরিয়ান শব্দটির মূল্য অর্থ হল অহিংসা পরম ধর্ম। দেবতাদের পাক্ষা বৈষ্ণব বলা হয়। নিজেকে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেবে এমন অনেকেই আছে। কিন্তু লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় পবিত্রও ছিল। এবারে সেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাজত্ব কোথায় ? এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ , তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়েছ তাই ব্রহ্মাও থাকবেন নিশ্চয়, তবে তো নাম রাখা হয়েছে শিব বংশী প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। গায়নও আছে যে শিববাবা এসেছিলেন , তিনি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেন , যারা ভবিষ্যতে দেবতায় পরিণত হয়। এখন তোমরা শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়েছ তাই তোমাদের ব্রহ্মাকুমার কুমারী নাম হয়েছে। বিরাট রূপের চিত্র সম্বন্ধেও বোঝানো ভালো কথা। বিষ্ণুর বিরাট রূপ দেখানো হয়। বিষ্ণু ও তাঁর রাজধানী (সন্তান) বিরাট চক্রে আসে। এই সব কিছু বাবার বিচার মন্ডন হয়। তোমরাও বিচার সাগর মন্ডন করার প্র্যাক্টিস করবে তাহলে রাতে ঘুম আসবেনা। এই চিন্তন চলবে। সকালে উঠে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে। বলে সকালের সাঁই (সকালের মালিক)..... তোমরাও কাউকে বসে বোঝালে বলবে -- ওহো ! এরা তো আমাদের মানুষ থেকে দেবতা, বেগর (ভিখারী) থেকে প্রিন্স করতে এসেছে। প্রথমে অলৌকিক সেবা করা উচিত , স্থূল সার্ভিস পরে। শখ থাকা উচিত। বিশেষ করে মাতা-রা ভালো সার্ভিস করতে পারে। মাতাদের কেউ অপমান করবেনা। সবজি বিক্রেতা, আনাজ বিক্রেতা , চাকর বাকর সকলকেই বোঝাতে হবে। কেউ যেন বাকি রয়ে না যায় যে কটাক্ষ করবে। সার্ভিস করার জন্যে হৃদয়ে সত্যতার প্রয়োজন আছে। বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ থাকা উচিত তবেই ধারণা হবে। সামগ্রী ভরপুর করে পোর্টে স্টীমার ডেলিভারি করতে যাবে। বাড়িতে তাদের সুখ অনুভূতি হবেনা , তারা সেবার উদ্দেশ্যে ছুটতেই থাকবে। এই চিত্র গুলিও খুব সাহায্য করে। কত স্পষ্ট -- শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করাচ্ছেন । এই হল রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র , কৃষ্ণ জ্ঞান যন্ত্র নয়। এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারা বিনাশের অগ্নি জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। কৃষ্ণ তো যন্ত্রের রচনা করতে পারেননা। তিনি ৮৪ বার জন্ম নিলে নাম রূপ বদলে যাবে আর কোনো রূপে কৃষ্ণ হতে পারবেনা। কৃষ্ণের পাট কৃষ্ণ রূপে এলেই রিপিট করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূল্য সার :-

১) প্রকৃত ঈশ্বরীয় সেবাধারী অথবা ঈশ্বরীয় স্যালভেশন আর্মি হয়ে সবাইকে মায়ার জাল থেকে মুক্ত করতে হবে। এই জীবনে কড়ি থেকে হীরা হতে হবে, অন্যদেরও হীরাতে পরিণত করতে হবে।

২) যেমন বাবা বিচার সাগর মন্ডন করেন , তেমনই জ্ঞানের বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। কল্যাণকারী স্বরূপে অলৌকিক সেবায় তৎপর থাকতে হবে। প্রকৃত সত্য হৃদয়ের দ্বারা সেবা করতে হবে।

বরদান :- আমার ভাবের স্মৃতি দ্বারা স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টি প্রাপ্তকারী সমর্থী সম্পন্ন ভব।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করে একটি বারের জন্যেও "আমার বাবা" বলেছে দয়ার সাগর বাপদাদা এমন বাচ্চাদের রিটার্নে পদম গুণ রুহানী স্নেহপূর্ণ নজর দিয়েছেন। দয়া ও স্নেহের

দৃষ্টি তাদের সর্বদা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই রূহানী আমার ভাবের স্মৃতি এমন বাচ্চাদের জন্যে সমর্থী স্বরূপে ভরপুর হওয়ার আশীর্বাদ হয়ে যায়। বাপদাদাকে মুখ দ্বারা আশীর্বাদ করার দরকার পড়েনা বরং সূক্ষ্ম স্নেহের সঙ্কল্প দ্বারা প্রতিটি বাচ্চার পালনা হতেই থাকে।

স্নোগান - যারা বাবার প্রিয় হয়, তাদের অন্য কোনো ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি টান থাকেনা।

২৭-০১-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভক্তদের জীবনে যখন চরম ঝড়-ঝঞ্ঝা, আপদ-বিপদ আসে, তখনই বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন, যাতে তারা দুর্গতি থেকে সঙ্কতি পেতে পারে।

প্রশ্ন :- বিকর্মাজীং কে হতে পারে ? বিকর্মাজীং হতে গেলে কি কি লক্ষণগুলি থাকতে হবে ?

উত্তর :- বিকর্মাজীং সে হতে পারে, যে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি-প্রকৃতি জেনে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে। বিকর্মাজীং হওয়ার লক্ষ্যধারীরা কোনও কর্মেই অনুচিত কিছু করে না। তাই তার কর্মগুলিও বিকর্ম হয় না।

প্রশ্ন:- এই সময়কালে বাবা স্বয়ং কি এমন ডবল সার্ভিস করেন ?

উত্তর :- একই সাথে আত্মা আর শরীর - উভয়কেই পবিত্র বানাবার এবং সাথে করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার। একত্রে এমন দুই চরিত্র একমাত্র বাবারই আছে, যা কোনও মনুষ্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

গীত:- ঔম্ নমঃ শিবায়ঃ

ঔম্ শান্তি! বাচ্চারা, ভক্তি-মার্গের এই গীত তো বহুকাল যাবৎ শুনে আসছি। ভক্তি-মার্গের গীতগুলি এমনই। তমসাস্থল অন্ধকারকে কাটিয়ে আলোর দিশা চায় গীতকারেরা। লোকেরা দুঃখ-কষ্ট থেকে নিস্তার পাবার জন্য পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা তো হলে শিব-বংশী ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। এটাই মূল বোঝার ব্যাপার। গর্ভে ধারণ করে এত অধিক সংখ্যায় বাচ্চা তো আর কারও হতে পারে না। তাই অবশ্যই তারা মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তানই হবে। কৃষ্ণেরও এত রাণী কিম্বা এত অধিক বাচ্চা ছিল না মোটেই। একমাত্র গীতার ভগবানই কিন্তু রাজযোগ শেখান। তাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাচ্চারা মুখ-বংশাবলীই হবে। 'প্রজাপিতা' শব্দটিরও যথার্থ তাৎপর্য ও গুরুত্ব আছে। বাবা এসে এনার মুখ-কমল দ্বারাই ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা রচেন। তাই 'প্রজাপিতা' শব্দটি কেবলমাত্র ব্রহ্মাবাবার ক্ষেত্রেই শোভা পায়। বাস্তবে তোমরাও এখন সেই বাবারই সন্তান হিসাবেই পরিগণিত হও। জগতের লোকেরা তো অজ্ঞানতা বশে বলে ফেলে কৃষ্ণও যেমন ভগবান ছিলেন, শিবও তেমনি ভগবান। শিব অর্থাৎ রুদ্র ভগবানের বদলে অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে কৃষ্ণের নামও জুড়ে দিয়েছে। অথচ তারাই আবার বলে শংকর-পার্বতী। কিন্তু প্রকৃত যা হবে তা - 'রুদ্র-পার্বতী'। অথচ তারা তা বলে না। এমন কি তারা শিব-শংকরকেও মহাদেব বলে থাকে। এখানে তবে কৃষ্ণের নাম আসে কিভাবে ? কৃষ্ণকে তো আর রুদ্র বা শংকর বলা চলে না। ভক্তরা এমনই গায়ন-কীর্তন করে। তারা অবশ্য প্রকৃত ভগবানকেই জানে না। ভারত ভূখন্ডে বাস্তবে তারাই প্রকৃত-ভক্ত, যারা একদা পূজ্য ছিল, কালের গতিতে এখন পূজারী। এতেও আবার তাদের ক্রমিক পদ-মার্যদা রয়েছে। যেমন তোমাদের বি.কে-দের মধ্যেও ক্রমিক পদ-মার্যদা রয়েছে। কিন্তু তোমাদের সাথে তাদের পার্থক্য হল, তোমরা ব্রাহ্মণ আর তারা শূদ্র। দেবতা ধর্মের আত্মারাই বেশী দুঃখী হয়। যেহেতু একদা তারাই সর্বাধিক সুখ ভোগ করেছে। এখন অবশ্য অর্ধ-কল্পের জন্য তোমাদের এদিক-ওদিক মন্দিরের দোরে-দোরে ঘোরা বন্ধ হয়েছে। এই রহস্য কেবল তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাই জানতে

পারো, তাও অবশ্য ক্রমিক নম্বর অনুসারেই। কল্প-পূর্বে যে যেমন পুরুষার্থ করেছিল, এখনও সে তেমনই করে চলেছে। কিন্তু এমন বলা যাবে না মোটেই, ড্রামা অনুসারেই তা করছে। তা হলে পুরুষার্থের নামটাই বা কেন এল। অবশ্য ড্রামা অনুসারে বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ তো করতেই হয়। যার যেমন পুরুষার্থ - তার তেমনই পদের প্রাপ্তি। তোমরা বি.কে.-রা জানো, কল্প-পূর্বেও ঠিক এই নিয়মেই, এ ভাবেই পুরুষার্থ করেছিলে। কল্পপূর্বে ঠিক এমনটি ঘটেছিল, আর সেই যজ্ঞেও এমনই বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছিল।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে, এই সময়ে বাবা এখন আবার এই ধরায় এসে অবতীর্ণ হয়েছেন। কল্প পূর্বেও ঠিক এমন (সঙ্গম) সময়েই এসেছিলেন, তখনও এমনই ইংরেজদের রাজত্ব ছিল। যাদের থেকে কংগ্রেসীরা রাজত্ব নিয়েছিল, আবার এমন ভাবেই পাকিস্তানেরও গঠন হয়েছিল। এখনও ঠিক তাই ঘটে চলেছে - যা কল্প-পূর্বেও ঘটেছিল। কিন্তু গীতায় এসব কিছুই লেখা নেই। অথচ, এটাই বুঝতে হবে যে, সর্বদাই তেমনটাই ঘটে চলেছে - যা কল্প-পূর্বেও ঠিক এই সময়কালে যা ঘটেছিল। অবশ্য কেউ কেউ তা অনুধাবন করে ঈশ্বর এখন এই ধরাতেই উপস্থিত আছেন। (কল্প পূর্বেও) যখন মহামারী লড়াই শুরু হয়েছিল, সেই সময়েও ভগবান এই ধরাতেই ছিলেন, কেবলমাত্র তার নামের বদল হয়েছিল - লোকেরাও এমনটাই বলে থাকে। রুদ্র নাম নিলে তবেই তা সঠিক বলে গণ্য হয়। যেহেতু রুদ্রই তো এই জ্ঞান-যজ্ঞের রচয়িতা। যার দ্বারা দুনিয়ার সব আপদ-বিপদ কেটে যায়। এই কথার সত্যতাও ধীরে ধীরে প্রমাণিত হবে, তোমাদের কার্য-করণের দ্বারা। যা এখনও আরও কিছু সময় লাগবে। না হলে এখানে এমন ভীড় শুরু হবে, যে কারণে তোমাদের পড়াশুনার বিঘ্ন ঘটবে। এখানে ভীড় বাড়ানোটা উদ্দেশ্য নয় মোটেই। গুপ্ত রূপেই সব কর্মকাণ্ড চালাতে হবে। কিন্তু যদি কোনও বিশেষ কেউ, বিদ্বান বা ধনী ব্যক্তি এখানে আসে, এসব দেখে সে আশ্চর্যই হয়ে যাবে। কিভাবে এখানে বাবা তার বাচ্চাদেরকে পাঠের অনুশীলন করান, তা দেখে। দেবতা ধর্মের রচনা তো স্বয়ং ভগবান এসে তা করান। উনি এখন এসেছেন নতুন দুনিয়া রচনার লক্ষ্যে। এত ভক্তের আপদ-বিপদকে দূর করতে। বিনাশের পর আর কোনও দুঃখই থাকে না। সত্যযুগে কোনও ভক্তও থাকে না। কেউ এমন কোনও কর্মও করে না, যা দুঃখের কারণ হতে পারে।

(বোম্বে থেকে রমেশ ভাইয়ের ফোন এসেছে) বাপদাদা সেখান থেকে চলে আসাতে বাচ্চাদের মন উদাস হয়ে পড়ে। যেমন, পতি যদি বিদেশে অর্থাৎ বিলেতে চলে যায়, তখন তার স্ত্রীর মনে বিষাদে কান্না আসে, তেমনই। তা কেবলমাত্র জাগতিক সম্বন্ধ মাত্র। কিন্তু এখানে তো বাবার সাথে বাচ্চাদের রুহানী (ঈশ্বরীয়) সম্বন্ধ। তাই বাবার বিচ্ছেদে প্রেমের-অশ্রু বেড়িয়ে আসে। যে সেবাধারী বাচ্চা হয়, তার কদর তো করতেই হবে বাবাকে। আবার সপুত্র (প্রকৃত পুত্র) বাচ্চাও তেমনি বাবার কদর করে। যেখানে এমন উচ্চ থেকে অতি উচ্চ, সর্বোচ্চ বাবার সাথে যাদের এত উচ্চ সম্বন্ধ। এর থেকে উচ্চ সম্বন্ধ আর কোনও সম্বন্ধই হয় না। শিববাবা তো চান তার বাচ্চাদেরকে নিজের থেকে আরও উচ্চ বানাতে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, যদিও তোমরাও তেমনই পবিত্র হও, কিন্তু বাপদাদার মতন চির-পবিত্র হতে পারো না। অবশ্য তোমরাই পরে পবিত্র দেবতা হও। এই বাবা তো জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা যতই জ্ঞান শুনুক না কেন, তবুও জ্ঞান-সাগর হতে পারে না। বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, তেমনি আবার আনন্দের সাগরও। ফলে বাচ্চাদেরকে এত আনন্দময় বানান তিনি। আর সেই অনুসারেই নামও রাখেন তিনি। বর্তমান সময়কালে সমগ্র দুনিয়াতেই ভক্তদের মালা (লিস্ট) খুব

বড় আকারের হয়ে আছে। কিন্তু তোমাদের (জ্ঞান-মার্গের) মালা তো কেবল ১৬,১০৮-এর, যেখানে ভক্তদের হয় কোটি-কোটি। এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে ভক্তির কোনও ব্যাপারই নেই। যেহেতু প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারাই তো মানুষের সদগতি হয়। আর এখানে তোমাদেরকে ভক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা হয়। বাবা জানাচ্ছেন, যখন ভক্তদের ভীড় অনেক বেড়ে যায়, তখনই ওনাকে এই দুনিয়ায় আসতে হয়, সবারই সদগতি করার জন্য। স্বর্গ-রাজ্যের দেবতারা অবশ্যই এমন কোনও কর্ম করে, যার ফলে এত উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারে। মানুষকে কর্ম তো অবশ্যই করতে হয়। কিন্তু সেই কর্ম এমন হওয়া উচিত, যা কোনও কারণেই তা যেন বিকর্ম না হয়ে যায়। বর্তমানের দুনিয়াতে অবশ্য সব কর্মই বিকর্মে পরিনত হয়, মায়ার কারণে। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে মায়ার অবস্থান নেই। তাই সেখানে তোমরা বিকর্মাঙ্গী হতে পারো। যেসব বাচ্চারা খুব ভালভাবে কর্ম-অকর্ম আর বিকর্মের গতি-প্রকৃতিকে ভালভাবে আয়ত্ব করে তা প্রয়োগ করতে পারে, একমাত্র তারাই বিকর্মাঙ্গী হতে পারে।

বাচ্চারা, কল্প পূর্বেও তোমাদেরকে এই রাজযোগ শেখানো হয়েছিল, যা এখন আবার শেখানো হচ্ছে। কংগ্রেসীরা ইংরেজদেরকে ভাগিয়ে দিয়ে রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে, ফলে ইংরেজদের রাজাদের নামও এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই ভারত ভূ-খণ্ডই ছিল রাজস্থান অর্থাৎ রাজাদের স্থান। (সত্যযুগে) এখানেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। যেহেতু তা ছিল দেবতাদের রাজ্য, তাই তা দেখতেও ছিল পরী-স্থানের মতন। সেই লক্ষ্মী-নারায়ণকেও অবশ্যই এই ভগবানই রাজযোগ শিখিয়ে থাকবেন। তাই তো তাদের এত সুন্দর নাম হয়েছিল, ভগবান-ভগবতী। কিন্তু এখন আমাদের এই শব্দের জ্ঞান হওয়াতে তাদেরকে আর ভগবান-ভগবতী বলব না অবশ্যই। এমনিতে তো সেই স্বর্গ-রাজ্যে যেমন সুখী রাজা-রানী, তেমনই সুখী প্রজারাও। সে হিসাবে অবশ্য ভগবান-ভগবতী-ই বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে তো আর তেমনটা হতে পারে না। যেমন প্রজাদের মধ্যে কেউ লক্ষ্মী-নারায়ণ নামকরণ করতে পারে না। যা স্বর্গ-রাজ্যের নিয়মের পরিপন্থী। জাগতিক দুনিয়ায়, যেমন বিলেতেও কোনও প্রজা রাজার নামে নিজেদের পরিবারে কারও নাম রাখতে পারে না। যেহেতু রাজপদ অতি সন্মানীয় পদ, আর প্রজারাও রাজাকে যথেষ্ট সন্মান করে। বাচ্চারা কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পারে গত ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও এভাবেই এই বাবা এসেছিলেন। এখনও আবার বাবা এসেছেন দৈবী-রাজস্থান স্থাপনের লক্ষ্যে। প্রতি কল্পেই শিববাবা স্বয়ং আসেন, ঠিক এই সময় কালেই। উনিই বি.কে. অর্থাৎ পাণ্ডবদের পতি। তা কিন্তু কৃষ্ণ নয় মোটেই। বাবা স্বয়ং পাণ্ডা হয়ে এসেছেন, দিশা দেখিয়ে বাচ্চাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ও নতুন সত্যযুগ স্থাপনার লক্ষ্যে। অতএব তা করতে অবশ্যই ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রহ্মণ্ডের রচনা করবেন। যে কাজ কৃষ্ণের দ্বারা সম্ভব নয় মোটেই। অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা মুখ্য গীতাকেই তো খণ্ডন করে দিয়েছে। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, উনি যেখানে কৃষ্ণ নন, তাই ওনাকে রুদ্র বা সোমনাথ বলা যেতে পারে। যেহেতু উনি বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের সোমরস পান করান। কিন্তু এর জন্য কোনও লড়াই-ঝগড়ার প্রয়োজন পড়ে না। বি.কে. বাচ্চাদের যোগবলের দ্বারাই মাখন-মালাই-এর মতন স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব করায়ত্ব করা যায়। এতে অবশ্য কৃষ্ণেরও মাখন প্রাপ্তি ঘটে। এই কল্পে বর্তমানের এই জন্মই কৃষ্ণের আত্মার অন্তিম জন্ম। ব্রহ্মা আর সরস্বতীকে বাবা এমন সব কর্ম শিখিয়ে চলেছেন, যাতে করে ওনারাই আগামী ভবিষ্যতে লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই শৈশবে হন রাধা-কৃষ্ণ। তাই তো লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের মধ্যেই রাধা-কৃষ্ণের চিত্রও দেখানো হয়। এছাড়া এর আর কোনও মাহাত্ম্যই নেই। আসল চরিত্র তো হল এক ও একমাত্র গীতার ভগবানের।

শিববাবা বাচ্চাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভাবে সাফাংকারও করান। যেহেতু তিনি কোনও মনুষ্য দেহধারীর চরিত্র নয়। যীশুখ্রীষ্ট ইত্যাদিরাও এই দুনিয়ায় এসে জন্ম গ্রহণ করে ধর্ম স্থাপন করেন। এসব আসলে তাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট, যেমনটি খোঁদিত আছে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে। ঠিক তেমনই সবাই কেবলমাত্র যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট-ই করে থাকে। ফলে এখানে চরিত্রের কোনও ব্যাপারই নেই। একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ-ই কারও কোনও প্রকার গতি করতে পারে না। এখন বেহদের বাবা এসে বলছেন, উনি বাচ্চাদের প্রতি ডবল সার্ভিস করতেই এসেছেন। যার দ্বারা বাচ্চাদের আত্মা ও শরীর উভয়ই পবিত্র হয়ে যাবে। এখনই তো সবাইকে ঘরে অর্থাৎ মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার যে যার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে আসবে (ড্রামার নিয়ম অনুসারে)। কত সুন্দর রীতিতে এমন সহজ-সরল ভাবে বাবা তার বাচ্চাদেরকে এসব বুঝিয়ে থাকেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখিয়ে এমন ভাবে বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। তার সাথে ত্রিমূর্তি আর শিববাবার চিত্রও রাখা উচিত। চিত্রের প্রসঙ্গে কারও কারও মত যে, ত্রিমূর্তির চিত্রটি এমন ভাবে না হলেই ভাল হয়, তেমনই কেউ কেউ বলে যে, কৃষ্ণের চিত্রে কৃষ্ণের ৮৪-জন্মের কাহিনী না দেওয়াই ভাল, যেহেতু মানুষেরা যখন শোনে যে, কৃষ্ণ ও ৮৪-জন্ম নিতে গিয়ে পতিত হয়ে পড়ে, তখন তাদের মনে ভয়-ভীতি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যদিও বি.কে.-রা তা প্রমাণ করে দেখায়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই সবার চাইতে বেশী জন্ম নিতে হয়। এরকম নতুন নতুন পয়েন্টস তো রোজই আসতে থাকবে, যার জন্য বাচ্চাদের খুব ভাল ধারণা থাকা দরকার। সব চাইতে সহজ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে বোঝানো। সেভাবে বুঝিয়ে না দিলে, মানুষেরা তো সেই সব চিত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝতেই পারবে না। চিত্রকারদেরও সেভাবে বোঝাতে না পারলে তারা তো উল্টো-পাল্টা চিত্রই বানিয়ে দেবে। অগ্গুনী চিত্রকারেরা এমনও কিছু চিত্র বানায় যে, নারায়ণের দু-হাত আর লক্ষ্মীর চার-হাত। কিন্তু সত্যযুগে তো এত বেশী অর্থাৎ চার-হাত হয় না কারও। যারা সূক্ষ্মবতনে থাকেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, তাদেরও এত হাত থাকে না। আর মূলবতনে তো থাকে নিরাকারী পরমাত্মা ও আত্মারা। তবে এই ৮-হাত, ১০-হাতের এরা কোন বতনের অধিবাসী ? মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম পর্যায়েই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের মাত্র দুটি করে হাত। কিন্তু অগ্গুনী চিত্রকারেরা তাদেরকেও চার-হাতের দেখায়। নারায়ণকে শ্যাম-বর্ণের আর লক্ষ্মীকে গৌর-বর্ণের দেখায় চিত্রে। আচ্ছা, তবে তাদের সন্তান-সন্ততির কেমন বর্ণের আর কত হাতধারীই বা হবে ? তবে কি পুত্র সন্তানদের চার-হাত আর কন্যা সন্তানদের দুই-হাত দেখাবে ? এভাবেই তাদেরকেও প্রশ্ন করতে পার। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝায়, সর্বদা এমনই অনুভব করবে যে, স্বয়ং শিববাবা তোমাদেরকে এই মুরলী শোনাচ্ছেন। অবশ্য সেই মুরলীর মধ্যে কখনও কখনও ব্রহ্মাবাবাও কিছু শুনিয়ে থাকেন। শিববাবা তো বলেই থাকেন, উনি গাইড হিসেবেই এসেছেন। এই ব্রহ্মাই ওনার জ্যেষ্ঠ সন্তান। যাকে আবার ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাও বলা হয়। অথচ, ত্রিমূর্তি শংকর বা ত্রিমূর্তি বিষ্ণু কিন্তু বলা হয় না। মহাদেব (ব্রহ্মা)-কেও আবার শংকর বলা হয়। তবুও কেন ব্রহ্মাকে 'ত্রিমূর্তি-ব্রহ্মা' বলা হয় ? যেহেতু ব্রহ্মাই প্রজাদের রচনা করেন আবার (প্রজা পালন করে) শিববাবার পল্লীর কাজও করেন। শংকর বা বিষ্ণু এমন কাজ করেন না, অর্থাৎ শিববাবার পল্লীর কাজ করেন না। এটাই খুব মজার ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার, যা অতি সূক্ষ্ম-ভাবে অনুধাবন করার।

এখানে বসে কেবল বাবা আর তার আশীর্বাদী-বর্সার কথাই স্মরণ করতে হবে। এটাই যা একটু কষ্টের। বাবার এই জ্ঞান পেয়ে তোমরা বাচ্চারা তো এখন যথেষ্টই বুঝদার হয়েছো। বেহদের বাবার দ্বারা তোমরা বেহদ-রাজ্যের মালিকও হয়ে যাও। এই পৃথিবী, এই আকাশ সবই তখন তোমাদের

অধীনস্থ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডই হবে তোমাদের করায়ত্ত। অলমাইটি অথরিটি রাজ্য হবে তোমাদের। একটাই গভর্নমেন্ট থাকবে সেখানে। যখন সূর্যবংশী গভর্নমেন্ট রাজত্ব করে, তখন চন্দ্রবংশীদের অস্তিত্ব থাকে না। আবার যখন চন্দ্রবংশীরা রাজত্ব করে, তখন কোনও সূর্যবংশীর আর অস্তিত্ব থাকে না। (যেহেতু তখন সেই সূর্যবংশীরাও চন্দ্রবংশীতে পরিণত হয়) সূর্যবংশীরা তখন অতীতের ইতিহাস হয়ে যায়। ড্রামার গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন এভাবেই চলতে থাকে। খুবই আশ্চর্যজনক ও মজার কথাও বটে। এসব জেনে বাচ্চাদের মনের আনন্দ কতগুণ বেড়ে যায়। অতএব এমন বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী-বর্ষা তো অবশ্যই নিতে হবে বাচ্চাদেরকে। জগৎ-সংসারে স্ত্রী-রা তাদের স্বামীকে কতই না স্মরণ করতে থাকে, আর বাবা, ইনি তো বেহদের অমূল্য বাদসাহী দান করেন, অতএব পতিদেরও পতি - এমন পতিকে কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত, যেখানে ওনার থেকে এত বিশাল প্রাপ্তি হয়। পরবর্তীতে স্বর্গ-রাজ্যে তোমাদের কারও থেকে কোনও প্রকার ভিক্ষা বা সাহায্যও চাইতে হবে না। সেখানে কেউ-ই গরীব থাকে না। বেহদের বাবা ভারতবাসীদের সব কিছুতেই পরিপূর্ণ করে দেন। তাই তো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকে স্বর্গ-যুগ বলা হয়। আর বর্তমানে যে যুগ চলছে, তাকে বলা হয় লৌহ যুগ। এই দুইয়ের মধ্যে কত তফাৎ তা একবার ভেবে দেখ। বাবা জানাচ্ছেন, সেই লক্ষ্যেই তো উনি বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে চলেছেন। তোমরাই একদা দেবী-দেবতা ছিলে। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিণত হয়েছ। এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছো, এরপর দেবতা হবে। তাই এই ৮৪-জন্মের চক্রকে তোমরা নিরন্তর স্মরণ করতে থাকো। চিত্রগুলির দ্বারা খুব সহজ রীতিতেই অন্যদের এসব বোঝানো যায়। দেবী-দেবতাদের রাজত্ব যখন থাকে, তখন আর অন্য কারও রাজত্বই থাকে না। তখন কেবলমাত্র একটাই রাজ্য থাকে ধরায়। যদিও তা আকৃতিতে যথেষ্ট ছোটই থাকে। আর সেই রাজ্যকেই বলা হয় স্বর্গ-রাজ্য। সেখানে যেমন থাকে পবিত্রতা, তেমনই থাকে সুখ-শান্তি। পুনঃজন্ম নিতে নিতে ধীরে ধীরে আবার পতন হতে থাকে। যেসব আত্মারা ৮৪-জন্ম নিয়েছে তাদের আত্মাই এখন তমোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছেছে। তাদেরকেই এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। কিন্তু তারা সতোপ্রধান হবে কিরূপে ? সেই শিক্ষা দেবার জন্য অবশ্যই তেমন কারও প্রয়োজন। অথচ, এক ও একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউ-ই তা শেখাতে পারে না। তোমরা তো এও জেনেছো, এনার (ব্রহ্মাবাবার) অনেক জন্মের শেষে এই অন্তিম জন্মে, শিববাবা এনার শরীরে প্রবেশ করেন। কত সহজ-সরল রীতিতে বাবস পরিষ্কার ভাবে তোমাদেরকে তা বুঝিয়েও দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় সন্তানদের তাদের ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এক ও একমাত্র বাবার সাথেই সর্ব প্রকারের ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ রাখতে হবে। সেবাধারী বাচ্চাদের কদর করতে হবে। অন্যদেরকেও নিজের মতন করে তৈরী করার সেবা করতে হবে।

২) বেহদের বাবার দ্বারা বেহদ-বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্যের প্রাপ্তি হতে চলেছে আমাদের। ধরিত্রি থেকে আকাশ, সবকিছুই আমাদের অধিকারে থাকবে - এই ঘোরে, আনন্দ ও খুশীতে থাকতে হবে তোমাদের। বাবা এবং ওনার আশীর্বাদী-বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- বুদ্ধিরূপী বিমান দ্বারা সেকেণ্ডেই তিন-লোকে ভ্রমণ করতে পারা সহজযোগী হও

বিস্তার :- বাপদাদা ঔঁনার বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন যাতে বাচ্চারা তাদের সংকল্পের সুইচ অন করলেই বতনে পৌঁছে গিয়ে সূর্যের কিরণ নিতে পারে, চন্দ্রমার পূর্ণিমার আলোও নিতে পারে আর তার সাথে পিকনিক ও খেলাধুলাও করতে পারে। আর এর জন্য দরকার কেবল বুদ্ধিরূপী বিমানে ডবল রিফাইন পেট্রোলের। ডবল রিফাইন অর্থাৎ ১) নিরাকারী নিশ্চয়তার ঘোর - আমি আত্মা, (পরমাত্মা) বাবার বাচ্চা। ২) সাকার রূপে সর্ব সস্বন্ধের ঘোর। এই ঘোরের নেশাই যেমন খুশী সহজযোগী বানিয়ে দেয় তেমনি তিন-লোকের ভ্রমণও করাতে থাকবে।

স্লোগান :- শ্রেষ্ঠ কর্মের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানার কলম।

"রুহানী পার্সোনালিটি"

বিশ্বের সর্ব আত্মাদের কাছে যারা এই জীবনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ হয়েছে, এমন বাচ্চাদের সাথে আজ বাপদাদা মিলিত হতে এসেছেন। তোমরা কুমাররা যারা ব্রহ্মাকুমার, তপস্বী কুমার, রাজমুখি কুমার, সর্ব ত্যাগের দ্বারা ভাগ্য প্রাপ্তকারী কুমার, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের আজ বিশেষ সংগঠন। কুমার জীবন শক্তিশালী জীবন হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে। যেমনই হোক ব্রহ্মাকুমার ডবল শক্তিশালী কুমার। এক হলো শারীরিক শক্তি, আরেক হলো আত্মিক শক্তি। সাধারণ কুমার যারা তাদের শারীরিক শক্তি এবং বিনাশী আক্যুপেশনের শক্তি আছে। ব্রহ্মাকুমার অবিনাশী, উঁচু থেকেও উঁচু মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার আক্যুপেশন দ্বারা শক্তিশালী। আত্মা, পবিত্রতার শক্তি দ্বারা যেমন চায় করতে পারে। ব্রহ্মাকুমারদের সংগঠন বিশ্ব পরিবর্তকের সংগঠন। সবাই তোমরা নিজেকে এইরকম শক্তিশালী মনে করো? নিজেদের তোমরা পবিত্রতার জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্তকারী আত্মা মনে করো? ব্রহ্মাকুমারের অর্থই হলো পবিত্র কুমার। তোমরা ব্রহ্মাবাবার কাছে দিব্য জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে তিনি তোমাদের বরদান দিয়েছিলেন, "পবিত্র ভব, যোগী ভব।" তোমাদের জন্ম হতেই ব্রহ্মাবাবা বড় মায়ের রূপে সন্তোষে পবিত্রতার পালনা দিয়েছেন। মাতৃরূপে তিনি তোমাদের প্রতিদিন ঘুমপাড়ানি গান (লোরি) শুনিয়েছেন, সদা পবিত্র হও, যোগী হও, শ্রেষ্ঠ হও, বাবা সমান হও, বিশেষ আত্মা হও, সর্ব গুণমূর্ত হও, জ্ঞানমূর্ত হও, সুখশান্তি স্বরূপ হও। তিনি তোমাদের বাবার স্মরণের কোলে পালন করেছেন। সদা খুশির দোলায় দুলিয়েছেন। এমন মাতাপিতার বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী হয়। এই স্মৃতির সমর্থ নেশা থাকে তোমাদের? ব্রহ্মাকুমারের বিশেষ জীবনের গুরুত্ব তোমরা সদা স্মরণে রাখো? শুধু নামে ব্রহ্মাকুমার নও তো? নিজেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জীবনধারী ব্রহ্মাকুমার মনে করো? সদা এটা মনে করতে পারো যে, বিশ্বের বিশাল স্টেজে পার্ট প্লে করা তোমরা বিশেষ পার্টধারী? নাকি তুমি শুধু তোমার ঘরে, সেবাকেন্দ্রে নাকি তোমার দপ্তরে পার্ট প্লে করো? প্রত্যেক কর্ম করাকালীন তোমাদের স্মৃতিতে থাকে যে বিশ্বের আত্মারা তোমাদের লক্ষ্য করছে? বিশ্বের আত্মারা যে বিশেষ নজরে তোমাদের সবাইকে দেখে অর্থাৎ তুমিই যে বিশেষ পার্টধারী, হিরো পার্টধারী, সেটা স্মৃতিতে রেখে উদাহরণস্বরূপ হয়ে সব কর্ম করছো? নাকি সাধারণভাবে নিজেদের মধ্যে কি বলছ, কিভাবে চলছ শুধু এটাই স্মরণে থাকে?

ব্রহ্মাকুমার হওয়ার অর্থই হলো - সদা পিওরিটির পার্সোনালিটি এবং রয়্যালটি বজায় রাখা। পিওরিটির এই পার্সোনালিটি বিশ্ব আত্মাদের পিওরিটির দিকে আকৃষ্ট করবে। আর এই পিওরিটির রয়্যালটি ধর্মরাজপুরীর রিয়্যালিটি থেকে তোমাদের রেহাই দেবে। রয়্যালটির দুটোই অর্থ হয়। এই রয়্যালটি অনুসারে ভবিষ্যৎ রয়্যাল ফ্যামিলিতে তোমরা আসতে পারো। অতএব, চেক করো, এইরকম রয়্যালটি এবং পার্সোনালিটি তোমাদের জীবনে গ্রহণ করেছ? ইয়ুথ গ্রুপ অনেক বেশি পার্সোনালিটি বানিয়েছে, তাই না! তাহলে তোমরা তোমাদের রুহানী এবং অবিনাশী পার্সোনালিটি আপন করেছ? যারাই তোমাদের দেখবে তারা যেন প্রত্যেক ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দেখে এই পার্সোনালিটি অনুভব করে। শরীরের পার্সোনালিটি আত্মাদের দেহভাব জাগ্রত করে, সেক্ষেত্রে, পিওরিটির পার্সোনালিটি আত্মাদের দেহী-অভিমানী বানিয়ে বাবার কাছাকাছি নিয়ে আসে। সুতরাং এই বিশেষ কুমার গ্রুপকে কি সেবা করতে হবে? এক হলো, নিজের জীবন পরিবর্তন দ্বারা আত্মাদের জীবন দান করা। স্ব-

পরিবর্তন দ্বারা অন্যদের পরিবর্তন করা। অনুভব করাও, ব্রহ্মাকুমার অর্থাৎ যার বৃত্তি, কৃতি, দৃষ্টি এবং বাণী পরিবর্তন হয়েছে। এর সাথে সাথে পিওরিটির পার্সোনালিটি এবং রুহানী রম্যলটির অনুভব করাও। তারা এলে এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা যেন এই পার্সোনালিটির দিকে আরও অধিক আকৃষ্ট হয়। সদা বাবার পরিচয় দেওয়ার বা বাবার সাক্ষাৎকার করানোর রুহানী দর্পণ হও। যে ছবি এবং তোমাদের দৈবী চরিত্র দ্বারা সবাই বাবাকে দেখতে পাবে। কে তোমাদের সেইরকম বানিয়েছেন? যিনি বানিয়েছেন সদা যেন তাঁকে দেখা যায়! যখনই কেউ ওয়ান্ডারফুল কোনো বস্তু দেখে অথবা ওয়ান্ডারফুল পরিবর্তন দেখতে পায় তো সবার মন থেকে এবং মুখ থেকে এই আওয়াজই বেরোয়, কে বানিয়েছেন অথবা কিভাবে এই পরিবর্তন হয়েছে? কার দ্বারা হয়েছে? এটা তোমরা জানো, তাই না? এত বড় পরিবর্তন যা থেকে কড়ি হীরে হয়ে যায়! তো সবার মনে এমন কারিগর স্বতঃই স্মরণে থাকবেন। কুমার গ্রুপ অনেক দৌড়ঝাঁপ করে। সেবাতেও অনেক ছোট্টাছুটি করো, তাই না! কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে ব্যস্ততার ছোট্টাছুটিতে ব্যালেন্স রাখতে পারো? স্ব-সেবা এবং সবার সেবার মধ্যে সদা ব্যালেন্স রাখতে পারো? যদি ব্যালেন্স না থাকে তাহলে সেবার জন্য দৌড়াদৌড়িতে মায়াও তোমাদের বুদ্ধিকে দৌড় করিয়ে দেয়।

ব্যালেন্স দ্বারা চমৎকার হয়। ব্যালেন্স বজায় রাখার ফলস্বরূপ সেবাতেও চমৎকার হবে। নয়তো বহির্মুখীতার কারণে বিস্ময়কর কিছু হওয়ার বদলে নিজের বা পরস্পরের স্বভাব-সংস্কারের দ্বন্দ্ব চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যাবে। সুতরাং সদা সকলের সেবার সাথে সাথে প্রথমে স্ব-সেবা প্রয়োজন। এই ব্যালেন্স সদা তোমার নিজের এবং সেবাতেও উন্নতির প্রাপ্তি করাতে থাকবে। কুমাররা অনেক বিস্ময় ঘটাতে পারে। কুমার জীবনের পরিবর্তন দুনিয়াতে যত প্রভাব বিস্তার করবে, ততটা বড়দের জীবনের নয়। কুমার গ্রুপ গভর্নমেন্টকেও নিজের পরিবর্তন দ্বারা প্রভু পরিচয় দিতে পারো। গভর্নমেন্টকে জাগাতে পারো, কিন্তু তারা তোমাদের পরীক্ষা নেবে। সহজে মানবে না। তাহলে তেমন কুমাররা প্রস্তুত? গুপ্ত সি.আই. ডি. তোমাদের পেপার নেবে, কতদূর তোমরা বিকারের ওপর বিজয়ী হয়েছে! তোমাদের সবার নাম গভর্নমেন্টের কাছে পাঠানো যাবে? পাঁচশ' কুমার কিছু কম নয়! সবাই তোমরা লেজারে নাম অ্যাড্রেস লিখে দিয়েছ, তাই না! তাহলে তোমাদের লিস্ট পাঠাবো? সবাই তোমরা ভাবছ কোন সি.আই. ডি আসবে! জেনে বুঝে ক্রোধের বশ বানাবে! পেপার তো প্র্যাকটিক্যাল নেবে, তাই না! প্র্যাকটিক্যাল পেপার দেওয়ার জন্য তৈরি তোমরা? বাপদাদার কাছে সবার হ্যাঁ অথবা না ফিল্মের মতো রেকর্ড হয়ে যায়। এই লক্ষ্য রাখো, এমন রুহানী আত্মিক শক্তিশালী ইয়ুথ গ্রুপ বানাবে যা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে বলবে যে আমরা রুহানী ইয়ুথ গ্রুপ বিশ্বে শান্তি স্থাপনার কার্যে সদা সহযোগী। আর এই সহযোগ দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করে তোমরা দেখাবে! বুঝেছ তোমরা, কি করতে হবে তোমাদের? তোমরা এমন সমর্থ গ্রুপ তো? এমন না হয় যে আজ চ্যালেঞ্জ নিলে আর কাল নিজেই পরিবর্তন হয়ে গেলে! অতএব, এইরকম সংগঠন তৈরি করো। তোমাদের মেজরিটি নতুন নতুন কুমাররা। যতই হোক, 'লাস্ট সো ফাস্ট' হয়ে দেখাও অর্থাৎ যারা পরে এসেছে তারা দ্রুতগতি হয়ে দেখাও। ব্যালেন্সের বিস্ময় দ্বারা বিশ্বকে বিস্ময় দেখাও। আচ্ছা!

এইরকম সদা স্ব পরিবর্তন দ্বারা সকলের পরিবর্তন করিয়ে, 'যোগী ভব, পবিত্র ভব' - নিজের এই জন্মসিদ্ধ বরদান বা অধিকার তাদের জীবনে সদা অনুভব করায়, সদা পিওরিটির পার্সোনালিটি দ্বারা অন্য আত্মাদের বাবার প্রতি আকৃষ্ট করিয়ে, অবিনাশী অক্যুপেশনের নেশায় থেকে, মাতাপিতাকে শ্রেষ্ঠ

পালনার পরিবর্তন দ্বারা রিটার্ণ দেয়, সেইরকম রুহানী রয়্যালটি প্রাপ্তকারী বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

১) সদা নিজেকে ডবল লাইট অর্থাৎ সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হালকা মনে করো ? হালকা ভাবের লক্ষণ কি ? হালকা অর্থাৎ যে সদা ওড়ে, আর বোঝা তোমাদের নীচে নিয়ে আসে । সদা নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করে দিলে সদা হালকা থাকবে । নিজের দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে দিলে নিজেই হালকা হয়ে যাবে । বুদ্ধি দ্বারা সারেন্ডার হয়ে যাও । যদি তুমি তোমার বুদ্ধি সারেন্ডার করো তো অন্য কোনকিছু বুদ্ধিতে আসবে না । শুধু সবকিছু বাবার, আর বাবাই যখন সবকিছু তখন আর কিছুর তো থাকেই না । কিছুর না থাকলে বুদ্ধি কোথায় যাবে ! কোনো পুরানো গলি, পুরানো রাস্তা থেকে যায়নি তো ! শুধুমাত্র এক বাবা, একটাই রাস্তা, স্মরণের । এই রাস্তা ধরেই লক্ষ্যে পৌছাও ।

২) সদা খুশির দোলায় দুলছো তোমরা, তাই না ! কত সুন্দর দোলা বাপদাদার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্তি হয়েছে ! এই দোলা কখনো ভেঙে যায়না তো ? স্মরণ আর সেবার উভয় রশিই টাইট থাকলে দোলা সদাই একরস থাকে । নয়তো একটা রশি ঢিলা আর আরেকটা টাইট, তবে তো দোলা হেলতে থাকবে আর দোলাই যদি হেলে যায় তবে দুলবে যে সেই তো পড়ে যাবে ! যদি দুটো রশিই মজবুত হয় তো দুলতে পুলক অনুভব হবে । যদি পড়ে যাও তো আনন্দের বদলে তুমি দুঃখ অনুভব করবে । সুতরাং স্মরণ এবং সেবা উভয় রশি সমান হতে হবে, তারপর দেখ ব্রাহ্মণ জীবনের কত আনন্দ অনুভব করতে পারবে ! সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে তোমাদের সাথে আছে, খুশির দোলা আছে, আর কি চাই !

৩) বাবা এবং সেবা তোমরা সদা স্মরণ করো, তাই না ! স্মরণ আর সেবা দুইয়ের ব্যালেন্স সদা রাখো ? কারণ স্মরণ ব্যতীত সেবা সফল হতে পারেনা এবং সেবা ব্যতীত তোমরা মায়াজিৎ হতে পারোনা, কেননা সেবায় বিজি থাকায় এবং এই জ্ঞানের মননে মায়া সহজেই তোমাদের থেকে দূরে সরে যায় । স্মরণ ব্যতীত সেবা করলে সাফল্য কম আর মেহনত বেশি হবে । অথচ স্মরণে থেকে যদি সেবা করো তো সফলতা বেশি আর মেহনত কম হবে । সুতরাং এই দুইয়ের ব্যালেন্স থাকে ? যারা সদা ব্যালেন্স রাখে, স্বতঃই তারা ব্লেসিং পেতে থাকে, তাদের চাওয়ার প্রয়োজন হয়না । যে আত্মাদের সেবা করা হয়, তাদের মন থেকে "বাহ্ বাহ্" অথবা বাহ্ শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমায় জ্ঞান শোনাচ্ছ, বাহ্ আমার তো জীবন বদলে দিয়েছ, এই বাহ্ বাহ্-ই আশীর্বাদ হয়ে যায় । এইরকম আশীর্বাদের অনুভব করো ? যেদিন তুমি স্মরণে থেকে সেবা করবে সেইদিন অনুভব করবে বিনা মেহনতের ন্যাচারাল খুশি । এইরকম খুশির অনুভব করেছে তোমরা, তাই না ! এরই আধারে সবাই তোমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছ । তোমাদের আস্থা আছে যে সব সময় স্ব-উন্নতি এবং বিশ্ব উন্নতি হয়েই চলেছে ? যদি স্ব উন্নতি না হয় তো বিশ্ব উন্নতিরও নিমিত্ত হতে পারবেনা । স্ব-উন্নতির সাধন হলো স্মরণ এবং বিশ্ব উন্নতির সাধন হলো সেবা । সদা এর সাথে এগিয়ে চলো । সঙ্গমে বাবা সবচেয়ে বড় ধনভান্ডার কি দিয়েছেন ? খুশির । কতরকম খুশির ভান্ডার তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে ! যদি খুশির ভ্যারাইটি পয়েন্টস বার করো তো কত রকম পয়েন্টস হবে ! সঙ্গমযুগে সবচেয়ে বড় থেকেও বড় উপহার, ধনভান্ডার, পিকনিকের সামগ্রী সবই খুশি । রোজ অমৃতবেলায় খুশির একটা

পয়েন্ট ভাবো, তবে সারাদিন খুশিতে থাকবে। কোনো কোনো বাচ্চা বলে, এই একই পয়েন্ট মুরলিতে থাকে, কিন্তু যে পয়েন্ট মজবুত হয়নি সেটা দূঢ় করানোর জন্য রোজ পুনরাবৃত্তি করতে হবে। স্কুলেও স্টুডেন্ট যখন কোনকিছু দূঢ়তার সাথে স্মরণ করতে অপারগ হয় তখন তারা পঞ্চাশ বারও সেই একই কথা লেখে সেটা দূঢ় করতে। তাইতো বাপদাদাও রোজ বলেন, বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো কারণ এই পয়েন্ট এখনও কাঁচা। সুতরাং রোজ খুশির নতুন নতুন পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে রেখে সারাদিন খুশিতে থেকে অন্যদেরও খুশির দান দিতে থাকো- এটাই সবচেয়ে বড় থেকেও বড় দান। দুনিয়ায় অনেক সাধন থাকা সত্ত্বেও অন্তরে প্রকৃত অবিনাশী খুশি নেই, তোমাদের কাছে সেই খুশি আছে, তাই খুশির দান দিতে থাকো।

৪) সদা নিজেদের কমল ফুলের মতো পুরানো দুনিয়া থেকে পৃথক এবং এক বাবার প্রিয়, সদা এমন অনুভব করো তোমরা? যারা পৃথক তারা প্রিয় আর যারা প্রিয় তারাই পৃথক। সুতরাং কমল ফুলের মতো নাকি যে বাতাবরণে থাকো তার দ্বারা প্রভাবিত হও? যেখানে যেমন পার্ট তুমি অভিনয় করছো, সেখানে অভিনয় করাকালীন সেই পার্ট থেকে পৃথক থাকো নাকি পার্টের প্রিয় হয়ে যাও, কি হয়? কখনো যোগ লাগে, কখনো যোগ লাগেনা এর কারণ কি? নির্লিপ্ততার অভাব। স্বতন্ত্র না থাকার কারণে তোমরা ভালোবাসা অনুভব করতে পারোনা। যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে স্মরণ কিভাবে হবে? যত বেশি

ভালোবাসা ততবেশি স্মরণ। বাবার অনুরাগী হওয়ার বদলে তোমরা অন্যদের ভালোবাসো, সেইজন্য বাবাকে ভুলে যাও। তোমাদের পার্ট থেকে পৃথক হও আর বাবার স্নেহের হও, এটাই যেন তোমাদের লক্ষ্য এবং প্র্যাকটিক্যাল জীবন হয়। যখন লৌকিক জীবনে তোমাদের পার্ট প্লে করে প্রিয় হয়েছিলে, তখন প্রিয় হওয়ার রিটার্নে কি লাভ করেছিলে! শুধু কন্টক শয়্যাই পেয়েছিলে, তাই না! বাবার প্রিয় হয়ে থাকলে সেকেন্ডে কি লাভ হয়? অনেক জন্মের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পার্ট অভিনয় করাকালীন পৃথক অথচ প্রিয় হও। সেবার জন্য তোমরা পার্ট প্লে করছো। সম্বন্ধের আধারে তোমাদের পার্ট নয়, সেবার সম্বন্ধে তোমাদের পার্ট যুক্ত। দেহের সম্বন্ধে থাকলে লোকসান, আর সেবার পার্ট মনে করে যদি থাকো তবে পৃথক হয়েও প্রিয় থাকবে। যদি ভালোবাসা দু'দিকেই থাকে তবে একরস স্থিতির অনুভব করতে পারবে না।

বরদানঃ- অভ্যাসের এক্সারসাইজ দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তিগুলোকে জীবনে অন্তর্লীন করে শক্তিসম্পন্ন ভব

বাচ্চাদের জন্য ব্রহ্মা মায়ের রূহানী মমতা থাকার কারণে সূক্ষ্ম স্নেহের আহ্বান দ্বারা বাচ্চাদের স্পেশাল গ্রুপ বতনে ইমার্জ করে শক্তির পৌষ্টিক আহার খাওয়ান। যেমন, তাদের এখানে ঘী খাওয়ানো হতো আর সাথে সাথে এক্সারসাইজ করানো হতো, ঠিক একইভাবে বতনেও তিনি তোমাদের ঘী খাওয়ান অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তির জিনিস দেন আর অভ্যাসের এক্সারসাইজও করান। তিন লোকে তিনি তোমাদের রেস করান যাতে বিশেষ আতিথেয়তা তোমাদের জীবনে ভরে যায় এবং সব বাচ্চা শক্তিসম্পন্ন হয়ে যায়।

স্নোগানঃ- আত্মারা স্বমানে স্থিত হয়ে অন্যদেরও মান দেয় এবং সামনে এগিয়ে দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ক্রোধ খুবই দুঃখদায়ী, এ যেমন নিজেকেও দুঃখ দেয় তেমনই অন্যকেও দুঃখী করে, তাই শ্রীমতে চলে এই ভূতের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো"

প্রশ্ন :- কল্পে - কল্পে দাগ কোন্ বাচ্চাদের উপর লাগে ? তাদের কি গতি হয় ?

উত্তর :- যারা নিজাদের বুদ্ধিমান মনে করে, সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলে না । অন্দরে কোনো না কোনো বিকার গুপ্ত বা প্রত্যক্ষ রূপে থাকে, তাকে দূর করে না । মায়া যাদের ঘিরে রাখে । এমন বাচ্চাদের কল্পে - কল্পে দাগ লেগে যায় । তাদের অন্তিম সময়ে খুব আফসোস করতে হবে । তারা নিজাদের লোকসান করে ফেলে ।

গীত :- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ

ওম শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, বেহদের বাবা যাঁকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয়, তিনি সকলের বাবা । তিনি বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে বুলিয়ে বলেন । বাবা তো সমস্ত বাচ্চাদের এই নয়নের দ্বারাই দেখেন । বাচ্চাদের দেখার জন্য তাঁর দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না । বাবা জানেন তিনি পরমধাম থেকে বাচ্চাদের কাছে এসেছেন । এই বাচ্চারাও দেহধারী হয়ে এখানে অভিনয় করে চলেছে, এই বাচ্চাদের সম্মুখে বসেই আমি পড়াই । বাচ্চারাও জানে যে, বেহদের বাবা যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন, তিনি আবার ভক্তিমার্গের ধাক্কার থেকে মুক্ত করে আমাদের জ্যোতি জাগ্রত করছেন । সমস্ত সেন্টারের বাচ্চারা মনে করে যে, এখন আমরা ঈশ্বরীয় কুলের বা ব্রাহ্মণ কুলের । পরমপিতা পরমাত্মাকে এই সৃষ্টির রচয়িতা বলা হয় । কেমন করে এই সৃষ্টির রচনা করা হয় তা বাবা বসে বুলিয়ে বলেন । বাচ্চারা জানে যে, মাতা - পিতা ছাড়া কোনো মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা যায় না । এমন বলা হবে না যে, পিতার দ্বারা সৃষ্টির রচনা করা হয়, না তা নয় । গায়নও হয় তুমিই মাতা, তুমিই পিতা এই মাতা - পিতাই সৃষ্টির রচনা করে তোমাদের তার উপযুক্ত করে তোলেন । এ খুবই বিশেষ ঘটনা । এমন তো নয় যে উপর থেকে দেবতারা এসে ধর্ম স্থাপন করবেন । যেমনভাবে ক্রাইস্ট খ্রিস্টীয়ান ধর্মের স্থাপনা করেন । তাই ক্রাইস্টকেও খ্রিস্টীয়ান ধর্মের মানুষ বাবা বলেন । বাবা যদি থাকে তাহলে মা ও অবশ্যই চাই । তাই "মেরীকে" মা মনে করতেন । এখন এই "মেরী" কে ছিলেন ? ক্রাইস্টের নতুন আত্মা এসে যখন শরীরে প্রবেশ করলেন তখন এই মুখের দ্বারাই প্রজার রচনা করেছিলেন । এই হলো খ্রিস্টীয়ান ধর্মের মানুষ । তোমাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, নতুন আত্মা, যারা ওপর থেকে আসে তাদের এমন কোনো কর্ম থাকে না যে তারা দুঃখের ভোগ করে । পবিত্র আত্মারা আসে । যেমন পরমপিতা পরমাত্মা কখনোই দুঃখ ভোগ করেন না । দুঃখ বা গালি আদি সব এই সাকারীদেরই হয়ে থাকে । তাই ক্রাইস্টকেও যখন ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিলো তখন তিনি যার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন, সেই আত্মাই এই কষ্ট সহ্য করেছিলেন । ক্রাইস্ট তো সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা, তিনি কখনোই দুঃখ ভোগ করবেন না । তাই ক্রাইস্ট হলেন বাবা । মা কোথা থেকে আনা হবে । তখন "মেরী"কে মা বলা হয়েছিলো । দেখানো হয় যে "মেরী" কুমারী ছিলেন এবং তিনি ক্রাইস্টের জন্ম দিয়েছিলেন । এ সবই শাস্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে । এও তো বলা হয় যে কুন্তী কুমারী কন্যা অবস্থায় কর্ণের জন্ম দিয়েছিলেন । এখন এ হলো দিব্য দৃষ্টির কথা ওরা তার কপি করেছে । তেমনই এই ব্রহ্মাও হলেন মা । তিনি তাঁর মুখজাত সন্তানদের সামলানোর জন্য মাঝ্মাকে দিয়েছিলেন ।

ক্রাইস্টেরও তেমনই । ক্রাইস্ট প্রবেশ করে ধর্ম স্থাপন করেছিলেন । তাদের বলা হবে ক্রাইস্টের মুখ বংশাবলী ভাই - বোন । খ্রিস্টিয়ানদের প্রজাপিতা হলেন ক্রাইস্ট । যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে তিনি এই সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি হয়ে গেলেন মাতা । এদের সামলানোর জন্য "মেরী"কে দেওয়া হয়েছিলো, ওরা "মেরী"কেই মা মনে করে নিয়েছে । এখানে তো বাবা বলেন, আমি এঁর মধ্যে প্রবেশ করে মুখ সন্তান রচনা করি । তাহলে এখানে মাম্মাও হলেন মুখ সন্তান । এ হলো খুব বিস্তারিত ভাবে বোঝার মতো কথা ।

দ্বিতীয়তঃ-- বাবা বোঝান, আজ একটি পার্টি আবুতে আসবে - ভেজিটেরিয়ানের প্রচার করতে । তো তাদের বোঝাতে হবে যে, বেহদের বাবা এখন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন, যিনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী । আর কোনো ধর্মই এতটা নিরামিষাশী হয় না । এখন এরা শোনাবেন বৈষ্ণব হওয়ার কতো লাভ । কিন্তু সবাই তো তা হতে পারবে না, কেননা অনেকেই অভ্যস্ত, ছেড়ে দেওয়া মুশকিল তাদের কাছে । কিন্তু এর উপর বোঝাতে হবে যে, বেহদের বাবা যে স্বর্গের স্থাপন করেছিলেন, সেখানে সবাই বৈষ্ণব, অর্থাৎ বিষ্ণুর বংশাবলী ছিলেন । দেবতারা সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন । আজকালের নিরামিষাশীরাও তো অপবিত্র । ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ রাজ্য ছিলো । তাই এমন করেই সবাইকে বোঝাতে হবে । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এমন কোনো মানুষ নেই যারা জানে যে স্বর্গ কি জিনিস ? কবে তা স্থাপন হয়েছিলো ? সেখানে কারা রাজত্ব করতো ? যদিও তারা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যায় । বাবাও সেখানে যেতেন কিন্তু জানতেন না যে স্বর্গে এঁদেরই রাজধানী থাকে । কেবল মানুষ এঁদের মহিমাই করে থাকে কিন্তু এঁদের কে এই রাজ্যের অধিকারী করেছিলেন তা কেউই জানে না । এখন পর্যন্ত মানুষ অনেক মন্দির বানিয়েছে, তারা ভাবে লক্ষ্মী ধন দান করেন তাই দীপমালার সময় ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীর পূজো করে থাকে । যারা মন্দির নির্মাণ করে তাদেরও বোঝানো উচিত । যেমন বিদেশীরা এলে তাদের বোঝানো উচিত যে ক্রাইস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত এমনই ভেজিটেরিয়ান ছিলো, এমন কেউই আর হতে পারবে না । তাদের মধ্যে অনেক শক্তি ছিলো । সেই রাজ্যকে দেবী দেবতার রাজ্য বলা হয় । এখন সেই রাজ্য আবার নতুন করে স্থাপিত হচ্ছে । এ হলো সেই সময় । শংকরের দ্বারা বিনাশের গায়নও আছে, তখন আবার বিষ্ণুর রাজ্য হবে । বাবার থেকে সেই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা যদি নিতে চাও তো এসে নিতে পারো । রমেশ আর উষা দুজনেরই সেবা করার খুব শখ । এরা হলো আশ্চর্য এক জোড়া, খুবই সেবাপরায়ণ । দেখো, অনেক নতুনরা আসে যারা পুরানোদের থেকেও তীব্রগতিতে এগিয়ে যায় । বাবা তো অনেক যুক্তি বলেন কিন্তু কোনো না কোনো বিকারের নেশা থাকে তাই মায়া উঠতে দেয় না । কারোর মধ্যে হয়তো কামের অংশ মাত্র আছে, ক্রোধ তো অনেকের মধ্যেই আছে । এখনো কেউই পরিপূর্ণ হতে পারে নি । সবাই পরিপূর্ণ হতে চলেছে । মায়াও অন্দরে আঘাত করতে থাকে । যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিলো, তখন থেকেই এই মায়াবী ইঁদুর কাটতে শুরু করেছিলো । এখন তো ভারত সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছে । মায়া সবাইকে পাথরবুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে । খুব ভালো ভালো বাচ্চাদেরও মায়া এমনভাবে ঘিরে ধরে যে তারা জানতেও পারে না, আমরা কিভাবে পিছনের দিকে চলেছি । তখন সঞ্জীবনী বুটি শুকিয়ে হাঁশ ফিরিয়ে আনা হয় । ক্রোধও হলো দুঃখদায়ী । নিজেকেও যেমন দুঃখ দেয় তেমনি এই ক্রোধ অপরকেও দুঃখী করে । কারোর মধ্যে তা গুপ্ত রূপে থাকে কারোর মধ্যে আবার প্রত্যক্ষ রূপে । যতই বোঝাও বুঝতেই পারে না । এখন নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করে । কিন্তু পরে আফসোস করতে হবে । কল্পে কল্পে দাগ লেগে যাবে । বাবার শ্রীমতে চললে লাভও অনেক । নাহলে অনেক লোকসান । দুজনের মতই বিখ্যাত । শ্রীমত আর ব্রহ্মা মত । বলা হয়, ব্রহ্মা বললেও এরা

মানবে না । কৃষ্ণের নাম বলা হয় না । এখন তো পরমপিতা পরমাত্মা নিজে মত দিচ্ছেন । ব্রহ্মাও তাঁরই থেকে মত পেয়ে থাকেন । বাবা বাচ্চাদের খুবই ভালোবাসেন । তিনি বাচ্চাদের কাঁধে, মাথায় চড়ান । বাবার এই লক্ষ্য থাকে যে বাচ্চারা যদি উচ্চে চড়তে পারে তাহলে এই কুলের নাম বৃদ্ধি পাবে । কিন্তু বাচ্চারা না বাবার কথা শোনে না দাদার কথা, বড় মায়ের কথাও মানে না । তাদের কি দশা হবে সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । বাদবাকি সেবাপরায়ণ বাচ্চারা তো বাপদাদার হৃদয়ে বিরাজ করে । তো তাদের মহিমা বাবা নিজেই করেন । তাই তাদের বোঝাতে হবে যে, এই ভারতেই বিষ্ণু ঘরানার রাজ্য ছিলো, যা আবার নতুন করে স্থাপন হচ্ছে । এখন বাবা সেই ভারতকেই আবার , বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছেন ।

তোমাদের খুব নেশা থাকা উচিত । ওই মানুষরা তো নিখরচায় নিজের নামের জন্য মাথা ঠুকতে থাকে । খরচা তো সরকারের থেকেই পাওয়া যায় । সল্ল্যাসীরা তো অনেক পয়সাই পায় । এখনো বলে যে, ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাতে যাই, তো ঝট করে পয়সা দেবে । বাবার তো কারোর টাকার দরকার নেই । তিনি নিজেই সম্পূর্ণ দুনিয়ার সাহায্যকারী ভোলা ভাণ্ডারী, সাহায্য পান বাচ্চাদের । সাহসী বাচ্চা, সাহায্যকারী বাবা । কেউ যখন বাইরে থেকে আসে তো ভাবে, এ আশ্রম তো কিছু দিই । কিন্তু তোমাদের বলা উচিত, কেন দিচ্ছে ? জ্ঞান তো কিছুই শোনো নি । কিছুই জানো না । আমরা বীজ বপন করি, স্বর্গে তার ফল পাওয়া যায়, সেও জানতে পারবে যখন এই জ্ঞান শুনবে । এমন কোটি মানুষ এখানে আসবে । এ ভালো যে বাবা গুপ্ত রূপে এসেছেন । কৃষ্ণের রূপে আসলে বালির মতো একত্রিত হয়ে চকচক করতো, কেউ আর ঘরে বসতে পারতো না । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান । এইকথা ভুলে যেও না । বাবার তো মনে হয় যে বাচ্চারা সম্পূর্ণ বর্সা নিক । স্বর্গে তো অনেকেই আসবে কিন্তু হিম্মত করে উঁচু পদ লাভ করা, সে কোটির মধ্যে কয়েকজন । আচ্ছা ।

মাতা - পিতা, বাপদাদার মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ - ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাচ্চার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি কালীন ক্লাস ১৫-০৬-৬৮

যা অতীত হয়ে গেছে তা রিভাইজ করলে যার দুর্বল হৃদয় তার হৃদয়ের দুর্বলতারও রিভাইজ হয়ে যায় তাই বাচ্চাদের মজবুত করার জন্য ড্রামার এই পাটাতনে দাঁড় করানো হয়েছে । স্মরণের দ্বারাই মুখ্য লাভ হয় । এই স্মরণেই আয়ুর বৃদ্ধি হয় । বাচ্চারা যদি এই নাটককে বুঝতে পেরে যায় তাহলে কোনোকিছু সম্বন্ধেই আর ভাববে না । নাটকে এই সময় জ্ঞান শেখার আর শেখানোর পার্ট চলছে । এরপর এই পার্ট বন্ধ হয়ে যাবে । না বাবার পার্ট থাকবে না আমাদের । না তাঁর দেওয়ার পার্ট থাকবে আর না আমাদের নেওয়ার পার্ট । সব এক হয়ে যাবে । আমাদের পার্ট নতুন দুনিয়াতে হয়ে যাবে । বাবার পার্ট হবে শান্তিধামে । পার্টের রিল তো ভরা আছে, আমাদের প্রারন্ধের পার্ট আর বাবার শান্তিধামের পার্ট । দেওয়া আর নেওয়ার পার্ট সম্পূর্ণ হলেই ড্রামাও সম্পূর্ণ হবে । তারপর আমরা রাজ্য করতে আসবো, সেই পার্ট তখন পরিবর্তন হয়ে যাবে । জ্ঞানও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । আমরাও সেই দেবতা হয়ে যাবো । পার্টই সম্পূর্ণ তো কোনো ফারাক আর থাকবে না । বাচ্চাদের সাথে বাবারও কোনো পার্ট আর থাকবে না । বাচ্চারা জ্ঞানকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে । তাদের কাছে আর কিছুই থাকে না । না যিনি দেন তাঁর মধ্যে আর না যারা নেয় তাদের মধ্যে কম থাকে, তো দুজনেই একে অপরের সমান হয়ে যায় । এতে বিচার সাগর মন্ডন করার বুদ্ধির প্রয়োজন । বিশেষ পুরুষার্থ হলো

এই স্মরণের যাত্রার । বাবা বসে বোঝান । শোনালে তো ভারী কথা হয়ে যায়, বুদ্ধিতে তো সূক্ষ্ম আছে । তোমরা অন্তরে জানো যে শিব বাবার রূপ কেমন । চোখে দেখে বোঝানোতে বড় মনে হবে । তাই ভক্তিমাগে বড় লিপ্স বানানো হয় । কিন্তু আত্মা তো ছোটো । এই হলো প্রকৃতি । কোথায় এর অন্ত ? পরের দিকে অনন্ত বলে দেয় । বাবা বোঝান সম্পূর্ণ পাট আত্মাতেই ভরা আছে । এ হলো প্রকৃতি । এর অন্ত পাওয়া যায় না । সৃষ্টিচক্রের অন্ত তো পাওয়া যায় । রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে তোমরা জানো । বাবা হলেন নলেজফুল । তাও যদি আমরা ফুল হই তাহলে পাওয়ার জন্য কিছুই থাকবে না । বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের পড়ান । তিনি হলেন বিন্দু । আত্মা বা পরমাত্মার সাক্ষাত্কার হলে থোড়াই খুশী হয় । পরিশ্রম করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে । বাবা বলেন আমার যখন জ্ঞান দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন তখন তোমাদেরও এই জ্ঞান বন্ধ হয়ে যাবে । এই জ্ঞান নিয়েই তোমরা অনেক উঁচু হয়ে যাও । সবাই কিছু না কিছু নিয়ে নেয় । তবুও বাবা তো বাবাই । তোমরা আত্মারা তো আত্মাই থাকবে, বাবা তো আর হবে না । এ তো হলো জ্ঞান । বাবা হলেন বাবা আর বাচ্চা হলো বাচ্চা । এ সবই বিচার সাগর মন্ডন করে গভীরে যাওয়ার কথা । এও তোমরা জানো যে, সবাইকেই যেতে হবে । সবাই চলে যাবে । অল্প কিছু আত্মা থাকবে । সমস্ত দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে, তোমাদের নির্ভয় হয়ে থাকতে হবে । নির্ভয় থাকারই পুরুষার্থ করতে হবে তোমাদের । দেহ ইত্যাদির কোনো অনুভূতি যেন না থাকে এই অবস্থায় যেতে হবে তোমাদের । বাবা তোমাদের নিজের সমান তৈরী করেন, তোমরা বাচ্চারও অন্যকে নিজের সমান বানাতে থাকো । এক বাবার স্মরণই যেন থাকে, এমন পুরুষার্থ করতে হবে তোমাদের । এখনো সময় আছে । তাই এর রিহার্সাল তীব্র করতে হবে । অভ্যাস না করলে তো পিছিয়ে পড়বে । পা কাঁপতে থাকবে আর হঠাৎ হার্টফেল হতে থাকবে । তমোপ্রধান শরীরের হার্টফেল হতে থোড়াই দেরী লাগে । যত অশরীরি হতে থাকবে, বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে ততই কাছাকাছি আসতে থাকবে । যোগযুক্তরাই নির্ভয় থাকে । যোগেই শক্তি মেলে । জ্ঞানের দ্বারা ধন মেলে । বাচ্চাদের শক্তির প্রয়োজন । তাই এই শক্তি পাওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন । তিনি কখনোই রোগী হন না । এখন বাবা বলছেন, তোমরা তোমাদের অবিনাশী ওষুধ দিতে থাকো । আমি এমন সঞ্জীবনী বুটি দিই যাতে কেউই কখনো অসুস্থ হয় না । কেবলমাত্র পতিত - পাবন বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে । দেবতারা তো সর্বদাই নিরোগী এবং পবিত্র । বাচ্চারা তো এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমরা কল্পে - কল্পে আশীর্বাদী বর্ষা নিই । বাবা অগুণতি বার এসেছেন, যেমন এখন তিনি এসেছেন । বাবা যা শেখান বা বোঝান, তাই রাজযোগ । ওইসব গীতা ইত্যাদি সবই ভক্তিমাগের । এই জ্ঞানমার্গ একমাত্র বাবাই বলেন । বাবা এসেই আমাদের নীচে থেকে উপরে ওঠান । যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত বুদ্ধির, তারাই মালার দানা হতে পারে । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, ভক্তি করতে করতে আমরা নীচে নেমে গেছি । এখন বাবা এসে আমাদের প্রকৃত কামাই করান । লৌকিক বাবা এমন কামাই করান না যা পারলৌকিক বাবা করান । আত্মা । বাচ্চাদের শুভ রাত্রি আর নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সেবাপরায়ণ হতে বলে বিকারের অংশমাত্রকেও সমাপ্ত করতে হবে । সেবার প্রতি নেশা রাখতে হবে ।

২) আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, আমরা শ্রীমতে চলে ভারতকে বিষ্ণুপুরী তৈরী করছি, যেখানে সবাই প্রকৃত বৈষ্ণব থাকবে এই নেশায় থাকতে হবে ।

বরদান :- এক হিন্মতের বিশেষত্বের দ্বারা সর্বের সহযোগ প্রাপ্ত করে সামনে এগিয়ে যাওয়া বিশেষ আত্মা হও

যে বাচ্চারা হিন্মতের সঙ্গে, নির্ভয় হয়ে এগিয়ে যায়, তারা বাবার সাহায্য স্বতঃই প্রাপ্ত করে । এই হিন্মতের বিশেষত্বের দ্বারাই সর্বের সহযোগ পাওয়া যায় । এই এক বিশেষত্বের দ্বারা অন্য অনেক বিশেষত্ব স্বতঃই এসে যায় । এক কদম আগে রাখো, তাহলেই অনেক কদম সহযোগের অধিকারী হয়ে যাবে । অন্যকেও এই বিশেষত্বের দান আর বরদান দিতে থাকো, অর্থাৎ এই বিশেষত্বকে সেবায় লাগাও, তাহলেই বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- বুদ্ধিকে হালকা রাখো যাতে বাবা চোখের পলকে বসিয়ে সাথে নিয়ে যেতে পারে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার দ্বারা নির্মিত লীলার জ্ঞান অর্থাৎ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের সেই জ্ঞান তোমরা বাবার কাছে পেয়েছ, তোমরা জানো এখন এই নাটক পূর্ণ হচ্ছে, আমরা বাড়ি (পরমধাম) ফিরছি"

প্রশ্ন:- নিজেকে বাবার কাছে রেজিস্টার করানোর জন্য কোন কোন নিয়ম পালন অবশ্য কর্তব্য ?

উত্তর :- বাবার কাছে রেজিস্টার হওয়ার জন্যে

১. বাবার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হতে হবে।

২. নিজের সবকিছু ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবায় সফল করতে হবে।

৩. সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার শপথ নিতে হবে এবং নির্বিকারী হয়ে দেখাতে হবে।

এমন বাচ্চাদের নাম অলমাইটি গভর্নমেন্টের রেজিস্টারে লেখা হয়ে যায়। তাদের নেশা থাকে যে আমরা ভারতকে স্বর্গ বা রাজস্থানে পরিণত করছি। আমরা ভারতের সেবায় বাবার কাছে সমর্পিত হয়েছি ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায় ...

ওম শান্তি। যাঁর মহিমায় এই গীত তিনিই বসে নিজের রচনার মহিমা বলছেন। যাকে লীলাও বলা হয়। লীলা বলা হয় নাটক কে আর মহিমা করা হয় গুণবানের। তাহলে ওঁনার মহিমা হল অনুপম। মানুষ তো জানেনা। বাচ্চারা জানে যে পরম পিতা পরমাত্মার-ই এতখানি গায়ন রয়েছে, শিব জয়ন্তীও খুব শীঘ্রই আসছে। শিব জয়ন্তীর জন্যে এই গানটি ভালো। তোমরা বাচ্চারা ওঁনার লীলা ওঁনার মহিমা জানো, বরাবর এইটি হল লীলা । একেই নাটক বা ড্রামা বলা হয়। বাবা বলেন দেবতাদের চেয়েও আমার লীলা অনন্য। প্রত্যেকের লীলা আলাদা হয়। যেমন গভর্নমেন্টে প্রেসিডেন্টের, মিনিস্টারের পদ মর্যাদা আলাদা হয় তাইনা। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হতেন তবে সকলের অ্যাক্ট একই হত। সর্বব্যাপী বলে দিয়েই অনাথ অকালগ্রস্ত হয়েছে। কোনো মানুষ না-ই বাবাকে জানে আর না-ই বাবার অপরম অপার মহিমাকে জানে। যতক্ষণ না বাবাকে জানছে ততক্ষণ রচনাকেও জানবেনা। এখন তোমরা রচনাকেও জেনেছ। ব্রহ্মান্ড, সৃষ্টি বতন , মনুষ্য সৃষ্টির চক্র সবই বুদ্ধিতে আছে। এই হল লীলা অথবা রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ। এই সময় দুনিয়ার মানুষ হল নাস্তিক। কিছুই জানেন এবং গল্পো দেয়। সাধু সন্ন্যাসীরা কনফারেন্স করে, তাদের এইটুকু জানা নেই যে এই নাটক এখন পূর্ণ হচ্ছে। এখন কিছু টাচ হচ্ছে। যদিও নাটক পূর্ণ হচ্ছে। এখন সবাই বলে রাম রাজ্য চাই। খ্রিষ্টানদের রাজ্যে বলে না যে নতুন ভারত হোক। এখন অনেক দুঃখ আছে। তাই সবাই বলে যে প্রভু দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। কলিযুগের শেষে অবশ্যই অতি দুঃখ হবে। দিন প্রতিদিন দুঃখের বৃদ্ধি হচ্ছে। তারা ভাবে সবাই নিজের নিজের রাজত্ব করবে। কিন্তু এই বিনাশ তো হবেই। এইসব কেউ জানেনা।

বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত। তোমরা সবাইকে বলতে পারো যে বেহদের পিতা স্বর্গের রচনা করেন তো বাচ্চাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ভারতবাসী বিশেষ করে এইজন্যই স্মরণ করে থাকে। ভক্তি করে, ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কৃষ্ণপুরীতে যেতে চায় ,

যাকে স্বর্গ বলা হয়। কিন্তু এই কথা জানেনা যে সত্যযুগে কৃষ্ণের রাজ্য ছিল। এখন এই কলিযুগ পুরো হয়ে সত্যযুগ আসবে তখন আবার কৃষ্ণের রাজ্য হবে। এই কথাটি সবাই জানে যে সকলেই হল শিব পরমাত্মার সন্তান। তাহলে পরমাত্মা নিশ্চয়ই নতুন সৃষ্টি রচনা করেছেন এবং নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মুখ দ্বারা রচনা করেছেন। ব্রহ্মা মুখ বংশী নিশ্চয়ই হবে ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ, সময়টি হবে সঙ্গম। সঙ্গম হল কল্যাণকারী যুগ। যখন পরমাত্মা বসে রাজ যোগ শিখিয়েছেন। এখন আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ। কিন্তু তারা বলবে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করি যে পরমাত্মা ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে রাজ যোগের শিক্ষা দেন। তাহলে তাদের বল যে তোমরাও ব্রহ্মা মুখ বংশী হয়ে রাজ যোগ শিখে দেখ আপনা থেকেই তোমাদেরও অনুভব হবে। এইখানে অকৃত্রিম বা অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। অন্ধ শ্রদ্ধা তো পুরো দুনিয়ায় রয়েছে , তার মধ্যেও বিশেষ করে ভারতে, পুতুলের পূজা হয়। আইডল-প্রস্থ ভারতকেই বলা হয়। ব্রহ্মাকে কতগুলি ভূজা দেওয়া হয়েছে। এবারে এইসব কি করে সম্ভব। হ্যাঁ, ব্রহ্মার সন্তান অনেক। যেমন বিষ্ণুকে ৪টি ভূজা দেখানো হয়েছে , দুটি লক্ষ্মীকে, দুটি নারায়ণের । এমনতিতেও ব্রহ্মার এত সন্তান আছে। যদি ৪ কোটি বাচ্চা হয় তবে ব্রহ্মার ৮ কোটি ভূজা হয়ে যাবে। কিন্তু এমন তো নয়। কিন্তু প্রজা তো হবে নিশ্চয়ই। এইসবও ড্রামাতে ধার্য করা আছে। বাবা এসে এইসব কথা বুঝিয়ে দেন। তারা তো বুঝবেনা যে শেষমেশ কি হবে। কত প্ল্যান তৈরি করতে থাকে। অনেক রকমের প্ল্যান তৈরি করে। এখানে তোমাদের জন্যে বাবার একটাই প্ল্যান আছে , এবং সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যে যত পরিশ্রম করে নিজ সমান তৈরি করবে , তত উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করবে। বাবাকে জ্ঞানী (নলেজফুল), আনন্দ স্বরূপ (ব্লিসফুল), দয়ালু বলা হয়। বাবা বলেন আমারও ড্রামায় পার্ট আছে। মায়া সবার উপরে অত্যাচার করছে। বাবাকে এসে দয়া করতে হয়। বাচ্চারা তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। সৃষ্টি চক্রের রহস্য বলি। নলেজফুলকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো , কাউকেও বোঝাতে পারো। এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। আমরা পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করি। সর্ব প্রথম ওঁনার মহিমা করা উচিত। তিনি এসে রাজ যোগের দ্বারা স্বর্গ রচনা করেন। তারপর স্বর্গবাসীদের মহিমা করা উচিত। ভারত স্বর্গ ছিল তখন সবাই সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। সুতরাং পরমাত্মার মহিমা হল অনন্য, অদ্বিতীয়। তারপরে হল দেবতাদের মহিমা। এতেও অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। এখানেতো সবাই সন্তান। কেই ফলোয়ার নয়। এইটি তো পরিবার। আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য। প্রকৃত ভাবে আমরা সবাই হলাম আত্মা , পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান, তাহলে এক পরিবারের হলাম কিনা। তিনি নিরাকার কিন্তু সাকারে আসেন। এই সময় এই হল ওয়ান্ডার ফুল ফ্যামিলি , এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সবাই শিবের সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান গায়ন আছে। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী , নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হচ্ছে। পুরানো সৃষ্টি সামনে রয়েছে। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। ব্রহ্মাবংশী না হলে বাবার বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। ব্রহ্মার কাছে এই জ্ঞান নেই। জ্ঞানের সাগর হলেন শিববাবা। ওঁনার কাছেই আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি। আমরা হলাম মুখ বংশী। সবাই রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করি। আমাদের সকলকে পড়াচ্ছেন শিববাবা, যিনি ব্রহ্মা দেহে এসে পড়ান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন ব্যক্ত , উনি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান তখন ফরিস্তা স্বরূপে পরিণত হন। সূক্ষ্ম বতন বাসীদের ফরিস্তা বলা হয় , সেখানে হাড় মাংসের দেহ থাকেনা। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করে । বাবা বলেন ভক্তি মার্গে অল্প কালের সুখও তোমরা আমার দ্বারা-ই প্রাপ্ত কর। আমি-ই একমাত্র দাতা , তাই সর্বস্ব ঈশ্বর অর্পণ করা হয়। ভাবে ঈশ্বর ফল দেবেন। সাধু সন্ন্যাসীদের নাম কখনও নেয়না। কেবল বাবা একজন-ই সকলকে দিয়ে থাকেন। কাউকে নিমিত্ত করে কারো দ্বারা দান করেন, নিজের নয় নির্দিষ্ট সেই দাতার মহিমা করেন। সেই

সব হল অল্পকালের সুখ। এই হল বেহদের সুখ। নতুন বাচ্চারা এসে ভাবে আমরা যে মতে ছিলাম তাদের গিয়ে এই জ্ঞান বোঝাব। এইসময় সবাই মায়ার মতে চলছে। এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় মতামত প্রাপ্ত কর। এই মতামত অর্ধকল্প চলে কারণ সত্যযুগ ও ত্রেতায় আমরা এসময়ের প্রালঙ্ক ভোগ করি। সেখানে উল্টো মত হয়না কেননা মায়া নেই। উল্টো মতামত তো পরে আরম্ভ হয়। এবারে বাবা আমাদের নিজ সমান ত্রিকালদর্শী , ত্রিলোকিনাথ করেন । ব্রহ্মাণ্ডের মালিক করেন , সৃষ্টির মালিকও আমরাই হই। বাবা বাচ্চাদের মহিমা নিজের থেকেও বেশি করেছেন। সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে এমন পিতা কোথাও নেই যিনি বাচ্চাদের উপরে এত পরিশ্রম করেন ও নিজের চেয়েও তীব্র করেন ! বলেন বাচ্চারা তোমাদের আমি বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করি , আমি ভোগ করিনা। কিন্তু দিব্য দৃষ্টির চাবি আমি নিজের হাতেই রাখি। ভক্তিমার্গেও আমার কাজে লাগে। এখনও ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার করাই যাতে ব্রহ্মার কাছে রাজ যোগ শিখে ভবিষ্যতের প্রিন্স হও। অনেকের এইরকম সাক্ষাৎকার হয়। সব প্রিন্স-রা মুকুটধারী হয়। কিন্তু বাচ্চারা এই কথা জানতে পারেনা যে সূর্যবংশী প্রিন্সের সাক্ষাৎকার হল নাকি চন্দ্রবংশী প্রিন্সের। যে বাচ্চা বাবার আপন হয় তারা প্রিন্স প্রিন্সেস তো নিশ্চয়ই হবে , সে আগে হোক বা পরে। ভালো রকম পুরুষার্থ করে থাকলে সূর্যবংশী হবে নাহলে চন্দ্রবংশী। তাই শুধু প্রিন্স স্বরূপ দেখে খুশী হয়োনা । এই সবকিছু পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করছে। বাবা তো প্রতি টি কথা ক্রিয়ার করে বলেন , এর মধ্যে কোনো অন্ধ শ্রদ্ধা নেই। এই হল ঈশ্বরীয় পরিবার। সেই হিসেবে তারাও হল ঈশ্বরীয় সন্তান। কিন্তু তারা রয়েছে কলিযুগে, তোমরা আছ সঙ্গমে। কারো কাছে গিয়ে বলো আমরা হলাম শিব বংশী , ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ-রাই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করে। কাউকে বোঝানোর জন্যে ভালো রকম পরিশ্রম করতে হয়। ১০০-৫০ জনকে বোঝালে একজন জ্ঞানে আসবে। যার ভাগ্যে থাকবে কোটিতে একজন জ্ঞানে আসবে। নিজ সম পরিণত করতে সময় লাগে। বাকি বিত্তবানদের দ্বারা আওয়াজ বেশি ছড়ায় । মন্ত্রীরা কাছে যাবে তারা জিজ্ঞাসা করবে আপনাদের কাছে কোনো মন্ত্রী আসে ? যখন বলবে হ্যাঁ আসে , তখন বলবে আচ্ছা তাহলে আমিও আসব।

বাবা বলেন আমি একেবারে সাধারণ। তাই বিত্তবান খুব কমই আসে। আসবে তো নিশ্চয়ই কিন্তু শেষ সময়ে। বাচ্চারা তোমাদের নেশা থাকা উচিত। তাদের বোঝাতে হবে আমরা তো তন-মন-ধন দ্বারা ভারতের সেবা করি। তোমরা ভারতের সেবা করার জন্যই তো সমর্পিত হয়েছ তাইনা। এমন সম্পূর্ণ দানী কেউ হয়না। তারা অর্থ একত্র করে গৃহ নির্মাণ করে। শেষে তো সব মাটিতে মিশে যাবে। তোমাদের তো সবকিছু বাবার কাছে সমর্পিত করতে হবে। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবায় সব কিছু অর্পণ করতে হবে। তাহলে স্বর্গের অধিকার তোমরা-ই প্রাপ্ত কর। তোমাদের এইরূপ নেশা রয়েছে -- আমরা হলাম অলমাইটি অথরিটির সন্তান। আমরা পরমাত্মার কাছে রেজিস্টার হয়েছি। বাবার কাছে রেজিস্টার হতে খুব পরিশ্রম লাগে। যখন সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার শপথ নেবে এবং নির্বিকারী স্বরূপে পরিণত হয়ে দেখাবে তখন বাবা তার নাম রেজিস্টার করেন। বাচ্চাদের খুব নেশায় থাকা উচিত যে আমরা ভারতকে স্বর্গে বা রাজস্থানে পরিণত করি , তবে গিয়ে সেই স্থানে রাজত্ব করব। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান এক ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য। আমরা এখন ঈশ্বরীয় মতামত প্রাপ্ত করি সেই নেশাতেই থাকতে হবে। উল্টো মতে চলবে না।

২) ভারতের সেবা করার জন্যে ব্রহ্মাবাবার মতন সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে। তন-মন-ধন ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবায় লাগিয়ে সফল করতে হবে। সম্পূর্ণ দানী হতে হবে।

বরদান :- খুব কাছের সম্বন্ধ ও সর্ব প্রাপ্তি দ্বারা সহজ যোগী হয়ে সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ ভব ।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা সর্বদা কাছের সম্বন্ধে থাকে এবং সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করে তাদের সহজ যোগের অনুভব হয়। তারা সদা এই অনুভব করে যে আমি বাবার আপন। তাদের স্মরণ করাতে হয় না যে আমি আত্মা, আমি বাবার সন্তান। কিন্তু সদা এই নেশাতেই প্রাপ্তি স্বরূপ অনুভব করে, সদা শ্রেষ্ঠ আনন্দে উৎসাহে একরস হয়ে থাকে, সদা শক্তিশালী স্থিতিতে থাকে তাই সর্ব সিদ্ধি স্বরূপে পরিণত হয়।

স্লোগান - রুহানী গরিমায় স্থিত থাকলে কখনও দেহের মান সম্মানের প্রভাব পড়ে না ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – বাবা তোমাদেরকে এত অসীম সুখ দিতে এসেছেন যে কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কেবল পাঁচ ভূতের ওপর জয়ী হলেই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে।”

প্রশ্ন:- রাস্তা সহজ হওয়া সত্ত্বেও ধারণা না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর:- অবজ্ঞা। বাবা তো সকল বাচ্চার ওপরেই বিশ্বাস রাখেন যে এই বাচ্চা ব্রাহ্মণ বংশের নাম উচ্ছল করবে, ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য সহযোগী হবে। কিন্তু বাচ্চাদের দ্বারা বারবার অবজ্ঞা হয়ে যায়। এইজন্য ধারণা হয় না এবং তার ফলে পদ কম হয়ে যায়। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এটা খুব উঁচু সিঁড়ি, তাই প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ নিতে থাকো।

গীত:- আমি খুব ভাগ্যবান...

ওম্ শান্তি। বেহদের সুখ দেওয়ার জন্য বেহদের বাবা বাচ্চাদের সাথে একবার-ই মিলিত হন। তারপরে আর অন্য কিছু চাইতে পার না। ভক্তিমার্গে তো ভক্তরা ভগবানের কাছে, দেবতাদের কাছে কিংবা সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে কিছু না কিছু চাইতে থাকে। বেহদের বাবাকে পেয়ে গেলে সকল প্রাপ্তি হয়ে যায়। বাবা তো স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, এর থেকে বেশি আর কি চাই! বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণ এই মনুষ্য সৃষ্টির মধ্যে সবথেকে উঁচু পদ পায়। এর থেকে আর কোনো উঁচু পদ নেই। তাই চাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের সাথে তো প্রজারাও থাকবে। যেমন রাজা রানী, সেইরকম তাদের প্রজা... কিন্তু তাদেরকে স্বর্গে এত উঁচু পদ কে দিয়েছেন? বাবা দিয়েছেন। কখন দিয়েছেন? সঙ্গমযুগে। অন্য কেউ দিতে পারবে না। এই সৃষ্টিচক্রের বিষয়ে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। এখন তো কলিযুগ। এরপরে যে সত্যযুগ আসবে সেটা বাবা ছাড়া আর কে বলতে পারবে? বাবা এখানে বসে সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝান। সবকিছুই প্রথমে নূতন থাকে, পরে পুরাতন হয়ে যায়। সেইরকম এই সৃষ্টিরও বিভিন্ন স্টেজ (অবস্থা) আছে। বর্তমানে এটা তমোপ্রধান পুরাতন দুনিয়া। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কত মতভেদ-ঝগড়া। বাবা বলেন, আমার কাজ হল সকল ঝগড়া মিটিয়ে এক ধর্ম স্থাপন করা। বাচ্চারা, আমি স্বয়ং আমার পরিচয় ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের তো কেবল আকার আছে। মানুষের সাকার রূপ রয়েছে। কিন্তু উঁচুর থেকেও উঁচু পরমাত্মার না আকার আছে, না সাকার (স্থূল শরীর) আছে। তাঁকে নিরাকার বলা হয়। আত্মা যেমন নিরাকার, সেইরকম আত্মা বলে যে আমার বাবাও নিরাকার। তিনিই হলেন সকলের বাবা। বাকি সবার শারীরিক নাম রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও নাম আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও সূক্ষ্ম শরীরের নাম আছে। কেবল নিরাকার পরমাত্মা-ই হলেন এমন একজন, যাঁর নাম শিব। তিনি বলেন- বাচ্চারা, আমি পরম আত্মা তোমাদেরকেও আমার মত বানাই। আমার কাছ থেকে অর্থাৎ জ্ঞানের সাগরের কাছ থেকে তোমরাও সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ পেয়ে যাও। প্রেমের সাগরও বানাই। দেবতার তো প্রেমের সাগর, তাই না? সবাই ওদেরকে কত ভালোবাসে। সমগ্র সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান হল মুখ্য বিষয়। এছাড়া আছে মূলবতন এবং সূক্ষ্মবতন। সৃষ্টির এই চক্র চার যুগে আবর্তিত হয়। সত্যযুগে ১৬ কলা সম্পন্ন হয়, তারপর ত্রেতাযুগে ১৪ কলা হয়ে যায়। যত জন্ম নিতে থাকে, তত কলা কম হতে থাকে। এখন দেবী দেবতা ধর্মটাই লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। একজন মানুষও বলবে না যে আমি সূর্যবংশের উত্তরসূরি। অন্যান্য সকল ধর্মান্বলম্বীরা তাদের

নিজেদের ধর্মকে জানে। এখন বাবা পুনরায় তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। বর্তমানে কলিযুগ হল পতিত দুনিয়া। বাবা-ই একে পবিত্র দুনিয়া বানাবেন। কল্পবৃক্ষ, গোলা - এইগুলো তো অন্ধের জন্য আয়না। ভবিষ্যতে যখন তোমাদের কাছে অনেকজন আসবে, তখন তাদেরকে দেখে আরও অনেকে আসবে। কোনো দোকানে যদি অনেক খদ্দের থাকে, তাহলে তাদেরকে দেখে আরো অনেকে সেই দোকানে যায়। ভাবে যে এখানে নিশ্চয়ই ভালো জিনিস পাওয়া যাবে। সেই দোকান তখন বিখ্যাত হয়ে যায়। এখন তোমরা অত বিখ্যাত হওনি, কারণ এটা নূতন জিনিস। বোম্বেতে চিমিন্যান্ডের কাছে অনেকজন যায়। খবরের কাগজেও তার নাম বের হয়। এখানে যখন শোনে যে কেবল পবিত্র থাকতে হবে, তখন কনফিউজ হয়ে যায়। বলে যে স্ত্রী পুরুষ একসাথে থেকে পবিত্র থাকা তো অসম্ভব। এটা তো আগুন এবং তুলা একসাথে থাকার মতো ব্যাপার। স্ত্রী হল নরকের দ্বার, তার সাথে থাকলে নরকে যেতে হয়। কিন্তু নিজেকে কখনো নরকের দ্বার বলে মনে করে না। দুনিয়ার মানুষের কাছে এটা মুষ্কিল বোধ হয়, কিন্তু এখানে তোমাদেরকে ধৈর্যতা দেওয়া হয় যে - ৫ ভূতের ওপর জয়ী হলে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। বোম্বেতে একজন বাচ্চা আসত, সে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছিল বলে তার ঘরে অনেক অনেক ঝগড়া হত। একজন কন্যা ক্লাস করতে আসত। তার ভাই তাকে বলত - ওখানে গেলে মেরে ফেলব। সেই কন্যা তখন বলত, আমার প্রতি পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশ হল - নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাও। তাই তোমার কথায় আমি মোটেও আমার এই কাজ ছাড়ব না। তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। এইরকম বাহাদুর কন্যা খুব কম আছে। কোথাও আবার বিকারের জন্য মাতারাও সমস্যা করে। কিন্তু যে মহাবীর, তার জিৎ হয়। এইরকম বাহাদুর পুরুষও আছে এবং স্ত্রীও আছে। গৃহস্থ থেকে পবিত্র থাকা - এটা তো আরও ভাল। তাকেই মহারথী বলা হয়। হয়তো কেউ এই জন্মে ব্রহ্মচারী, কিন্তু আগের জন্মের পাপ তো মাথার ওপর রয়েছে। কেবল কাম বিকার-ই নয়, আরো অনেক রকম পাপ হয়। দেহ-অভিমান থাকলে পাপ অবশ্যই হয়। যে মানুষ নিজেই মাংস, মদ ইত্যাদি খায়, সে অন্যের সদগতি কিভাবে করবে? সদগতি মানে শান্তিতে এবং সুখে যাওয়া। এখানে তোমরা পতিত, দুঃখী, সেইজন্য গুরু করতে চাও। শান্তি আছে নির্বাক্যামে। স্বর্গে আছে সুখ আর নরকে আছে দুঃখ। বাবা-ই এইসব কথা বোঝান। তাই তাঁর সুযোগ্য সন্তান হয়ে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন তোমাদেরকে ফেরত যেতে হবে, তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মৃত্যুর আগেও বলে যে ভগবানকে স্মরণ করলে উপরে চলে যাবে, তারপর আর আসবে না। কিন্তু এইরকম তো হয় না। কেউ জানেই না যে ওপরে যাওয়ার মন্ত্র কে দিতে পারবে। বাবা বলেন, আমি এসে তোমাদেরকে এই মায়া থেকে মুক্ত করি। তোমরা যত মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে, তত ফেঁসে যাবে। তাই আমার শ্রীমৎ অনুসারে চল। নিজের আসুরিক মতামত অনুসারে চলা বন্ধ কর। যে নিজের মত অনুসারে চলে, সে দুর্গতি প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করে। এবং অবশেষে অধঃগতিকে প্রাপ্ত করে। বাবা প্রত্যেকের চলন দেখে এইসব বুঝতে পারেন। যেমন তীর্থে গেলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এর অসুখ আছে, ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। সে নিজেও বলে যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, কোমর ভেঙে গেছে। তখন বোঝা যায় যে হয়তো এর ভাগ্যই নেই। কিন্তু এটা হল বেহদের ব্যাপার। যখন শ্রীমৎ ত্যাগ করে নিজের মত অনুসারে চলতে শুরু করে, তখন তার চালচলন-ই বদলে যায়। তখন মুখ থেকে রক্তের পরিবর্তে পাথর বেরোয়ে। এরফলে সে যতটা জমা করেছিল, সেটা খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন, কারোর যেন এইরকম সন্তান না হয়। মহারথীদেরকেও মায়া এমন ভাবে ধরে ফেলে যে বলার নয়। বাবার কাছে তো খবর আসে। পত্রতে লেখে যে অমুক বাচ্চা খুব ভালভাবে জ্ঞানে চলছিল, কিন্তু মায়ারূপী বেড়াল ধরে নিয়েছে। কেউ যদি না আসে, তাহলে তাকে তার ফটো পাঠাও। বলা, তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন আয়নায় নিজের

মুখ দেখে যে লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য আছি? মায়া এমন যে যোগ্য থেকে অযোগ্য বানিয়ে দেয়। পড়ে গেলে তার ভাগ্যে দাগ পড়ে যায়। দেহ অভিমান অতি প্রবল। আমি ধনী, আমি অমুক, ঝট করে দেহ অভিমান এসে যায়। তখন বেহদের বাবার কথাও মানে না। এটাও ড্রামা। তখন বাচ্চাদেরকে লিখতে হয় যে একে সঞ্জীবনী বুটি দাও। মুরলী শোনাতে গ্রহণ কেটে যাবে। আমরা সবাই শিববাবার সেবা করছি। বাড়ি তৈরি করাও বাবার সেবা। বাবা এসেছেন বাচ্চাদের সেবা করতে। তিনি বাদশাহী দেন। তাই বাচ্চাদেরকেও বাবার সেবার প্রতি শখ রাখতে হবে। ঈশ্বরীয় সেবা করা তো খুবই সহজ। গৃহস্থ থেকেও, কিছু সময় বার করে সেবা করতে হবে। কোনো একজন অঙ্ককে রাস্তা বলে দিয়ে আসতে হবে। তখন কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে। আচ্ছা। যে যেমন সেবা করে, বাবা তাকে সেইরকম পুরস্কার দেন। বাবা তো বাচ্চাদের ওপরে বিশ্বাস রাখেন যে এই বাচ্চা ব্রাহ্মণ বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য অবশ্যই সহযোগী হতে হবে। বাবা হলেন কল্যাণকারী, ক্ষমার সাগর। কেউ চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে বাবা বলেন – ঠিক আছে, আবার জ্ঞান ধারণ কর। খুবই উঁচু সিঁড়ি। রাস্তা তো সহজ, কিন্তু অবজ্ঞা করার জন্য ধারণা হয় না। এর পরিণাম কি হয়? কম পদ পায়। বর্তমান সময়ের লক্ষ্য কোটি পতিরাও তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মত মহান ভাগ্যবান নয়। তোমাদের প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ্য কোটি প্রাপ্তি। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস 17-6-68

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে আসে, তখন মনে করে যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। বাবার মুখ থেকে শোনে। যখন নিজ নিজ সেন্টারে যায়, তখন সামনে বাপদাদা থাকে না। কোথাও আবার গোপও ক্লাস করায়। মুরলি তো সহজ। যে কেউ ধারণ করে ক্লাস করতে পারবে। ব্রাহ্মণীরা তো আছেই। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কি মুরলী পড়ে, তারপর মুরলির সারকথা শোনায়? যারা হাতে মুরলি নিয়ে মুরলি শোনায় তারা হাত ওঠাও। যারা মুরলি হাতে না নিয়ে কেবল মুরলির সারকথা শোনায়, তারা হাত ওঠাও। মুরলি তো হতে থাকা উচিত। পড়ার পরে সমস্ত সারকথা শোনায়। কেউ আবার মুরলি পড়ে শোনায়। বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। মহারথী, ঘোড় সওয়ার এবং পেয়াদা। সবাই তো যথাযথ ভাবে পড়ে না। কেউ কেউ তো পড়ে এবং তার সাথে অ্যাডিশন করে রহস্যও শোনায়। সবাই এইভাবে বোঝাতে পারে না। এখানে তো বাবা বসে আছেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, কোনো কথায় সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়। কেবল বাবা-ই সবকিছু শোনান। দুনিয়ার স্কুলে তো অনেকজন পড়ায়। আলাদা আলাদা বিষয় পড়ায়। এখানে তো একজনই পড়ান। একটাই এম অবজেক্ট। এক্ষেত্রে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না। সকালে এখানে বসে বাচ্চাদেরকে স্মরণের যাত্রায় সহযোগ করি। এমন নয় যে কেবল তোমাদেরকে স্মরণ করি। বেহদের সকল বাচ্চাই স্মরণে থাকে। এই স্মরণের দ্বারা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাতে হবে। কোন কার্যে তোমরা আগুল দিচ্ছ? সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হয়। তাই বাবা সকল বাচ্চাদের ওপরে নজর রাখেন। সকলেই শান্তিতে চলে যাক। সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যে যোগযুক্ত থাকে, সে এটাকে গ্রহণ করে। বাবা তো বেহদেই বসবেন। আমি সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে এসেছি। সমগ্র দুনিয়াকে কারেন্ট দিচ্ছি যাতে

পবিত্র হয়ে যায়। যে যোগযুক্ত থাকবে, সে বুঝবে যে এখন বাবা বসে স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন, যার দ্বারা বিশ্বতে শান্তি হবে। বাচ্চাদেরকেও স্মরণ করা হয়। তারাও স্মরণে থাকে, তাই সাহায্য প্রাপ্ত করে। খুব কমজনই ভালোভাবে স্মরণ করে। সহযোগী বাচ্চাও তো দরকার, তাই না? ঈশ্বরীয় সহযোগী। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের প্রথম বিষয় হল পবিত্র হওয়া। তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে নিমিত্ত হও। বাবাকে আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কিন্তু তিনি একলা কি করবেন? সহযোগী তো দরকার, তাই না? তোমরা জানো যে আমরা বিশ্বকে শান্ত বানিয়ে সেখানে রাজত্ব করব। এইরকম বুদ্ধি হলে তবেই নেশা বজায় থাকবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে। তোমরা জানো যে বাবার শ্রীমতের দ্বারা এবং নিজ যোগবলের দ্বারা আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। নেশা থাকতে হবে। এটা তো কোনো স্থূল কথা নয়। এটা হল আধ্যাত্মিক বিষয়। বাচ্চারা জানে যে প্রতি কল্পেই বাবা এই আধ্যাত্মিক বলের দ্বারা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান। এটাও বোঝে যে শিববাবা এসেই স্বর্গ স্থাপন করেন। দুনিয়া এটাও জানে না পরমপিতা পরমাত্মা এসে নুতন দুনিয়া স্থাপন করেন। কখন, কিভাবে স্থাপন করেন কিছুই জানে না। গীতাতেও আটাতে নুনের মত অতি অল্প পরিমাণ সত্যকথা রয়েছে। এছাড়া তো সবকিছু কেবল মিথ্যা আর মিথ্যা। বাবা এসে সত্য বলেন। ভারতের যোগবল প্রসিদ্ধ। অনেকেই শেখানোর জন্য যায়। বাবা বলেন, হঠযোগী কখনো রাজযোগ শেখাতে পারবে না। কিন্তু আজকাল চারিদিকে তো অনেক অসত্য। সকলের সামনে অনেক রকম ইমিটেশন রয়েছে। তাই খুব কমজন-ই সত্যিটা জানতে পারে। আচ্ছা। ওড নাইট। রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) শ্রীমৎকে ত্যাগ করে কখনো মন-মত অনুসারে চলা উচিত নয়। মুখ দিয়ে যেন রক্তের পরিবর্তে পাথর না বেরোয়।

২) বাবার সেবার প্রতি শখ রাখতে হবে। সময় বার করে ঈশ্বরীয় সেবা অবশ্যই করতে হবে। অন্ধকে রাস্তা বলতে হবে। সুযোগ্য হতে হবে।

বরদান:- মনকে শ্রেষ্ঠ পজিশনে (স্থান) স্থির করে পোজ (ভঙ্গিমা) পরিবর্তনের খেলাকে সমাপ্ত করে সহজযোগী হও।

মনের পজিশন যেমন হয়, সেটা চেহারার পোজের মাধ্যমে দেখা যায়। কোনো কোনো বাচ্চা কখনো বোঝা উঠিয়ে মোটা হয়ে যায়, কখনো অনেক চিন্তা করার সংস্কারের জন্য আন্দাজের থেকেও লম্বা হয়ে যায়, আবার কখনো হতোদ্যম হয়ে নিজেকে অনেক ছোট করে দেখে। নিজের মনের এই পজিশনকে সাক্ষী হয়ে দেখ এবং মনের শ্রেষ্ঠ পজিশনে স্থির হয়ে এইরকম ভিন্ন ভিন্ন পোজকে পরিবর্তন কর। তাহলেই সহজযোগী বলা যাবে।

স্লোগান:- খুশির খনির অধিকারী আস্বারা সর্বদা খুশিতে থাকে এবং খুশি বিতরণ করে।